জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক সংস্করণ

বাংলা

পঞ্চম শ্রেণি

লেখক ও সম্পাদক

ড. মাসুদুজ্জামান
মাহবুব আহসান খান
আহমুদা আকতার
বদরুল আলম

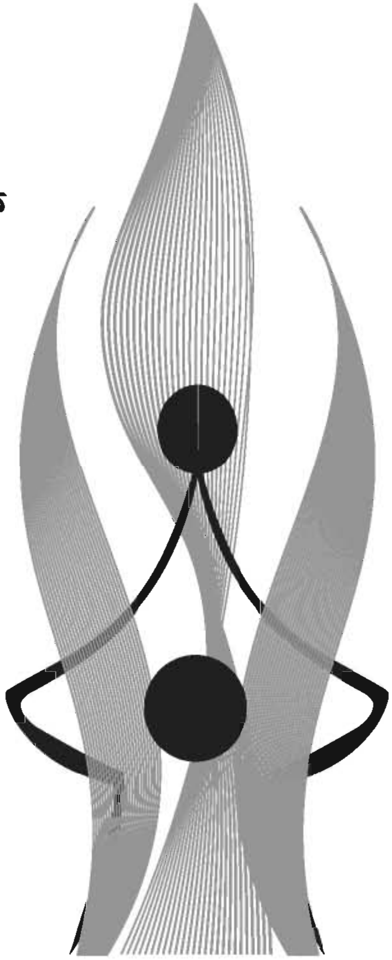

পরিমার্জন

গৌরাঙ্গ লাল সরকার
মোঃ তৈয়বুর রহমান
ড. নাছিমা বেগম

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। তাই বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা আনন্দময় পরিবেশে অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা বিষয়ের শিক্ষক সংস্করণ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষক সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু, প্রতিটি বিষয়বস্তুর জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, পাঠের আলোচ্য বিষয়, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়ন নির্দেশনা, পাঠের সারসংক্ষেপ, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন এবং সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন প্রতিটি বিষয়বস্তুর শেষে সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক সংস্করণের শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীর শোনা, বলা, পড়া ও লেখার ৪টি দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক সংস্করণে বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন-এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক সংস্করণ, শিক্ষক নির্দেশিকা এবং শিক্ষক সহায়িকাসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট করা হয়। ট্রাই আউট থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা ক্রিটিক্যাল রিভিউ এর ভিত্তিতে 'শিক্ষক সংস্করণ'সমূহ পরিমার্জন করা হয়। সমগ্র কার্যক্রমটি বেশ জটিল এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক সংস্করণটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

নির্দেশনা

প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর ভাষাদক্ষতা ও সাক্ষরতা তথা পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনের জন্য শোনা ও বলার দক্ষতা অর্জন পূর্বশর্ত ও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর শোনা ও বলার মাধ্যম হিসাবে ধ্বনিচর্চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধ্বনিচর্চার পাশাপাশি বাংলা ভাষার জন্য নির্ধারিত ধ্বনির প্রতীক সংশ্লিষ্ট বর্ণ চিনতে পারা প্রয়োজন। তাই পড়া ও লেখার পর্যায়ক্রমে শিশুকে শব্দ পর্যায়ে ধ্বনি ও বর্ণ শনাক্ত করার সক্ষমতা অর্জন করতে হয়।

শিশুরা বাংলা ভাষার জন্য নির্ধারিত স্বরধ্বনি ও স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণ শনাক্ত করে তা সঠিক ধ্বনিতে উচ্চারণ করতে ও সঠিক আকৃতিতে এবং সঠিক নির্দেশনায় লিখতে সমর্থ হবে।

পর্যায়ক্রমে শিশুরা ছোট ছোট বাক্য পড়তে ও লিখতে সক্ষম হবে। প্রথম শ্রেণিতে শিশুরা কিছু যুক্তবর্ণও অনুশীলন করবে। ধ্বনির সঠিক উচ্চারণ, স্বাধীনভাবে বর্ণের পাঠ ও সঠিক আকৃতিতে লেখার দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষক পর্যাপ্ত চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করবেন। এই চর্চা কার্যকর ও সঠিকভাবে করানোর জন্য শিক্ষকের সহায়ক হিসাবে প্রণীত হলো এই শিক্ষক সংস্করণ।

এবারের পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সময় শিশুর ভাষা শিখন প্রক্রিয়াকে তাদের জীবন-ঘনিষ্ঠ করার জন্য ভাষাসমগ্র পদ্ধতিকে (Whole language approach) ভাষা শিখনের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে বর্ণ, শব্দ ও বাক্যসমূহ শিখনের ক্ষেত্রে একটি অর্থপূর্ণ ভাষিক বিবেচনা করা হয়েছে। এই যে পদ্ধতিগত বিবেচনা তাকে মিটানোর জন্য পাঠ্যপুস্তকে যেমন নতুন উপস্থাপন রীতি অনুসরণ করা হয়েছে তেমনি শিক্ষক সংস্করণেও শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে যথোপযুক্ত কৌশল ও কার্যাবলি সংযোজনের ক্ষেত্রে নতুনত্ব এসেছে।

শিক্ষক সংস্করণে প্রতিটি পাঠের সাথে পাঠের জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল ও নির্ধারিত শিখন-শেখানো কার্যাবলিসহ প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা, পাঠের আলোচ্য বিষয় ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। তবে সবার আগে শিক্ষক পিরিয়ডের শিখনফল দেখবেন। সেই সাথে প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকাটিও দেখবেন। পাঠের মূল ফোকাসেও চোখ বুলাবেন। তাহলে শিক্ষক সংস্করণ শিক্ষকের সহায়ক হিসাবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

শিক্ষক সংস্করণে সংযোজিত উল্লেখযোগ্য শিখন-শেখানো কৌশল ও কার্যাবলি সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হলো:

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

প্রতিদিন শিখন-শেখানো কার্যাবলির শুরুতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় ও পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়। নির্দিষ্ট পাঠের প্রতি শিশুরা আগ্রহী হয়ে ওঠে ও মনোযোগী হয়।
প্রতিদিনের পাঠ শুরুর আগে শিক্ষক পাঠের সাথে মিল রেখে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করবেন। প্রাসঙ্গিক আলোচনা নানাভাবে করা যেতে পারে। যেমন শিক্ষক পাঠ/বিষয়ের সঙ্গে শিশুদের জীবন-ঘনিষ্ঠ বাস্তব অভিজ্ঞতা, সংশ্লিষ্ট বাস্তব উপকরণ, ছবি বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে করতে পারেন। তিনি প্রাসঙ্গিক আলোচনা মৌখিকভাবেও করতে পারেন। তবে এতে শিশুদের সক্রিয় ও অধিক অংশগ্রহণের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

ছবি বিশ্লেষণ: কোনো পাঠ বা বিষয় বোঝার ক্ষেত্রে ছবি বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছবি বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কী বিষয়ে পড়তে যাচ্ছে তা অনুমান করতে পারে। পাঠের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। শিশুরা ছবির মাধ্যমে সহজেই যেকোনো বিষয় বুঝতে পারে। এতে করে পাঠটি পড়ার সময় সহজ মনে হয়। তাছাড়া ছবি বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক আলোচনার একটি অন্যতম অংশ। পাঠের ছবি বিশ্লেষণের সময় যা মনে রাখতে হবে:

- শিক্ষক বড় করে আঁকা পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি দেখাবেন বা আমার বাংলা বইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলবেন এবং শিক্ষার্থীদের খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো খুলতে পারল কিনা তা দেখবেন।
- শিক্ষক প্রথমে ছবিগুলো দেখতে বলবেন।
- এরপর একটি একটি ছবি দেখিয়ে জানতে চাইবেন, ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে? কে কী করছেন? ছবিতে আর কী দেখা যায়? এভাবে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে আলোচনা করার মাধ্যমে ছবির পুঙ্খানুপঙ্খ দেখা ও বিশ্লেষণ নিশ্চিত করবেন।
- শিশুরা প্রত্যেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে কিনা এবং আনন্দ লাভ করছে কিনা তা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন ও তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

পূর্ববর্তী পিরিয়ডের পর্যালোচনা:

শিক্ষক পূর্ববর্তী পিরিয়ড/পাঠের পর্যালোচনা ও যাচাই করবেন। যেমন: শিক্ষক পূর্ববর্তী পিরিয়ডে/পাঠে করানো কিছু শিখন-শেখানো কাজ শিশুদের করতে দেবেন। তবে এই কাজগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হওয়া উচিত। যাতে পূর্ববর্তী পিরিয়ডে/পাঠের সাথে চলমান পাঠের সংযোগ ঘটে। এ ধরনের সংক্ষিপ্ত সংযোগমূলক পূর্ববর্তী পিরিয়ড/পাঠ পর্যালোচনা ও যাচাইয়ের কাজ শিখন-শেখানো কার্যাবলির প্রথম দিকে করাবেন। পূর্ববর্তী পিরিয়ড/পাঠ পর্যালোচনা ও যাচাইয়ের সংক্ষিপ্ত সংযোগমূলক কাজের মাধ্যমে যেন ধারাবাহিক পিরিয়ড/পাঠ পরিচালনা করা হয় সেদিকে শিক্ষককে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

গদ্য/গল্পের পাঠ পরিচালনা:

সংক্ষেপে প্রাসঙ্গিক আলোচনা, ছবি বিশ্লেষণ, বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষক গদ্যের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করবেন। শিক্ষক নিজে শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে পড়াবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। পড়াশেষে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট অনুশীলন করাবেন।

শিশুর পড়ার দক্ষতা বিকাশের জন্য নির্ধারিত কোনো পাঠ পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক সাধারণভাবে নিচে উল্লিখিত তিনটি ধাপ অনুসরণ করবেন:

পড়ার আগে

- পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন।
- শিক্ষক গল্পের সঙ্গে মিল রেখে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করবেন।
- সংশ্লিষ্ট পাঠের ছবি বিশ্লেষণ করবেন।

- এরপর পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।

পড়ার সময়

- শিক্ষক শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে স্বরভঙ্গির ওঠানামা বজায় রেখে সম্পূর্ণ গল্প বা পাঠের অংশটুকু সরবে পড়বেন। শিশুরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও শব্দে শব্দে আঙুল নির্দেশ করে নীরবে পড়বে।
- পাঠের বিষয়বস্তু বোঝার জন্য আবার পাঠ্যাংশটুকু পড়বেন। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে যেখানে প্রয়োজন সহজ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করবেন। শিশুদের প্রশ্ন করার মাধ্যমে তাদের পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে পড়া চালিয়ে যেতে হবে। যেমন পাঠের সঙ্গে মিল রেখে/পাঠের সূত্র ধরে প্রয়োজনে প্রশ্ন করতে পারেন - এরপর কী হবে? এ অবস্থায় তুমি হলে কী করতে? পাঠ্যাংশে প্রতিটি ধাপে যাচাই করে করে সামনে এগিয়ে যেতে ও শিশুকে পাঠের সঙ্গে মিল রেখে উচ্চমানের চিন্তা করার উপযোগী প্রশ্ন (বিশ্লেষণাত্মক, সংশ্লেষণাত্মক ও প্রায়োগিক প্রশ্ন) করা যেতে পারে। যেমন- কেন এটা/এসব হলো? বা কীভাবে হলো?
- তারপর শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সঙ্গে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঐ দিনের পাঠের জন্য গল্পের নির্ধারিত অংশটুকু কয়েকবার (৪/৫ বার) পড়বেন। এ সময় শিক্ষক খেয়াল রাখবেন, শিশুরা শব্দের নিচে আঙুল নির্দেশ করে সঠিক উচ্চারণে পড়ছে কিনা।
- শিক্ষক অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া ২/৩ জন শিক্ষার্থীকে সঙ্গে নিয়ে আবার পড়বেন, অন্যরা শুনবে ও বইয়ে আঙুল নির্দেশপূর্বক পড়া মেলাবে।
- এরপর শিক্ষক পারগ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ২/৩ জনকে দিয়ে পড়াবেন, অন্যরা তা শুনবে এবং বইয়ে আঙুল নির্দেশপূর্বক পড়া মেলাবে।
- এবার শিক্ষক সবাইকে নিয়ে গল্পটি আবার পড়বেন।
- এরপর শিক্ষক দল গঠন করে পারগ শিশুর সহযোগিতায় দলীয়ভাবে শিক্ষার্থীরা বই খুলে শব্দের নিচে আঙুল নির্দেশ করে কয়েকবার সরবে পড়বে।
- শ্রবণযোগ্য স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে এককভাবে পাঠের অংশবিশেষ পর্যায়ক্রমে সবাইকে পড়তে বলবেন। অন্য শিশুরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও শব্দে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে পড়া অনুসরণ করবে।

পড়ার পরে

- শিক্ষক সহায়ক শিখন-অনুশীলনী চর্চা করা ও সবশেষে আজকের পাঠের সার-সংক্ষেপ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন।

ছড়া/কবিতা

ছড়া/কবিতা শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে ছন্দ তাল ঠিক রেখে শিশুদের ছড়া/কবিতা শোনাবেন। শিশুরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও বলবে। শিক্ষার্থীরা অঙ্গভঙ্গি সহকারে আনন্দের সাথে ছড়া/কবিতা বলবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষক কবিতা পড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করাবেন। শিক্ষক কবিতা পড়ে শোনাবেন ও শিক্ষার্থীদের দিয়ে পড়াবেন।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে কবিতা পঠন সুনির্দিষ্টভাবে পাঁচটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। নিচে পাঁচটি ধাপ দেওয়া হলো:
ধাপ ১: শিক্ষক যতি ও ছন্দ বজায় রেখে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটি একবার (প্রয়োজনে একাধিকবার) প্রতিটি শব্দ নির্দেশ করে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে।

ধাপ ২: শিক্ষক প্রতিটি শব্দ আঙুল নির্দেশ করে পড়বেন। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরাও সরবে পড়বে। এই ধাপে শিক্ষক প্রয়োজনে ২/৩ বার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে এভাবে পড়বেন। এ সময় তিনি লক্ষ রাখবেন, সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে কিনা। কোনো শব্দ বা বাক্যের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সঙ্গে সঙ্গে পড়তে না পারলে শিক্ষক ঐ শব্দ বা বাক্যটি আবার পড়বেন।
ধাপ ৩: শিক্ষক নির্দিষ্ট একজন শিক্ষার্থীকে তার সঙ্গে নিয়ে পড়বেন। শিক্ষক এই ধাপে বেশি করে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পড়বেন। এভাবে এক এক করে ২/৩ জন শিক্ষার্থীকে সঙ্গে নিয়ে পড়বেন।
ধাপ ৪: উৎসাহী শিক্ষার্থীকে দিয়ে একা পড়াবেন। কিন্তু কেউ একা পড়তে উৎসাহী না হলে জোর করার দরকার নেই। এক্ষেত্রে শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পুরো কবিতাটি পড়াবেন। এভাবে কয়েকজনকে দিয়ে এককভাবে পড়াবেন।
ধাপ ৫: একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। তার সঙ্গে সব শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন।

সহায়ক শিখন-অনুশীলনী বা কাজঃ

পাঠ্যপুস্তকে পাঠশেষে সহায়ক শিখন-অনুশীলনী বা কাজ দেওয়া হয়েছে। এগুলো পাঠের সাথে সংশ্লিষ্ট ও পাঠের শিখনফল অর্জনের জন্য এ অনুশীলন করানো জরুরি।

পাঠ্যপুস্তকের পাঠশেষে দেওয়া সহায়ক শিখন-অনুশীলনী বা কাজের ওপর শিক্ষক সংস্করণে শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনার সাথে সাথে শিখনফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় বিবেচনায় বাড়তি কিছু প্রাসঙ্গিক সহায়ক শিখন-অনুশীলন সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত মজার খেলা বা ক্রীড়ামূলক কাজ করানোর জন্য শিক্ষকের পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে উপকরণ প্রস্তুত করা ও খেলা বা ক্রীড়ামূলক কাজের নিয়ম ও ধাপসমূহ পড়ে বুঝে আত্মস্থ করে নেওয়া প্রয়োজন হবে। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, মজার খেলা বা ক্রীড়ামূলক কাজ বা এক্টিভিটি সংযোজনের সময় প্রয়োজনীয় উপকরণের সহজলভ্যতা ও শিক্ষকের পক্ষে সম্ভাব্যতা, সেই সাথে শিশুর বয়স ও সামর্থ্য বিবেচনা করা হয়েছে।

শিখন মূল্যায়ন নীতিমালা:

শিখন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিশুর অবস্থা ও শিখন-শেখানো কৌশলের কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য নিয়মিত শিখন মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে যে নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে তা হলো, চলমান বা ধারাবাহিক মূল্যায়নকে আলাদাভাবে বিবেচনা না করে শিখন-শেখানো কৌশলের অন্তর্ভুক্ত শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে পরিকল্পিতভাবে সংযোজন করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠের শেষে সমাপনী মূল্যায়নের ব্যবস্থা না করে একই ধরনের কয়েকটি পাঠ শেষে সামগ্রিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করে এমন শিখন-শেখানো কৌশল ও কার্যাবলি এই শিক্ষক সংস্করণে পরিকল্পিতভাবে সংযোজনের চেষ্টা করা হয়েছে। এর শিখন-শেখানো কৌশল ও কার্যাবলি প্রণয়নে পাঠের শিখনফল অর্জনকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও অনেক সম্পূরক ও নতুন শিখন-শেখানো কৌশল কার্যাবলিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং কার্যকর পাঠ-পরিচালনার জন্য শুধু পাঠ্যপুস্তক ও এতে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ শিক্ষকের জন্য যথেষ্ট নয়। শিক্ষক নিয়মিত শিক্ষক সংস্করণ অনুসরণে ও নিজের অভিজ্ঞতার নিরিখে পরবর্তী পিরিয়ডের/ পাঠের প্রস্তুতি নেবেন।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. এই দেশ এই মানুষ	১
২. সংকল্প	১৬
৩. সুন্দরবনের প্রাণী	২৬
৪. হাতি আর শিয়ালের গল্প	৪২
৫. ফুটবল খেলোয়াড়	৫৯
৬. বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ	৬৯
৭. ফেব্রুয়ারির গান	৮৩
৮. শখের মৃৎশিল্প	৯২
৯. শব্দদূষণ	১০৮
১০. স্মরণীয় যাঁরা চিরদিন	১১৭
১১. স্বদেশ	১৩২
১২. কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা	১৪৫
১৩. অবাক জলপান	১৬৪
১৪. ঘাসফুল	১৮২
১৫. মাটির নিচে যে শহর	১৯২
১৬. প্রার্থনা	২০৬
১৭. ভাবুক ছেলেটি	২১৬
১৮. দুই তীরে	২৩৫
১৯. দেখে এলাম নায়াগ্রা	২৪৬
২০. রৌদ্র লেখে জয়	২৬০
২১. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	২৭০
২২. বই	২৮৫
২৩. অপেক্ষা	২৯৫

এই দেশ এই মানুষ

“সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এ দেশে।” কবির এ কথার অর্থ– আমাদের সৌভাগ্য ও সার্থকতা যে আমরা এদেশে জন্মেছি। বাংলাদেশের প্রায় সকল লোক বাংলায় কথা বলে। আমরা বাঙালি। তবে আমাদের দেশে যেমন রয়েছে প্রকৃতির বৈচিত্র্য, তেমনি রয়েছে মানুষ ও ভাষার বৈচিত্র্য। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন। এদের কেউ চাকমা, কেউ মারমা, কেউ মুরং, কেউ তঞ্চঙ্গ্যা ইত্যাদি। এছাড়া রাজশাহী আর জামালপুরে রয়েছে সাঁওতাল ও রাজবংশীদের বসবাস। তাদের রয়েছে নিজ নিজ ভাষা। একই দেশ, একই মানুষ অথচ কত বৈচিত্র্য। এটাই বাংলাদেশের গৌরব। সবাই সবার বন্ধু, আপনজন। এদেশে রয়েছে নানা ধর্মের লোক। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান। সবাই মিলেমিশে আছে যুগ যুগ ধরে। এরকম খুব কম দেশেই আছে। আমাদের বাংলাদেশের বাইরেও অনেক বাঙালি আছে।

বাংলাদেশের এই যে মানুষ, তাদের পেশাও কত বিচিত্র। কেউ জেলে, কেউ কুমার, কেউ কৃষক, কেউ আবার কাজ করে অফিস-আদালতে। সবাই আমরা পরস্পরের বন্ধু। একজন তার কাজ দিয়ে আরেকজনকে সাহায্য করছে। গড়ে তুলছে এই দেশ।

ভাবো তো কৃষকের কথা। তারা কাজ না করলে আমাদের খাদ্য জোগাতো কে? সবাইকে তাই আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে, ভালোবাসতে হবে। সবাই আমাদের আপনজন।

আমাদের আছে নানা ধরনের উৎসব। মুসলমানদের রয়েছে দুটো ঈদ, ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা । হিন্দুদের দুর্গা পূজাসহ আছে নানা উৎসব আর পার্বণ। বৌদ্ধদের আছে বৌদ্ধ পূর্ণিমা। খ্রিস্টানদের আছে ইস্টার সানডে আর বড় দিন। এছাড়াও রয়েছে নানা উৎসব। পহেলা বৈশাখ- নববর্ষের উৎসব। রয়েছে রাখাইনদের সাংগ্রাই ও চাকমাদের বিজু উৎসব। ধর্ম যার যার, উৎসব যেন সবার।

পহেলা বৈশাখের উৎসব

পার্বত্য জেলার ঘরবাড়ি

পোশাক-পরিচ্ছদও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন ভিন্ন ধাঁচের। মিল আমাদের একটা জায়গায়- সকলেই আমরা বাংলাদেশের অধিবাসী।

বাংলাদেশের জনজীবন তাই ভারি বৈচিত্র্যময়। এই দেশকে তাই ঘুরে ঘুরে দেখা দরকার। কোথায় পাহাড়, কোথায় নদী, কোথায়-বা এর সমুদ্রের বেলাভূমি। এজন্য দরকার দেশের নানা প্রান্তে আত্মীয়- স্বজন ও বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া। পরস্পর মেলামেশা করা। কাছাকাছি আসা। মানুষকে ভালোবাসা।

দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, প্রান্তর, পাহাড়, সমুদ্র– এইসব। দেশ হলো জননীর মতো। স্নেহ মমতা ভালোবাসা দিয়ে আমাদের আগলে রাখেন। দেশও তেমনই তার আলো বাতাস সম্পদ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এদেশকে আমরা ভালোবাসব।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

সৌভাগ্য প্রকৃতি বৈচিত্র্য বেলাভূমি প্রান্তর স্বজন সার্থক সাংগ্রাই বিজু

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রকৃতি	সৌভাগ্য	বৈচিত্র্য	বেলাভূমি	প্রান্তর	সার্থক

ক. আমাদের .... যে আমরা এদেশে জন্মেছি।

খ. আমাদের দেশে রয়েছে সুন্দর ....।

গ. কোথায় পাহাড়, কোথায় নদী, কোথায়-বা এর সমুদ্রের ....।

ঘ. একই দেশ, একই মানুষ অথচ কত ....।

ঙ. দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, ..., পাহাড়, সমুদ্র– এইসব।

চ. দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই .... হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়া আর কারা বাস করে?

খ. বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মের উৎসবগুলোর নাম কী?

গ. বাংলাদেশের জনজীবনের বৈচিত্র্যসমূহ কী কী?

ঘ. "দেশ হলো জননীর মতো।" দেশকে জননীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন?

ঙ. জেলেদের পেশা কী? তারা যদি কাজ না করে তাহলে আমাদের কী হতে পারে?

চ. "ধর্ম যার যার উৎসব যেন সবার।" – এ কথার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

ছ. দেশকে কেন ভালোবাসতে হবে?

৪. নিচের অনুচ্ছেদ অবলম্বনে ৩টি প্রশ্ন তৈরি করি।

দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, প্রান্তর, পাহাড়, সমুদ্র– এইসব। দেশ হলো জননীর মতো। মা যেমন আমাদের স্নেহমমতা, ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখেন, দেশও তেমনই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এ দেশকে আমাদের ভালোবাসতে হবে। দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই সার্থক হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।

৫. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বাঙালি	অবাঙালি		বন্ধু	শত্রু		দেশ	বিদেশ		সার্থকতা	ব্যর্থতা

ক. আমাদের বাংলাদেশের বাইরেও অনেক .... আছে।

খ. সবাই আমরা পরস্পরের ....।

গ. .... হলো জননীর মতো।

ঘ. আমাদের .... যে আমরা এদেশে জন্মেছি।

৬. নিচের বাক্য কয়টি পড়ি।

মনির খুব ভালো ছেলে। রবিন তার বন্ধু। মনির ও রবিন একত্রে মাঠে খেলে।

এখানে,

মনির, রবিন – বিশেষ্য পদ
খুব ভালো – বিশেষণ পদ
তার – সর্বনাম পদ
ও – অব্যয় পদ
খেলে – ক্রিয়া পদ

এবার নিচের বাক্য কয়টি থেকে ৫ ধরনের পদ খুঁজে বের করি।

"বাংলাদেশের জনজীবন ভারি বৈচিত্র্যময়। এই দেশকে তাই ঘুরে ঘুরে দেখা দরকার। এজন্য দরকার দেশের নানা প্রান্তে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া। উচিত সবার সবাইকে ভালোবাসা।"

৭. কর্ম-অনুশীলন।

ক. বাংলাদেশের যেকোনো উৎসব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করি।

খ. শিক্ষকের নির্দেশনায় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে (৩ দিন/৪ দিন পরপর) টেলিভিশন/রেডিও/খবরের কাগজে প্রচারিত সংবাদ দেখে/শুনে/পড়ে নিচের ছক অনুযায়ী আলাদা কাগজে তা লিখে আনি। পরে শ্রেণিতে পড়ে শোনাই ও অন্যদের লেখা শুনি।

তারিখ	আনন্দের সংবাদ	দুঃখের সংবাদ	খেলার সংবাদ

এই দেশ এই মানুষ

(পৃষ্ঠা ১–৫)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ,ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে ঘটনা, মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে ও উপভোগ করতে পারবে	২.২.১ গল্প শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.২.২ গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
৩.১ নাটকের সংলাপ ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.২ বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.৩ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৭ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে পারবে।	২.৭.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবে। ২.৭.২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসহ অনুভূতি ও মত প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.১ বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ করতে পারবে। ৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনূভতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠে ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ ও বাক্য শব্দভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.২ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠ্যপুস্তকের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে সাবলীলভাবে স্তবক পড়তে পারবে। ১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৭ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বর্ণনা বুঝতে পারবে।	২.৭.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বর্ণনা পড়তে পারবে।

	২.৭.২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।
৩.৩ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিশুতোষ বই এবং শিশুদের পাতা পত্রিকা পড়ে বুঝতে পারবে।	৩.৩.৩ পত্র পত্রিকার শিক্ষার্থীদের পাতা পড়ে বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙ্গে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে। ১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ ব্যবহার করে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য ও চরণ লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৮ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।	১.৮.১ পঠিত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে। ১.৮.২ পাঠবহির্ভূত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।
২.৩ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপকতন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে।	২.৩.৬ পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.১১ সমমানের নির্দিষ্ট বিষয়ে বর্ণনা পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.১২ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।
২.৫ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ক বর্ণনা ও প্রশ্নোত্তর লিখতে পারবে।	২.৫.১ বাংলাদেশের প্রাকতিক বৈচিত্র্য বিষয়ের বর্ণনা লিখতে পারবে।
৩.১ ছবি দেখে উক্ত বিষয় নিয়ে রচনা লিখতে পারবে।	৩.১.১ ছবি দেখে উক্ত বিষয় নিয়ে রচনা লিখতে পারবে।
৩.২ অভিমতসহ পরিচিত পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখতে পারবে।	৩.২.১ অভিমতসহ পরিচিত পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখতে পারবে।
৩.৩ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে।	৩.৩.১ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে। ৩.৩.২ পাঠবহির্ভূত কোনো বিষয়ে নিজের মনোভাব লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই পাঠের বিষয়বস্তু বাংলাদেশের মানুষ ও জনপদ। বাঙালি ছাড়াও বাংলাদেশে চাকমা, গারো, সাঁওতাল, ত্রিপুরা প্রভৃতি শ্রেণির মানুষ বসবাস করে। নানা ধর্মের মানুষ তারা, ভাষাও নিজস্ব। শুধু জাতিগত বৈচিত্র্য নয়, তাদের পেশাও বিচিত্র। এখানে আমরা সবাই পরস্পরের বন্ধু। নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা জীবনযাপন করছি। বৈচিত্র্য আর পরস্পর মিলেমিশে থাকাটাই বাংলাদেশের গৌরব। এভাবে সবাইকে নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ।

পাঠ বিভাজন সংখ্যা: ৯

পিরিয়ড : ১ পৃষ্ঠা: ১ সার্থক জনম... বাঙালি আছে	**উপকরণ:** বাংলাদেশের মানচিত্র। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.২.১, ৩.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ২.৫.৩ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ২.৫.১ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
  - তাদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন।
  - সরাসরি পাঠ শুরু না করে কোনো প্রশ্ন কিংবা গল্প করার মধ্য দিয়ে অথবা কুশলাদি জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
- শিক্ষক গল্পটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দেবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের মানচিত্রটি দেখতে বলবেন এবং এই মানচিত্রের সীমানা দেখিয়ে কোনদিকে কোন দেশ/এলাকা অবস্থিত এ সম্পর্কে তাদের ধারণা আছে কি না জানতে চাইবেন। এরপর শিক্ষক বলবেন- আমরা আজ যে পাঠটি শুরু করব সেই পাঠটি হবে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষ নিয়ে।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক পাঠসংশ্লিষ্ট ছবিগুলো শিক্ষার্থীদের দেখাবেন। ছবিতে কী কী দেখছে তা সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। যেমন:
  - ছবিতে কাদের দেখা যাচ্ছে?
  - ছবির মানুষগুলো দেখতে কেমন?
  - মানুষগুলো সম্পর্কে তোমাদের কেনো ধারণা আছে কি না? ইত্যাদি।

  প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক পুরো গল্পটি পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের ‘এই দেশ এই মানুষ’ গল্পটির (সার্থক জনম.........বাঙালি আছে।) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত অংশটুকু প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙ্গুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙ্গুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরাও সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের ৪-৫ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- প্রত্যেক দলে ২/৩ লাইন করে পড়বে অন্যরা শুনবে ও আঙ্গুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের যথানিয়মে পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে পড়তে সহায়তা করবেন। পড়া শেষ হলে পাঠের যুক্তবর্ণযুক্ত এবং অজানা/নতুন শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে। শিক্ষার্থীরা কী কী যুক্তবর্ণ এবং অজানা/নতুন শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ হলে ভেঙে বলবে। এরপর শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য মৌখিকভাবে জিজ্ঞেস করবেন এবং লিখতে দেবেন।

- ‘শব্দের অর্থ জেনে নিই’ অংশ (১২২-১২৬) থেকে প্রয়োজনে দেখে নিতে বলবেন এবং কীভাবে দেখবে তা সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- পাঠ্যাংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি এবং গল্পটি থেকে শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো (জন্মেছি, তঞ্চঙ্গা, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান) ভেঙে লিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- বাংলাদেশের একটি মানচিত্র এঁকে তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকা এবং অন্য এলাকাগুলো চিহ্নিত করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা: ১** সার্থক জনম... বাঙালি আছে	**উপকরণ:** শব্দ ও অর্থ লেখা পোস্টার এবং পাঠ্য বইয়ের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, বাক্য এবং প্রশ্ন তৈরি ও লেখা।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ২.৫.৩ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৫.১ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে কোন কোন আদিবাসীর লোকজন বাস করে?
  - বাংলাদেশে কোন কোন ধর্মের লোক বাস করে?
  - সাঁওতাল ও রাজবংশীরা বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় বসবাস করে?
- এরপর শিক্ষক গত দিনের দেওয়া পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা পাঠ্যপুস্তকের ‘এই দেশ এই মানুষ’ গল্পটির (সার্থক জনম .... বাঙালি আছে) অংশ পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙ্গুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙ্গুল রেখে মেলাতে পারছে কি না শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীরা পাঠ থেকে ৩টি প্রশ্ন তৈরিসহ উত্তর লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা কী প্রশ্ন তৈরি করেছে এবং উত্তর লিখেছে তা শুনবেন।
- শিক্ষক গত দিনের শেখা শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য প্রথমে মৌখিকভাবে জিজ্ঞেস করবেন। যেমন- সৌভাগ্য, প্রকৃতি, সার্থক, বৈচিত্র্য, জন্মেছি, তঞ্চঙ্গা, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ইত্যাদি।
- এবার শিক্ষক নিজে পোস্টার দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শব্দের অর্থ আলোচনা করবেন এবং শব্দসমূহ দিয়ে বাক্য তৈরি করে তাদের বলতে বলবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী লিখতে দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের মানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে কি না জিজ্ঞেস করবেন

এবং তাদের চেহারা ও পোশাকের বর্ণনা দিতে বলবেন।

- গল্পটিতে কী কী পড়েছে তাও শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করবেন এবং পড়ে বুঝতে পেরেছে কি না তা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জেনে নেবেন। যেমন-
  - বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে আদিবাসী লোকজন বাস করে?
  - তাঁরা কোন ভাষায় কথা বলে?
  - সবাই সবার বন্ধু ও আপনজন বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ইত্যাদি।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়েছি, গল্পটি থেকে প্রশ্ন তৈরিসহ অর্থ, বাক্য গঠন শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকে শেখা (শব্দার্থ) প্রতিটি শব্দ দিয়ে তিনটি করে বাক্য লিখে আনতে বলবেন। যেমন: সৌভাগ্য, বৈচিত্র্য, ক্ষুদ্র, বন্ধু।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা: ২** বাংলাদেশের এই... যেন সবার	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তকর ২ নম্বর পৃষ্ঠার ছবি অথবা পত্রপত্রিকা থেকে পাঠসংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের কোনো উৎসবের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং যুক্তবর্ণ।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.২.১, ৩.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ২.৫.৩ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ২.৫.১ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - শিক্ষক শুরুতে গত দিনের বিষয়বস্তু জানতে চাইবেন। এরপর শিক্ষক গত দিনের দেওয়া পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'এই দেশ এই মানুষ' গল্পটির (বাংলাদেশের এই.......... যেন সবার।) অংশ পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ২ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- শুরুতেই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের ছবি সম্পর্কে প্রশ্ন করে জানবেন। যেমন-
  - ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে? এটা কিসের ছবি?
  - মেলায় কী কী পাওয়া যায়?
  - মেলায় লোকজন কে কী করছে? ইত্যাদি। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠ থেকে কঠিন ও নতুন শব্দগুলো খুঁজে বের করে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কী কী শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- পরস্পরের- স্প = স+প, বন্ধু, শ্রদ্ধা- দ্ধ = দ+ধ, বৌদ্ধ- দ্ধ = দ+ধ ইত্যাদি। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ভেঙে দেখাবেন। শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে এবং পরে লিখতে বলবেন। এই শব্দগুলো দিয়ে নতুন বাক্য শিখাবেন।
- শিক্ষক শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের শব্দগুলোর অর্থ বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন ও লিখাবেন।
- পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন। পাঠটি পড়ে বুঝেছে কি না তা জানার জন্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন। যেমন-
  - বাংলাদেশে কোন কোন পেশার লোকজন বাস করে?

- ‘সবাই আমরা পরস্পরের বন্ধু’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- আমাদের দেশের উৎসবগুলো কী?
- বিজু এবং সাংরাই উৎসব কারা পালন করে থাকে?
- মুসলমানদের দুটি ধর্মীয় উৎসবের নাম কী? ইত্যাদি।

- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়েছি এবং গল্পটি থেকে শব্দগুলোর অর্থ, শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ভেঙে লিখেছি। যেমন: পরস্পর, শ্রদ্ধা, বৌদ্ধ ইত্যাদি।

পরিকল্পিত কাজ

- পাঠ্যবইয়ের ৪ নম্বর পৃষ্ঠার ৩ নম্বর অনুশীলনীর (ক) এবং (খ) প্রশ্নের উত্তর আগামী ক্লাসে লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ **পৃষ্ঠা: ২** বাংলাদেশের এই... যেন সবার	**উপকরণ:** শব্দের অর্থ লেখা পোস্টার। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং ছোট প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ **বলা :** ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.৩ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.১ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - বিভিন্ন পেশার লোকজনকে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত কেন?
  - গল্পে কোন কোন উৎসবের কথা বলা হয়েছে?
  - ‘ধর্ম যার যার উৎসব যেন সবার’ বলতে তুমি কী বোঝ? ইত্যাদি।
- এরপর শিক্ষক গত দিনের দেওয়া পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা পাঠ্যপুস্তকের ‘এই দেশ এই মানুষ’ গল্পটির (বাংলাদেশের এই.......... যেন সবার) অংশ পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ২ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক নিজে শব্দের অর্থ লেখার পো÷ার দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শব্দের অর্থ আলোচনা করবেন। শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। যেমন:
  - বিচিত্র - নানা রকমের
  - উৎসব - আনন্দ অনুষ্ঠান
  - বৈচিত্র্য - ভিন্নতা। ইত্যাদি।
- শিক্ষক পাঠের অংশ শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি, গল্পটি থেকে শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য এবং প্রশ্নের উত্তর শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে ৪ নম্বর পৃষ্ঠার ৩ নম্বর অনুশীলনীর (গ) ও (ঘ) প্রশ্নের উত্তর আগামী ক্লাসে লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৫ **পৃষ্ঠা: ৩** পোশাক-আশাকও... ভালোবাসব	**উপকরণ:** বাংলাদেশে বাস করে বিভিন্ন জাতি ও পেশার মানুষের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং ছোট প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ **বলা :** ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.৩ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.১ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষর্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - বাংলাদেশের মানুষ কোন কোন পেশার সঙ্গে যুক্ত?
  - কৃষকরা আমাদের কী দিয়ে সাহায্য করে?
  - বাংলাদেশে প্রধানত কোন কোন ধর্মের মানুষ বাস করে?
- এরপর শিক্ষক গত দিনের দেওয়া পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় বাংলাদেশের মানুষ কত ধরনের পোশাক-আশাক পরে উপকরণ (ছবি) দেখিয়ে আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৩ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- শুরুতেই শিক্ষক পাঠের ছবি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে জানতে চাইবেন। যেমন-
  - ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?
  - এগুলো কাদের বাড়িঘর?
  - এগুলো কোন জেলায় অবস্থিত? ইত্যাদি।
- এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা 'এই দেশ এই মানুষ' গল্পটির (পোশাক-আশাকও .... ভালোবাসব।) অংশ পড়ব।
- পড়া শেষে পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পড়ার কাজ, যুক্তবর্ণ এবং নতুন/অজানা শব্দ খুঁজে বের করে লেখা এবং পাঠ থেকে ৩টি প্রশ্ন তৈরি করবে ও উত্তর বলবে।
- শিক্ষার্থীরা কী কী যুক্তবর্ণযুক্ত এবং অজানা/নতুন শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং প্রয়োজনে বোর্ডে লিখবেন। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ হলে ভেঙে দেখাবেন। যেমন- বেলাভূমি, স্বজন- স্ব = স+ব, প্রান্তর- ন্ত = ন+ত, সম্পদ- ম্প = ম+প ইত্যাদি।
- শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে ও খাতায় লিখতে বলবেন। যুক্তবর্ণ শব্দ হলে ভেঙে বলবে ও লিখবে। শিক্ষক শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের শব্দগুলোর অর্থ বলে দেবেন ও লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জাতের মানুষ ও তাদের পোশাক-আশাক ও ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে কি না এসব বিষয় বর্ণনা করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠের অর্থ বুঝতে পারছে কি না শিক্ষক জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন এবং বুঝতে না পারলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।

- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়েছি এবং গল্পটি থেকে শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ভেঙে লিখেছি। বিভিন্ন জাতের মানুষ ও তাদের পোশাক-আশাক ও ভাষা সম্পর্কে জেনেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে ৪ নম্বর পৃষ্ঠার ৩ নম্বর অনুশীলনীর (ঙ) এবং (চ) প্রশ্নের উত্তর আগামী ক্লাসে লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৬ **পৃষ্ঠা: ৩** পোশাক-আশাকও... ভালোবাসব	**উপকরণ:** সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন জাতি ও পেশার মানুষের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং ছোট প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া :** ১.৩.১,১.৩.২, ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪২, ২.৫.১ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ১.৮.১, ১.৮.২, ২.৩.৬, ২.৩.১১, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - বাংলাদেশের জনজীবন বৈচিত্র্যময় কেন?
  - আমরা কেন আমাদের দেশকে ভালোবাসব?
  - গল্পে দেশকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কেন? ইত্যাদি।
- এরপর শিক্ষক গত দিনের দেওয়া পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা 'এই দেশ এই মানুষ' গল্পটির (পোশাক-আশাকও .... ভালোবাসব।) অংশ পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৩ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক পূর্বের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়াশেষে পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৩ নম্বর পৃষ্ঠার ছবি দেখে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে দেবেন। শিক্ষার্থীরা লেখা শেষে উপস্থাপন করবে। শিক্ষক প্রত্যেককে বলার জন্য উৎসাহিত করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীকে পাঠের বিষয়বস্তু বলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু অর্থাৎ নানা জাতির মানুষ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা আছে কি না, মৌখিকভাবে তা বর্ণনা দিতে বলবেন।
- সংবাদপত্রে প্রকাশিত (শিক্ষক সংগ্রহ করে সঙ্গে নিয়ে আসবেন) বিভিন্ন মানুষের ছবি ও খবর দেখিয়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
- এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সংবাদপত্রের সংশ্লিষ্ট অংশটি পড়তে বলবেন এবং অন্য শিক্ষার্থীদের তা বুঝতে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়েছি এবং ছবি দেখে অনুচ্ছেদ লিখেছি, সংবাদপত্র পড়েছি এবং আলোচনা করেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে ৪ নম্বর পৃষ্ঠার ৩ নম্বর অনুশীলনীর (ছ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর আগামী ক্লাসে লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৭ পৃষ্ঠা: ৪ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.৩.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.৫.৩ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১, ২.৩.৪, ২.৩.৬

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - শুরুতেই গত দিনের পাঠ থেকে যাচাই করবেন।
- এরপর শিক্ষক গত দিনের দেওয়া পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এবার শিক্ষার্থীদের বইয়ের ৪ নম্বর পৃষ্ঠার অনুশীলনী অংশ খুলতে বলবেন।
  শিক্ষক ১ নম্বর অনুশীলনীর শব্দগুলোর অর্থ সকলকে জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষার্থীরা সমস্বরে বলবে। এরপর শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো দিয়ে অর্থ ও বাক্য লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন।
  প্রথমে শিক্ষক একটি বোর্ডে দেখিয়ে দেবেন। যেমন: ক. 'আমাদের............... যে আমরা এদেশে জন্মেছি'। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করবেন, উপরের শব্দগুলো থেকে খালি জায়গায় কোন শব্দটি বসবে। শিক্ষার্থীরা বলবে শিক্ষক খালি জায়গায় শব্দটি লিখবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের খাতায় কাজটি করতে দিবেন।
- এরপর ৪ নম্বর অনুশীলনীর কাজ করাবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা অনুশীলনী থেকে শব্দের অর্থ, বাক্য তৈরি, শূন্যস্থান পূরণ এবং অনুচ্ছেদ থেকে প্রশ্ন তৈরি করেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠ্যাংশটুকু ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন বলবেন।

পিরিয়ড : ৮ পৃষ্ঠা: ৫ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** ঠিক উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা, ছোট প্রশ্নের উত্তর মুখে মুখে বলা এবং বিপরীত শব্দ।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.৩.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৪.১, ১.৪.২ **লেখা :** ১.৫.১, ১.৬.১, ২.৩.৪, ২.৩.৬

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - শুরুতেই গত দিনের পাঠ থেকে যাচাই করবেন।
- এরপর শিক্ষক গত দিনের দেওয়া পরিকল্পিত কাজ কয়েকজনকে পড়তে দেবেন।

- আজকের পাঠ সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৫ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। প্রথমে অনুশীলনীর ৫ নং প্রশ্ন করবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক প্রথমে একটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের কাজটি করতে দেবেন। প্রয়োজনে আগে জিজ্ঞেস করবেন।
- এরপর শিক্ষক ৬ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থীদের খাতায় কাজটি করতে বলবেন। প্রথমে একটি বোর্ডে দেখিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক একটি করে বলবেন শিক্ষার্থীরা মিলিয়ে নেবে। শিক্ষক অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীদের খাতা দেখবেন।
- শিক্ষক অনুশীলনীর ৭ নম্বর পশ্নের উপর কাজ করাবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দিবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা অনুশীলনী থেকে ঠিক উত্তরটিতে টিকচিহ্ন দেই, বিপরীত শব্দ এবং অনুচ্ছেদ রচনা করেছি।

পিরিয়ড- ৯
পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে দেখাই ও শব্দ লিখি।

ক. ন্ত ....

খ. দ্ব ....

গ. স্প.. ....

ঘ. স্ব ....

২. বিপরীত শব্দ দাগ টেনে মিলাই।

বাঙালি	ব্যর্থতা
বন্ধু	অবাঙালি
দেশ	শত্রু
সার্থকতা	বিদেশ

৩. নিচের ঘর থেকে সঠিক অর্থটি নিয়ে শব্দের পাশে লিখি।

সফল, বিভিন্নতা, মাঠ, আত্মীয়, সমুদ্রের তীরে বালুময় স্থান

ক. বেলাভূমি ....

খ. প্রান্তর ....

গ. বৈচিত্র্য ....

ঘ. সার্থক ....

ঙ. স্বজন ....

৪. নিচের অনুচ্ছেদ অবলম্বনে ৩টি প্রশ্ন তৈরি করি।

বাংলাদেশের এই যে মানুষ, তাদের পেশা কত বিচিত্র। কেউ জেলে, কেউ কুমোর, কেউ কৃষক, কেউ আবার কাজ করে অফিস-আদালতে। সবাই আমরা পরস্পরের বন্ধু। একজন তার কাজ দিয়ে আরেক জনকে সাহায্য করছে। গড়ে তুলছে এই দেশ। ভাব তো কৃষকের কথা। তারা কাজ না করলে আমাদের খাদ্য জোগাতো কে? সবাইকে তাই আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে, ভালোবাসতে হবে। সবাই আমাদের আপনজন।

সংকল্প

কাজী নজরুল ইসলাম

থাকব না কো বদ্ধ ঘরে
দেখব এবার জগৎটাকে,–
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন করে,
কিসের নেশায় কেমন করে
মরছে যে বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় করছে তারা
বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে॥

হাউই চড়ে চায় যেতে কে
চন্দ্রলোকের অচিন্‌পুরে;
শুনব আমি, ইঙ্গিত কোন্‌
মঙ্গল হতে আসছে উড়ে॥
পাতাল ফেড়ে নামব নিচে
উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে;
বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি
আপন হাতের মুঠোয় পুরে॥

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১.কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

অসীম বিশ্বকে জানার এক অদম্য কৌতূহল মানুষের। কিশোরেরও তাই। সে জানতে চায় বিশ্বের সকল কিছুকে। আবিষ্কার করতে চায় অসীম আকাশের সকল অজানা রহস্যকে। সে বুঝতে চায় কেন মানুষ ছুটছে অসীমে, অতলে, অন্তরীক্ষে। বীর কেন জীবনকে অনায়াসে বিপন্ন করে, কেন বরণ করে মৃত্যুকে। সে জানতে চায় ডুবুরি কেন ডুবছে, দুঃসাহসী কেন উড়ছে। তাই কিশোর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে–সে বন্ধ ঘরে বসে থাকবে না। পৃথিবীটাকে সেও ঘুরে ঘুরে দেখবে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে বলি ও লিখি।

সংকল্প   বন্ধ   যুগান্তর   দেশান্তর   কিসের নেশায়   বরণ   মরণ-যন্ত্রণা   ডুবুরি
দুঃসাহসী   চন্দ্রলোক   অচিনপুর   ফেড়ে

৩. একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ শিখি ও বাক্য তৈরি করি।

সংকল্প – প্রতিজ্ঞা ভালো কাজের জন্য সবাইকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা উচিত।

বন্ধ	–	বন্ধ	ইঙ্গিত	–	ইশারা
দেশান্তর	–	অন্যদেশ	বরণ	–	সাদরে গ্রহণ
জগৎ	–	পৃথিবী			

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কবি বন্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন?
খ. যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে মানুষ ঘুরছে বলতে কী বোঝ লিখ?
গ. চন্দ্রলোকের অচিনপুরে কারা যেতে চায়?
ঘ. কিসের আশায় বীর মরণকে বরণ করছে?
ঙ. কবি হাতের মুঠোয় পুরে কী এবং কেন দেখতে চান?

৫. ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপ শিখি।

চলিত রূপ	সাধু রূপ
আঁকব	আঁকিব
দেখব	দেখিব
ঘুরছে	ঘুরিতেছে
মরছে	মরিতেছে

চলিত রূপ	সাধু রূপ
ছুটছে	ছুটিতেছে
আসছে	আসিতেছে
চলছে	চলিতেছে

৬. ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে জেনে নিই।

ক. আমি কাজটি করি।
আমি কাজটি করেছিলাম।
আমি কাজটি করব।

উপরের বাক্যগুলোতে ব্যবহৃত করি, করেছিলাম ও করব– এগুলো ‘করা’ ক্রিয়াপদটির বিভিন্নরূপ। যে সময়ে ক্রিয়া বা কাজটি সম্পন্ন হয় সেই সময়টিকেই ক্রিয়ার কাল বোঝানো হয়েছে। যেমন বর্তমান কাল, অতীত কাল, ভবিষ্যৎ কাল।

খ. নিচের বাক্যের ক্রিয়াবাচক শব্দগুলোর নিচে দাগ দিই।
আমি বড় হয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে চাই।
আমি আমার দক্ষতা অন্যের উপকারে ব্যবহার করি।

কিশোর বর্ষাকালে তার গ্রামে গাছ লাগাবে।

তরুণ চিকিৎসক হবে। মানুষের চিকিৎসা করবে।

(গ) নিচের ভবিষ্যৎ কালবাচক ক্রিয়াপদগুলোকে বর্তমান ও অতীত কালবাচক ক্রিয়াপদে রূপান্তর করি

থাকব, দেখব, শুনব, খাব, বেড়াব, ঘুরব, পড়ব, খেলব, চড়ব, নামব, ধরব, হাসব

ভবিষ্যৎ	বর্তমান	অতিত
থাকব	থাকি	থেকেছিলাম
....	....	....
....	....	....
....	....	....

৭. শব্দগুলোর বানান লিখি।

বরণ, মরণ, যন্ত্রণা (র–এর পরে 'ণ' বসে), বন্ধ, যুগান্তর, দেশান্তর , বিশ্বজগৎ, ইঙ্গিত।

৮. কবির সংকল্পগুলো লিখি।

৯. আমার সংকল্পগুলো লিখি।

১০. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও মুখস্থ লিখি।

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মতারিখ ২৫এ মে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ,(১১ই জৈষ্ঠ, ১৩০৬ সন)। তিনি বিদ্রোহী কবি নামেই বেশি পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

তাঁর কবিতা, গান, গল্প, নাটক, উপন্যাস আমাদের সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শিশুদের জন্য তিনি অনেক গান, কবিতা, ছড়া ও নাটক লিখেছেন।' অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ঝিঙে ফুল' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯এ আগস্ট, (১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সন) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সংকল্প

কাজী নজরুল ইসলাম

(পৃষ্ঠা ৬–৯)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব অনুধাবন করতে পারবে।	২.১.২ কবিতা শুনে মূল ভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
২.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।	২.২.১ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। ২.২.২ কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠে ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.২ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে ১.৩.৩ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.৪ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠ্যপুস্তকের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্টস্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
২.১ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
২.২ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা দেখে দেখে সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.২.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে। ২.২.৪ সমমানের বইয়ের কবিতা সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।

লেখা	লেখা
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে। ১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে। ১.৮ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শ্রুতলিপি লিখতে পারবে। ২.১ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে। ২.৩ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদির বিষয়ে পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙ্গে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে। ১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে। ১.৮.১ পঠিত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে। ২.১.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা লিখতে পারবে। ২.১.৫ সমমানের বইয়ের কবিতা লিখতে পারবে। ২.৩.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতার মূলভাব লিখতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৬

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা:** ৬ থাকব না ক... যন্ত্রণাকে।	**উপকরণ:** পাঠ্যবই, পাঠ্যবইয়ের ছবি (পোস্টার সাইজ) **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা আবৃত্তি, শব্দের অর্থ ও বাক্য রচনা ও কবি-পরিচিতি জানা।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.২.১, ২.১.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ২.১.১ **পড়া:** ২.২.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- কবিতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষক শুরুতে আকাশে উড়ন্ত উড়োজাহাজটা দেখাবেন। ছবিটি কী ইঙ্গিত করছে তার অর্থ কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করবেন।
- শিক্ষক এবার বলবেন, মানুষের এই যে অসীম বিশ্বকে জানা ও দেখার অদম্য কৌতূহল সে সম্পর্কেই আমরা আজ আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা একটি কবিতা পড়ব।
- এরপর শিক্ষক ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে পুরো কবিতাটি আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে শুনবে।
- শিক্ষক কবিতার মধ্যে থাকা নতুন বা জটিল শব্দ যেমন যুগান্তর, ঘূর্ণিপাক ইত্যাদির মতো শব্দগুলোর উচ্চারণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। সেসব শব্দের উচ্চারণ চর্চা করাবেন। কবিতায় মধ্যে থাকা নতুন বা জটিল শব্দগুলোর অর্থ ও কবিতায় এর বিশেষ ও প্রাসঙ্গিক অর্থ আলোচনা করবেন।
- যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দগুলো স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে শিক্ষক নিজে উচ্চারণ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের এই উচ্চারণে অনুশীলন করতে বলবেন।
- পরবর্তী ধাপে শিক্ষক আবার সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে কবিতাটি আবৃত্তি করবেন। বিরামচিহ্ন দেখে ও কবিতার ভাব বজায় রেখে কীভাবে কবিতা আবৃত্তি করা যায়, শিক্ষক সেভাবে আবৃত্তি করে দেখাবেন।
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের আবৃত্তি শুনবে এবং শব্দ প্রক্ষেপণ, ছন্দ, স্বরভঙ্গি, উচ্চারণ ও গতি মনোযোগ সহকারে অনুসরণ

করবে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই দিকগুলো অনুসরণ করে, শিক্ষককে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা এর উপরে কবিতা পাঠের শিখনফল অনেকটাই নির্ভরশীল।

- শিক্ষক এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে সামনে এনে তাদের দিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তা শুনবে এবং অনুসরণ করবে। এভাবে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন।
- এরপর শিক্ষক কবিতাটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কী অনুভূতি হয়েছে জানতে চাইবেন এবং কবি সম্পর্কে জানার জন্য শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলবেন।
- তারপর অনুশীলনীর শুরুতে দেওয়া "কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই" অংশটি অনুসারে শিক্ষক কবিতার বিষয়বস্তু সাধারণভাবে সহজ ভাষায় শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষার্থীরা শুনবে।
- শিক্ষক এবার পাঠের শেষে দেওয়া কবি পরিচিতিটি শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় কবিতা থেকে নতুন বা অর্থ জানা নেই এমন শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। এই শব্দগুলোর অর্থ শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে কি না বলতে বলবেন। এ ব্যাপারে একাধিক শিক্ষার্থীর মতামত গ্রহণ করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পঠিত অংশটুকু লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা:** ৬ থাকব না ক... যন্ত্রণাকে।	**উপকরণ:** পাঠ্যবই, বিভিন্ন আবিষ্কারের (যেমন, জাহাজ, ট্রেন, কম্পিউটার ইত্যাদি) ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য তৈরি, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, সমার্থক শব্দ এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ২.১.২ **বলা :** ২.২.১, ৪.১.২ **লেখা:** ১.৫.১, ১.৬.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- এরপর তিনি পূর্বদিনের পাঠের পুনরালোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গত দিনের দেওয়া পরিকল্পিত কাজটি দেখবেন।
- এবার শিক্ষক বলবেন, গতকাল আমরা যে কবিতাটি পড়েছি তা আবারও আবৃত্তি করি এসো। একজনকে ডেকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থী আবৃত্তি করবে, সঙ্গে ক্লাসের সবাই আবৃত্তি করবে। কয়েকবার আবৃত্তি হওয়ার পর থামাবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন আবিষ্কারের উপর ছবিগুলো দেখাবেন ও সেগুলো সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। যেমন, এই সব আবিষ্কারের ফলে মানুষের কী উপকার হয়েছে? এই সব আবিষ্কার মানুষের জীবনে কী পরিবর্তন এনেছে? তারপর বুঝিয়ে দেবেন যে মানুষ এসব জিনিস আবিষ্কার করে মানুষের জীবনকে যেমন সহজ গতিশীল করেছে, জীবনে উন্নতি এনেছে; তেমনি মানুষের সভ্যতাকেও বদলে দিয়েছে।
- এরপর শিক্ষক কবিতাটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কী অনুভূতি হয়েছে, জানতে চাইবেন। এবার শিক্ষক কবিতাটি পড়ে ধাপে ধাপে মূলভাব আলোচনা করবেন। এ সময় শিক্ষক কবিতার পংঙ্ক্তি থেকে কঠিন শব্দ ও বিশেষ অর্থপূর্ণ শব্দমালার ব্যাখ্যা দেবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের ২ নম্বর অনুশীলনীতে দেওয়া শব্দগুলোর অর্থ বইয়ের শেষের "শব্দের অর্থ জেনে নিই" থেকে দেখে নিতে বলবেন।

- এরপর শিক্ষক নিজে অর্থ লেখার পোস্টার দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শব্দের অর্থ আলোচনা করবেন এবং এই শব্দসমূহ দিয়ে কীভাবে বিরামচিহ্ন মেনে নতুন বাক্য তৈরি করতে হয় শেখাবেন। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করিয়ে নানাভাবে একাধিক বাক্য তৈরি করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন।
- কয়েকটি ব্যবহার করে একটি করে বাক্য তৈরি করে লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করে লিখবে।
- এবার শিক্ষক ৩ নম্বর অনুশীলনীর আলোকে বোর্ডে সমার্থক শব্দ লিখে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের একটি একটি করে শব্দের কী কী সমার্থক শব্দ হতে পারে জিজ্ঞেস করবেন। তারপর নির্ধারিত শব্দটি দিয়ে বাক্য রচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের বাক্য রচনা করতে বলবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন, আজকে আমরা কবিতার মূলভাব, শব্দের অর্থ, সমার্থক শব্দ (সংকল্প, বদ্ধ, ইশারা, সিন্ধু, বরণ, জগৎ) ইত্যাদি শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের ৪ নম্বর অনুশীলনীর ক এবং খ নং প্রশ্নের উত্তর লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা: ৬-৪** হাউই চড়ে... মুঠোয় পুরে এবং অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যবই, যুক্তবর্ণের পোস্টার, ৫ নম্বর অনুশীলনীর পোস্টার। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতাপড়া, যুক্তবর্ণ যুক্তশব্দ, পঠিত অংশের মূলভাব সম্পর্কে জানা।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ২.১.১ **পড়া :** ২.২.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- এরপর তিনি পূর্বদিনের পাঠের পুনরালোচনা স্বরূপ শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের ৪ নম্বর অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর কয়েকজনকে শোনাতে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের দেওয়া পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এরপর যথাযথ শব্দ প্রক্ষেপণ, ছন্দ, স্বরভঙ্গি, উচ্চারণ ও গতিসহ কবিতাটি আবৃত্তি করবেন এবং শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে তা অনুসরণ করবে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই দিকগুলো অনুসরণ করে, শিক্ষককে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা এর উপরে কবিতা পাঠের শিখনফল অনেকটাই নির্ভরশীল।
- শিক্ষক এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে সামনে এনে তাদের দিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন। অন্য শিক্ষার্থীরা তা শুনবে এবং অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ৪ নং অনুশীলনীর আলোকে প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করে এর উপর আলোচনা করবেন। এক একটি প্রশ্নের উত্তর একাধিক শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে বলতে বলবেন। তারপর পরবর্তী প্রশ্নে যাবেন। শিক্ষক প্রয়োজনে নিজেও প্রশ্নের উপর আলোচনা করে উত্তরটা বুঝিয়ে দেবেন।
- সময় পেলে শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে (নতুন যারা এখনও এককভাবে আবৃত্তি করেনি) কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। আজকে আমরা কবিতাটি থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের ৪ নম্বর অনুশীলনীর গ ও ঘ নং প্রশ্নের উত্তর লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ **পৃষ্ঠা:** ৬-৮ হাউই চড়ে... মুঠোয় পুরে এবং অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যবই। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা আবৃত্তি, সাধু ও চলিত রীতি, ক্রিয়ার কাল।	**শিখনফল** **শোনা :** ২.১.২ **বলা :** ২.১.১, ৪.১.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- এরপর তিনি পূর্বদিনের পাঠের পুনরালোচনাস্বরূপ শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের ৪ নম্বর অনুশীলনীর নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর কয়েকজনকে শোনাতে বলবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের গত দিনের দেওয়া পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এরপর যথাযথ শব্দ প্রক্ষেপণ, ছন্দ, স্বরভঙ্গি, উচ্চারণ ও গতিসহ কবিতাটি আবৃত্তি করবেন এবং শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে তা অনুসরণ করবে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই দিকগুলো অনুসরণ করে, শিক্ষককে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা এর উপরে কবিতা পাঠের শিখনফল অনেকটাই নির্ভরশীল।
- শিক্ষক এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে সামনে এনে তাদের দিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন। অন্য শিক্ষার্থীরা তা শুনবে এবং অনুসরণ করবে।
- এরপর শিক্ষক ৫ নম্বর অনুশীলনীর আলোকে সাধু ও চলিত রূপ সম্পর্কে আলোচনা করে প্রথমে বোর্ডে দেখিয়ে উল্লিখিত তালিকাটি জিজ্ঞেস করবেন। সবাইকে বই থেকে দেখতে ও পড়তে বলবেন।
- কয়েকজনকে নির্ধারিত কালবাচক ক্রিয়াপদকে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে কালবাচক ক্রিয়াপদে রূপান্তর করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক ৬ নম্বর অনুশীলনীর আলোকে ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে আলোচনা করে একটি ক্রিয়াপদের রূপ বোর্ডে দেখিয়ে উল্লিখিত ক্রিয়াপদের রূপগুলো জিজ্ঞেস করবেন।
- কয়েকজনকে নির্ধারিত কালবাচক ক্রিয়াপদকে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে কালবাচক ক্রিয়াপদে রূপান্তর করতে বলবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। আজকে আমরা ক্রিয়ার সাধু ও চলিত রূপ এবং ক্রিয়ার কাল সম্বন্ধে জেনেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে ৪ নং অনুশীলনীর ঙ নং এবং পাঠের ৮ নম্বর অনুশীলনীর আলোকে "কবির সংকল্পগুলো" শিখে আসতে এবং লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৫ **পৃষ্ঠা:** ৬-৯ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যবই। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** বানান, কবির সংকল্প, শিক্ষার্থীর সংকল্প।	**শিখনফল** **শোনা :** ২.২.৪ **লেখা :** ২.১.২, ২.১.৫

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- এরপর তিনি পূর্বদিনের পাঠের পুনারোলচনা স্বরূপ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বাড়ি থেকে শিখে আসা "কবির সংকল্পগুলো" নিজের ভাষায় বলতে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের লিখতে দেওয়া পরিকল্পিত কাজ হিসেবে কবির সংকল্পগুলো দেখবেন।
- ৭ নং অনুশীলনীর আলোকে শিক্ষক বানানগুলো শেখাবেন ও অনুশীলনী করাবেন।
- তারপর ৯ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করবেন। দলীয়ভাবে কবিতাটি আবৃত্তি করবে এবং পরে মুখস্থ লিখতে দেবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে তাদের খাতা দেখে দেবেন। শিক্ষার্থীদের মতামত/ফলাবর্তন দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কবিতাসহ অনুশীলনীর প্রশ্নগুলো ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৬ **পৃষ্ঠা: ৬-৯**	**উপকরণ:** পাঠ্যবই। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.৬ **বলা:** ২.৫.৩, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২,২.৫.১, ৩.৩.৩ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১, ১৮.২, ২.৩.১, ৩.১.১, ৩.৩.১, ৩.৩.২ ৪.১.১ ২.১.৫

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- শিক্ষক পাঠের ৯ নম্বর অনুশীলনীর আলোকে শিক্ষার্থীদের সংকল্পগুলো লিখতে দেবেন এবং কয়েকজনকে পড়ে শোনাতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক ১০ নং অনুশীলনীর আলোকে শিক্ষার্থীদের কবিতাটির প্রথম ১০ লাইন মুখস্থ লিখতে দেবেন। শিক্ষার্থীরা কবিতাটি মুখস্থ লিখবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজ তত্ত্বাবধান করবেন।
- পাঠশিখির ৪ নম্বর অনুশীলনী থেকে ক, খ, গ, ঘ ও ঙ প্রশ্নগুলো পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক ৬ নম্বর অনুশীলনীর আলোকে কয়েকটি ক্রিয়াপদের রূপ বোর্ডে লিখে নির্দেশ মোতাবেক ভবিষ্যতে অথবা বর্তমান বা অতীতে রূপান্তর করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কবিতাটির মূলভাব নিজের ভাষায় বলতে বলবেন। তারপর তিনি শিক্ষার্থীদের কবিতাটির মূলভাব খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন। যাদের লেখা হয়ে গেছে তাদের খাতা দেখে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা পুরো পাঠের উপর বাছাইকৃত বিষয়গুলো আলোচনা করেছি এবং কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখেছি। কবিতাটির মূলভাব আলোচনা ও লিখেছি। ক্রিয়াপদের রূপ ভবিষ্যতে অথবা বর্তমান বা অতীতে রূপান্তর করার অনুশীলন করেছি।

সুন্দরবনের প্রাণী

বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে প্রকৃতির অপার সম্ভার সুন্দরবন। সমুদ্রের কোল ঘেঁসে গড়ে উঠেছে এই বিশাল বন। এখানে রয়েছে যেমন প্রচুর গাছপালা, কেওড়া ও সুন্দরী গাছের বন, তেমনি রয়েছে নানা প্রাণী, জীবজন্তু।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার

বিশ্বের কোনো কোনো প্রাণীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দেশের নাম বা জায়গার নাম। যেমন, ক্যাঙ্গারু বললেই মনে পড়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার কথা। সিংহ বললেই মনে ভেসে ওঠে আফ্রিকার কথা। তেমনি বাংলাদেশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা রাজকীয় বাঘের নাম। এই বাঘ থাকে সুন্দরবনে। এ বাঘ দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি আবার ভয়ঙ্কর। এর চালচলনও রাজার মতো। সুন্দরবনের ভেজা স্যাঁতসেঁতে গোলপাতার বনে এ বাঘ ঘুরে বেড়ায়।

শিকার করে জীবজন্তু, সুযোগ পেলে মানুষও খায়। এক সময় সুন্দরবনে ছিল চিতাবাঘ ও গুলবাঘ। কিন্তু এখন আর এসব বাঘ দেখা যায় না। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। এ বাঘকে বিলুপ্তির হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে হবে।

সুন্দরবনে বাঘ ছাড়াও আছে নানা রকমের হরিণ। কোনোটার বড় বড় শিং, কোনোটার গায়ে ফোটা ফোটা সাদা দাগ। এদের বলে চিত্রা হরিণ। এক সময় সুন্দরবনে প্রচুর হাতি ছিল, ছিল বুনো শুয়োর। এখন এসব প্রাণী আর নেই। তবে দেশের রাঙামাটি আর বান্দরবানের জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়।

যেকোনো দেশের জন্যই জীবজন্তু, পশুপাখি এক অমূল্য সম্পদ। দেশের জলবায়ু আবহাওয়া গাছপালা বৃক্ষলতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলেই সে দেশের প্রাণিকুল জীবনধারণ করে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে পৃথিবীতে অপ্রয়োজনীয় প্রাণী বা বৃক্ষলতা বলতে কিছুই নেই। একসময় আমাদের দেশে প্রচুর শকুন দেখা যেত। শকুন দেখতে যে খুব সুন্দর পাখি তা কিন্তু নয়। এরা উড়ে বেড়ায় আকাশের অনেক উপরে। বাসা করে গাছের ডালে। মানুষের পক্ষে যা ক্ষতিকর, সেইসব আবর্জনা শকুন খায় এবং পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখে। কিন্তু শকুন এখন বাংলাদেশে বিলুপ্তপ্রায় পাখি।

প্রাণী বৃক্ষলতা সব কিছুই প্রকৃতির দান। তাকে ধ্বংস করতে নেই। ধ্বংস করলে নেমে আসে নানা বিপর্যয়—বন্যা, খরা, ঝড় ইত্যাদি।

চিত্রা হরিণ

গণ্ডার

হাতি

শকুন

গাধা

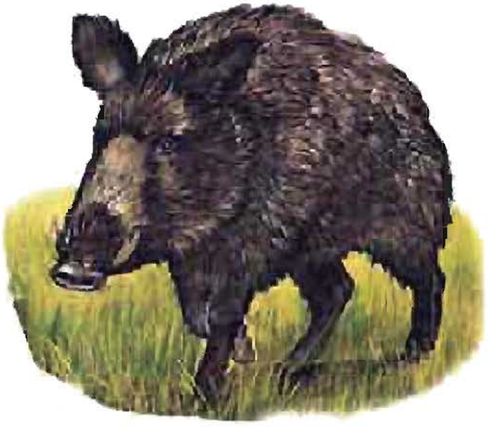

বুনো শুয়োর

পশুপাখি ও জীবজন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। প্রকৃতিতে যদি বিপর্যয় ঘটে তবে এদের জীবনও বিপন্ন হয়। সুন্দরবনের অনেক প্রাণী প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেসব প্রাণী আছে তাদের বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অপার সম্ভার রয়েল ভয়ঙ্কর অমূল্য বিলুপ্ত

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অমূল্য অপার সম্ভার রয়েল ভয়ঙ্কর বিলুপ্ত

ক. বাংলাদেশ .... সৌন্দর্যে ভরপুর।

খ. প্রকৃতির অপার .... সমুদ্রের নিচে রয়েছে।

গ. বাংলাদেশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে .... বেঙ্গল টাইগার।

ঘ. বাঘ দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি আবার ....।

ঙ. রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের .... সম্পদ।

চ. শকুন বাংলাদেশে এখন .... প্রায় পাখি।

৩. কথাগুলো বুঝে নিই।

অস্ট্রেলিয়া	এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মতো একটি মহাদেশ।
ক্যাঙ্গারু	একমাত্র অস্ট্রেলিয়াতেই পাওয়া যায় এমন একটি প্রাণী। এদের চারটি পা, কিন্তু পেছনের দু-পা বড় আর সামনের দু-পা ছোট। এর ফলে অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীর মতো এরা হাঁটাচলা করতে পারে না, পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ক্যাঙ্গারু তার বুকের নিচে একটা থলিতে বাচ্চা রাখে।
চিতাবাঘ	এক প্রকার বাঘ। অন্য বাঘের সঙ্গে চিতাবাঘের পার্থক্য। চিতাবাঘ অন্যান্য বাঘের চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে ও গাছে উঠতে পারে।
গণ্ডার	কালো রঙের চতুষ্পদ প্রাণী, উচ্চতায় ও লম্বায় গরুর আকারের। এদের নাকের ওপরে শিং থাকে।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ক্যাঙ্গারু ও সিংহ বললেই কোন কোন দেশের কথা মনে হয়?
খ. বিভিন্ন ধরনের বাঘ সম্পর্কে তুমি যা জান লেখ।
গ. দেশের জন্য পশুপাখি, জীবজন্তু কী উপকার করে তা নিজের ভাষায় লিখ।
ঘ. শকুন কীভাবে মানুষের উপকার করে?
ঙ. পশুপাখি জীবজন্তু না থাকলে প্রকৃতির কী বিপর্যয় ঘটবে বলে তোমার মনে হয়?

৫. নিচের বাক্য দুটি পড়ি।

মানুষের পক্ষে যা ক্ষতিকর সেইসব আবর্জনা শকুন খেয়ে ফেলে। সে সত্যিকার অর্থে মানুষের উপকার ছাড়া অপকার করে না।

উপরের বাক্য দুটিতে অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই এক-একটি পদ :

শকুন .... বিশেষ্য পদ

ক্ষতিকর .... বিশেষণ পদ

সে .... সর্বনাম পদ

খায় .... ক্রিয়া পদ

ছাড়া .... অব্যয় পদ

পদ পাঁচ প্রকার: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয়।

নিচের বাক্যগুলোতে কী কী পদ আছে তা লেখ।

সুন্দরবনে বাঘ ছাড়াও আছে নানা রকমের হরিণ। কোনোটার বড় বড় শিং, কোনোটার গায়ে ফোটা ফোটা সাদা দাগ। এদের বলে চিত্রা হরিণ।

৬. নিচের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশের যেকোনো একটি প্রাণী সম্পর্কে রচনা লিখি।

ক. আকৃতি –
খ. রং –
গ. কোথায় দেখা যায় –
ঘ. আবাসস্থল –
ঙ. খাদ্যাভ্যাস –

৭. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. ক্যাঙ্গারু বললেই মনে পড়ে যে দেশের কথা–

১. ভারত ২. বাংলাদেশ

৩. অস্ট্রেলিয়া ৪. আফ্রিকা

খ. আফ্রিকার কথা উঠলে কোন প্রাণীর কথা মনে হয়?

১. সিংহ ২. হাতি

৩. বাঘ ৪. উট

গ. বাংলাদেশের কোন জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়?

১. সিলেট ও খুলনার ২. ভাওয়াল ও মধুপুরের

৩. রাঙামাটি ও বান্দরবানের ৪. উপরের সবখানে

ঘ. কোন পাখি ক্ষতিকর আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে?

১. ঈগল ২. শকুন

৩. চিল ৪. কাক

ঙ. কোন প্রাণীর গায়ে ফোটা ফোটা সাদা দাগ ও বড় শিং আছে?

১. চিতা বাঘ ২. চিত্রা হরিণ

৩. ভাল্লুক ৪. গন্ডার

৮. কর্ম-অনুশীলন।

আমি এমন প্রাণীদের একটি তালিকা তৈরি করি– যাদের নাম শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি। পরে শ্রেণির সবার সাথে তা মিলিয়ে দেখি।

সুন্দরবনের প্রাণী
(পৃষ্ঠা ১০–১৫)

অর্জন–উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে ঘটনা, মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে ও উপভোগ করতে পারবে।	২.২.১ গল্প শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
৩.১ নাটকের সংলাপ ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.২ বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.৩ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ বলতে পারবে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.৩ সহজ বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
২.৭ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে পারবে।	২.৭.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবে। ২.৭.২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসহ মত ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.১ বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ করতে পারবে। ৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠে ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.২ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৩.৩ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.৪ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠ্যপুস্তকের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৪.২ সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও

	প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরাম চিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ বলতে পারবে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.৩ নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।
২.৭ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ের বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।	২.৭.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বর্ণনা পড়তে পারবে। ২.৭.২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।
৩.৩ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিশুতোষ বই এবং শিশুদের পাতা পত্রিকা পড়ে বুঝতে পারবে।	৩.৩.১ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ বই পড়ে বুঝতে পারবে। ৩.৩.২ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ ম্যাগাজিন পড়তে পারবে। ৩.৩.৩ পত্র পত্রিকার শিক্ষার্থীদের পাতা পড়ে বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে। ১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৮ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।	১.৮.১ পঠিত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে। ১.৮.২ পাঠবহির্ভূত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।
২.৩ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপকথন,বর্ণনা ইত্যাদির বিষয়ে পড়ে মূলভাব লিখতে পারব।	২.৩.৬ পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.১১ সমমানের নির্দিষ্ট বিষয়ে বর্ণনা পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.১২ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।
২.৫ বাংলাদেশের প্রাকতিক বৈচিত্র্য বিষয়ের বর্ণনা লিখতে ও প্রশ্নোত্তর লিখতে পারবে।	২.৫.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ের বর্ণনা লিখতে পারবে। ২.৫.২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর লিখতে পারবে।

৩.১ ছবি দেখে উক্ত বিষয়ে রচনা লিখতে পারবে।	৩.১.১ ছবি দেখে দৃষ্ট বিষয়ে রচনা লিখতে পারবে। বিবরণ লিখতে পারবে।
৩.৩ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে।	৩.৩.১ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে। ৩.৩.২ পাঠবহির্ভূত কোনো বিষয়ে নিজের মনোভাব লিখতে পারবে।
৪.১ সহজ ভাষায় চিঠি, দরখাস্ত লিখতে ও ফরম পূরণ করতে পারবে।	৪.১.১ সহজ ভাষায় চিঠি লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই পাঠটিতে সুন্দরবনের প্রাণীদের কথা বলা হয়েছে। সুন্দরবনের যেসব প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এখনও যেসব প্রাণী আছে, সেইসব প্রাণীর বর্ণনা স্থান পেয়েছে এই পাঠে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর যে সহাবস্থান থাকা দরকার, এই লেখায় তারও উল্লেখ রয়েছে। পরিবেশের অংশ হিসেবে প্রাণী, বৃক্ষলতা অর্থাৎ প্রকৃতিকে সংরক্ষণ না করলে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে - এটাই হচ্ছে এই পাঠ্য বিষয়বস্তুর মূল কথা। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে আইন করে সুন্দরবনকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা করে। ১৯৮০ সালে ভারত জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা দেয়। ১৯৯৭ সালে ইউনেসকো গোটা সুন্দরবনকে বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং সংরক্ষণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

পাঠ বিভাজন : ১০

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা: ১০-১২** সুন্দরবনের প্রাণী, সমগ্র পাঠটি	**উপকরণ:** সুন্দরবনের মানচিত্র ও ছবি, পাঠ্যবইয়ের ১০-১২ পৃষ্ঠার ছবি (পোস্টার সাইজ) **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন, যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখানো, কঠিন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য তৈরি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ৩.১.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ২.৫.৩ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ২.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- নির্ধারিত গদ্যপাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষক শুরুতেই শিক্ষার্থীদের সুন্দরবনের মানচিত্র ও ছবি দেখতে বলবেন এবং এই মানচিত্র ও ছবি তারা চেনে কি না জানতে চাইবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠটি স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়বেন এবং শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শিক্ষকের পাঠ শুনবে ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙুল দিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অপরিচিত ও কঠিন শব্দগুলো খুঁজে দেখতে বলবেন। তারপর বোর্ডে শব্দগুলো লিখে সেই শব্দগুলোর অর্থ বলবেন।
- দৈবচয়ন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা তার পড়া শুনবে এবং পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দসমূহের নিচে আঙুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ছোটদলে পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সঠিক হয়, শিক্ষক সেই কাজে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।

- শিক্ষার্থীদের পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুন্দরবন এবং সুন্দরবনের প্রাণীদের সম্পর্কে বর্ণনা দিতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠের বর্ণনা বুঝতে পারছে কি না, জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন এবং বুঝতে না পারলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।
- শিখনফলের আলোকে ও আজকের আলোচিত বিষয়সমূহের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পড়া যাচাই করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা 'সুন্দরবনের প্রাণী' পাঠের নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি এবং সেখান থেকে অপরিচিত ও কঠিন শব্দগুলোর অর্থ জেনেছি এবং যুক্তবর্ণগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি এবং ব্যবহার শিখেছি।

পরিকল্পিত বা বাড়ির কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পুরো গল্পটি পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা: ১০-১১** বাংলাদেশের দক্ষিণে... বাঁচাতে হবে	**উপকরণ:** শব্দ ও অর্থ লেখা পোস্টার ও রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি অথবা ভিডিও। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পঠন, যুক্তবর্ণ, শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.৬ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ২.৫.৩ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৫.২, ১.৫.২, ২.৫.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- নির্ধারিত গদ্যপাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষক শুরুতে শিক্ষার্থীদের ছবি দেখতে বলবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠটি স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে কয়েকবার পড়বেন এবং শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শিক্ষকের পাঠ শুনবে ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করবে। তারপর শিক্ষার্থীরা পাঠটি সরবে পড়বে।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণগুলো খুঁজে দেখতে বলবেন এবং সেই শব্দগুলোর অর্থ বলবেন।
- এবার প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের এক একটি দল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা তার পড়া শুনবে এবং পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ছোট দলের পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সঠিক হয়, শিক্ষক সেই কাজে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের প্রাণী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে কি না তাদের বর্ণনা দিতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যাংশের বর্ণনা বুঝতে পারছে কি না, জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন এবং বুঝতে না পারলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক পাঠ থেকে যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দসমূহ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। সংশ্লিষ্ট যুক্তবর্ণবিশিষ্ট শব্দ প্রাণী, ক্যাঙ্গারু, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, বেঙ্গল, সুন্দরবন, যথেষ্ট, সম্পূর্ণ ইত্যাদি।
- এবার শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণগুলোকে ভেঙে পড়তে বলবেন এবং তা খাতায় অথবা বোর্ডে লিখতে বলবেন।
- উল্লিখিত যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করতে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠ থেকে নতুন শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন।

- এবার শিক্ষক নিজে পোস্টার দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শব্দের অর্থ আলোচনা করবেন এবং শব্দসমূহ দিয়ে বাক্য তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- আজকের পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (নিচের) প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন:
  - ক্যাঙ্গারুর সঙ্গে বিশ্বের কোন দেশের নাম জড়িয়ে আছে?
  - সিংহের সঙ্গে বিশ্বের কোন দেশের নাম জড়িয়ে আছে?
  - রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে কোন দেশের নাম জড়িয়ে আছে?
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আমরা 'সুন্দরবনের প্রাণী' পাঠের নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি এবং সেখান থেকে সুন্দরবনের প্রাণী সম্পর্কে অনেক কথা জেনেছি। আমরা আজও কিছু অপরিচিত ও কঠিন শব্দের অর্থ জেনেছি এবং যুক্তবর্ণগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি এবং ব্যবহার শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকে শেখা কয়েকটি শব্দ দিয়ে দুটি করে বাক্য তৈরি করে লিখে আনতে বলবেন। যেমন: সুন্দরবন, সুন্দরী, প্রাণী।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা: ১১** সুন্দরবনে বাঘ... বিলুপ্তপ্রায় পাখি	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের ১১ ও ১২ নম্বর পৃষ্ঠার ছবি এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাণীর ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পঠন এবং পাঠের বিষয়বস্তু উপলব্ধি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ৩.১.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ২.৫.৩ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ২.৫.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- তারপর শিক্ষক গত দিনের পাঠের বিষয়বস্তু জানতে চাইবেন এবং আজকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১১ ও ১২ নম্বর পৃষ্ঠার ছবিগুলো দেখতে বলবেন অথবা ছবিগুলো প্রদর্শন করবেন। দেখা বা প্রদর্শনের পর শিক্ষার্থীদের এসব প্রাণীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে পড়তে বলবেন। অন্য শিক্ষার্থীদের তার পড়া অনুসরণ করতে বলবেন এবং যে শিক্ষার্থী পড়ছে তাকে গঠনমূলক ফলাবর্তন দিতে উৎসাহিত করবেন।
- আজকের পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (নিচের) প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন:
  - আগে ছিল কিন্তু এখন কোন কোন প্রাণী সুন্দরবনে দেখা যায় না?
  - বাংলাদেশের কোথায় কোথায় হাতি দেখতে পাওয়া যায়?
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের শকুন সম্পর্কে একটি করে বাক্য বলতে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আমরা 'সুন্দরবনের প্রাণী' পাঠের আজকের নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি এবং সেখান থেকে সুন্দরবনের প্রাণীদের বর্তমান অবস্থা ও কিছু হারিয়ে যাওয়া প্রাণী সম্পর্কে জেনেছি। জেনেছি, কীভাবে শকুনের মতো পাখি আমাদের উপকার করে।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৬ নং অনুশীলনীর কাজটি বাড়ি থেকে আগামী ক্লাসে করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ **পৃষ্ঠা: ১১** সুন্দরবনে বাঘ... বিলুপ্তপ্রায় পাখি	**উপকরণ:** বিভিন্ন জীবজন্তু ও পাখির ছবি (শকুনসহ)। শব্দার্থের পোস্টার। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পঠন এবং পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু উপলব্ধি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ৩.১.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ২.৫.৩ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ২.৫.১ **লেখা:** ২.১.২, ২.১.৫

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- তারপর শিখনফলের আলোকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পূর্বে আলোচিত বিষয়ের উপর পর্যালোচনা করবেন। যেমন- প্রশ্ন করা যেতে পারে, আমরা গতকাল জেনেছি, পশু পাখি আমাদের অনেক উপকার করে। আমি জানতে চাই- পশু-পাখি কীভাবে আমাদের উপকার করে?
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- তারপর শুরুতে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে উপকরণের বিভিন্ন ছবি দেখিয়ে বলবেন, তোমরা কি বলতে পারবে, এই ছবিগুলো কোন কোন পাখি আর জীবজন্তুর? এদের মধ্যে কোন প্রাণী মানুষের উপকার সাধন করে? কীভাবে উপকার করে?
- এরপর শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক আজকের নির্ধারিত পাঠ থেকে নতুন শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণে শব্দ ও বাক্যগুলো স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে পড়তে বলবেন।
- এবার আজকের পাঠ্য অনুচ্ছেদটি বিরামচিহ্ন দেখে, অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে বলবেন।
- এবার শিক্ষক পূর্বে নির্ধারিত শব্দগুলো বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শব্দের অর্থ আলোচনা করবেন। ঐ শব্দগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের বাক্য রচনা করে বলতে বলবেন। তারপর খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবে এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- সাধারণ ভুল করেছে এমন কতগুলো শব্দের বানান ও বাক্যগঠন নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আমরা 'সুন্দরবনের প্রাণী' পাঠের আজকের নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি এবং সেখান থেকে সুন্দরবনের প্রাণীদের বর্তমান অবস্থা ও কীভাবে সুন্দরবনের প্রাণীদের বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে সে সম্পর্কে জেনেছি। আমরা আজ আবার কিছু অপরিচিত ও কঠিন শব্দের অর্থ ও সেগুলোর মাধ্যমে বাক্য গঠন করা শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকের পাঠের যুক্তবর্ণবিশিষ্ট শব্দ এবং নতুন শব্দ বা অর্থ জানা নেই এমন শব্দের তালিকা তৈরি করে আনতে বলবেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাণীর নাম লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৫ **পৃষ্ঠা: ১১-১৩** প্রাণী বৃক্ষলতা... বাঁচাতে হবে	**উপকরণ:** শব্দার্থের পোস্টার। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.৬, ২.৫.৩ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৫.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- আজ শিক্ষার্থীদের পূর্বদিনের পাঠের ভাষাশিখন যেমন নতুন ও কঠিন শব্দ যা গত দিন শেখানো হয়েছে সেগুলো অনুশীলন করাবেন।
- আজকে আবার প্রশ্ন করে আলোচনা করবেন:
  - সুন্দরবনের প্রাণীদের বর্তমান অবস্থা কী?
  - কীভাবে সুন্দরবনের প্রাণীদের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা বা বাঁচানো যেতে পারে?
- এবার শিক্ষক পাঠশিখির ১ নম্বর অনুশীলনী (শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।) করতে বলবেন। বইয়ের শেষে "শব্দের অর্থ জেনে নিই" থেকে সহায়তা নেওয়ার কৌশল চর্চা করাবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের পাঠশিখির ২ নম্বর অনুশীলনী করতে বলবেন। তারপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করে খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবে এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- এ সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আমরা 'সুন্দরবনের প্রাণী' পাঠের আজকের নির্ধারিত অংশ পড়েছি এবং সেখান থেকে সুন্দরবনের প্রাণীদের বর্তমান অবস্থা ও কীভাবে সুন্দরবনের প্রাণী বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে সে সম্পর্কে জেনেছি। আমরা আজ আবার কিছু অপরিচিত ও কঠিন শব্দের অর্থ ও সেগুলোর মাধ্যমে বাক্যগঠন করা শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে নিচের প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষায় লিখে আনতে বলবেন:
  - কীভাবে সুন্দরবনের প্রাণীদের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা বা বাঁচানো যেতে পারে?

পিরিয়ড : ৬ **পৃষ্ঠা: ১৩-১৪** **অনুশীলনী**	**উপকরণ:** শব্দার্থের পোস্টার। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা ও লিখন।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.৬, ২.৫.৩ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৫.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- আজ শিক্ষার্থীদের পূর্বদিনের পাঠের ভাষাশিখন যেমন নতুন ও কঠিন শব্দ যা গত দিন শেখানো হয়েছে সেগুলো অনুশীলন করাবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের পাঠশিখির ৩ নম্বর অনুশীলনী করতে বলবেন। তিনি এসব বিশেষ শব্দের অর্থ বুঝিয়ে বলবেন: অস্ট্রেলিয়া, ক্যাঙ্গারু, চিতা বাঘ, গণ্ডার। অনুশীলনীতে দেওয়া তথ্যগুলো শিক্ষার্থীদের একজনকে একটি করে পাঠ করতে বলবেন। অন্যদের শুনতে ও আঙ্গুল দিয়ে মেলাতে বলবেন।
- তারপর অস্ট্রেলিয়া, ক্যাঙ্গারু, চিতা বাঘ, গণ্ডার সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নিজের ভাষায় বলতে বলবেন। অন্যদের দিয়ে তা শুধরে নেবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- এবার পাঠশিখির ৪ নম্বর অনুশীলনী থেকে ক ও খ প্রশ্ন দুটির উত্তর শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। তারপর প্রশ্ন দুটির উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন। যাদের লেখা হয়ে গেছে তাদের ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা অস্ট্রেলিয়া, ক্যাঙ্গারু, চিতা বাঘ, গণ্ডার সম্পর্কে জেনেছি। তাছাড়া কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর আলোচনার পর লিখেছি, সেখান থেকে সিংহ ও বাঘ সম্পর্কে আবারও জেনেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠশিখির ৪ নম্বর অনুশীলনী থেকে ক ও খ প্রশ্ন দুটির উত্তর নিজের ভাষায় লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৭ **পৃষ্ঠা: ১৩-১৫** অনুশীলনী	**উপকরণ:** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠের বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা ও লিখন।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.৬, ২.৫.৩ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৫.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- পূর্বদিনের পাঠের পুনরালোচনা স্বরূপ শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে নিজের ভাষায় লিখে আনা পাঠশিখির ৩ নম্বর অনুশীলনী থেকে ক ও খ প্রশ্ন দুটির উত্তর কয়েকজনকে পড়ে শোনাতে বলবেন।
- এবার পাঠশিখির ৪ নম্বর অনুশীলনী থেকে গ, ঘ ও ঙ প্রশ্নগুলো একের পর এক করে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। তারপর পাঠশিখির ৪ নম্বর অনুশীলনীর গ, ঘ প্রশ্নের উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে। শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন। যাদের লেখা হয়ে গেছে তাদের ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- এ সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের দেওয়া পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা দেশের জন্য পশুপাখি জীবজন্তু কী উপকার করে তা জেনেছি। আরও জেনেছি, শকুন কীভাবে মানুষের উপকার করে। তাছাড়া কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর আলোচনার পর লিখেছি, সেখান থেকে সিংহ ও বাঘ সম্পর্কে আবারও জেনেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠশিখির ৪ নম্বর অনুশীলনীর ঙ নং প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষায় লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৮ **পৃষ্ঠা: ১৪-১৫** অনুশীলনী	**উপকরণ:** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনীর প্রশ্ন-উত্তর, লিখন ও পদ বিষয়ে আলোচনা।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.৬, ২.৫.৩ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৫.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- পূর্বদিনের পাঠের পুনরালোচনাস্বরূপ শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে নিজের ভাষায় লিখে আনা পাঠশিখির ৪ নম্বর অনুশীলনী থেকে ঙ প্রশ্নের উত্তর কয়েকজনকে পড়ে শোনাতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষর্থীদের দেওয়া গত দিনের লিখিত পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এবার শিক্ষক পাঠশিখির ৫ নম্বর অনুশীলনী অনুসারে পদ বিষয়ে পাঠের সঙ্গে দেওয়া উদাহরণসহ আরও উদাহরণ যুক্ত করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের আরও পদের উদাহরণ সৃষ্টি করতে বলবেন। তারপর পাঁচ প্রকার পদের উপর আরও নতুন এক-দুটি করে শব্দ বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের কোনটি কোন পদ তা জিজ্ঞেস করবেন।

- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা দেশের জন্য পশুপাখি জীবজন্তু কী উপকার করে তা জেনেছি। আরও জেনেছি পদের প্রকারভেদ। নির্দিষ্ট পয়েন্টের আলোকে একটি প্রাণী সম্পর্কে রচনা লিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠশিখির ৬ নম্বর অনুশীলনী অনুসারে শিক্ষার্থীদের দেখা বাংলাদেশের যেকোনো একটি প্রাণী সম্পর্কে রচনা গুছিয়ে লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৯ **পৃষ্ঠা: ১৪-১৫** অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যবই। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** রচনা লেখা, কর্ম অনুশীলনী এবং প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.৬, ২.৫.৩ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৫.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- পূর্বদিনের পাঠের পুনরালোচনাস্বরূপ শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে নিজের ভাষায় লিখে রচনা কয়েকজনকে পড়ে শোনাতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের লিখতে দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজ হিসাবে পাঠশিখির ৬ নম্বর অনুশীলনী অনুসারে শিক্ষার্থীদের দেখা বাংলাদেশের যে কোনো একটি প্রাণী সম্পর্কে রচনা দেখবেন।
- এরপর পাঠশিখির ৭ ও ৮ নম্বর অনুশীলনী শিক্ষার্থীদের দিয়ে করাবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা দেশের জন্য পশুপাখি জীবজন্তু কী উপকার করে তা জেনেছি। নির্দিষ্ট পয়েন্টের আলোকে একটি প্রাণী সম্পর্কে রচনা লিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ গল্পটি অনুশীলনীসহ ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ১০ **পৃষ্ঠা: ১০ -১৫**	**উপকরণ:** পাঠ্যবই। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.৬ **বলা:** ২.৫.৩, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২,২.৫.১, ৩.৩.৩ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১, ১৮.২, ২.৩.১, ৩.১.১, ৩.৩.১, ৩.৩.২ ৪.১.১ ২.১.৫

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- শিক্ষক সমগ্র পাঠটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। একজন যখন পড়বে অন্য শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে

শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করবে। ধারাবাহিক পাঠে ধাপে ধাপে সব শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করাবেন।

- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বে আলোচিত নিচের প্রশ্নগুলোর উপর আলোচনা করবেন:
  - সুন্দরবনে কী কী প্রাণী রয়েছে?
  - সুন্দরবনে কোন কোন প্রাণী আগে ছিল এখন নেই, হারিয়ে গেছে?
  - হাতি বাংলাদেশের কোথায় কোথায় দেখতে পাওয়া যায়?
  - পশুপাখি কীভাবে আমাদের উপকার করে?
  - সুন্দরবনের প্রাণীদের বর্তমান অবস্থা কী?
  - কীভাবে সুন্দরবনের প্রাণীদের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা বা বাঁচানো যেতে পারে?
- এবার পাঠশিখির ৪ নম্বর অনুশীলনী থেকে প্রশ্নগুলো একের পর এক শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। তারপর পাঠশিখির ৪ নম্বর অনুশীলনীর প্রশ্নসমূহ থেকে যেকোনো একটি উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন। যাদের লেখা হয়ে গেছে তাদের খাতা দেখে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা পুরো পাঠের উপর বাছাইকৃত বিষয়গুলো আলোচনা করেছি এবং কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখেছি। তার মাধ্যমে আবারো সুন্দরবনের প্রাণীদের সম্পর্কে জেনেছি। দেশের জন্য পশুপাখি জীবজন্তু কী উপকার করে তা জেনেছি।

হাতি আর শিয়ালের গল্প

সে অনেক–অনেক দিন আগের কথা। চারদিকে তখন কী সুন্দর সবুজ বন, ঝোপঝাড়। আর দিগন্তে ঝুঁকে পড়া নীল আকাশের ছোঁয়া। এরকম দিনগুলোতে মানুষেরা থাকত লোকালয়ে আর পশুরা জঙ্গলে।

মানুষ তখন একটু একটু করে সভ্য হচ্ছে। কী করে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকা যায়, শিখছে সেইসব কায়দাকানুন। ও-দিকে বনে বনে তখন পশুদের রাজত্ব। হাজার রকমের প্রাণী, অসংখ্য পাখ-পাখালি। বেশ শান্তিতেই কাটছিল বনের পাখি আর প্রাণীদের দিনগুলো। কিন্তু একদিন হলো কি তাড়া খেয়ে মস্ত একটা হাতি এই বনে ঢুকে পড়ল। হাতিটার সে-কী বিশাল শরীর। পাগুলো বটপাকুড় গাছের মতো মোটা। শুঁড় এতটাই লম্বা যে আকাশের গায়ে গিয়ে বুঝি ঠেকবে। তার গায়েও অসীম জোর। এই শরীর আর শক্তি নিয়েই তার যত অহংকার। মেজাজটাও দারুণ তিরিক্ষি।

তো–যেই-না হাতিটার ঐ বনে ঢোকা, অমনি শুরু হয়ে গেল তোলপাড়। নতুন অতিথি এসেছে, সবাই স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু ঐ দুষ্টু হাতিটার সে-কী তুলকালাম কাণ্ড! খুব জোরে গলা ফাটিয়ে দিল প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার। থরথর করে কেঁপে উঠল সমস্ত বন। গাছে গাছে পরম নিশ্চিন্তে বসেছিল পাখি, তারা ভয়ে ডানা ঝাপটাতে শুরু করল। মাটির তলায় লুকিয়ে ছিল যে ইঁদুর, গুবরে পোকার দল। তারা বুঝতে চাইল কী এমন ঘটল যে এমন করে কেঁপে উঠল মেদিনী?

হাতিটা এমন ভাব করতে শুরু করল, সেই বুঝি বনের রাজা। গুরুগম্ভীর ভারিক্কি চালের কেশর দোলানো অমিত শক্তিধর সিংহ। সেও হাতিটার কাছে আসতে ভয় পায়। হালুম বাঘ মামা, সেও হাতিটার ধারে-কাছে ঘেঁষতে চায় না। বনের সবাই ভয়ে তটস্থ, শঙ্কিত। কখন জানি কী হয়!

একবার তো কী জানি কী হয়েছে। নিরীহ একটা হরিণকে শুঁড়ে জড়িয়ে ছুড়ে ফেলে দিল দূরে। আরেকবার ছোট্ট একটা পিঁপড়ে পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলল। সেই থেকে বনের কোনো প্রাণী হাতিটার ছায়াও মাড়াত না। দিনে দিনে হাতিটা হয়ে উঠল আরও অহংকারী। এই নিয়ে বনের কারো মনে শান্তি নেই।

কিন্তু এভাবে কি দিন যায়? এক সন্ধ্যায় বনের সব প্রাণী এসে জড়ো হলো সিংহের গুহায়। এর একটা বিহিত চাই, সবার মুখে এক কথা। বাঘ, ভালুক, সিংহ, বানর, হরিণ, বনবিড়াল, শিয়াল সবাই সলা-পরামর্শ করতে বসল। শেষে সবাই মিলে শিয়ালের উপরেই ভার দিল।

দিন আসে, দিন যায়। একদিন শিয়াল ভয়ে ভয়ে হাজির হলো হাতির আস্তানায়। লেজ গুটিয়ে একটা সালাম দিল। বলল, আপনিই তো বনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী। আপনিই আমাদের রাজা। ওই দেখুন, নদীর ওপারে সবাই উদগ্রীব হয়ে বসে আছে। আপনাকে রাজা হিসেবে বরণ করে নিতে চায় সবাই।

হাতি তো শিয়ালের কথা শুনে মহা খুশি। আচ্ছা চল। নদীর পারে এসে শিয়াল বলল, এই আমি নদী সাঁতরে পার হচ্ছি। আপনিও আসুন। এই বলে শিয়াল নদীতে দিল ঝাঁপ। হাতি ভাবল, পুঁচকে শিয়াল যদি নদী পার হতে পারে, আমি পারব না কেন? সেও নদীতে নেমে পড়ল।

কিন্তু মস্ত বড় তার শরীর আর কী ভারী! হাতিটা নদীর পানিতে পা দিল। অমনি তার ভারী শরীর একটু একটু করে তলিয়ে যেতে থাকল। তলিয়ে যেতে যেতে হাতি বলল, শিয়াল ভায়া, আমাকে বাঁচাও। শিয়াল ততক্ষণে নদী পার হয়ে তীরে উঠে এসেছে। বনের সমস্ত প্রাণী তার পেছনে এসে দাঁড়াল।

শিয়াল হাতিকে বলল, তোমাকে বাঁচাব আমরা? এতদিন তোমার অত্যাচারে আমরা কেউ বনে শান্তিতে ঘুমাতে পারিনি। তোমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যেই তো নদীতে নিয়ে এসেছি। বনের যত প্রাণী ছিল, সবাই শিয়ালের কথার প্রতিধ্বনি করে সমস্বরে বলে উঠল :

ঠিক বলেছ শিয়াল ভায়া
আর দেখব না হাতির ছায়া
আমরা এখন মুক্ত স্বাধীন
নাচছি সবাই তা-ধিন তা-ধিন।

(হিতোপদেশ অবলম্বনে)

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

দিগন্ত অহংকার তিরিক্ষি তুলকালাম কাণ্ড হুঙ্কার মেদিনী তটস্থ শঙ্কিত শক্তিধর আস্তানা উদ্‌গ্রীব সমস্বরে

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

দিগন্তের	অহংকার	তিরিক্ষি	তুলকালাম কাণ্ড	হুঙ্কার	মেদিনী	তটস্থ	শঙ্কিত

ক. বিদ্যুৎ চমকালে .... কেঁপে ওঠে বলে মনে হতে পারে।

খ. .... পতনের মূল।

গ. কী হয়েছে, এত .... হয়ে আছ কেন?

ঘ. বনের সিংহ .... দিলে মানুষের মনে ভয় জাগে।

ঙ. নিজের কলমটা খুঁজে না পেয়ে সে .... বাধিয়ে দিয়েছে।

চ. .... ওপারে কী আছে কেউ জানে না।

ছ. মেজাজ .... বলে তার কাছে কেউ ঘেঁষতে চায় না।

জ. তুমি এত .... কেন? কী হয়েছে?

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. অমিত শক্তিধর কাকে বলা হয়েছে?
খ. বনের পশুদের ওপর অশান্তি নেমে আসার কারণ কী?
গ. গল্পে মুক্ত স্বাধীন বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ঘ. শিয়াল হাতিকে শাস্তি না দিলে বনের পশুপাখিদের কী হতো ব্যাখ্যা কর।
ঙ. হাতির এই শাস্তির জন্য তার চরিত্রের কোন বিষয়গুলো দায়ী বলে তুমি মনে কর।
চ. মানুষ যখন সভ্য হচ্ছে তখন মিলেমিশে থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন?
ছ. সবাই মিলে শিয়ালকে দায়িত্ব দিল কেন?
জ. শিয়াল কীভাবে বনের পশুপাখিকে রক্ষা করলো?
ঝ. অহংকারী ও অত্যাচারীর পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী হয়?

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সুন্দর	কুৎসিত	অহংকার	নিরহংকার	ভয়	সাহস	স্বাধীন	পরাধীন

ক. আমরা .... দেশের অধিবাসী।

খ. .... পতনের মূল।

গ. চেহারা নয়, আসল .... হলো মানুষের মন।

ঘ. মনে .... থাকলে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়।

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বনের সব প্রাণী কার কাছে এসে জড়ো হলো?

১. বাঘ ২. শিয়াল

৩. হাতি ৪. সিংহ

খ. কার জন্য বনে আবার শান্তি এলো?

১. সিংহ ২. শিয়াল

৩. ভালুক ৪. বাঘ

গ. হাতির অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য কেন শিয়ালকে দায়িত্ব দেয়া হলো?

১. শিয়াল সাঁতার জানে ২. শিয়াল খুব সাহসী

৩. শিয়াল বুদ্ধিমান ৪. শিয়াল হাতির বন্ধু

ঘ. হাতির করুণ পরিণতির জন্য দায়ী কোনটি?

১. হাতির অহংকার ২. হাতির লম্বা শুঁড়

৩. হাতির ভারী শরীর ৪. হাতির বোকামি

ঙ. হাতিকে বাঁচানোর জন্য কেউ এগিয়ে এলো না কেন?

১. হাতির অত্যাচারের জন্য ২. হাতি খুব বড় বলে

৩. হাতির ভয়ে ৪. হাতি সাঁতার জানে বলে

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

শান্তি	অশান্তি	অসৎ প্রতিবেশীর কারণে তার অশান্তি লেগেই আছে।
সভ্য	....	....
ধ্বনি	....	....
শক্তিশালী	....	....

৭. নিচের শব্দগুলোর কোনটি কোন পদ লিখি।

দুষ্টু – বিশেষণ

হাতি –

বুদ্ধিমান –

এবং –

আমি –

চায় –

৮. যেকোনো একটা প্রাণী সম্পর্কে বলি এবং পাঁচটি বাক্যের একটা অনুচ্ছেদ রচনা করি।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

একটি গল্প লেখার চেষ্টা করি। প্রথমে শিক্ষকের সহায়তায় ২/৩টি সাদা কাগজ নিই। সেগুলোকে একটি ভাঁজ করে নোটবুকের মতো তৈরি করি। এখন প্রতিটি কাগজের এক পাশে নিচের দিকের অর্ধেক থেকে গল্প লেখা শুরু করি। আর উপরের অর্ধেকে নিজের খুশিমতো ছবি আঁকি। লেখা শেষে উপরে একটা কভার পৃষ্ঠা যোগ করি। সে-পৃষ্ঠায় গল্পের একটা নাম দিই ও লিখি, নিজের নাম লিখি এবং ইচ্ছামতো ছবি আঁকি। এভাবে নিজের লেখা একটি গল্পের বই তৈরি করি।

হাতি আর শিয়ালের গল্প

(পৃষ্ঠা ১৬–২১)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে ঘটনা, মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে ও উপভোগ করতে পারবে।	২.২.৩ রূপকথা শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.২.৪ রূপকথা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
৩.১ নাটকের সংলাপ ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.২ বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.৩ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথার মূল বিষয় ও ভাব বলতে পারবে।	২.৪.৩ রূপকথার মূল বিষয় বলতে পারবে। ২.৪.৪ রূপকথার মূলভাব বলতে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ বলতে পারবে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.৩ সহজ বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত চলিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসহ অনুভূতি ও মত প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.১ বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ করতে পারবে। ৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠে ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.২ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে ১.৩.৩ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.৪ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠ্যপুস্তকের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্টস্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৪.২ সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও

	প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথার পড়ে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.৪.৩ রূপকথা পড়ে মূল বিষয় বুঝতে পারবে।
৩.৩ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ বই ও পত্র পত্রিকার শিক্ষার্থীদের পাতা পড়ে বুঝতে পারবে।	৩.৩.১ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ বই পড়ে বুঝতে পারবে। ৩.৩.২ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ ম্যাগাজিন পারবে । ৩.৩.৩ পত্রপত্রিকার শিক্ষার্থীদের পাতা পড়ে বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে। ১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ ব্যবহার করে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য ও চরণ লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৮ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।	১.৮.১ পঠিত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে। ১.৮.২ পাঠবহির্ভূত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।
২.৩ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদির বিষয়ে পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে।	২.৩.৪ পাঠ্যবইয়ের রূপকথা পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.৬ পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.৯ সমমানের রূপকথা পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.১১ সমমানের নির্দিষ্ট বিষয়ে বর্ণনা পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.১২ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।
৩.১ ছবি দেখে উক্ত বিষয়ে রচনা লিখতে পারবে।	৩.১.১ ছবি দেখে উক্ত বিষয় রচনা লিখতে পারবে।
৩.৩ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে।	৩.৩.১ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে। ৩.৩.২ পাঠবহির্ভূত কোনো বিষয় নিয়ে নিজের মনোভাব লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এটি একটি রূপকথা। অত্যাচারী এক হাতি। বনের সব পশু তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ। প্রতিকার হিসেবে সবার পরামর্শ আর নিজের বুদ্ধির জোরে শিয়াল তাকে নদীর মধ্যে ডুবিয়ে মারে। এই রূপকথার মূলকথা বা হিতোপদেশটি হলো: অত্যাচারীর পরিণাম কখনও ভালো হয় না। মানুষকে এই কথা মনে রাখা দরকার। সবার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে নম্র, ভদ্র, সভ্য হয়ে চলা দরকার। বড়দের তো বটেই। শিক্ষার্থীদেরও অনেক কিছু শেখার আছে এই রূপকথায়।

পাঠ বিভাজন : ১০

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা: ১৬** সে অনেক-অনেক... দারুণ তিরিক্ষি	**উপকরণ:** বনের হাতির ছবি। ছবিটা শিক্ষার্থীদের দিয়ে আঁকিয়েও নেওয়া যেতে পারে। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, পাঠের বিষয়বস্তু এবং ছোট-উত্তরের প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.২.১, ২.৩.৩, ২.৩.৪ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ২.৪.৩ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশে গল্পটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দেবেন। শুরুতেই শিক্ষার্থীদের হাতির ছবিটি দেখতে বলবেন। ছবিটার প্রাণীর সঙ্গে তাদের পরিচয় আছে কি না জানতে চাইবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আমরা আজ যে গল্পটি পড়ব সেটা হলো একটি অহংকারী, অত্যাচারী হাতিকে নিয়ে। এটা একটা রূপকথা।
- এছাড়া শিক্ষক তাঁর নিজের মতো করেও উপস্থাপন করতে পারেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ‘হাতি আর শেয়ালের গল্প’ বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১৬ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন। প্রথমে পাঠসংশ্লিষ্ট ছবিগুলো শিক্ষার্থীদের দেখতে বলবেন। ছবিতে কী কী দেখছে তা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে জেনে নেবেন। যেমন- ১. ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে? ২. হাতিটিকে দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে? ৩. হাতিটি তার শুঁড় দিয়ে কাকে পেঁচিয়ে রেখেছে এবং কেন? ৪. হাতির সামনে আর কোন কোন প্রাণীকে দেখা যাচ্ছে? তারা কী করছে? ইত্যাদি। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক পুরো গল্পটি আকর্ষণীয় উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠের নির্ধারিত অংশটি সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণ এবং অজানা/নতুন শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা কী কী যুক্তবর্ণ এবং অজানা/নতুন শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- দিগন্ত- ন্ত = ন + ত, বিশাল, অসীম, অহংকার, তিরিক্ষি- ক্ষ = ক+ ষ। ইত্যাদি। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ হলে ভেঙে দেখাবেন। শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন। যুক্তবর্ণ শব্দ হলে ভেঙে বলবে। এরপর শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। প্রতিটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ বলে দেবেন।
- শব্দগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ও বাক্য লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
  - রূপকথা বলতে কী বোঝায়, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে

বলবেন। আজকে আমরা হাতি ও শিয়ালের গল্প রূপকথাটি পড়লাম । মূলভাব আলোচনা করলাম। দিগন্ত, বিশাল, অসীম, অহংকার, তিরিক্ষি ইত্যাদি শব্দের অর্থ ও বানান শিখলাম।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা: ১৬** সে অনেক-অনেক... দারুণ তিরিক্ষি	**উপকরণ : বিভিন্ন প্রাণীর ছবি।** **পাঠের আলোচ্য বিষয়: গল্প পড়া, বাক্য এবং প্রশ্ন তৈরি ও লেখা।**	**শিখনফল** **শোনা : ১.৩.৬, ২.৩.৩** **বলা : ১.১.১, ১.১.২** **পড়া : ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৫.১** **লেখা : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৫.২**

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  দিগন্ত, বিশাল, অসীম, অহংকার, তিরিক্ষি শব্দগুলোর অর্থ বলতে বলবেন। পরিকল্পিত কাজ হিসেবে দেওয়া পাঠ্যাংশটুকু কয়েকজনকে পড়তে দেবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১৬ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন।
- আজও আমরা পাঠ্যপুস্তকের ‘হাতি আর শিয়ালের গল্প’ গল্পটির (সে অনেক-অনেক.......... দারুণ তিরিক্ষি।) অংশ পড়ব। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
  পড়া শেষে শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন।
- জোড়ায় কী করবে তা বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- প্রথমে পড়ার কাজ, পাঠ থেকে ৩টি প্রশ্ন তৈরি করা ও উত্তর লেখা।
- জোড়ায় কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা জোড়ায় কী প্রশ্ন তৈরি করেছে ও উত্তর লিখেছে তা শুনবেন।
- এরপর শিক্ষক গত দিনের শেখা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখতে দেবেন। যেমন- দিগন্ত, বিশাল, অসীম, অহংকার, তিরিক্ষি ইত্যাদি।
- শিক্ষার্থীরা পাঠের বিষয়বস্তু এবং পাঠটি পড়ে বুঝেছে কি না তা জানার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর করবেন। যেমন:
  - অনেক অনেক দিন আগের পরিবেশ কেমন ছিল?
  - মানুষ তখন কী শিখেছিল?
  - বনে কেন অশান্তি নেমে আসল?
  - হাতিটা কেন এক বন থেকে আরেক বনে ঢুকে পড়েছিল?
  - হাতিটা দেখতে কেমন?
  - হাতিটার কী নিয়ে অহংকার ছিল?
  - হাতির মেজাজটা কেমন ছিল? ইত্যাদি। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়েছি, গল্পটি থেকে, শব্দার্থ, বাক্য এবং প্রশ্ন তৈরিসহ উত্তর লিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে হাতিটার কী নিয়ে অহংকার ছিল প্রশ্নটি লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৩ পৃষ্ঠা: ১৭-১৮ তো যেই-না... শান্তি নেই	**উপকরণ :** পাঠ্যবইয়ের ১৮ নম্বর পৃষ্ঠার ছবি। যুক্তবর্ণ এবং শব্দ ও অর্থ লেখা পোস্টার। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং ছোট-উত্তরের প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.২.১, ২.৩.৩ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ২.৪.৩ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - বনের পশুদের উপর কীভাবে অশান্তি নেমে এলো?
  - কী নিয়ে হাতিটার অহংকার ছিল?
  - হাতিটার শরীর দেখতে কেমন ছিল।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজটি দেখবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১৭-১৮ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের আজকে প্রথমে ১৮ নম্বর পৃষ্ঠার ছবিটি নিয়ে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিটি দেখতে বলবেন। ছবিতে কী দেখছে তা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জেনে নেবেন।
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'হাতি আর শিয়ালের গল্প' (তো যেই-না............ শান্তি নেই।) অংশ পড়ব। পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠ্যাংশ থেকে অজানা, কঠিন এবং যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দ বের করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা কী কী শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- স্বাগত, প্রস্তুত, তোলপাড়, তুলকালাম কাণ্ড, হুঙ্কার, নিশ্চিন্তে, গুরুগম্ভীর, ভারিক্কি, শক্তিধর, তটস্থ, শঙ্কিত, মেদিনী ইত্যাদি। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ভেঙে দেখাবেন।
- শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন এবং তা খাতায় অথবা বোর্ডে লিখতে বলবেন। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ হলে ভেঙে বলবে। প্রতিটা শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়বে। শিক্ষক প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের শব্দগুলোর অর্থ বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন। উল্লিখিত যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করতে বলবেন।
- পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন এবং মূল বিষয় বলতে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়েছি এবং গল্পটি থেকে শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো স্বাগত, প্রস্তুত, তোলপাড়, তুলকালাম কাণ্ড, হুঙ্কার, নিশ্চিন্তে, গুরুগম্ভীর, ভারিক্কি, শক্তিধর, তটস্থ, শঙ্কিত, মেদিনী ইত্যাদি ভেঙে লেখাসহ প্রশ্নের উত্তর শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- স্বাগত, প্রস্তুত, তোলপাড়, তুলকালাম কাণ্ড, হুঙ্কার, নিশ্চিন্তে, গুরুগম্ভীর, ভারিক্কি, শক্তিধর, তটস্থ, শঙ্কিত, মেদিনী শব্দগুলো দিয়ে একটি করে বাক্য লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ পৃষ্ঠা: ১৭ তো যেই-না... শান্তি নেই	**উপকরণ :** শব্দের অর্থ লেখা পোস্টার। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য পড়া ও লেখা।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.৩.৬, ২.৩.৩, ২.৩.৪ **বলা :** ২.৫.৩ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৫.১ **লেখা:** ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক কুশল বিনিময় করবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - বনে ঢুকে হাতিটা কী রকম আচরণ করেছিল?
  - বনের প্রাণীরা কেন হাতিটি থেকে দূরে থাকত?
  - বনে কারো মনে শান্তি ছিল না কেন?
  - অন্য প্রাণীদের কী অবস্থা হয়েছিল?
  - হাতির ভাবসাব কেমন ছিল? ইত্যাদি। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সাহায্য করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১৭ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের ‘ হাতি আর শিয়ালের গল্প’ (তো যেই-না............ শান্তি নেই।) অংশ পড়ব।
- পড়া শেষে শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন এবং কয়েকজনকে বলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় পাঠ থেকে নতুন শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। যেমন: তুলকালাম কাণ্ড, হুঙ্কার, তটস্থ, শঙ্কিত, শক্তিধর, মেদিনী ইত্যাদি।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বোর্ড দেখে প্রমিত উচ্চারণে শব্দগুলো স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে পড়তে বলবেন।
- এবার শিক্ষক নিজের লেখা শব্দের অর্থ লেখার পোস্টার দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শব্দের অর্থ আলোচনা করবেন এবং শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- শিক্ষক শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য লিখতে দেবেন। লেখা শেষে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্ন দুটির উত্তর লিখতে বলবেন।
  - বনে ঢুকে হাতিটা কী রকম আচরণ করেছিল?
  - অন্য প্রাণীদের কী অবস্থা হয়েছিল?

  এরপর জুটিতে দেখতে দেবেন এবং শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়েছি এবং গল্পটি থেকে শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে ৩ নম্বর অনুশীলনীর ক এবং খ নম্বর প্রশ্নের উত্তর লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৫ পৃষ্ঠা: ১৭ কিন্তু এভাবে... নেমে পড়ল	**উপকরণ :** পাঠ শিখির ৬ নম্বর অনুশীলনীর (বিপরীত শব্দের) পোস্টার। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, ছোট-উত্তরের প্রশ্ন এবং বিপরীত শব্দ।	**শিখনফল** শোনা : ১.২.১, ২.৩.৩, ২.৩.৪, বলা : ১.১.১, ১.১.২, পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ২.৪.৩ লেখা : ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক কুশল বিনিময় করবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - তুলকালাম কাণ্ড, হুঙ্কার, তটস্থ, শঙ্কিত, শক্তিধর ইত্যাদি যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো বোর্ডে ভেঙে লিখতে দেবেন।
- শিক্ষক গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সাহায্য করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের ' হাতি আর শিয়ালের গল্প'। (কিন্তু এভাবে........ নেমে পড়ল।) অংশ পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১৭ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক পূর্বের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষে অজানা ও যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দের অর্থ ও বাক্য লিখাবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা পাঠটি পড়ে বুঝতে পেরেছে কি না তা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর করে জেনে নেবেন। যেমন:
  - বনের প্রাণীরা কেন সিংহের গুহায় জড়ো হলো ? ইত্যাদি। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- এবার শিক্ষক ৬ নং অনুশীলনীর বিপরীত শব্দের পোস্টার দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিপরীত শব্দ বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে আলোচনা করবেন। আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীদের ডেকে এনে পোস্টারের শূন্যস্থানে বিপরীত শব্দ লিখতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে পড়তে বলবেন। এরপর বিপরীত শব্দ দিয়ে বাক্য বলতে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়েছি, গল্পটি থেকে শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ভেঙে লেখা শিখেছি। বিপরীত শব্দ কী তা জেনেছি, বিপরীত শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকে শেখা বিপরীত শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করে আনতে বলবেন। যেমন: শান্তি, সভ্য, সন্ধ্যায়, প্রাণী।

পিরিয়ড : ৬ পৃষ্ঠা: ১৭-১৮ কিন্তু মস্ত... তা-ধিন	**উপকরণ :** বাঘ, ভালুক, সিংহ, বানর, হরিণ, শিয়াল ইত্যাদি প্রাণীর ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, যুক্তবর্ণ দিয়ে বাক্য লেখা এবং অভিজ্ঞতা বর্ণনা।	**শিখনফল** শোনা : ১.২.১, ২.৩.৩, ২.৩.৪ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ৩.১.১ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ২.৪.৩ লেখা : ১.৪.৩, ১.৬.১, ১.৮.১, ২.৩.১২, ২.৫.১, ৩.১.১, ৪.১.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক কুশল বিনিময় করবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - দুষ্ট হাতিটি কোন কোন প্রাণীর উপর কী ধরনের অত্যাচার চালিয়েছিল?
  - অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বনের অন্য প্রাণীরা কী করেছিল?

- হাতির অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কার উপর ভার দেওয়া হলো? ইত্যাদি।

- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১৭ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক পূর্বের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'হাতি আর শিয়ালের গল্প' (কিন্তু মস্ত.......... তা-ধিন) অংশ পড়ব।
- পড়া শেষে পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- যুক্তবর্ণগুলো দিয়ে বাক্য লিখতে দেবেন। যেমন: মুক্ত, স্বাধীন। বিরামচিহ্ন সম্পর্কে সতর্ক হয়ে বাক্য তৈরি করে শিক্ষার্থীদের লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা কে কোন কোন প্রাণী সম্পর্কে পড়েছে বা দেখেছে তা জুটিতে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রাণী দেখার অভিজ্ঞতা জানতে চাইবেন। জুটির পক্ষ থেকে একজন এই অভিজ্ঞতার মৌখিক বর্ণনা দেবে।
- এরপর শিক্ষক জীবজন্তুর ছবিগুলো শিক্ষার্থীদের সকলের উদ্দেশে দেখাবেন এবং নাম বলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে আর কে কোন রূপকথা পড়েছে সংক্ষেপে সেই রূপকথার মূল বিষয় বলতে বলবেন। শিক্ষক রূপকথা যে আমাদের আনন্দ দেয় সে কথা বুঝিয়ে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়েছি এবং গল্পটি থেকে শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখতে শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৮ নং অনুশীলনীর প্রশ্ন লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৭ **পৃষ্ঠা: ১৯-২০** অনুশীলনী	**উপকরণ :** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, শব্দের অর্থ বাক্য, ছোট প্রশ্ন-উত্তরের এবং বিপরীত শব্দ।	**শিখনফল** শোনা : ১.২.১, ২.৩.৩, ২.৩.৪, বলা : ১.১.১, ১.১.২, ৩.১.১ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ২.৪.৩ লেখা : ১.৮.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - গত দিনের পাঠটি নিজের ভাষায় বলতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১৭ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের গতকালের পাঠের কঠিন শব্দগুলো জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। প্রতিটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ বলে দেবেন।
- শব্দগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ও বাক্য লিখতে দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের গতকালের পাঠ থেকে প্রশ্ন তৈরি করতে বলবেন এবং উত্তর লিখতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের লেখা প্রশ্ন ও উত্তর শুনবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন। পাঠটি শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে কি না তা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর করে জেনে নেবেন। যেমন:

- শিয়াল কীভাবে হাতির কাছে তার প্রস্তাব রাখল এবং কেন?
- শিয়াল কেন আগে নদী পার হওয়ার জন্য ঝাঁপ দিল?
- এখানে শিয়ালের কী চালাকি ছিল বলে তুমি মনে কর?
- হাতি কেন নদী পার হওয়ার জন্য নেমে পড়ল? ইত্যাদি।

- শ্রুতিলিপি: এবার শিক্ষক পাঠটি পড়বেন এবং শিক্ষার্থীদের শ্রুতলিপি লিখতে বলবেন। লেখার শেষে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা প্রশ্ন- উত্তর এবং শ্রুতলিপি লিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- আগামী ক্লাসে শিয়ালের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের একটি অনুচ্ছেদ লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৮ **পৃষ্ঠা: ১৯** অনুশীলনী	**উপকরণ :** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, ছোট-উত্তরের প্রশ্ন এবং শ্রুতলিপি লেখা।	**শিখনফল** শোনা : ১.২.১, ২.৩.৩, ২.৩.৪, বলা : ১.১.১, ১.১.২, ৩.১.১ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ২.৪.৩ লেখা : ১.৮.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নটি করবেন। যেমন:
  - গল্পটির বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় বলতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১৯ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। পাঠের শিরোনাম অনুযায়ী অনুশীলনী ১ নম্বর প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন। ১ নং অনুশীলনীর শব্দগুলো পাঠের মধ্যে কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করে নিচে দাগ দিতে বলবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক এরপর ১ নম্বর অনুশীলনীর প্রতিটি শব্দের অর্থ, বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। এরপর শিক্ষক শব্দের অর্থ ও বাক্য প্রয়োজন অনুযায়ী লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন- 'ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।' প্রথমে শিক্ষক একটি বাক্য বোর্ডে লিখবেন। খালি জায়গায় কোন সঠিক শব্দটি হবে তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং খালি জায়গায় শব্দটি লিখবেন। এরপর শিক্ষার্থীরা বাক্যের খালি জায়গায় সঠিক শব্দ ব্যবহার করে খাতায় লিখবে।
- এরপর শিক্ষক ৩ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন- 'প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি'।
- প্রথমে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলো দেখতে বলবেন। এরপর প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- শিক্ষক কিছু সময় শিক্ষার্থীদের জুটিতে প্রশ্নগুলোর উত্তর কী হবে আলাপ করতে বলবেন। প্রয়োজনে বইয়ের সহায়তা নিতে বলবেন। এরপর খাতায় লিখতে দেবেন।
- লেখা শেষে কয়েকটি খাতা পরীক্ষা/যাচাই করে সংশোধন করে দেবেন।
- এবার প্রতি জোড়া থেকে একজনকে একটি করে প্রশ্নের উত্তর দিতে বলবেন। শিক্ষক সংশোধন করে বোর্ডে লিখে দেবেন। শুদ্ধ উত্তরগুলো শিক্ষার্থীরা খাতায় তুলে নিবে। শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা অনুশীলনীর শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য তৈরিসহ প্রশ্নের উত্তর লিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- অহংকারী ও অত্যাচারীর পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী হয়? প্রশ্নটি বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৯ পৃষ্ঠা: ২০ - ২১ অনুশীলনী	**উপকরণ :** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, ছোট-উত্তরের প্রশ্ন এবং শ্রুতলিপি লেখা।	**শিখনফল** শোনা : ১.২.১, ২.৩.৩, ২.৩.৪, বলা : ১.১.১, ১.১.২, ৩.১.১ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ২.৪.৩ লেখা : ১.৮.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - গল্পটির কোন কোন বিষয় তোমাদের ভালো লেগেছে এবং কেন?
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ২০ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের ৪ নম্বর প্রশ্ন-উত্তর করাবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন 'বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি'। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের বিপরীত শব্দগুলো পড়তে দেবেন। এরপর শিক্ষক প্রথমে নিজে একটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করবেন। তাদের দেয়া ঠিক উত্তরটি লিখবেন।
- এরপর শিক্ষক ৫ নম্বর অনুশীলনীর কাজ করাবেন- ঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন দিই।
- প্রথমে সবার উদ্দেশে জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষার্থীরা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর বাছাই করে প্রথমে বলবে। তারপর খাতায় লিখতে দেবেন। লেখা শেষে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আপনি বলবেন, শিক্ষার্থীরা মিলিয়ে নেবে।
- এরপর শিক্ষক ৭ নং অনুশীলনীর 'নিচের শব্দগুলোর কোনটি কোন পদ লিখি' প্রশ্নটি করাবেন। শিক্ষক পদ কী এবং কয় প্রকার তা উদাহরণসহ ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। এরপর অনুশীলনীর অংশ করাবেন। পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীর খাতা শিক্ষক দেখবেন এবং ৯ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর লিখেছি এবং ঠিক উত্তরটিতে টিক দেওয়ার কাজসহ পদ কী এবং এর প্রকারভেদ সম্পর্কে জেনেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ গল্পটি অনুশীলনীসহ পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড– ১০
পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. হাতি আর শিয়ালের গল্পটি পড়ে তোমার কোথায় কোথায় ভালো লেগেছে এবং কেন ভালো লেগেছে তা নিজের ভাষায় লিখ।

২. যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাই ও ২টি করে শব্দ লিখি।

ক. ত্ব ....

খ. স্ক ....

গ. ক্ত... ....

ঘ. ক্ক ....

ঙ. স্থ ....

৩. দাগ টেনে অর্থ মিলাই।

অহংকার	ভূপৃষ্ঠ
হুঙ্কার	খারাপ মেজাজ
মেদিনী	নিজে অনেক বড় কেউ
তিরিক্ষি	ব্যতিব্যস্ত
তটস্থ	চিৎকার

৪. বিপরীত শব্দ দাগ টেনে মিলাই।

অহংকার	সাহস
সুন্দর	নিরহঙ্কার
ভয়	অশান্তি
স্বাধীন	কুৎসিত
শান্তি	প্রজা
রাজা	পরাধীন

৫. যেকোনো একটি প্রাণী সম্পর্কে পাঁচ বাক্যের একটা অনুচ্ছেদ রচনা করি।

ফুটবল খেলোয়াড়

জসীম উদ্‌দীন

আমাদের মেসে ইমদাদ হক ফুটবল খেলোয়াড়,
হাতে পায়ে মুখে শত আঘাতের ক্ষতে খ্যাতি লেখা তার।
সন্ধ্যাবেলায় দেখিবে তাহারে পটি বাঁধি পায়ে হাতে,
মালিশ মাখিছে প্রতি গিঁটে গিঁটে কাত হয়ে বিছানাতে।
মেসের চাকর হয় লবেজান সেঁক দিতে ভাঙা হাড়ে,
সারা রাত শুধু ছটফট করে কেঁদে কেঁদে ডাক ছাড়ে।
আমরা তো ভাবি ছমাসের তরে পঙ্গু সে হলো হায়,
ফুটবল-টিমে বল লয়ে কভু দেখিতে পাব না তায়।

প্রভাত বেলায় খবর লইতে ছুটে যাই তার ঘরে,
বিছানা তাহার শূন্য পড়িয়া ভাঙা খাটিয়ার 'পরে।
টেবিলের পরে ছোট বড় যত মালিশের শিশিগুলি,
উপহাস যেন করিতেছে মোরে ছিপি-পরা দাঁত তুলি।
সন্ধ্যাবেলায় খেলার মাঠেতে চেয়ে দেখি বিস্ময়ে,
মোদের মেসের ইমদাদ হক আগে ছুটে বল লয়ে।

বাম পায়ে বল ড্রিবলিং করে ডান পায়ে মারে ঠেলা,
ভাঙা কয়খানা হাতে পায়ে তার বজ্র করিছে খেলা।
চালাও চালাও আরো আগে যাও বাতাসের আগে ধাও,
মারো জোরে মারো-গোলের ভিতরে বলেরে ছুঁড়িয়া দাও।
গোল-গোল-গোল, চারদিক হতে ওঠে কোলাহলকল,
জীবনের পণ, মরণের পণ, সব বাধা পায়ে দল।
গোল-গোল-গোল– মোদের মেসের ইমদাদ হক কাজি,
ভাঙা দুটি পায়ে জয়ের ভাগ্য লুটিয়া আনিল আজি।
দর্শকদল ফিরিয়া চলেছে মহা-কলরব করে,
ইমদাদ হক খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসে যে মেসের ঘরে।
মেসের চাকর হয়রান হয় পায়েতে মালিশ মাখি,
বেঘুম রাত্র কেটে যায় তার চিৎকার করি ডাকি।
সকালে সকলে দৈনিক খুলি মহা-কলরবে পড়ে,
ইমদাদ হক কাল যা খেলেছে কমই তা নজরে পড়ে।

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

এক মজার বন্ধুর কথা বলা হয়েছে এই কবিতায়। জাত খেলোয়াড় ইমদাদ হক। খেলা এবং খেলায় জেতাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নিজের অবস্থা যেমনই হোক না কেন খেলা–পাগল সে, খেলবেই। খেলতে গিয়ে ইমদাদ কত শত আঘাত পায়। তবু সেসব কষ্টকে পরোয়া না করে সে খেলে এবং তার জন্যই খেলায় জিত আসে। সকল দর্শক খেলার আনন্দ তার জন্যই পায়। এই কবিতায় খেলাচ্ছলে একটি আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে। তা হলো, নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে মানুষ যদি একান্তভাবে কিছু করে, তবে অন্য সকলের জন্যও সে বড় কিছু করতে পারে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ক্ষত   পটি   মালিশ   ড্রিবলিং   বজ্র   কোলাহলকল   মহাকলরব

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বজ্র	পটি	মালিশের	ক্ষত	মহাকলরব

ক. ইমদাদ হকের শরীরে অনেক আঘাতের .... রয়েছে ।

খ. সন্ধ্যাবেলায় পায়ে হাতে .... বাঁধে সে।

গ. খেলায় জিতে দর্শকেরা .... করে ফিরে যাচ্ছে।

ঘ. টেবিলের ওপর .... শিশিগুলো রাখা আছে।

ঙ. .... পড়ার শব্দে শিশুটির ঘুম ভেঙ্গে গেল।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিই ও লিখি।

ক. প্রভাত বেলায় ফুটবল খেলোয়াড় ইমদাদ হকের বিছানা শূন্য পড়ে আছে কেন?

খ. টেবিলের ওপরে ছোট-বড় মালিশের শিশি কবিকে উপহাস করছে কেন?

গ. কবিতায় ইমদাদ হকের খেলা ও দর্শকের আনন্দপূর্ণ নানান অভিমতের বর্ণনা দাও।

৫. খালি জায়গায় কবিতার ঠিক লাইনটি লিখি।

ক. ....,

সারা রাত শুধু ছটফট করে কেঁদে কেঁদে ডাক ছাড়ে।

খ. টেবিলের পরে ছোট বড় যত মালিশের শিশিগুলি,

.... ।

গ. গোল–গোল–গোল– মোদের মেসের ইমদাদ হক কাজি,

.... ।

৬. ইমদাদ হক সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি।

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৮. কর্ম–অনুশীলন।

ক. আমার প্রিয় খেলা নিয়ে একটি রচনা লিখি।

খ. ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়ার সাময়িক ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটা আবেদনপত্র লিখি।

গ. নিচের ফরমটি খাতায়/কাগজে লিখে পূরণ করি।

আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতা ফরম

১. শিক্ষার্থীর নাম : ....

২. বিদ্যালয়ের নাম :..

৩. শ্রেণি :..

৪. (ক) শিক্ষার্থীর পিতার নাম:..

(খ) শিক্ষার্থীর মাতার নাম:..

৫. বর্তমান ঠিকানা

গ্রাম/সড়ক নং .... ডাকঘর/মহল্লা ....

উপজেলা .... জেলা ....

৬. স্থায়ী ঠিকানা

গ্রাম/সড়ক নং .... ডাকঘর/মহল্লা ....

উপজেলা .... জেলা...

৭. জন্ম তারিখ ....

৮. যেসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক

ক. ....

খ. ....

গ. ....

....

শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

জসীম উদ্‌দীন

কবি-পরিচিতি

কবি জসীম উদ্‌দীন ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মতারিখ ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি।

গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতায় পল্লিজীবন বেশি উঠে এসেছে বলে তিনি 'পল্লিকবি' নামে খ্যাত হয়েছেন। তবে জসীম উদ্‌দীন ছোটদের জন্যও অনেক সুন্দর কবিতা ও গদ্য রচনা করেছেন। তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনি ও আত্মজীবনী অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর কবিতা 'কবর', কাব্যগ্রন্থ 'নকশী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', ছোটদের জন্য লেখা 'ডালিম কুমার'. 'হাসু' ও 'এক পয়সার বাঁশি' বিখ্যাত। তিনি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

ফুটবল খেলোয়াড়
(পৃষ্ঠা ২২–২৫)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ,ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে পালন করবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব অনুধাবন করতে পারবে।	২.১.২ কবিতা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.৩ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।	২.২.১ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। ২.২.২ কবিতার মূলভাব বলতে পারবে। ২.২.৩ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে সমমানের কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ বলতে পারবে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.৩ সহজ বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসহ মত ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.১ বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ করতে পারবে। ৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
২.১ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
২.২ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা দেখে দেখে সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.২.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।
৩.১ নিজের ও অন্যের লেখা চিঠি, দরখাস্ত ও ফরম পড়তে পারবে।	৩.১.১ নিজের লেখা দরখাস্ত পড়তে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।

১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.১ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা লিখতে পারবে।
২.৩ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপথন, বর্ণনা ইত্যাদির বিষয়ে পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে।	২.৩.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতার মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.১২ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।
৩.৩ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে।	৩.৩.১ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে। ৩.৩.২ পাঠবহির্ভূত কোনো বিষয় নিয়ে নিজের মনোভাব লিখতে পারবে।
৪.১ সহজ ভাষায় চিঠি, দরখাস্ত লিখতে ও ফরম পূরণ করতে পারবে।	৪.১.২ দরখাস্ত লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এক মজার বন্ধুর কথা বলা হয়েছে এই কবিতায়। জাত খেলোয়াড় ইমদাদ হক। খেলা এবং খেলায় জেতাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নিজের অবস্থা যাই হোক না কেন খেলা-পাগল সে, খেলবেই। খেলতে গিয়ে ইমদাদ কত শত আঘাত পায়। তবু সেসব কষ্টকে পরোয়া না করে সে খেলে এবং তার জন্যই খেলায় জিত আসে। সকল দর্শক খেলার আনন্দ তার জন্যই পায়। এই কবিতায় খেলাচ্ছলে একটি আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে। তা হলো, নিজের যতটুকু যোগ্যতা তার সবটুকু দিয়ে মানুষ যদি একান্তভাবে কিছু করে, তবে অন্য সকলের জন্য সে বড় কিছু করতে পারে।

পাঠ বিভাজন : ৬

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা: ২২** আমাদের মেসে... না তায়	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা আবৃত্তি, শব্দের অর্থ এবং কবি-পরিচিতি জানা।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা :** ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৫.১, ২.১.২, ২.১.৪, ২.২.২ **লেখা :** ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- কবিতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাঠ্যবইয়ের পাঠসংশ্লিষ্ট ছবিটি বিশ্লেষণ করবেন।
- তারপর পাঠ ঘোষণা করতে গিয়ে বলবেন, আমরা আজ আমাদের পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন এর লেখা 'ফুটবল খেলোয়াড় কবিতাটি পড়ব।'
- শিক্ষক এবার পাঠ্যবইয়ের পাঠ শেষে দেওয়া কবি পরিচিতি পড়বেন ও আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষক ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে পুরো কবিতাটি আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
- শিক্ষক কবিতার মধ্যে থাকা নতুন বা জটিল শব্দগুলোর উচ্চারণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। কবিতায় মধ্যে থাকা নতুন বা জটিল শব্দগুলোর অর্থ ও কবিতায় এর বিশেষ ও প্রাসঙ্গিক অর্থ আলোচনা করবেন। যেমন: খ্যাতি, ক্ষত, প্রভু, পটি,পঞ্জু যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দগুলো স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে শিক্ষক নিজে উচ্চারণ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের এই উচ্চারণে অনুশীলন করতে বলবেন।
- পরবর্তী ধাপে শিক্ষক আবার সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে কবিতাটি আবৃত্তি করবেন।

বিরামচিহ্ন দেখে ও কবিতার ভাব বজায় রেখে কীভাবে কবিতা আবৃত্তি করা যায়, শিক্ষক সেইভাবে আবৃত্তি করে দেখাবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের আবৃত্তি শুনবে এবং শব্দ প্রক্ষেপণ, ছন্দ, স্বরভঙ্গি, উচ্চারণ ও গতি মনোযোগ সহকারে অনুসরণ করবে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই দিকগুলো অনুসরণ করে, শিক্ষককে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা এর উপরে কবিতা পাঠের শিখনফল অনেকটাই নির্ভরশীল।

- শিক্ষক এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে সামনে এনে তাদের দিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন। অন্য শিক্ষার্থীরা তা শুনবে এবং অনুসরণ করবে। এভাবে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন।
- এরপর শিক্ষক কবিতাটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কী অনুভূতি হয়েছে, জানতে চাইবেন এবং কবি সম্পর্কে জানার জন্য শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলবেন।
- তারপর অনুশীলনীর শুরুতে দেওয়া "কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই" অংশটি অনুসারে শিক্ষক কবিতার বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষার্থীরা শুনবে।
- শিক্ষক এবার পাঠের শেষে দেওয়া কবি পরিচিতিটি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামি ক্লাসে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ বাড়ি থেকে পড়ে আসতে এবং শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করে আনতে বলবেন। যেমন: ক্ষত, মালিশ, পটি।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা:** ২২-২৩ প্রভাত বেলায়... করিছে খেলা	**উপকরণ:** পাঠ্যবই সংশ্লিষ্ট ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য রচনা, যুক্তবর্ণ শব্দ এবং পঠিত অংশের মূলভাব এবং অনুশীলনী।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা :** ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৫.১, ২.১.২, ২.১.৪, ২.২.২ **লেখা :** ১.৫.১, ১.৫.২, ২.১.২, ২.৩.২, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- এরপর তিনি পূর্বদিনের পাঠের পুনরালোচনা স্বরূপ শিক্ষার্থীদের গত দিনের শব্দগুলোর অর্থ জিজ্ঞেস ও আলোচনা করবেন। তারপর শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে লিখে আনা নির্ধারিত কয়েকটি শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা কয়েকজনকে পড়ে শোনাতে বলবেন এবং গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এবার শিক্ষক বলবেন, গতকাল আমরা যে কবিতাটি পড়েছি তা আবারও আবৃত্তি করি এসো। একজনকে ডেকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থী আবৃত্তি করবে, সঙ্গে ক্লাসের সবাই আবৃত্তি করবে। এভাবে কয়েকজনকে দিয়ে আবৃত্তি করাবেন।
- প্রয়োজনে শিক্ষক আজকের জন্য নির্ধারিত কবিতাংশ পড়ে ধাপে ধাপে মূলভাব আলোচনা করবেন। এ সময় শিক্ষক কবিতার পঙ্ক্তি থেকে কঠিন শব্দ ও বিশেষ অর্থপূর্ণ শব্দমালার ব্যাখ্যা দেবেন। যেমন: প্রভাত, ড্রিবলিং, শূন্য, বজ্র।
- শিক্ষক অনুশীলনীর ৩ নং প্রশ্নটির উপর শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক ৪ নং অনুশীলনীর ক ও খ আলোকে শিক্ষক প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করে এর উপর আলোচনা করবেন। এক একটি প্রশ্নের উত্তর একাধিক শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে বলতে বলবেন। তারপর পরের প্রশ্নে যাবেন। শিক্ষক প্রয়োজনে নিজেও প্রশ্নের উপর আলোচনা করে উত্তরটা বুঝিয়ে দেবেন।
- তারপর প্রশ্নগুলোর উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে গিয়ে উত্তর দেখবেন। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কবিতাটির মূলভাব নিজের ভাষায় বলতে বলবেন।

- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। আজকে আমরা শূন্যস্থান পূরণ করেছি এবং অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের ৪ নম্বর অনুশীলনীর ক ও খ প্রশ্নের উত্তর লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা: ২২-২৪** চালাও চালাও... আনিল আজি	**উপকরণ:** পাঠ্যবই। **আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, যুক্তবর্ণ শব্দ, পঠিত অংশের মূলভাব, অনুশীলনী।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা :** ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৫.১, ২.১.২, ২.১.৪, ২.২.২ **লেখা :** ১.৫.১, ১.৫.২, ৩.৩.১, ৩.৩.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- এরপর তিনি পূর্বদিনের পাঠের পুনরালোচনা স্বরূপ শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের ৪ নম্বর অনুশীলনীর নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর কয়েকজনকে পড়ে শোনাতে বলবেন। এরপর শিক্ষক গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এরপর যথাযথ শব্দ প্রক্ষেপণ, ছন্দ, স্বরভঙ্গি, উচ্চারণ ও গতিসহ কবিতাটি আবৃত্তি করবেন এবং শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে তা অনুসরণ করবে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই দিকগুলো অনুসরণ করে, শিক্ষককে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
- শিক্ষক এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে সামনে এনে তাদের দিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন। অন্য শিক্ষার্থীরা তা শুনবে এবং অনুসরণ করবে। এভাবে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন।
- কবিতার পঙ্‌ক্তি থেকে কঠিন শব্দ ও বিশেষ অর্থপূর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা দেবেন। যেমন: ধাও, কোলাহলকল, জীবনের পণ।
- এরপর শিক্ষক কবিতার পঠিত অংশের বিষয়বস্তু আলোচনা করবেন।
- এবার শিক্ষক ৫ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন। নির্দিষ্ট করে কয়েকজন থেকে শুনবেন। শিক্ষক কবিতাটির প্রথম অনুচ্ছেদটির শ্রুতলিপি করাবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে (নতুন যারা এখনও এককভাবে আবৃত্তি করেনি) কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। আজকে আমরা কবিতা আবৃত্তি, অনুশীলনীর কাজ এবং শ্রুতলিপি করেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পুরো কবিতাটি পড়ে বিষয়বস্তু নিজে নিজে বুঝে আসতে বলবেন। যদি কোনো বোঝার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থাকে তা লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ **পৃষ্ঠা: ২২-২৪** দর্শকদল... নজরে পড়ে	**উপকরণ:** পাঠ্যবই। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা আবৃত্তি, পঠিত অংশের মূলভাব, অনুশীলনী।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা :** ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৫.১, ২.১.২, ২.১.৪, ২.২.২ **লেখা :** ১.৫.১, ১.৫.২, ২.১.২, ২.৩.২, ২.৩.১২, ৪.১.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- এবার শুরুতে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন।
- এরপর শিক্ষক কবিতার পঠিত অংশের বিষয়বস্তু আলোচনা করবেন।
- এবার শিক্ষক কবিতায় ব্যবহৃত যুক্তবর্ণগুলো বোর্ডে ভেঙে দেখাবেন, সেগুলো উচ্চারণ করে শেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। যেমন: রাত্র, আনন্দ, হয়রান, দৈনিক।
- এবার শিক্ষক ৮ নং অনুশীলনীর ক এর আলোকে শিক্ষার্থীদের তাদের প্রিয় খেলা সম্পর্কে বলতে বলবেন। কয়েকজন থেকে শুনবেন। তারপর 'আমার প্রিয় খেলা' নিয়ে একটি রচনা লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে। শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে গিয়ে উত্তর দেখবেন। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজ নিয়ে আলোচনা করবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তার পর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পুরো কবিতাটি পড়ে ৬ নং অনুশীলনীর আলোকে ইমদাদ হক সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৫ **পৃষ্ঠা:** ২৩-২৫ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যবই-সংশ্লিষ্ট ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য রচনা, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা :** ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৫.১, ২.১.২, ২.১.৪, ২.২.২ **লেখা :** ১.৫.১, ১.৫.২, ২.১.২, ২.৩.২, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত কাজটি প্রথমে কয়েকজনকে পড়ে শুনাতে বলবেন। এরপর শিক্ষক তাদের লেখাগুলো দেখবেন।
- এবার শিক্ষক বলবেন, গতকাল আমরা যে কবিতাটি পড়েছি তা আবারও আবৃত্তি করি এসো। একজনকে ডেকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থী আবৃত্তি করবে সঙ্গে ক্লাসের সবাই আবৃত্তি করবে। একইভাবে কয়েকজনকে আবৃত্তি করতে বলবেন।
- তারপর অনুশীলনীর শুরুতে দেওয়া "কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই" অংশটি অনুসারে শিক্ষক কবিতার বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষার্থীরা শুনবে। তারপর শিক্ষার্থীদের অংশটি পড়তে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪ নং অনুশীলনীর প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করে এর উপর আলোচনা করবেন। এক একটি প্রশ্নের উত্তর একাধিক শিক্ষার্থীকে বলতে বলবেন। তারপর পরবর্তী প্রশ্নে যাবেন। শিক্ষক প্রয়োজনে নিজেও প্রশ্নের উপর আলোচনা করে উত্তরটা বুঝিয়ে দেবেন।
- প্রশ্নগুলোর উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে গিয়ে খাতা দেখে দেবেন। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কবিতাটির মূলভাব নিজের ভাষায় বলতে বলবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- পুরো কবিতাসহ অনুশীলনীর প্রশ্ন পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৬ **পৃষ্ঠা:** ২২-২৫	**উপকরণ:** পাঠ্যবই। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন	**শিখনফল** **শোনা :** ১.৩.৬ **বলা :** ২.৫.৩, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২,২.৫.১, ৩.৩.৩ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১, ১৮.২, ২.৩.১, ৩.১.১, ৩.৩.১, ৩.৩.২ ৪.১.১ ২.১.৫

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- এবার শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক কবিতাটি কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে আবৃত্তি করাবেন।
- পাঠশিখির ৪ নম্বর অনুশীলনী থেকে ক, খ, গ প্রশ্নগুলো একের পর এক করে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক ৮ নম্বর অনুশীলনীর গ- এ উল্লিখিত প্রতিযোগিতা ফরমটি শিক্ষার্থীদের পূরণ করাবেন। শিক্ষার্থীরা ফরমটি পূরণ করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধান করবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে কবিতাটির মূলভাব নিজের ভাষায় বলতে বলবেন। শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের শেষ পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা পুরো পাঠের উপর বাছাইকৃত বিষয়গুলো আলোচনা করেছি এবং কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখেছি। কবিতাটির মূলভাব আলোচনা করেছি ও লিখেছি। ক্রিয়াপদের রূপ ভবিষ্যতে অথবা বর্তমান বা অতীতে রূপান্তর করার অনুশীলন করেছি।

বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ

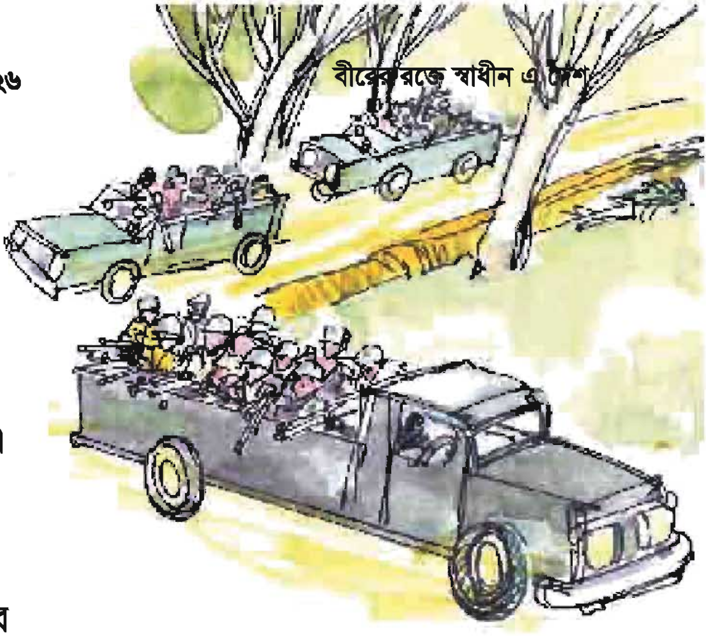

দুরন্ত এক কিশোর। নাম নূর মোহাম্মদ শেখ। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। নাটক, থিয়েটার আর গানের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ। কিশোর বয়সে হঠাৎ করে তার বাবা-মা মারা গেলেন। বদলে গেল তাঁর জীবন। যোগ দিলেন ইপিআর-এ অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এ।

সময়টা ১৯৭১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর। যশোরের পাকিস্তানি ছুটিপুর ক্যাম্প। একটু দূরে গোয়ালহাটি গ্রামে টহল দিচ্ছিলেন পাঁচ মুক্তিযোদ্ধা। এঁদেরই নেতৃত্বে ছিলেন ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ। পাকিস্তানি সেনারা টের পেয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান। রাজাকারদের সহায়তায় তিন দিক থেকে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ঘিরে ফেলে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা দমবার পাত্র নন। এই দলেই ছিলেন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা নান্নু মিয়া। কিন্তু প্রতিপক্ষের একটা গুলি হঠাৎ এসে লাগে তাঁর গায়ে। নূর মোহাম্মদ তাঁকে এক হাত দিয়ে কাঁধে তুলে নিলেন আর অন্য হাত দিয়ে গুলি চালাতে থাকলেন। কৌশল হিসেবে বারবার নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকলেন তিনি। উদ্দেশ্য—একজন নন, অনেক মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করছেন, শত্রুদের এ রকম একটা ধারণা দেওয়া। সংখ্যায় কম বলে সহযোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন পিছিয়ে গিয়ে অবস্থান নিতে।

কিন্তু হঠাৎ মর্টারের একটা গোলা এসে লাগল তাঁর পায়ে। গোলার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল তাঁর পা। তিনি বুঝতে পারলেন মৃত্যু আসন্ন। যতক্ষণ সম্ভব গুলি চালাতে চালাতে তিনি শহিদ

হলেন। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে নূর মোহাম্মদ শেখ এভাবেই রক্ষা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন। সাহসী এই বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার জন্ম ১৯৩৬ সালের ২৬-এ ফেব্রুয়ারি নড়াইলের মহিষখোলা গ্রামে।

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ

এ রকমই আরেক যোদ্ধা বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্সনায়েক মুন্সী আবদুর রউফ। ১৯৪৩ সালের ৮ই মে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় দারুণ দুরন্ত ছিলেন। তিনিও ইপিআর বাহিনীতে যোগ দেন। মেশিন-চালক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকদের মতো মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

দিনটি ছিল একাত্তরের ৮ই এপ্রিল। ঐদিন মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি নৌসেনাদের উপর আক্রমণ করবে। এজন্যে তাঁরা মহালছড়ির কাছে বুড়িঘাট এলাকার চিংড়ি খালের দুই পাশে অবস্থান গ্রহণ করেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। সাথে নিয়ে আসে সাতটি স্পিডবোট আর দুটি মোটর লঞ্চ। স্বল্প-সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু ছিল অবধারিত। তবু মুক্তিযোদ্ধারা পালিয়ে যান নি। আবদুর রউফ নিজেই দায়িত্ব নিলেন নিজের জীবন দিয়ে সবাইকে রক্ষা করার। হালকা একটা মেশিনগান হাতে তুলে নিয়ে গুলি ছুড়ে শত্রুদের রুখে দিতে থাকলেন। সহযোদ্ধাদের বললেন নিরাপদে সরে যেতে। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানিদের সাতটি স্পিডবোটই ডুবে গেল। বাকি লঞ্চ দুটো থেকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে তারা পিছু হটতে থাকল। এ রকম মুহূর্তেই হঠাৎ একটা গোলা এসে পড়ল তাঁর উপর, তিনি শহিদ হলেন। বীরের রক্তস্রোতে রঞ্জিত হলো মাটি। রাঙামাটি জেলার বোর্ড বাজারের কাছে নানিয়ারচরের চিংড়িখালের কাছাকাছি একটি টিলার উপর সমাহিত হন বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ। পরবর্তী সময়ে সমাধিকে স্মৃতিস্তম্ভে রূপান্তরিত করে সরকার।

বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ

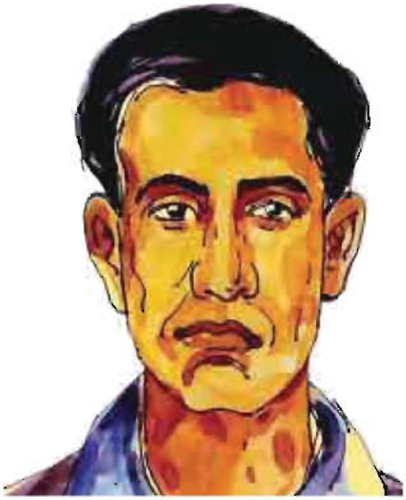

বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন

একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কতভাবেই না যুদ্ধ করতে হয়েছিল আমাদের। এই যুদ্ধে জয়ী বাহিনী হিসেবে মুক্তিযোদ্ধারা বয়ে এনেছেন অসীম গৌরব। এ রকমই এক যুদ্ধে শহিদ হন বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

ডিসেম্বরের ১০ তারিখ। মুক্তিযুদ্ধের শেষ প্রান্তে আমরা। মুক্তিযোদ্ধাদের নৌজাহাজ বিএনএস পলাশ এবং বিএনএস পদ্মা মংলা বন্দর দখল করে নিয়েছে। এবার খুলনা দখলই লক্ষ্য। ভৈরব নদী বেয়ে খুলনার দিকে ধেয়ে আসছেন তাঁরা।

জাহাজ দুটি খুলনার কাছাকাছি চলে আসে। এমন সময় একটা বোমারু বিমান থেকে জাহাজ দুটির ওপর বোমা এসে পড়ে। রুহুল আমিন বিএনএস পলাশের ইঞ্জিনরুমে ছিলেন। ইঞ্জিনরুমের ওপরে বোমা পড়েছিল। ইঞ্জিন বিকল হয়ে আগুন ধরে গিয়েছিল পলাশে। তাঁর ডান হাতটি উড়ে গিয়েছিল। তিনি আহত অবস্থায় ঝাঁপ দিয়ে নদী সাঁতরে পাড়ে উঠলেন। বোমার আঘাত থেকে তিনি রক্ষা পেলেন। কিন্তু রাজাকারদের হাতে নির্মমভাবে মৃত্যু হলো তাঁর। তিনি শহিদ হলেন। খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা। এখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আজ মুক্ত। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করি। দেশের এ বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গর্বিত আমরা।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

টহল আসন অবধারিত রক্তস্রোতে রঞ্জিত শায়িত

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

নূর মোহাম্মদ শেখ	নান্নু মিয়া	শিপইয়ার্ডের	১৯৪৩ ৮ই মে	রুহুল আমিন

ক. ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখের দলে ছিলেন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ....।

খ. নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে .... সেদিন এভাবেই রক্ষা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন।

গ. ল্যান্সনায়েক মুন্সী আবদুর রউফ........................ সালের .... মে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারি থানার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ঘ. খুলনা .... কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বীরশ্রেষ্ঠ .... ।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. নূর মোহাম্মদ শেখ কীভাবে নিজের জীবন তুচ্ছ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচিয়েছিলেন?

খ. ল্যান্সনায়েক মুন্সী আবদুর রউফের যুদ্ধের ঘটনাটা লিখি।

গ. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কীভাবে শহিদ হয়েছিলেন?

ঘ. গল্প থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় বীরযোদ্ধাদের সম্পর্কে যা জেনেছি তা নিজের ভাষায় লিখি।

৪. ব্যাখ্যা করি।

দেশের এ বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গর্বিত আমরা।

৫. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

দুরন্ত	শান্ত	শান্ত ছেলেটি শুধু পড়তে ভালোবাসে।
অসীম	....	....
সুনাম	....	....
বীর	....	....
জয়	....	....
জীবন	....	....

৬. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বাবা মারা যাওয়ার পর নূর মোহাম্মদ কিসে যোগ দিলেন?

১. বাংলাদেশ রাইফেলসে ২. ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে

৩. বাংলাদেশ নেভিতে ৪. কোনোটিই না

খ. বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা নূর মোহাম্মাদ শেখ এর জন্ম–

১. ১৯৩৬ সালের ২৬এ ফেব্রুয়ারি ২. ১৯৩৮ সালের ২৬এ ফেব্রুয়ারি

৩. ১৯৩৫ সালের ২৬এ জানুয়ারি ৪. ১৯৩৭ সালের ২৬এ জানুয়ারি

গ. মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানিদের কয়টি স্পিডবোট ডুবে গিয়েছিল?

১. পাঁচটি ২. আটটি

৩. সাতটি ৪. নয়টি

ঘ. বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফকে সমাহিত করা হয়–

১. বোয়ালমারির সালামতপুর ২. বক্সিবাজার

৩. নানিয়ারচরের চিংড়িখাল ৪. বুড়িঘাট

ঙ. খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা–

১. নূর মোহাম্মদ শেখ ২. মুন্সী আবদুর রউফ

৩. মোস্তফা কামাল ৪. মোহাম্মদ রুহুল আমিন

৭. আমাদের জাতীয় দিবসগুলোর পাশে তারিখবাচক শব্দ লিখি ।

ক. শহিদ দিবস–

খ. স্বাধীনতা দিবস–

গ. বাংলা নববর্ষ–

ঘ. শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস–

ঙ. বিজয় দিবস–

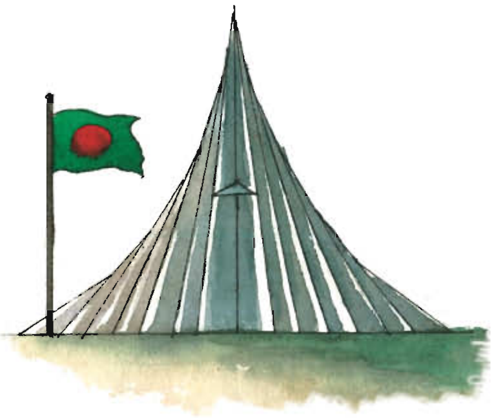

বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ
(পৃষ্ঠা ২৬–৩০)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে ঘটনা, মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে ও উপভোগ করতে পারবে।	২.২.১ গল্প শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.২.২ গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.৩ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে। ১.৩.৪ শুদ্ধ উচ্চারণে ঘোষণা করতে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথার মূল বিষয় ও ভাব বলতে পারবে।	২.৪.১ গল্পের মূল বিষয় বলতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসহ মত ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠে ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.২ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দযোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৩.৩ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.৪ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দযোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য ও স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠ্যপুস্তকের পাঠ শ্রবণযোগ্য ও স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৪.২ সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য ও স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরাম চিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে অনুচ্ছেদ সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।

২.৪ গল্প ও রূপকথা পড়ে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.৪.১ গল্প পড়ে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.৪.২ গল্প পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
৩.৩ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ বই এবং শিক্ষার্থীদের পাতা পত্রিকা পড়ে বুঝতে পারবে।	৩.৩.১ পাঠ্যপুস্তকের সমমান সম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ বই পড়ে বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে। ১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.৩ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদির বিষয়ে পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে।	২.৩.৬ পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.১১ সমমানের নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.১২ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।
৩.৩ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে।	৩.৩.১ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই পাঠটি বাংলাদেশের বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনী ও মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের অবদান সংক্রান্ত পাঠ। শিক্ষার্থীরা যাতে গল্পকথায় বাংলাদেশের বীরশ্রেষ্ঠদের সম্পর্কে জানতে পারে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে এজন্য গল্পটি পাঠে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাঠে তিন জন বীরশ্রেষ্ঠ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক পাঠটি পড়ানোর সময় এসব তথ্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে পাঠটি পড়াবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিখনের উপর গুরুত্ব দেবেন।

পাঠ বিভাজন : ৯

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা:** ২৬-২৭ দুরন্ত এক... মহিষখোলা গ্রামে	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের ২৬ নং পৃষ্ঠার ছবি (পোস্টার সাইজ) **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন, যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখানো, কঠিন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য রচনা।	**শিখনফল** **পড়া:** ১.২.১, ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষক শুরুতেই শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের ২৬ নং পৃষ্ঠার ছবি দুটি দেখতে বলবেন এবং ছবিতে কী ঘটছে জানতে চাইবেন। শিক্ষক প্রসঙ্গক্রমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করবেন। এরপর শিক্ষক বলবেন - আমরা আজ যে পাঠটি শুরু করব সেই পাঠটি হবে মুক্তিযুদ্ধের বীরশ্রেষ্ঠদের নিয়ে।
- শিক্ষক আজকের পাঠটি স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে কয়েকবার পড়বেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শিক্ষকের পাঠ শুনবে ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙুল দিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করবে।

- শিক্ষার্থীরা পাঠটি পড়বে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সঠিক হয়, শিক্ষক সেই কাজে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠের বর্ণনা, শব্দ বা বাক্যাংশ বুঝতে অসুবিধা/ সমস্যা আছে কি না জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন এবং বুঝতে না পারলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠে উল্লিখিত বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদের উপর বর্ণিত বীরত্বের ঘটনা শিক্ষার্থীদের বলবেন।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে পাঠে উল্লিখিত বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদের উপর বর্ণিত বীরত্বের ঘটনা নিজের ভাষায় বর্ণনা দিতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আমরা আজ মুক্তিযুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদের বীরত্বের ঘটনা পড়েছি ও জেনেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের যুক্তবর্ণ বিশিষ্ট শব্দসমূহ যেমন: দুরন্ত, সন্তান, ক্যাম্প, নেতৃত্ব ভেঙে লিখে আনতে বলবেন এবং অপরিচিত শব্দের অর্থ তালিকা করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা:** ২৬-২৭ দুরন্ত এক... মহিষখোলা গ্রামে	**উপকরণ:** যুক্তবর্ণ সংবলিত শব্দের তালিকা লেখা পোস্টার **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন, যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখানো, কঠিন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য রচনা এবং পাঠ উপলব্ধি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১,১.৩.৬,২.৩.১, ২.৩.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ২.৫.৩, ২.৪.১, ৩.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৫.২, ১.৫.২, ২.৫.১১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.৩.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২,১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১, ২.৩.৬, ২.৩.১১,২.৩.১২, ৩.৩.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- গত দিনের পাঠের সঙ্গে আজকের নির্ধারিত গদ্যপাঠের সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষক শুরুতে শিক্ষার্থীদের গত দিনের পাঠ থেকে নিচের নমুনা প্রশ্নের মতো প্রশ্ন করতে পারেন:
  - বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদের জন্ম কবে এবং কোথায় হয়েছিল?
  - বাবা-মা মারা যাবার পর বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ কোথায় যোগ দিলেন?
  - নান্নু মিয়ার পায়ে গুলি লাগার পর নূর মোহাম্মদ কী করেন?
  - বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ কেন বারবার অবস্থান পরিবর্তন করে গুলি করেন?
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত কাজ হিসেবে আনা যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দগুলোর তালিকা শুনে বোর্ডে সেগুলো লিখবেন। তারপর তিনি শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণগুলো ভেঙ্গে পড়তে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে ডাকবেন এবং যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখতে বলবেন। যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা সঠিক হয়েছে কি না তা অন্য শিক্ষার্থীদের থেকে জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ হিসেবে আনা নতুন/কঠিন শব্দগুলোর তালিকা শুনে বোর্ডে সেগুলো লিখবেন। তারপর তিনি শিক্ষার্থীদের শব্দগুলোর অর্থ জিজ্ঞেস করবেন। শব্দের অর্থ জানা ও নিশ্চিত হওয়ার জন্য বইয়ের শেষে দেওয়া "শব্দের অর্থ জেনে নিই" থেকে দেখে নিতে বলবেন। দেখে কেউ একজন শব্দটির অর্থ পড়ে শোনাবে। তারপর, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ঐ শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করতে বলবেন।

- এবার শিক্ষক বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদের উপর লেখা পাঠ্যাংশ শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিকভাবে একজনকে এক অনুচ্ছেদ পড়তে বলবেন। পড়া শেষে পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (নিচের) ৩ নং অনুশীলনীর ক প্রশ্নটির উত্তর শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন:
  - নূর মোহাম্মদ শেখ কীভাবে নিজের জীবন তুচ্ছ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচিয়ে ছিলেন?
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আমরা বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদের উপর লেখা পাঠের নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি এবং সেখান থেকে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানের কথা জেনেছি। আমরা কিছু অপরিচিত ও কঠিন শব্দের অর্থ জেনেছি এবং যুক্তবর্ণগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি এবং ব্যবহার শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকে বিশেষভাবে শেখা কয়েকটি শব্দ দিয়ে দুটি করে বাক্য রচনা করে লিখে আনতে বলবেন। যেমন: সন্তান, প্রবল, ক্যাম্প, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিপক্ষ।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা:** ২৭ এরকমই আরেক... সরকার	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের ২৭ নম্বর পৃষ্ঠার ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন এবং পাঠের বিষয়বস্তু উপলব্ধি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১,১.৩.৬,২.৩.১, ২.৩.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ২.৪.১, ৩.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.৩.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২,১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১, ২.৩.৬, ২.৩.১১,২.৩.১২, ৩.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং গত দিনের পাঠের বিষয়বস্তু জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- নির্ধারিত গদ্যপাঠের আজকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্মৃতিসৌধের ছবিটি প্রদর্শন করবেন। তাদের কাছে জানতে চাইবেন এটি কী এবং কেন নির্মাণ করা হয়েছিল।
- তারপর শিক্ষক বলবেন, আজকে আমরা আরও একজন বীরশ্রেষ্ঠের কথা জানতে পারব।
- উপরের প্রক্রিয়া ছাড়াও শিক্ষক পাঠের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম উপস্থাপন করতে পারেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠ স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে কয়েকবার পড়বেন। প্রথম ও দ্বিতীয়বার পড়ার সময় শিক্ষার্থীরা শুধু মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং আঙ্গুল দিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করবে। তৃতীয়বার পড়ার সময় শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশনা থাকবে বিরামচিহ্নগুলোতে শিক্ষক কতটুকু বিরতি কীভাবে দিচ্ছেন সেটি লক্ষ করতে।
- এবার শিক্ষক প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের এক একটি দল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা তার পড়া শুনবে এবং পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ছোট দলে পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সঠিক হয়, শিক্ষক সেই কাজে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে সহায়তা করবেন।

- তারপর পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ডেকে আজকের পাঠ থেকে পড়তে বলে তাদের পঠন দক্ষতা যাচাই করবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকের পাঠের যুক্তবর্ণ চিহ্নিত করে সেগুলো দিয়ে শব্দ তৈরি করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ **পৃষ্ঠা: ২৭** এরকমই আরেক... সরকার	**উপকরণ:** যুক্তবর্ণ সংবলিত শব্দের তালিকা লেখা পোস্টার। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন এবং পাঠ বিষয়বস্তু উপলব্ধি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১,১.৩.৬,২.৩.১, ২.৩.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ২.৪.১, ৩.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.৩.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২,১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১, ২.৩.৬, ২.৩.১১,২.৩.১২, ৩.৩.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং শুরুতে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গত দিনের গদ্যাংশের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইবেন। এজন্য নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:
  - বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ-এর জন্ম কবে এবং কোথায় হয়েছিল?
  - মুন্সী আবদুর রউফ ইপিআর-এ কিসের জন্য সুনাম অর্জন করেন?
  - মুন্সী আবদুর রউফ কীভাবে মৃত্যুবরণ করেন?
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত কাজ হিসেবে করে আনা যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দগুলোর তালিকা শুনে বোর্ডে সেগুলো লিখবেন।
- শিক্ষক এবার যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে পড়তে বলবেন ও তা খাতায় লিখতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে ডাকবেন এবং যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখতে বলবেন। অন্য শিক্ষার্থীদের থেকে তা জানতে চাইবেন।
- খাতায় লেখা যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা সঠিক হয়েছে কি না তা প্রতি বেঞ্চে দলীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের লেখা দেখতে বলবেন ও বোর্ডের সঙ্গে মিলাতে বলবেন। শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক গত দিনের পাঠ থেকে নতুন/অপরিচিত শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। শব্দসমূহ দিয়ে শিক্ষার্থী কী বুঝতে পারছে তা বলতে বলবেন। একাধিক শিক্ষার্থীর মতামত গ্রহণ করবেন। বইয়ের শেষে দেওয়া “শব্দের অর্থ জেনে নিই” দেখে শব্দগুলোর অর্থ মিলাতে বলবেন। তারপর শব্দসমূহ দিয়ে বাক্য তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফের উপর লেখা পাঠ্যাংশ শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিকভাবে একজনকে এক অনুচ্ছেদ করে পড়তে বলবেন। পড়া শেষে পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (নিচের) ৩ নং অনুশীলনীর খ প্রশ্নটির উত্তর শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন:
- ল্যান্সনায়েক মুন্সী আবদুর রউফের যুদ্ধের ঘটনা বল।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের “ ল্যান্সনায়েক মুন্সী আবদুর রউফের যুদ্ধের ঘটনা” লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আমরা বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্সনায়েক আবদুর রউফের বীরত্বের উপর লেখা পাঠের নির্ধারিত অংশ পড়েছি এবং সেখান থেকে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানের কথা জেনেছি। আমরা কিছু অপরিচিত ও কঠিন শব্দের অর্থ জেনেছি এবং যুক্তবর্ণগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি এবং ব্যবহারও শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকে বিশেষভাবে শেখা কয়েকটি শব্দ দিয়ে দুটি করে বাক্য লিখে আনতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকের পাঠের যেসব যুক্তবর্ণ উল্লেখ হয়েছে সেগুলো বাদে নতুন ৪টি করে যুক্তবর্ণ মনে করবে ও তা দিয়ে শব্দ তৈরি করে আনবে।

পিরিয়ড : ৫ **পৃষ্ঠা: ২৮** একাত্তরে... গর্বিত আমরা	**উপকরণ:** মুক্তিযুদ্ধকালীন ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন এবং পাঠের বিষয়বস্তু উপলব্ধি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১,১.৩.৬,২.৩.১, ২.৩.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ২.৪.১, ৩.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.৩.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২,১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১, ২.৩.৬, ২.৩.১১,২.৩.১২, ৩.৩.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- তারপর শিক্ষক শিখনফলের আলোকে শিক্ষার্থীদের পূর্বে আলোচিত দুজন বীরশ্রেষ্ঠের উপর প্রশ্ন করা যেতে পারে,
  - ল্যান্সনায়েক মুন্সী আবদুর রউফের যুদ্ধের ঘটনা বলো।
  - নূর মোহাম্মদ শেখ কীভাবে নিজের জীবন তুচ্ছ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচিয়ে ছিলেন?
- শিক্ষক পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এবার শিক্ষক বলবেন, আমরা গতকাল দুজন বীরশ্রেষ্ঠের মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের বীরত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো জেনেছি, আজ আমরা আরও একজন বীরশ্রেষ্ঠ সম্পর্কে জানব।
- এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠ ধারাবাহিকভাবে পড়ার জন্য সামনে নিয়ে আসবেন। শিক্ষার্থীদের বিরামচিহ্ন বজায় রেখে, অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা একেকজন একটি করে অনুচ্ছেদ সরবে পাঠ করবে, অন্যরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে ও শব্দসমূহে আঙুল দিয়ে মিলাবে।
- এরপর শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক আজকের নির্ধারিত পাঠ থেকে নতুন ও অপরিচিত/দুর্বোধ্য শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণে শব্দ ও বাক্যগুলো স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে পড়তে বলবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শব্দগুলোর অর্থ আলোচনা করবেন। ঐ শব্দগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে বাক্য রচনা করে বলতে বলবেন। তারপর খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- তারপর শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু ও শিখনফলের ভিত্তিতে কয়েকজন শিক্ষার্থীর পঠন-দক্ষতা যাচাই করবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আমরা আজ বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন সম্পর্কে পড়েছি এবং সেখান থেকে তার জীবন ও অবদান সম্পর্কে জেনেছি। এছাড়া কিছু অপরিচিত ও কঠিন শব্দের অর্থ ও সেগুলোর মাধ্যমে বাক্য গঠন করা শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের যুক্তবর্ণবিশিষ্ট শব্দসমূহ এবং নতুন শব্দ বা অর্থ জানা নেই এমন শব্দ চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৬ **পৃষ্ঠা:** ২৮-২৯ একাত্তরে... গর্বিত আমরা	**উপকরণ:** যুক্তবর্ণবিশিষ্ট শব্দসমূহের তালিকা সংবলিত পোস্টার। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** শব্দার্থ, বাক্য গঠন এবং পাঠের বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা।	**শিখনফল** **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- শিক্ষক আজ শিক্ষার্থীদের গত দিনের পাঠের ভাষাশিখনের অংশ হিসাবে যুক্তবর্ণবিশিষ্ট শব্দসমূহ এবং নতুন ও কঠিন শব্দ শেখানো হয়েছে সেগুলো আজ অনুশীলন করাবেন। যেমন, শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে করে আনা যুক্তবর্ণবিশিষ্ট শব্দসমূহ ও যুক্তবর্ণ বোর্ডে লিখবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের বোর্ডে এসে যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক পাঠের ১ নং অনুশীলনীতে দেওয়া শব্দগুলো বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণে শব্দগুলো স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে পড়তে বলবেন। তারপর শিক্ষার্থীদের বইয়ের শেষে "শব্দের অর্থ জেনে নিই" থেকে সহায়তা নেওয়ার কৌশল চর্চা করাবেন। তারপর ঐ শব্দগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের বাক্য রচনা করে বলতে বলবেন। খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবে এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক গত দিনের পাঠ নীরবে পাঠ করতে বলবেন। তারপর দলীয় ভাবে নিচের প্রশ্নগুলো একটি করে কাগজে লিখে প্রতিটি দলকে দিয়ে প্রশ্নের উপর আলোচনা করে উত্তর তৈরি করার জন্য বলবেন:
  - বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন কোন জাহাজে ছিলেন?
  - বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন কীভাবে শহিদ হয়েছিলেন? (৩ নং অনুশীলনী খ)
  - রুহুল আমিন কোথায় চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন?
- শিক্ষার্থীরা গত দিনের পাঠ নীরবে পড়বে এবং প্রশ্নের উপর আলোচনা করে উত্তর তৈরি করবে।
- নির্ধারিত সময় শেষে প্রতিটি দলকে প্রশ্নগুলোর উপর তৈরি উত্তর বলতে বলবেন। দল থেকে একজন উত্তরগুলো বলবে।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। আমরা আজকে বাক্য রচনা করেছি, প্রশ্নোত্তর শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকে শেখা কয়েকটি শব্দ দিয়ে দুটি করে বাক্য রচনা করে লিখে আনতে বলবেন। যেমন: বিরুদ্ধে,বীরশ্রেষ্ঠ, দখল, স্মৃতিস্তম্ভ।

পিরিয়ড : ৭ **পৃষ্ঠা:** ২৮-৩০ অনুশীলনী	**উপকরণ:** কুইজের জন্য ট্যাগ সংবলিত পোস্টার। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠের বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা ও লিখন।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১,১.৩.৬,২.৩.১, ২.৩.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ২.৪.১, ৩.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.৩.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২,১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১, ২.৩.৬, ২.৩.১১,২.৩.১২, ৩.৩.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। তারপর শুরুতে শিক্ষার্থীদের জানাবেন, আজকে কুইজ হবে। কুইজের প্রস্তুতি নেবার জন্য তাদের ১০ মিনিট সময় দেওয়া হবে, এই সময়ে তারা পুরো রচনাটি একবার ভালো করে পাঠ করবে।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- কুইজের জন্য শিক্ষার্থীদের দুই দলে ভাগ করা হবে।
- পুরো কুইজটি শিক্ষক পরিচালনা করবেন। কুইজে পাঠ শিখির ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ নম্বর অনুশীলনী থেকে প্রশ্ন করা হবে।
  - ১ নম্বরের জন্য দুই দলের একজন একজন করে প্রশ্ন করা হবে। উত্তর সঠিক হলে স্কোর।
  - ২ নম্বরের জন্য দুই দলের দুইজনকে সামনে ডেকে আনা হবে, দুইটি একই রকমের পোস্টার যেখানে ৩ এর ক-ঘ পর্যন্ত শূন্যস্থানগুলো লেখা আছে টানানো হবে এবং ওদের হাতে উত্তরের ট্যাগ দিয়ে দেওয়া হবে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঠিক ট্যাগ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে।
  - ৫ নম্বরের জন্য দুই দলের দুইজনকে ৩টি করে বিপরীত শব্দ ধরা হবে। স্কোর-এর জন্য ৩টিরই সঠিক উত্তর দিতে হবে।
  - ৬ নম্বরের জন্য Buzzer round হবে। যে দল আগে লিখবে হাত তুলবে/মুখে বাজ বলবে, তারা উত্তর দেবে, উত্তর সঠিক হলে তারা স্কোর পাবে।
  - ৭ নম্বর অনুশীলনের জন্য গ্রুপের একজন একজন করে ডাকা হবে এবং প্রশ্ন করা হবে। সঠিক উত্তর বলতে পারলে স্কোর হবে।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষার্থীরা পরবর্তী দিনের জন্য পুরো “বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ” পাঠটি ভালোভাবে পড়ে প্রস্তুতি নিয়ে আসবে।

পিরিয়ড : ৮ **পৃষ্ঠা: ২৮-৩০** **অনুশীলনী**	**উপকরণ:** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনীর প্রশ্ন ও রচনা লিখা।	**শিখনফল** **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২,১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১, ২.৩.৬, ২.৩.১১,২.৩.১২, ৩.৩.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- শিক্ষক শুরুতেই ঘোষণা দেবেন- আজকের পাঠ একটি রচনা প্রতিযোগিতা।
- শিক্ষক বোর্ডে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় তিনজন বীরশ্রেষ্ঠের জীবন এবং মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো সংক্ষিপ্ত পয়েন্ট আকারে লিখবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেওয়া হবে যে তারা যেন বোর্ডে লেখা পয়েন্টগুলো দেখে যেকোনো একজন বীরশ্রেষ্ঠ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লেখে। সময় ১৫ মিনিট।
- সে সময় শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন। যাদের লেখা হয়ে গেছে তাদের ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- এরপর শিক্ষক ৭ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পুরো গল্পটি অনুশীলনীসহ পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৯ **পৃষ্ঠা:** ২৬-৩০	**উপকরণ:** পাঠ্যবই। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১,১.৩.৬,২.৩.১, ২.৩.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ২.৪.১, ৩.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.৩.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২,১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১, ২.৩.৬, ২.৩.১১,২.৩.১২, ৩.৩.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- শিক্ষক পূর্বদিনের পাঠের পুনরালোচনাস্বরূপ শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে নিজের ভাষায় লিখে আনা "বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ" পাঠটির মূলভাব কয়েকজনকে পড়ে শোনাতে বলবেন।
- এবার পাঠশিখির ৩ নম্বর অনুশীলনী থেকে ক, খ, গ ও ঘ প্রশ্নগুলো একের পর এক করে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। তারপর প্রশ্নসমূহ থেকে যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন। সে সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন। যাদের লেখা হয়ে গেছে তাদের খাতা দেখে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করে মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারেন। শিক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশনা দেওয়া হবে- "বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ" পাঠটির উপর এক দল প্রশ্ন করবে, আরেক দলকে তার উত্তর দিতে হবে। উত্তর দিতে পারলে স্কোর ৫। না পারলে পয়েন্ট পাবে না। এভাবে সমান সংখ্যক প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হবে। যে দলের বেশি পয়েন্ট স্কোর হবে তাকে জয়ী ঘোষণা করা হবে। এ রকম আনন্দদায়ক সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরমূলক কুইজের মাধ্যমে অধিবেশন শেষ হবে।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শেষ পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

ফেব্রুয়ারির গান

লুৎফর রহমান রিটন

দোয়েল কোয়েল ময়না কোকিল
সবার আছে গান
পাখির গানে পাখির সুরে
মুগ্ধ সবার প্রাণ।

সাগর নদীর ঊর্মিমালার
মন ভোলানো সুর
নদী হচ্ছে স্রোতস্বিনী
সাগর সমুদ্দুর।

ছড়ায় পাহাড় সুরের বাহার
ঝরনা-প্রকৃতিতে
বাতাসে তার প্রতিধ্বনি
গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে।

গাছের গানে মুগ্ধ পাতা
মুগ্ধ স্বর্ণলতা
ছন্দ-সুরে ফুলের সাথে
প্রজাপতির কথা।

ফুল পাখি নই, নইকো পাহাড়
ঝরনা সাগর নই
মায়ের মুখের মধুর ভাষায়
মনের কথা কই।

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
শহিদ ছেলের দান
আমার ভাইয়ের রক্তে লেখা
ফেব্রুয়ারির গান।

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্রসমাজ এই দিনে আন্দোলন শুরু করে। ছাত্রদের মিছিলে পাকিস্তানি সরকার গুলি চালায়। সালাম, বরকত, শফিক, জব্বার ও আরও অনেক (যাদের নাম জানা যায় নি) শহিদ হন। ঐ ঘটনা অবলম্বন করে কবি লুৎফর রহমান রিটন 'ফেব্রুয়ারির গান' কবিতাটি লিখেছেন। বাংলা ভাষার প্রতি মমতা আর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

মুগ্ধ ঊর্মি ঊর্মিমালা স্রোতস্বিনী সমুদ্দুর বাহার স্বর্ণলতা প্রতিধ্বনি

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সমুদ্দুর	মুগ্ধ	বাহার	প্রতিধ্বনি	মন ভোলানো	স্রোতস্বিনীতে

ক. বাংলার সৌন্দর্য দেখে আমি ....।

খ. গ্রীষ্মকালে ফলের .... দেখা যায়।

গ. সাত .... তের নদী পার হওয়া চাট্টিখানি ব্যাপার না।

ঘ. .... ভেসে চলেছে পাল তোলা নৌকা।

ঙ. রঙধনুর .... রঙ-এ আকাশ রঙিন হয়েছে।

চ. সকল মানুষের কণ্ঠে একই ....।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিই ও লিখি।

ক. কবি এই কবিতায় কত ধরনের সুরের কথা বলেছেন?
খ. পাতা আর স্বর্ণলতা কিসে মুগ্ধ হচ্ছে?
গ. প্রজাপতি ফুলের সাথে কীভাবে কথা বলে?
ঘ. আমরা কোন ভাষাতে আমাদের মনের কথা বলি?
ঙ. 'শহিদ ছেলের দান' হিসাবে আমরা কী পেয়েছি?

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. মনের কথা কীভাবে বলব?

১. মায়ের ভাষায় ২. বাবার ভাষায়

৩. দাদার ভাষায় ৪. মামার ভাষায়

খ. পাখির গানে সবার প্রাণ কেমন হয়?

১. বিরক্ত ২. মুগ্ধ

৩. রাগ ৪. খুশি

গ. নদীর অপর নাম কী?

১. স্রোতস্বিনী ২. পুকুর

৩. সমুদ্র ৪. খাল

ঘ. ফুলের সাথে কে কথা বলে?

১. প্রজাপতি ২. হরিণ

৩. মানুষ ৪. পাখি

ঙ. ফেব্রুয়ারির গান কাদের রক্তে লেখা?

১. ভাইয়ের ২. মামার

৩. বাবার ৪. মানুষের

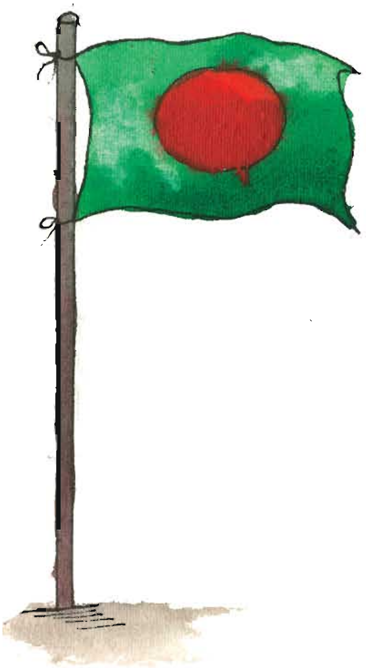

৬. কর্ম-অনুশীলন

একুশে ফেব্রুয়ারি সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করি।

লুৎফর রহমান রিটন

কবি-পরিচিতি

লুৎফর রহমান রিটন ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বিচিত্র বিষয়ে ছড়া ও কবিতা রচনা করে তরুণ বয়সেই তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ছড়া ছাড়াও তিনি গল্প উপন্যাস লেখেন। এরই স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৭ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পান। টেলিভিশনের উপস্থাপক হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিশুতোষ গ্রন্থ : 'ধুত্তুরি', 'ঢাকা আমার ঢাকা', 'ছড়া ও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ', 'ভূতের বিয়ের নিমন্ত্রণে', 'বাচ্চা হাতির কাণ্ডকারখানা' ইত্যাদি।

ফেব্রুয়ারির গান
(পৃষ্ঠা ৩১–৩৩)

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব অনুধাবন করতে পারবে।	২.১.২ কবিতা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.৩.৩ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।	২.২.১ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। ২.২.২ কবিতার মূলভাব বলতে পারবে। ২.২.৩ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে সমমানের কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ বলতে পারবে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.৩ সহজ বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসহ মত ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠে ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠ্যপুস্তকের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৪.২ সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
২.১ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে। ২.১.৩ সমমানের বইয়ের ছড়া পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে। ২.১.৪ সমমানের বইয়ের কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে

	পারবে।
২.২ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা দেখে দেখে সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.২.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে। ২.২.৪ সমমানের বইয়ের কবিতা সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।
৩.৩ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ বই এবং শিক্ষার্থীদের পাতা পত্রিকা পড়ে বুঝতে পারবে।	৩.৩.৩ পত্র-পত্রিকার শিক্ষার্থীদের পাতা পড়ে বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে। ১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠ বহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৮ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।	১.৮.১ পঠিত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে। ১.৮.২ পাঠবহির্ভূত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।
২.১ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা মূলভাব লিখতে পারবে। ২.১.৫ সমমানের বইয়ের কবিতা লিখতে পারবে।
২.৩ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপথন, বর্ণনা ইত্যাদির বিষয়ে পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে।	২.৩.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতার মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.৮ সমমানের বইয়ের কবিতার মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.১২ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্রসমাজ এই দিনে আন্দোলন শুরু করে। ছাত্রদের মিছিলে পাকিস্তানি সরকার গুলি চালায়। সালাম, বরকত, শফিক, জব্বার ও আরও অনেক ছাত্র (যাদের নাম জানা যায়নি) শহিদ হন। ঐ ঘটনা অবলম্বন করে কবি লুৎফুর রহমান রিটন 'ফেব্রুয়ারির গান' কবিতাটি লিখেছেন। বাংলার ভাষার প্রতি মমতা আর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়।

পাঠ বিভাজন : ৫

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা: ৩১** দোয়েল কোয়েল... গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের শহিদ মিনারের ছবি (অন্য কোথা থেকেও বড় সাইজের শহিদ মিনারের ছবি সংগ্রহ করা যেতে পারে) **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা আবৃত্তি, শব্দের অর্থ ও বাক্য রচনা ও কবি-পরিচিতি জানা।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ২.১.১, ২.২.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- কবিতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষক শুরুতে শহিদ মিনারের ছবিটি দেখাবেন এবং শহিদ মিনার দেখার অভিজ্ঞতা আছে কি না জিজ্ঞেস করবেন।
- তারপর শহিদ মিনার ও এর পেছনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করবেন।
- এবার শিক্ষক বলবেন, একুশে ফেব্রুয়ারির উপর আমরা কবিতাটি পড়ব। কবিতাটি বুঝতে চেষ্টা করবে। তারপর তিনি কবিতার নাম 'ফেব্রুয়ারির গান' বোর্ডে লিখবেন।
- উপরের প্রক্রিয়া ছাড়াও শিক্ষক নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠের জন্য প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ স্থাপনের কাজ পরিচালনা করতে পারেন।
- এরপর শিক্ষক ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে কবিতটি আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট পঙ্‌ক্তিগুলোর নিচে আঙ্গুল দিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক কবিতার মধ্যে থাকা নতুন বা জটিল শব্দগুলোর উচ্চারণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। সেসব শব্দের উচ্চারণ চর্চা করাবেন।
- পরবর্তী ধাপে শিক্ষক আবার সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে কবিতাটি আবৃত্তি করবেন। বিরামচিহ্ন দেখে ও কবিতার ভাব বজায় রেখে কীভাবে কবিতা আবৃত্তি করা যায়, শিক্ষক সেভাবে আবৃত্তি করে দেখাবেন।
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের আবৃত্তি শুনবে এবং শব্দ প্রক্ষেপণ, ছন্দ, স্বরভঙ্গি, উচ্চারণ ও গতি মনোযোগ সহকারে অনুসরণ করবে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই দিকগুলো অনুসরণ করে, শিক্ষককে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা এর উপরে কবিতা পাঠের শিখনফল অনেকটাই নির্ভরশীল।
- শিক্ষক এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে সামনে এনে তাদের দিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন। অন্য শিক্ষার্থীরা তা শুনবে এবং অনুসরণ করবে। এভাবে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন।
- এরপর শিক্ষক কবিতাটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কী অনুভূতি হয়েছে, জানতে চাইবেন এবং কবি সম্পর্কে জানার জন্য শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলবেন।
- তারপর অনুশীলনীর শুরুতে দেওয়া "কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই" অংশটি অনুসারে শিক্ষক কবিতার বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষার্থীরা শুনবে।
- শিক্ষক এবার পাঠের শেষে দেওয়া কবি পরিচিতিটি শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় কবিতা থেকে নতুন বা অর্থ জানা নেই এমন শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। এই শব্দগুলোর অর্থ শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে কি না বলতে বলবেন। এ ব্যাপারে একাধিক শিক্ষার্থীর মতামত গ্রহণ করবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। আজকে আমরা কবিতাটি আবৃত্তি করেছি এবং নতুন শব্দের অর্থ শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ বাড়ি থেকে আবৃত্তির চর্চা করে আসতে এবং পাঠের ২ নম্বর অনুশীলনীতে দেওয়া শব্দগুলো পড়ে আসতে ও এর মধ্যে নির্ধারিত কয়েকটি শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করে লিখে আনতে বলবেন। যেমন: মুগ্ধ, উর্মিমালা, স্রোতস্বিনী, সমুদ্দুর, প্রতিধ্বনি ইত্যাদি।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা: ৩১-৩২** দোয়েল কোয়েল... গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে	**উপকরণ:** ভাষাশহিদ সালাম ও বরকতের উপর ছবি, পাঠ্যবই। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য রচনা, যুক্তবর্ণ শব্দ, সমার্থক শব্দ এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ২.১.২ **বলা :** ১.১.২, ২.১.১, ২.২.১, **পড়া:** ১.৩.১, ১.৪.১ **লেখা:** ১.৫.১, ১.৬.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন ও যাচাই করবেন।
- শিক্ষক প্রথমে ভাষাশহিদ সালাম ও বরকতের ছবির প্রতি আকৃষ্ট করবেন এবং কেন কীভাবে তারা বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য জীবন দিয়েছিলেন তা বুঝিয়ে বলবেন।
- তারপর শিক্ষক বলবেন, গতকাল আমরা যে কবিতাটি পড়েছি তা আবারও আবৃত্তি করি এসো। একজনকে ডেকে কবিতাটির প্রথম তিন স্তবক আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থী আবৃত্তি করবে, সঙ্গে ক্লাসের সবাই আবৃত্তি করবে। কয়েকজনকে দিয়ে আবৃত্তি অনুশীলন করাবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের ২ নম্বর অনুশীলনীতে দেওয়া শব্দগুলোর অর্থ বইয়ের শেষের "শব্দের অর্থ জেনে নিই" থেকে দেখে নিতে বলবেন।
- তারপর এসব নতুন বা জটিল শব্দগুলোর (যেমন: মুগ্ধ, উর্মিমালা, স্রোতস্বিনী, সমুদ্দুর, প্রতিধ্বনি ইত্যাদি) অর্থ ও কবিতায় এর বিশেষ ও প্রাসঙ্গিক অর্থ সম্পর্কে প্রশ্ন ও আলোচনা করবেন।
- এরপর এই শব্দসমূহ দিয়ে কীভাবে নতুন বাক্য তৈরি করতে হয় শেখাবেন। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করিয়ে নানাভাবে একাধিক বাক্য তৈরি করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন।
- এরপর শিক্ষক কবিতাটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কী অনুভূতি হয়েছে, জানতে চাইবেন। শিক্ষক কবিতাটি পড়ে ধাপে ধাপে মূলভাব আলোচনা করবেন। এ সময় শিক্ষক কবিতার পঙ্ক্তি থেকে কঠিন শব্দ ও বিশেষ অর্থপূর্ণ শব্দমালার ব্যাখ্যা দেবেন।
- তারপর অনুশীলনীর শুরুতে দেওয়া "কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই" অংশটি অনুসারে শিক্ষক কবিতার বিষয়বস্তু সাধারণভাবে সহজ ভাষায় শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষার্থীরা শুনবে। তারপর শিক্ষার্থীদের অনুশীলনীর শুরুতে দেওয়া "কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই" অংশটি পড়তে বলবেন।
- এবার শিক্ষক অনুশীলনীর ৩ নম্বর অনুশীলনীর আলোকে শিক্ষার্থীদের "ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি" কাজটি করাবেন।
- এরপর শিক্ষক ৪ নং অনুশীলনীর আলোকে ক প্রশ্নটি শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করে এর উপর আলোচনা করবেন। প্রশ্নের উত্তর একাধিক শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে বলতে বলবেন। শিক্ষক প্রয়োজনে নিজেও প্রশ্নের উপর আলোচনা করে উত্তরটা বুঝিয়ে দেবেন। আজ শুধু ক প্রশ্নটির উপর আলোচনা করবেন। কারণ, পরের প্রশ্নগুলোর উপর পড়া এখনও হয়নি।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের ৪ নম্বর অনুশীলনীর ক প্রশ্নের উত্তর পড়ে ও গুছিয়ে লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা: ৩১-৩২** গাছের গানে... ফেব্রুয়ারির গান	**উপকরণ:** পাঠ্যবই, যুক্তবর্ণের পোস্টার, ৫ নম্বর অনুশীলনীর পোস্টার **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, পঠিত অংশের মূলভাব উপলব্ধি।	**শিখনফল** **শোনা :** ২.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ২.১.১, ২.২.২ **পড়া:** ২.২.৪

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- কবিতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির জন্য স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বা ঢাকার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের ছবি দেখাবেন।
- গত দিনের পাঠের বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন, "কবি এই কবিতায় কত ধরনের সুরের কথা

বলেছেন?" কয়েকজনের কাছে মুক্তভাবে শুনবেন। দুই একজনকে তাদের পরিকল্পিত কাজগুলো পড়ে শোনাতে বলবেন এবং দেখবেন।

- এরপর কবিতাটির আজকের অংশ যথাযথ শব্দ প্রক্ষেপণ, ছন্দ, স্বরভঙ্গি, উচ্চারণ ও গতিসহ আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে তা অনুসরণ করবে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই দিকগুলো অনুসরণ করে, শিক্ষককে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
- শিক্ষক এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে সামনে এনে তাদের দিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন। অন্য শিক্ষার্থীরা তা শুনবে এবং অনুসরণ করবে। এভাবে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন।
- এরপর শিক্ষক কবিতাটির চরণ ও স্তবক পাঠ করে এর ভাবার্থসহ আলোচনা করবেন।
- কবিতার শেষ তিন স্তবক ভাবার্থসহ পাঠ ও আলোচনার পর কবিতাটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কী অনুভূতি হয়েছে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন। যারা এ বিষয়ে আগে বলেনি তাদের মধ্যে নতুন কয়েকজনের কাছে জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা মুক্তভাবে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করবে।
- শিক্ষক ৪ নং অনুশীলনীর আলোকে পূর্ব দিনের বাকি প্রশ্নগুলো খ, গ, ঘ, ঙ শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করে এর উপর আলোচনা করবেন। এক একটি প্রশ্নের উত্তর একাধিক শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে উত্তর বলতে বলবেন। তারপর পরবর্তী প্রশ্নে যাবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজেও প্রশ্নের উপর আলোচনা করে উত্তর বুঝিয়ে দেবেন।
- তারপর প্রশ্নগুলোর উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে তাদের খাতা দেখে দেবেন। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে (নতুন যারা এখনও এককভাবে আবৃত্তি করেনি) কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের ৪ নম্বর অনুশীলনীর খ ও গ প্রশ্নের (আগের দিনে যা দেওয়া হয়নি) উত্তর লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ **পৃষ্ঠা: ৩১-৩৩** গাছের গানে... ফেব্রুয়ারির গান	**উপকরণ:** সমমানের একটি কবিতা লেখা পোস্টার, পাঠ্যবই। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা আবৃত্তি, পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ২.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ২.২.২, ২.২.২, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৪.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- গত দিনের পাঠের বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থীদের ৪ নং অনুশীলনীর খ, গ, প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। কয়েক জনের কাছে মুক্তভাবে শুনবেন। দুই একজনকে তাদের পরিকল্পিত কাজ থেকেও পড়ে শোনাতে বলবেন।
- এরপর কবিতাটির আজকের অংশ যথাযথ শব্দ প্রক্ষেপণ, ছন্দ, স্বরভঙ্গি, উচ্চারণ ও গতিসহ আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে তা অনুসরণ করবে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই দিকগুলো অনুসরণ করে, শিক্ষককে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
- শিক্ষক এরপর কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত অংশটি আবৃত্তি করতে বলবেন। দলের অন্যরা তার পড়া শুনবে। পাঠ্যবইয়ের পাঠের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে তারা পড়া অনুসরণ করবে। এভাবে কয়েকজন শিক্ষার্থী পড়বে ও দলের অন্যরা একইভাবে পড়া শুনবে। পাঠ্যবইয়ের পাঠের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে তারা পড়া অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ছোট দলে কবিতা আবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে উচ্চারণগত সহায়তা প্রদান করবেন।
- এবার সমবেত ক্লাসে শিক্ষক গতকালের মতো আবার পুরো কবিতাটির চরণ ও স্তবক পাঠ করে ধাপে ধাপে ভাবার্থসহ আলোচনা করবেন।

- শিক্ষক ৪ নং অনুশীলনীর আলোকে একে একে সব প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করে এর উপর আলোচনা করবেন। এক একটি প্রশ্নের উত্তর একাধিক শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে উত্তর বলতে বলবেন। তারপর পরবর্তী প্রশ্নে যাবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজেও প্রশ্নের উপর আলোচনা করে উত্তর বুঝিয়ে দেবেন।
- তারপর প্রশ্নগুলোর উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে তাদের খাতা দেখে দেবেন। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক ৫ নম্বর অনুশীলনীর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। তারপর এক এক করে উত্তর বলে যাবেন। শিক্ষার্থীরা ঠিক উত্তরটির সময় সাড়া দিয়ে জানিয়ে দেবে এবং বইয়ে পেন্সিল দিয়ে টিকচিহ্ন দেবে। উত্তরের ব্যাপারে কারো দ্বিমত বা আলাদা উত্তর বলে কি না তা যাচাই করে নেবেন।
- ৬ নং অনুশীলনীর আলোকে শিক্ষক "একুশে ফেব্রুয়ারি" সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে বা রচনা করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা একুশে ফেব্রুয়ারি সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ লিখবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে একুশে ফেব্রুয়ারি সম্বন্ধে লেখা অনুচ্ছেদ পড়ে শোনাতে বলবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ কবিতাটি অনুশীলনীসহ পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৫ **পৃষ্ঠা:** ৩১-৩৩	**উপকরণ:** পাঠ্যবই। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.৩.৬ **বলা :** ২.৫.৩, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২,২.৫.১, ৩.৩.৩

শিখনশেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং শুরুতে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে কবিতাটি আবার ১/২ বার আবৃত্তি করবেন।
- তারপর পূর্বদিনের পাঠের পর্যালোচনা হিসেবে শিক্ষক ৪ নং অনুশীলনীর আলোকে একে একে সব প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করে এর উপর আলোচনা করবেন। এক একটি প্রশ্নের উত্তর একাধিক শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে বলতে বলবেন। তারপর পরবর্তী প্রশ্নে যাবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজেও প্রশ্নের উপর আলোচনা করে উত্তর বুঝিয়ে দেবেন।
- তারপর প্রশ্নগুলো থেকে যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে তাদের খাতা দেখে দেবেন। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক ৫ নম্বর অনুশীলনীর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। তারপর এক এক করে উত্তর বলে যাবেন। শিক্ষার্থীরা ঠিক উত্তরটির সময় সাড়া দিয়ে জানিয়ে দেবে এবং বইয়ে পেন্সিল দিয়ে টিকচিহ্ন দেবে। উত্তরের ব্যাপারে কারো দ্বিমত বা আলাদা উত্তর বলে কি না তা যাচাই করে নেবেন।
- এবার শিক্ষক কিছু শব্দ বোর্ডে লিখবেন। যেমন, মুগ্ধ, ঊর্মি, ঊর্মিমালা, স্রোতস্বিনী, সমুদ্দুর, প্রতিধ্বনি ইত্যাদি। এই শব্দগুলোর অর্থ শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- এরপর এই শব্দসমূহ দিয়ে নতুন বাক্য তৈরি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করিয়ে নানাভাবে একাধিক বাক্য তৈরি করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সমবেতভাবে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা তাকে অনুসরণ করে কবিতাটি আবৃত্তি করবে। এভাবে কয়েকবার সমবেতভাবে কবিতাটি আবৃত্তি করবেন।
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে (নতুন যারা এখনও এককভাবে আবৃত্তি করেনি) কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শেষ পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা পুরো কবিতাটি আবার আবৃত্তি করেছি। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো আলোচনা করেছি এবং কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখেছি।

শখের মৃৎশিল্প

গ্রামের নাম আনন্দপুর। মামার বাড়ি। কথায় আছে, মামার বাড়ি রসের হাঁড়ি। আসলেই তাই। পড়া নেই, বাধা নেই, যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াও, যা খুশি খাও। এই তো মামার বাড়ি। গেল বছর পহেলা বৈশাখের ছুটিতে গিয়েছিলাম আনন্দপুর। সেখানে পহেলা বৈশাখে মেলা বসে। মামা বললেন, তোমাদের মেলা দেখতে নিয়ে যাব।

শখের হাঁড়ি

আমরা ছিলাম চারজন– আমি, মামাতো বোন বৃষ্টি, সোহানা আর ছোট ভাই তাজিন। মেলা বসে সকালে। আমরা একটু দেরি করেই গেলাম। মামা বেশ মজার মানুষ। কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ। তাতে থাকে ছবি আঁকার জিনিস, থাকে একটা বাঁশি। পড়েন ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটে। মেলার একটু কাছে পৌঁছতেই শুনতে পেলাম নাগরদোলার ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ। দেখলাম বাঁশের তৈরি কুলো, ডালা, ঝুড়ি, চালুন, মাছ ধরার চাঁই, খালুই। আরও কত কী! বসেছে বাঙি, তরমুজ, মুড়ি-মুড়কি, জিলাপি আর বাতাসার দোকান সারি সারি। আরেকটু এগোতেই দেখতে পেলাম কত রঙের, কত বর্ণের বিচিত্র সব মাটির হাঁড়ি। ফুল, পাতা, মাছের ছবি আঁকা সেসবে। রয়েছে মাটির ঘোড়া, হাতি, ষাঁড় আর নানা আকারের মাটির পুতুল। আমার চোখ পড়ল কাজ করা অপূর্ব সুন্দর মাটির হাঁড়ির দিকে। মামাকে জিজ্ঞেস করলাম-এটা কিসের হাঁড়ি?

মামা বললেন, এটা শখের হাঁড়ি। শখ করে পছন্দের জিনিস এই সুন্দর হাঁড়িতে রাখা হয়। তাই এর নাম শখের হাঁড়ি। তাছাড়া শখের যেকোনো জিনিসই তো সুন্দর।

আমরা দুটি শখের হাঁড়ি কিনলাম। অবাক হলাম, পুতুলের পাশেই ঘোলা চোখে চেয়ে আছে এক চকচকে রুপালি ইলিশ। পদ্মার তাজা ইলিশের মতোই। তেমনি সাদা আঁশ, লাল ঠোঁট। আমরা একটা মাটির ইলিশও কিনলাম। মামা বললেন, ওই যে পুতুলগুলো দেখছ ওগুলো টেপা পুতুল। নরম এঁটেল মাটি টিপে টিপে এসব পুতুল বানানো হয়। যেমন– বউ জামাই, কৃষক, নথপরা ছোট্ট মেয়ে–নানা রকমের মাটির টেপা পুতুল। মেলার এক প্রান্তে বড় জায়গা জুড়ে এসব মাটির পুতুলের দোকান। মামা বললেন, এগুলো হচ্ছে মাটির শিল্পকলা। মামা বুঝিয়ে বললেন– যখন কোনো কিছু সুন্দর করে আঁকি বা বানাই অথবা গাই, তখন তা হয় শিল্প। শিল্পের এ কাজকে বলে শিল্পকলা। আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মাটির শিল্প। এ দেশের কুমার সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে তৈরি করে আসছে মাটির জিনিস। যেমন– কলস, হাঁড়ি, সরা, বাসনকোসন, পেয়ালা, সুরাই, মটকা, জালা, পিঠে তৈরির নানা ছাঁচ। আরও কত কী!

টেপা পুতুল

মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। তবে সব মাটি দিয়ে এ কাজ হয় না। দরকার পরিষ্কার এঁটেল মাটি। এ ধরনের মাটি বেশ আঠালো। দোঁআশ মাটি তেমন আঠালো নয়। আর বেলে মাটি তো ঝরঝরে – তাই এগুলো দিয়ে মাটির শিল্প হয় না। এঁটেল মাটি হলেই যে তা দিয়ে শিল্পের কাজ করা যাবে তাও নয়। এজন্য অনেক যত্ন আর শ্রম দরকার। দরকার হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান। কুমোরদের কাছে এসব খুব সহজ। কারণ তাঁরা বংশ পরম্পরায় এ কাজ করে আসছে।

টেপা পুতুল

কাঠের চাকায় মাটির পাত্র তৈরি হচ্ছে

আবার এ কাজের জন্য প্রয়োজন কিছু ছোটখাটো যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম। সবকিছুর আগে যেটা দরকার তা হলো একটা কাঠের চাকা। এই চাকায় নরম মাটির তাল লাগিয়ে নেন কুমাররা । তারপর চাকাটি জোরে ঘোরান। আর হাত দিয়ে মাটির তাল ধরেন। এভাবে নানা আকারের মাটির পাত্র ও নানা জিনিস তৈরি করেন কুমাররা।

মেলা থেকে সেদিন আমরা অনেক টেপা পুতুল, ঘোড়া, হাতি, ছোট কলস কিনলাম। মামা বললেন, এত সুন্দর নকশা দেখছ, রঙ দেখছ- এ সবই গ্রামের শিল্পীদের তৈরি। নকশাগুলো তাঁরা মন থেকে আঁকেন।আর রঙ তৈরি করেন শিম, সেগুন পাতার রস, কাঁঠাল গাছের বাকল থেকে। তবে আজকাল বাজার থেকে কেনা রঙও লাগানো হয়। মেলা থেকে কদমা, বাতাসা, মুড়কি ও খৈ কিনে শখের হাঁড়ি ভর্তি করে আমরা ফিরলাম। খুব মজা হলো।

মামা বললেন, তোমাদের কাল কুমারপাড়ায় নিয়ে যাব। পরদিন আমরা দেখতে গেলাম কুমারপাড়া। আনন্দপুর গ্রামের উত্তর দিকে আট-দশ ঘর বসতবাড়ি। এই নিয়ে কুমারপাড়া। এখানে সবাই ব্যস্ত । কেউ মাটির তাল চাক করে সাজিয়ে রাখছেন। কেউ-বা কাঠের চাকায় মাটি লাগিয়ে নানা আকারের পাত্র বানাচ্ছেন। কেউ-বা এগুলো সারি সারি করে শুকোতে দিচ্ছেন রোদে। পাশেই রয়েছে মাটির জিনিস পোড়ানোর চুলা। উচু ছোট্ট ঢিবির মতো এই চুলা। মাটির পোড়া গন্ধ

পাচ্ছি। আর ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এ কাজ করছে। মামা বললেন, হাঁড়ি কলসি ছাড়াও আমাদের দেশে এক সময় সুন্দর পোড়ামাটির ফলকের কাজ হতো। এর অন্য নাম টেরাকোটা। বাংলার অনেক পুরানো শিল্প এই টেরাকোটা। নকশা করা মাটির ফলক ইটের মতো পুড়িয়ে তৈরি করা হতো এই টেরাকোটা। শালবন বিহার, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার ও দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরে এই টেরাকোটার কাজ রয়েছে। মাটির ফলকে ছবি এঁকে শুকিয়ে পোড়ানোর পর এগুলো এমন সুন্দর হয়ে ওঠে! ছোট ছোট ফলককে পাশাপাশি জোড়া দিয়ে বড় করা যায়। পোড়ামাটির এই ফলক বাংলার প্রাচীন মৃৎশিল্প। মামা বললেন, টেরাকোটা বা পোড়ামাটির এসব কাজ এ দেশে শুরু হয়েছে হাজার বছর আগে।

আজকাল কি পোড়ামাটির এই শিল্পচর্চা হয় না? মামার কাছে জানতে চাইলাম আমরা। মামা বললেন, আজকাল ওরকম টেরাকোটা হচ্ছে না বটে, তবে পোড়ামাটির নকশার কদর বেড়েছে। সরকারি-বেসরকারি ভবনে আজকাল সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য নানা রকম নকশা করা মাটির ফলক ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের দেশের কুমাররা এসব তৈরি করছেন। বললাম, আমরা এসব পোড়ামাটির কাজ দেখতে চাই।

মামা বললেন, সুযোগমতো এক সময় তোমাদের শালবন বিহারে নিয়ে যাব।

–সংগৃহীত

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

শখ   টেপা পুতুল   নকশা   শালবন বিহার   টেরাকোটা   মৃৎশিল্প   শখের হাঁড়ি

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

শখ	নকশা	মৃৎশিল্প	টেপা পুতুল

ক. এই যে .... দেখছ, এসবই গ্রামের শিল্পীদের তৈরি।

খ. মাটির পুতুল জমানো আমার একটি ....।

গ. মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে .... বলে।

ঘ. আমরা মেলা থেকে অনেক .... কিনলাম।

৩. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. আনন্দপুরে কখন মেলা বসে?

১. ষোলই ডিসেম্বর ২. পহেলা বৈশাখ
৩. একুশে ফেব্রুয়ারি ৪. পহেলা ফাল্গুন

খ. মামা কোথায় পড়েন?

১. ঢাকা কলেজে
২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে
৩. ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটে
৪. চট্টগ্রামের চারুকলা ইনস্টিটিউটে

গ. মৃৎশিল্পের সবচেয়ে প্রাচীন উপাদান হচ্ছে –

১. বাঁশ ২. কাঠ
৩. পানি ৪. মাটি

ঘ. আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে –

১. চারুশিল্প ২. মৃৎশিল্প
২. কারুশিল্প ৪. দারুশিল্প

ঙ. কুমার সম্প্রদায় কিসের কাজ করে–

১. বাঁশের কাজ ২. কাঠের কাজ
৩. পাকা বাড়ির কাজ ৪. মাটির কাজ

চ. গ্রামের শিল্পীরা রং তৈরি করেন–

১. আম ও লাউ পাতা থেকে ২. শিম ও কাঁঠাল গাছের বাকল থেকে
৩. সরিষা ফুল থেকে ৪. পান ও চুন থেকে

ছ. পোড়া মাটির ফলকের অন্য নাম–

১. টেপা পুতুল ২. টেরাকোটা
৩. শখের হাঁড়ি ৪. মৃৎশিল্প

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. মাটির শিল্প বলতে কী বুঝি?
খ. বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকর্ম কোনটি?
গ. শখের হাঁড়ি কী রকম?
ঘ. বৈশাখী মেলায় কী কী পাওয়া যায়?
ঙ. মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান কী?
চ. কয়েকটি মৃৎশিল্পের নাম বলি।
ছ. টেরাকোটা কী?
জ. বাংলাদেশের কোথায় পোড়ামাটির প্রাচীন শিল্প দেখতে পাওয়া যায়?
ঝ. মাটির শিল্প কেন আমাদের ঐতিহ্য ও গৌরবের বিষয়?
ঞ. মামার বাড়ি রসের হাঁড়ি–প্রচলিত এই কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়?

৫. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ি এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

যখন কোনো কিছু সুন্দর করে আঁকি বা বানাই অথবা গাই, তখন তা হয় শিল্প। শিল্পের এ কাজকে বলে শিল্পকলা। আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মাটির শিল্প। এ দেশের কুমার সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে তৈরি করে আসছে মাটির জিনিস, যেমন–কলস, হাঁড়ি, সরা, বাসনকোসন, পেয়ালা, সুরাই, মটকা, জালা, পিঠে তৈরির নানা ছাঁচ। আরও কত কী! মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। মাটি হলেই যে তা দিয়ে শিল্পের কাজ করা যাবে তাও নয়। এজন্য অনেক যত্ন আর শ্রম দরকার। দরকার হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান। কুমারদের কাছে এসব খুব সহজ। কারণ তাঁরা বংশ পরম্পরায় এ কাজ করে আসছেন।

ক. শিল্পকলা বলতে কী বোঝ?
খ. শিল্পের কাজের জন্য কী কী প্রয়োজন?
গ. কেন কুমারদের কাছে এসব কাজ সহজ?

৬. নিচের শব্দগুলো দিয়ে যা বুঝি তা লিখি।

ক. মৃৎশিল্প
খ. শখের হাঁড়ি
গ. টেরাকোটা
ঘ. টেপা পুতুল

৭. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

কান্তজির মন্দির ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা রামনাথ রায় দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দিরের গায়ে স্থাপিত অপূর্ব সুন্দর টেরাকোটা বাংলার মাটির শিল্পের প্রাচীন নিদর্শন।

পাহাড়পুর নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন সোমপুর বিহার। এই সোমপুর বিহারের আশ-পাশের বড় বৌদ্ধ মন্দিরে পাওয়া গেছে অনেক সুন্দর টেরাকোটা। এগুলো অষ্টম শতকের অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় বারো শ বছর আগের তৈরি।

শালবন বিহার কুমিল্লার ময়নামতিতে মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন। অষ্টাদশ শতকের এই পুরাকীর্তি বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার পরিচায়ক। শালবন বিহারে পাওয়া গেছে নানা ধরনের পোড়ামাটির ফলক।

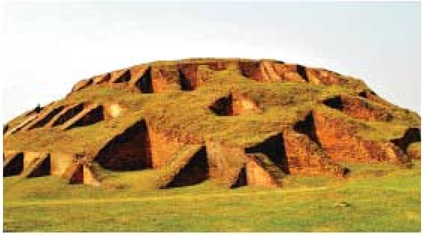

মহাস্থানগড় বগুড়া শহর থেকে ১২ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত মহাস্থানগড়। যিশু খ্রিস্টের জন্মের পূর্বে তৃতীয় থেকে পনেরো শ শতকে বাংলার এ প্রাচীন নগর গড়ে ওঠে। মহাস্থানগড়ে পাওয়া গেছে অনেক পোড়ামাটির ফলক, পাত্র, অলংকার ও মূর্তি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

আমার দেখা কুমারপাড়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিই।

অথবা

আমার দেখা কোনো হস্তশিল্প বা হাতের কাজ সম্পর্কে লিখি।

শখের মৃৎশিল্প
(পৃষ্ঠা ৩৪–৪০)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে পালন করবে।
২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে ঘটনা, মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে ও উপভোগ করতে পারবে।	২.২.১ গল্প শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.২.২ গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.২ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথার মূল বিষয় ও ভাব বলতে পারবে।	২.৪.১ গল্পের মূল বিষয় বলতে পারবে। ২.৪.২ গল্পের মূলভাব বলতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসহ মত ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠে ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.২ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দযোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৩.৩ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.৪ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দযোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠ্যপস্তকের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্টস্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথা পড়ে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.৪.১ গল্প পড়ে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.৪.২ গল্প পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
৩.৩ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ বই এবং শিক্ষার্থীদের পাতা পত্রিকা পড়ে বুঝতে পারবে।	৩.৩.২ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ ম্যাগাজিন পড়ে বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।

	১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.৩ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদির বিষয়ে পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে।	২.৩.৩ পাঠ্যবইয়ের গল্প পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.১০ সমমানের গল্প পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে।
৩.২ অভিমতসহ পরিচিত পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখতে পারবে।	৩.২.১ অভিমত সহ পরিচিত পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখতে পারবে।
৩.৩ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে।	৩.৩.১ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই পাঠটি বাংলাদেশের মৃৎশিল্প সংক্রান্ত পাঠ। শিক্ষার্থীরা যাতে গল্পকথায় বাংলাদেশের মৃৎশিল্প সম্পর্কে জানতে পারে এজন্য পাঠটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাঠে মৃৎশিল্প সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক পাঠটি পড়ানোর সময় এসব তথ্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে পাঠটি পড়াবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিখনের উপর গুরুত্ব দেবেন।

পাঠ বিভাজন : ১০

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা:** ৩৪-৩৫ গ্রামের নাম... সুন্দর	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের ছবি (পোস্টার সাইজ) **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পঠন, যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখানো, কঠিন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য তৈরি।	**শিখনফল** **শোনা:** ৩.২.১ **বলা:** ১.৩.৩ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষক শুরুতে পাঠ্যবইয়ের ৩৪ নং পৃষ্ঠার ছবিটি দেখতে বলবেন এবং ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে জানতে চাইবেন। শিক্ষক প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞেস করবেন, তাদের বাসায় মাটির তৈরি কোনো জিনিস আছে কি না। তারপর শিক্ষক বলবেন - মাটির তৈরি জিনিসও একটি শিল্প, আমরা আজ থেকে সেই শিল্পের উপর একটি পাঠ 'শখের মৃৎশিল্প' নিয়ে পড়ালেখা ও আলোচনা করব।
- উপরের প্রক্রিয়া ছাড়াও শিক্ষক পাঠের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মান সিক সংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম উপস্থাপন করতে পারেন।
- শিক্ষক পুরো পাঠটি স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে কয়েকবার পড়বেন। শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে শিক্ষকের পাঠ শুনবে ও পাঠের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করবে।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। শিক্ষক পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সুন্দর হয়, শিক্ষক সেই কাজে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠের বর্ণনা, শব্দ বা বাক্যাংশ বুঝতে অসুবিধা/সমস্যা আছে কি না জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন এবং বুঝতে না পারলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আমরা আজ একটি মেলায় শখের হাঁড়ি দেখার বর্ণনা পড়েছি। সেই সঙ্গে শখের হাঁড়ি কী ও নানা

ধরনের শখের হাঁড়ির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পঠিত অংশের যুক্তবর্ণ বিশিষ্ট শব্দসমূহ নির্বাচন করে যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখে আনতে বলবেন এবং অপরিচিত শব্দের অর্থ তালিকা করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা:** ৩৪-৩৫ গ্রামের নাম... সুন্দর	**উপকরণ:** যুক্তবর্ণ সংবলিত শব্দের তালিকা লেখা পোস্টার **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পঠন, যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখানো, কঠিন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য তৈরি ও অনুশীলনী।	**শিখনফল** **শোনা:** ৩.২.১ **বলা:** ১.৩.৩ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- গত দিনের পাঠের সঙ্গে আজকের নির্ধারিত গদ্যপাঠের সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষক শুরুতে শিক্ষার্থীদের গত দিনের পাঠ থেকে নিচের নমুনা প্রশ্নের মতো প্রশ্ন করতে পারেন:
  - মামার গ্রাম কোথায়?
  - মেলায় কে কে গিয়েছিল?
  - মামা কোথায় পড়াশোনা করেন?
  - মেলায় ওরা কী কী দেখতে পেল?
  - শখের হাঁড়ি কী?
- এরপর শিক্ষক শিক্ষর্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ হিসেবে আনা যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দগুলোর তালিকা শুনে বোর্ডে সেগুলো লিখবেন। তারপর তিনি শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে পড়তে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে ডাকবেন এবং যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখতে বলবেন। যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা সঠিক হয়েছে কি না তা অন্য শিক্ষার্থীদের থেকে জানতে চাইবেন।
- তারপর তিনি শিক্ষার্থীদের শব্দগুলোর অর্থ জিজ্ঞেস করবেন। শব্দের অর্থ জানা ও নিশ্চিত হওয়ার জন্য বইয়ের শেষে দেওয়া 'শব্দের অর্থ জেনে নিই' থেকে দেখে নিতে বলবেন। দেখে কেউ একজন শব্দটির অর্থ পড়ে শোনাবে। তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ঐ শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক পাঠের অংশ ধারাবাহিকভাবে একজনকে এক অনুচ্ছেদ পড়তে বলবেন। পড়া শেষে আজকের পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (নিচের) ৪ নং অনুশীলনীর গ প্রশ্নটির উত্তর শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন:
  - শখের হাঁড়ি কী রকম?
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আমরা শখের হাঁড়ির উপর লেখা পাঠের নির্ধারিত অংশ পড়েছি এবং সে সম্পর্কে জেনেছি। আমরা কিছু অপরিচিত ও কঠিন শব্দের অর্থ জেনেছি এবং যুক্তবর্ণগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি এবং ব্যবহার শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকের পাঠটি ভালভাবে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা:** ৩৫ আমরা দুটি... কারিগরি জ্ঞান	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের ৩৫ নম্বর পৃষ্ঠার ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন এবং পাঠের বিষয়বস্তু উপলব্ধি।	**শিখনফল** **শোনা:** ৩.২.১ **বলা:** ১.৩.৩ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং গত দিনের পাঠের বিষয়বস্তু জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজ হিসাবে কয়েকজনকে পড়তে দেবেন।
- নির্ধারিত পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ৩৫ নম্বর পৃষ্ঠার ছবিটি প্রদর্শন করবেন। তাদের কাছে জানতে চাইবেন এটি কী এবং কীভাবে তৈরি করা হয়।
- তারপর শিক্ষক বলবেন, আজকে আমরা শখের হাঁড়ি মাটির শিল্পকর্ম বা মৃৎশিল্প সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে পারব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠ অংশ স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে কয়েকবার পড়বেন। প্রথমবার পড়ার সময় শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে শুনবে এবং আঙুল দিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করবে। দ্বিতীয়বার পড়ার সময় শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশনা থাকবে বিরামচিহ্নগুলোতে শিক্ষক কতটুকু বিরতি কীভাবে দিচ্ছেন সেটি লক্ষ করতে।
- এবার শিক্ষক প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের এক একটি দল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা তার পড়া শুনবে এবং সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দগুলোর নিচে আঙুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ছোটদলের পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সঠিক হয়, সে কাজে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে সহায়তা করবেন।
- তারপর পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ডেকে পাঠ থেকে পড়তে বলে তাদের পঠনদক্ষতা যাচাই করবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করে আনতে বলবেন। যেমন : কৃষক, শিল্পকলা, প্রাচীন, সম্প্রদায় এবং যত্ন।

পিরিয়ড : ৪ **পৃষ্ঠা: ৩৫-৩৯** আমরা দুটি... কারিগরি জ্ঞান	**উপকরণ:** যুক্তবর্ণ সংবলিত শব্দের তালিকা লেখা পোস্টার। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ্যাংশ থেকে সরব পঠন এবং পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু উপলব্ধি।	**শিখনফল** **শোনা:** ৩.২.১ **বলা:** ১.৩.৩ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং শুরুতে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গত দিনের পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইবেন। শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:
  - টেপা পুতুল কী?
  - শিল্পকলা কী?
  - মৃৎশিল্প কী?
  - মৃৎশিল্পের জন্য কেমন মাটি প্রয়োজন?
- শিক্ষক উপরের প্রশ্নের উত্তর পাঠ দেখে বের করতে বলবেন। অর্থাৎ মুখস্থ করে বলার প্রয়োজন নেই। পাঠ অনুধাবনই যেন মুখ্য হয়।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত কাজ হিসেবে আনা যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি প্রথমে মুখে মুখে শুনবেন এবং পরে দেখবেন।
- শিক্ষক এবার যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে পড়তে বলবেন ও তা খাতায় লিখতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে ডাকবেন এবং যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখতে বলবেন। অন্য শিক্ষার্থীদের কাছে তা জানতে চাইবেন।

- খাতায় লেখা যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা সঠিক হয়েছে কি না তা প্রতি বেঞ্চে দলীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের লেখা দেখতে বলবেন ও বোর্ডের সঙ্গে মিলাতে বলবেন। শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবে এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক গত দিনের পাঠ থেকে নতুন/অপরিচিত শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। শব্দসমূহ দিয়ে শিক্ষার্থী কী বুঝতে পারছে তা শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। একাধিক শিক্ষার্থীর মতামত গ্রহণ করবেন। বইয়ের শেষে দেওয়া 'শব্দের অর্থ জেনে নিই' দেখে শব্দগুলোর অর্থ মেলাতে বলবেন। তারপর শব্দসমূহ দিয়ে বাক্য তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক পাঠটি শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিকভাবে এক একজনকে এক এক অনুচ্ছেদ পড়তে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ ধারাবাহিকভাবে পড়া শেষে পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (নিচের) ৪ নং অনুশীলনীর ক, খ ও গ প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন। তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের খাতায় গ প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকে বিশেষভাবে শেখা কয়েকটি শব্দ দিয়ে দুটি করে বাক্য রচনা করে লিখে আনতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের যেসব যুক্তবর্ণ উল্লেখ হয়েছে সেগুলো বাদে নতুন ৪টি করে যুক্তবর্ণ মনে করবে ও তা দিয়ে শব্দ তৈরি করে আনবে।

পিরিয়ড : ৫ **পৃষ্ঠা:** ৩৫-৩৬ কুমারদের কাছে... মজা হলো	**উপকরণ:** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন এবং পাঠের বিষয়বস্তু উপলব্ধি।	**শিখনফল** **শোনা:** ৩.২.১ **বলা:** ১.৩.৩ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং গত দিনের পাঠের বিষয়বস্তু জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- নির্ধারিত পাঠের আজেকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ৩৬ নম্বর পৃষ্ঠার ছবিটি দেখাবেন। তাদের কাছে জানতে চাইবেন এই যন্ত্রটি কী, কেউ তা জান কি না।
- তারপর শিক্ষক বলবেন, আজকে আমরা এই যন্ত্রটি দিয়ে কী হয় তা জানতে পারব।
- এবার শিক্ষক মন দিয়ে শোনার জন্য, বিশেষ করে বিরামচিহ্নসমূহে শিক্ষক কতটুকু বিরতি দিয়েছেন কীভাবে দিয়েছেন তা লক্ষ করতে নির্দেশনা দেবেন। তারপর আজকের পাঠটি বিরামচিহ্ন বজায় রেখে, অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে শুনবে ও শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পাঠ্য অংশটি ধারাবাহিকভাবে পড়ার জন্য সামনে নিয়ে আসবেন। শিক্ষার্থীদের বিরামচিহ্ন, অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা একেকজন একটি করে অনুচ্ছেদ সরবে পাঠ করবে, অন্যরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে ও শব্দসমূহে আঙ্গুল দিয়ে মিলাবে।
- এরপর শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক আজকের নির্ধারিত পাঠ থেকে নতুন ও অপরিচিত/দুর্বোধ্য শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণে শব্দ ও বাক্যগুলো স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে পড়তে বলবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শব্দগুলোর অর্থ আলোচনা করবেন। ঐ শব্দগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের বাক্য তৈরি করে বলতে বলবেন। তারপর খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবে

এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

- তারপর শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু ও শিখনফলের ভিত্তিতে কয়েকজন শিক্ষার্থীর পঠনদক্ষতা যাচাই করবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের যুক্তবর্ণবিশিষ্ট শব্দসমূহ এবং নতুন শব্দ বা অর্থ জানা নেই এমন শব্দ চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৬ **পৃষ্ঠা:** ৩৫-৩৬ কুমারদের কাছে... মজা হলো	**উপকরণ:** যুক্তবর্ণ বিশিষ্ট শব্দসমূহের তালিকা সংবলিত পোস্টার। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** শব্দার্থ, বাক্য গঠন এবং পাঠের বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা।	**শিখনফল** **শোনা:** ৩.২.১ **বলা:** ১.৩.৩ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং শুরুতে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গত দিনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইবেন। এজন্য নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:
  - কুমাররা কী দিয়ে কাজ করে?
  - কুমারপাড়ায় গিয়ে ওরা কী দেখতে পেল?
- শিক্ষক উপরের প্রশ্নের উত্তর পাঠ দেখে বের করে বলার জন্য শিক্ষার্থীদের বলবেন। অর্থাৎ মুখস্থ করে বলার প্রয়োজন নেই। পাঠ অনুধাবন করে যেন নিজের ভাষায় বলতে পারে সেটাই যেন মুখ্য হয়।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ হিসেবে করে আনা যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দগুলোর তালিকা শুনে বোর্ডে সেগুলো লিখবেন।
- এবার যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে পড়তে বলবেন ও তা খাতায় লিখতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে ডাকবেন এবং যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখতে বলবেন। অন্য শিক্ষার্থীদের থেকে তা জানতে চাইবেন।
- খাতায় লেখা যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা সঠিক হয়েছে কি না তা প্রতি বেঞ্চে দলীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের লেখা দেখতে বলবেন ও বোর্ডের সঙ্গে মিলাতে বলবেন। শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক গত দিনের পাঠ থেকে নতুন/অপরিচিত শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। শব্দসমূহ দিয়ে শিক্ষার্থী কী বুঝতে পারছে তা শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। একাধিক শিক্ষার্থীর মতামত গ্রহণ করবেন। শেষে দেওয়া 'শব্দের অর্থ জেনে নিই' দেখে শব্দগুলোর অর্থ মেলাতে বলবেন। তারপর শব্দসমূহ দিয়ে বাক্য তৈরি করে বলতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিকভাবে এক একজনকে এক এক অনুচ্ছেদ পড়তে বলবেন।
- এরপর খাতায় নিচের প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলবেন:
  - কুমোরপাড়ায় গিয়ে ওরা কী দেখতে পেল?
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়িতে শব্দগুলো দিয়ে দুটি করে বাক্য তৈরি করে আনতে বলবেন। যেমন: নকশা, যন্ত্রপাতি, খই, কুমোর।
- এছাড়া পাঠে যেসব যুক্তবর্ণ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো বাদে নতুন ৪টি করে যুক্তবর্ণ মনে করবে ও তা দিয়ে শব্দ তৈরি করে আনবে।

পিরিয়ড : ৭ পৃষ্ঠা: ৩৬-৩৭ মামা বললেন... নিয়ে যাব	**উপকরণ:** টেরাকোটার ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠের বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা ও লিখন।	**শিখনফল** **শোনা:** ৩.২.১ **বলা:** ১.৩.৩ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং গত দিনের পাঠের বিষয়বস্তু জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- নির্ধারিত পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে টেরাকোটার ছবি শিক্ষার্থীদের প্রদর্শন করবেন। এটা কেউ জানে কি না তাদের কাছে জানতে চাইবেন।
- তারপর শিক্ষক বলবেন, আজকে আমরা একটি নতুন ধরনের মৃৎশিল্পের কথা জানতে পারব।
- শিক্ষক উপরের প্রক্রিয়া ছাড়াও অন্য কোনো উপায়ে আজকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টি করতে পারেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠ মন দিয়ে শোনার জন্য, বিশেষ করে বিরামচিহ্নসমূহে তিনি কতটুকু বিরতি দিয়েছেন কীভাবে দিয়েছেন তা লক্ষ করতে নির্দেশনা দেবেন। তারপর আজকের পাঠ্য অংশটি বিরামচিহ্ন বজায় রেখে, অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে ও শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- এরপর কয়েক জন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠটি ধারাবাহিকভাবে পড়ার জন্য সামনে নিয়ে আসবেন। শিক্ষার্থীদের বিরামচিহ্ন এবং অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা একেকজন একটি করে অনুচ্ছেদ সরবে পাঠ করবে, অন্যরা মন দিয়ে শুনবে ও শব্দসমূহে আঙ্গুল দিয়ে মেলাবে।
- এরপর শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক নির্ধারিত পাঠ থেকে নতুন ও অপরিচিত/দুর্বোধ্য শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণে শব্দ ও বাক্যগুলো স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে পড়তে বলবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শব্দগুলোর অর্থ আলোচনা করবেন। ঐ শব্দগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে বাক্য রচনা করে বলতে বলবেন। তারপর খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- তারপর শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু ও শিখনফলের ভিত্তিতে কয়েকজন শিক্ষার্থীর পঠন-দক্ষতা যাচাই করবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকের পাঠের যুক্তবর্ণবিশিষ্ট শব্দসমূহ এবং নতুন শব্দ বা অর্থ জানা নেই এমন শব্দ চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৮ পৃষ্ঠা: ৩৭-৪০ অনুশীলনী	**উপকরণ:** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠের বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা ও লিখন।	**শিখনফল** **শোনা:** ৩.২.১ **বলা:** ১.৩.৩ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। তারপর শিক্ষক শুরুতে শিক্ষার্থীদের দিয়ে ধারাবাহিকভাবে পুরো রচনাটি ভালো করে পাঠ করাবেন। একজন করে শিক্ষার্থী একটি করে অনুচ্ছেদ পড়বে, অন্যরা শুনে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ২ ও ৩ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন। এরপর ৪ নং অনুশীলনীর (ক-ঙ) পর্যন্ত প্রশ্নগুলো মুখে মুখে জিজ্ঞেস করবেন।
- তারপর সবাইকে ৫ নং অনুশীলনীর অনুচ্ছেদ পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক তাদের লেখা দেখবেন এবং ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষার্থীরা পরের দিনের জন্য অনুশীলনীর ৬ এর উত্তর পাঠ থেকে ও ৭ নং অনুশীলনী থেকে কান্তজির মন্দির, পাহাড়পুর ও শালবন বিহার সম্পর্কে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৯ **পৃষ্ঠা:** ৩৯-৪০ অনুশীলনী	**উপকরণ:** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠের বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা ও লিখন।	**শিখনফল** **শোনা:** ৩.২.১ **বলা:** ১.৩.৩ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষর্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো যাচাই করবেন।
- শিক্ষক শুরুতে ঘোষণা দেবেন 'আজকের পাঠ একটি লেখার প্রতিযোগিতা'। কিন্তু লেখার আগে শিক্ষার্থীদের কিছু শ্রেণিকাজ রয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করা হবে। তাদের নির্দেশনা দেওয়া হবে: প্রত্যেক দলকে মৃৎশিল্প, টেরাকোটা, শখের হাঁড়ি ও টেপা পুতুল সম্পর্কে লিখতে বলবেন। সময় ৫ মিনিট।
- শিক্ষক ক্লাসে তাদের লেখা দেখবেন। যাদের লেখা হয়ে গেছে তাদের ফলাবর্তন ও নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- এরপর শিক্ষক ৪ নং অনুশীলনীর (চ-ঞ) পর্যন্ত প্রশ্নগুলো করাবেন।
- এবার শিক্ষক ৭ নং অনুশীলনী থেকে কান্তজির মন্দির, পাহাড়পুর ও শালবন বিহার সম্পর্কে নীরব পাঠ করতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কান্তজির মন্দির, পাহাড়পুর ও শালবন বিহার সম্পর্কে বলতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেওয়া হবে, ৮ নং অনুশীলনী অনুসারে আমার দেখা কুমারপাড়া অথবা আমার দেখা কোনো হস্তশিল্প বা হাতের কাজ সম্পর্কে লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক ক্লাস ঘুরে ঘুরে তাদের লেখা দেখবেন। যাদের লেখা হয়ে গেছে তাদের ফলাবর্তন ও নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়িতে পরবর্তী দিনের জন্য পুরো পাঠটি ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন অনুশীলনীর প্রশ্ন সহ।

পিরিয়ড : ১০ **পৃষ্ঠা:** ৩৪-৪০	**উপকরণ:** পাঠ্যবই। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন	**শিখনফল** **শোনা:** ৩.২.১ **বলা:** ১.৩.৩ **লেখা:** ৪.১.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- শিক্ষক পূর্বদিনের পাঠের পুনরালোচনা স্বরূপ কয়েকজনকে দিয়ে পাঠটি ধারাবাহিকভাবে পড়াবেন।
- এবার পাঠশিখির ৪ নম্বর অনুশীলনী থেকে ক থেকে ঞ প্রশ্নগুলো একের পর এক করে শিক্ষার্থীদের উত্তর নিজের ভাষায় বলতে বলবেন। তারপর পাঠশিখির ৪ নম্বর অনুশীলনীর ঝ প্রশ্নের উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক তাদের লেখা দেখবেন। যাদের লেখা হয়ে গেছে তাদের খাতা দেখে ফলাবর্তন দেবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করে আজকের পাঠ থেকে এক দল অন্য দলকে প্রশ্ন করা অন্য দলের উত্তর দেওয়া এবং একইভাবে বাকি দল প্রশ্ন তৈরি ও অন্য দল উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় দেবেন।
- তারপর দুই দলকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশনা দেওয়া হবে- "শখের মৃৎশিল্প" পাঠটির উপর এক দল প্রশ্ন করবে, আরেক দলকে তার উত্তর দিতে হবে। উত্তর দিতে পারলে স্কোর ৫। না পারলে পয়েন্ট পাবে না। এভাবে সমান সংখ্যক প্রশ্ন করা সুযোগ দেওয়া হবে। যে দল বেশি পয়েন্ট স্কোর পাবে তাদের জয়ী ঘোষণা করা হবে। এ রকম আনন্দদায়ক সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরমূলক কুইজের মাধ্যমে অধিবেশন শেষ হবে।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শেষ পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

শব্দদূষণ

সুকুমার বড়ুয়া

গরু ডাকে হাঁস ডাকে-ডাকে কবুতর
গাছে ডাকে শত পাখি সারা দিনভর।
মোরগের ডাক শুনি প্রতিদিন ভোরে
নিশিরাতে কুকুরের দল ডাকে জোরে।
দোয়েল চড়ুই মিলে কিচির মিচির
গান শুনি ঘুঘু আর টুনটুনিটির।

শহরের পাতি কাক ডাকে ঝাঁকে ঝাঁকে
ঘুম দেয়া মুশকিল হর্নের হাঁকে।
সিডি চলে, টিভি চলে, বাজে টেলিফোন
দরজায় বেল বাজে, কান পেতে শোন।
গলিপথে ফেরিঅলা হাঁকে আর হাঁটে
ছোটদের হইচই ইশকুল মাঠে।

পল্লির সেই সুরে ভরে যায় মন
শহুরে জীবন জ্বালা–শব্দদূষণ।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নিশিরাত   কিচির মিচির   ফেরিঅলা   শব্দদূষণ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ফেরিঅলা	নিশিরাত	শব্দদূষণ	কিচির মিচির

ক. .... চেঁচামেচি করো না, সবাই ঘুমুচ্ছে।

খ. ভোর বেলাতেই পাখির .... শুনতে শুনতে আমার ঘুম ভাঙে।

গ. .... হাঁক দিচ্ছে–থালাবাসন চাই?

ঘ. .... আমাদের শোনার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কবিতায় কোন কোন পশু ও পাখির কথা বলা হয়েছে?
খ. শহরে কী কারণে শব্দদূষণ হয়?
গ. কুকুরের ডাক আর পাখির ডাকের মধ্যে কোনটি তোমার ভালো লাগে? কেন?
ঘ. গ্রামের মানুষ কোন পাখির ডাক শুনে ঘুম থেকে ওঠেন?

৪. শহুরে জীবনের সাথে গ্রামের জীবনের তুলনা করি ও লিখি।

বিষয়বস্তু	শহুরে জীবন	গ্রামের জীবন
পরিবেশ		
শব্দ		
রাস্তাঘাট		
জীবনযাত্রা		
হাটবাজার		

৫. কথাগুলো বুঝে নিই।

পল্লির সেই সুরে ভরে যায় মন
শহুরে জীবন জ্বালা–শব্দদূষণ।

শহরে শান্তিতে বসবাস করা মুশকিল। কারণ হাজার রকমের শব্দ কান ঝালাপালা করে দেয়। গ্রামে শব্দ অনেক কম, তার ফলে মনের শান্তি বজায় থাকে।

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

সুকুমার বড়ুয়া

কবি-পরিচিতি

সুকুমার বড়ুয়া বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ছড়াকার। তিনি ১৯৩৮ সালের ৫ই জানুয়ারি চট্টগ্রামের রাউজান থানার বিনাজুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ : পাগলা ঘোড়া, ভিজে বেড়াল, চন্দনা রঞ্জনার ছড়া, এলোপাতাড়ি, নানা রঙের দিন, চিচিংফাঁক প্রভৃতি। তিনি শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেছেন।

শব্দ দূষণ
(পৃষ্ঠা ৪১–৪৩)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে পালন করবে।
২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব অনুধাবন করতে পারবে।	২.১.২ কবিতা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.২ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.৩ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।	২.২.১ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। ২.২.২ কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।
২.৭ বাংলাদেশের প্রাকতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে পারবে।	২.৭.২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসহ মত ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠে ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.২ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দযোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৩.২ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দযোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠ্যপুস্তকের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.১ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
২.২ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা দেখে দেখে সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.২.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে। ২.২.৪ সমমানের বইয়ের কবিতা সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।

২.৭ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ের বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।	২.৭.২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে। ১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠের ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.১ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা লিখতে পারবে।
২.৩ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপথন, বর্ণনা ইত্যাদির বিষয়ে পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে।	২.৩.১ পাঠ্যবইয়ের ছড়ার মূলভাব লিখতে পারবে।
২.৫ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ের বর্ণনা লিখতে ও প্রশ্নোত্তর লিখতে পারবে।	২.৫.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ের বর্ণনা লিখতে পারবে। ২.৫.২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

গ্রামের প্রকৃতি প্রতিনিয়ত অসংখ্য পাখির কলকাকলিতে মুখরিত থাকে। এই শব্দ মানুষের মনে প্রশান্তি নিয়ে আসে। অর্থাৎ গ্রামে শব্দ অনেক কম, তার ফলে মনের শান্তি বজায় থাকে। কিন্তু শহরে শান্তিতে বসবাস করা মুশকিল। কারণ হাজার রকমের শব্দ কান ঝালাপালা করে দেয়।

পাঠ বিভাজন : ৬

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা:** ৪১ গরু ডাকে... টুনটুনিটির	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ে দেওয়া ৪১ পৃষ্ঠার চিত্র, শব্দ দূষণের উপর ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা আবৃত্তি, শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি ও কবি-পরিচিতি জানা।	**শিখনফল** **বলা:** ২.১.১ **পড়া:** ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। পাঠদানের পরিবেশ ও পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মানসিক সংযোগ সৃষ্টি উদ্দেশ্যে শিক্ষক শুরুতে শিক্ষার্থীরা কে কে গ্রামে গিয়েছে জানতে চাইবেন। গ্রাম সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে পশুপাখির ডাক এবং কলকাকলীর কথা উঠে আসবে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জীবন অভিজ্ঞতায় গ্রামে বিভিন্ন পশুপাখির ডাক বিষয়ে তাদের বিভিন্ন স্মৃতি সম্পর্কে জানতে চাইবেন।
- এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায় দেওয়া কবি পরিচিতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।
- তারপর পাঠ্যবইয়ে দেওয়া ৪১ পৃষ্ঠার চিত্রটি শিক্ষার্থীদের দেখতে বলবেন।

- চিত্রটি দেখে শিক্ষার্থীদের কী মনে হচ্ছে তা মুক্তমনে স্বাধীনভাবে বলার জন্য জানতে চাইবেন। চিত্রটিতে একেকটি ছবি ধরে ধরে প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা করবেন। যেমন: এটা কিসের ছবি? পাখি কোথায় বেশি দেখা যায়। গ্রাম ও শহরের মধ্যে পাখির গান কোথায় বেশি শুনতে পাওয়া যায়? এ ধরনের ছবির ঘটনা কোথায় দেখা যায়? এখানে ছবির মধ্যে কোনটা শহরের আর কোনটা গ্রামের?
- এবারে শিক্ষক বলবেন, আমরা আজ যে পাঠটি পড়ব এখানে আমাদের দেশের গ্রামে শহরের তুলনায় কতটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করে তা দেখতে পাব।
- এরপর শিক্ষক ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে কবিতাটি আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে শিক্ষকের পড়ার মধ্যে শব্দ প্রক্ষেপণ, ছন্দ, স্বরভঙ্গি, উচ্চারণ ও গতি অনুসরণ করবে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই দিকগুলো অনুসরণ করে, শিক্ষককে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা এর উপরে কবিতা পাঠের শিখনফল অনেকটাই নির্ভরশীল।
- এবারে শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা সরবে কবিতাটি আবৃত্তি করবে।
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত কবিতাংশ আবৃত্তি করতে বলবেন।
- কবিতার নির্ধারিত শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করবেন ও বলতে বলবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ বাড়ি থেকে আবৃত্তির জন্য চর্চা করে আসতে এবং পাঠের ২ নম্বর অনুশীলনীতে দেওয়া শব্দের অর্থ বইয়ের শেষে 'শব্দের অর্থ জেনে নিই' থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা:** ৪১-৪২ গরু ডাকে... টুনটুনিটির	**উপকরণ:** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য তৈরি, যুক্তবর্ণশব্দ এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **বলা:** ২.২.১ **পড়া:** ১.৫.২ **লেখা:** ২.১.২, ১.৮.৩, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি গত দিনের পঠিত ও আলোচিত কবিতাংশ সম্পর্কে জানতে চাইবেন।
- গতদিনের পাঠ থেকে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের থেকে জানতে চাইবেন:
  - গ্রামের মানুষ কোন পাখির ডাক শুনে ঘুম থেকে ওঠে?
  - কুকুরে ডাক আর পাখির ডাকের মধ্যে কোনটি তোমার ভালো লাগে এবং কেন?
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো যাচাই করবেন।
  - গাড়ির হর্ন বা মাইকে জোরে জোরে শব্দ করা এবং পাখির ডাকের মধ্যে কোনটি তোমার ভালো লাগে এবং কেন?
- এবার শিক্ষক বলবেন, গতকাল আমরা যে কবিতাটি পড়েছি তা আবারও আবৃত্তি করি এসো। এরপর শিক্ষক ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা শুনবে ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে শিক্ষকের পড়ার মধ্যে শব্দ প্রক্ষেপণ, ছন্দ, স্বরভঙ্গি, উচ্চারণ ও গতি মনোযোগ সহকারে অনুসরণ করবে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই দিকগুলো অনুসরণ করে শিক্ষককে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
- এবারে শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা সরবে কবিতাটি আবৃত্তি করবে।
- এবার একজনকে ডেকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থী কবিতা আবৃত্তি করবে তার সঙ্গে ক্লাসের সবাই আবৃত্তি করবে। কয়েকবার আবৃত্তি হওয়ার পর থামাবেন।
- এবার শিক্ষক কবিতার প্রথম ছয় চরণ পড়ে ধাপে ধাপে মূলভাব আলোচনা করবেন। এ সময় বিশেষভাবে

'দোয়েল চড়ুই মিলে কিচির' এবং 'গান শুনি ঘুঘু আর টুনটুনিটির' এই দুই লাইনে কবি আসলে গ্রামের কোন ছবি তুলে ধরতে চেয়েছেন তা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করবেন।

- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক গত দিনের পাঠ থেকে নতুন শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। এতে ১ নম্বর অনুশীলনীর প্রথম দুটি শব্দ যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। বাছাইকৃত নতুন শব্দসমূহ দিয়ে শিক্ষার্থী কী বুঝতে পারছে তা শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। একাধিক শিক্ষার্থীর মতামত শুনবেন। তারপর বইয়ের শেষে 'শব্দের অর্থ জেনে নিই' থেকে পড়ে মিলাতে বলবেন। শব্দগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের একটি করে বাক্য তৈরি করতে বলবেন। কিছুটা সময় দেবেন বাক্য তৈরি করে খাতায় লিখতে। তারপর কয়েকজনের কাছ থেকে বাক্য শুনবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে শব্দসমূহের বাক্যে প্রয়োগ শেখাবেন।
- এরপর ৩ নম্বর অনুশীলনীর ঘ প্রশ্নটি শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন। বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে মুক্তভাবে প্রশ্নের উত্তর বলার সুযোগ দেবেন। শিক্ষক গতকাল ও আজকের পঠিত কবিতাংশের সম্পর্ক বুঝিয়ে দেবেন। কারণ এই অংশে 'গ্রামের মানুষ কোন পাখির ডাক শুনে ঘুম থেকে ওঠে' তা-ই বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং গতকাল ও আজকের পঠিত কবিতাংশের উপর আলোচনা করলে এ প্রশ্নের উত্তর তৈরি হয়ে যাবে, তা বুঝিয়ে শিক্ষক এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের ৩ নম্বর অনুশীলনীর ঘ প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষায় লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা:** ৪১-৪২ শহরের... শব্দদূষণ	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ে দেওয়া ৪১ পৃষ্ঠার চিত্র, শব্দদূষণের উপর ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা আবৃত্তি, শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি ও কবি-পরিচিতি জানা।	**শিখনফল** **বলা:** ২.১.১ **পড়া:** ১.৫.২ **লেখা:** ২.১.২, ১.৮.৩, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এবার শিক্ষক বলবেন, গতকালকে আলোচিত কবিতাংশের মূলভাব বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কাছে মুক্তভাবে শুনতে চাইবেন। দু-তিনজনের কাছ থেকে শুনবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- পরে আজকের পাঠের কবিতাংশের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তকের ৪১ নং পৃষ্ঠার ছবিটি দেখাবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের জানতে চাইবেন, শহরে সবচেয়ে বেশি কোন পাখিটি দেখা যায়? এবারে শিক্ষক বলবেন, আমরা আজ কবিতাটির যে অংশ পড়ব এখানেও কবি শহরে কেমন শব্দ বেশি শোনা যায় সে বিষয়ে ছন্দে ছন্দে বলেছেন। উপরের প্রক্রিয়া ছাড়াও শিক্ষক পাঠের জন্য প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি সৃষ্টি মাধ্যমে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীর মানসিক সংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম উপস্থাপন করতে পারেন।
- এরপর শিক্ষক কবিতা থেকে আজকের পাঠের অংশটি যথাযথ শব্দ প্রক্ষেপণ, ছন্দ, স্বরভঙ্গি, উচ্চারণ ও গতিসহ আবৃত্তি করবেন এবং শিক্ষার্থীরা তা অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে সামনে এনে তাদের দিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন। অন্য শিক্ষার্থীরা তা শুনবে এবং অনুসরণ করবে। এভাবে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন।
- এরপর শিক্ষক কবিতাটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কী অনুভূতি হয়েছে, নতুন কয়েকজন শিক্ষার্থী যারা এ বিষয়ে আগে বলেনি তাদের কাছে জানতে চাইবেন।

- এবার শিক্ষক ৩ নং অনুশীলনীর আলোকে পূর্বদিনের বাকি প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করে এর উপর আলোচনা করবেন। কবিতা দেখে পড়ে তার সঙ্গে মিলিয়ে নিজের মতামত যুক্ত করে এক একটি প্রশ্নের উত্তর একাধিক শিক্ষার্থীকে বলতে বলবেন। তারপর পরবর্তী প্রশ্নে যাবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজেও প্রশ্নের উপর আলোচনা করে উত্তরটা বুঝিয়ে দেবেন। তারপর প্রশ্নগুলোর উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে তাদের খাতা দেখে দেবেন। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে (নতুন যারা এখনও এককভাবে আবৃত্তি করেনি) কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের ৪ নম্বর অনুশীলনীর ক, খ এবং গ নং প্রশ্ন লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ **পৃষ্ঠা: ৪১-৪২** শহরের... শব্দদূষণ	**উপকরণ:** পাঠ্যবই। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা আবৃত্তি, পঠিত অংশের মূলভাব	**শিখনফল** **শোনা:** ২.১.২ **বলা:** ২.২.১, ৪.১.২ **লেখা:** ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- গতদিনের পাঠ থেকে শিক্ষক প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানতে চাইবেন:
  - শব্দদূষণ কবিতায় কোন কোন পশু ও পাখির কথা বলা হয়েছে? কবিতা দেখে বলো।
  - শহরে ঘুমোনোর অসুবিধা কেন?
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- তারপর শিক্ষক ১ নং অনুশীলনীর শব্দগুলো বোর্ডে লিখবেন। কবিতায় আর কোনো নতুন শব্দ থাকলে তা চিহ্নিত করে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। তাদের চিহ্নিত শব্দগুলোও বোর্ডে লিখবেন। শব্দসমূহ দিয়ে শিক্ষার্থী কী বুঝতে পারছে তা শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। একাধিক শিক্ষার্থীর মতামত শুনবেন। তারপর বইয়ের শেষে 'শব্দের অর্থ জেনে নিই' থেকে পড়ে মিলাতে বলবেন। শব্দগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের একটি করে বাক্য তৈরি করতে বলবেন। কিছুটা সময় দেবেন বাক্য তৈরি করে খাতায় লিখতে। তারপর কয়েকজনের কাছ থেকে বাক্য শুনবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে শব্দসমূহের বাক্যে প্রয়োগ শেখাবেন।
- এরপর ৪ নম্বর অনুশীলনীতে ছক অনুসারে খাতায় 'শহুরে জীবনের সঙ্গে গ্রামের জীবনের তুলনা করি ও লিখি' র কাজটি করতে বলবেন। শিক্ষক প্রয়োজনে বোর্ডে ছক করে বুঝিয়ে দেবেন। তারপর শিক্ষার্থীরা খাতায় ছক করে তা পূরণ করে লিখবে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে তাদের খাতা দেখে দেবেন। শিক্ষার্থীদের মতামত/ফলাবর্তন দেবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের ৫ ও ৬ নম্বর অনুশীলনী দেখে ও পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৫ **পৃষ্ঠা: ৪১-৪৩** অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ে দেওয়া ৪১ পৃষ্ঠার চিত্র, শব্দ দূষণের উপর ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা আবৃত্তি, শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি ও কবি-পরিচিতি জানা।	**শিখনফল** **বলা:** ২.১.১ **পড়া:** ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। শুরুতে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে পুরো কবিতাটি আবার আবৃত্তি করাবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থী সামনে এসে কবিতাটি পড়বে, তাদের সঙ্গে পুরো ক্লাসের শিক্ষার্থীরা সরবে পড়বে।
- তারপর পূর্ব দিনের পাঠের পরিকল্পিত কাজ হিসেবে শিক্ষক ৫ ও ৬ নম্বর অনুশীলনীর আলোকে প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় উত্তর দেবে।
- এরপর শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীটি খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে। শিক্ষক হেঁটে হেঁটে শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে তাদের খাতা দেখবেন। শিক্ষার্থীদের মতামত/ফলাবর্তন দেবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কবিতাটির শেষ দুই চরণ/পঙ্‌ক্তিতে কী বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে বলবেন। কয়েকজনের কাছে শুনবেন। তারপর ৫ নম্বর অনুশীলনীতে দেওয়া ব্যাখ্যার সঙ্গে মিলাতে নীরব পাঠ করতে বলবেন।
- এবার ৫ নম্বর অনুশীলনীর কাজ করাবেন। শিক্ষার্থীরা কাজ করবে। শিক্ষক দেখবেন। শিক্ষার্থীদের মতামত/ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে (নতুন যারা এখনও এককভাবে আবৃত্তি করেনি) কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ কবিতাটি ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৬ **পৃষ্ঠা:** ৪১-৪৩	**উপকরণ:** পাঠ্যবই। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.৬ **বলা:** ২.৫.৩, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২,২.৫.১, ৩.৩.৩ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১, ১৮.২, ২.৩.১, ৩.১.১, ৩.৩.১, ৩.৩.২ ৪.১.১ ,২.১.৫

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং শুরুতে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে কবিতাটি আবার ১/২ বার আবৃত্তি করবেন।
- তারপর পূর্বদিনের পাঠের পর্যালোচনা হিসেবে শিক্ষক ৩ নং অনুশীলনীর আলোকে একে একে সব প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করে এর উপর আলোচনা করবেন। এক একটি প্রশ্নের উত্তর একাধিক শিক্ষার্থীকে বলতে বলবেন। তারপর পরবর্তী প্রশ্নে যাবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজেও প্রশ্নের উপর আলোচনা করে উত্তরটা বুঝিয়ে দেবেন।
- তারপর প্রশ্নগুলো থেকে যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে তাদের খাতা দেখে দেবেন। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক ৫ নম্বর অনুশীলনীর উপর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে বলতে দেবেন।
- এবার শিক্ষক ৫ নম্বর অনুশীলনী থেকে কয়েকটি শব্দ বোর্ডে লিখবেন। এই শব্দগুলোর অর্থ শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। এরপর এই শব্দগুলো দিয়ে নতুন বাক্য তৈরি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সমবেতভাবে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা তাকে অনুসরণ করে কবিতাটি আবৃত্তি করবে। এভাবে কয়েকবার সমবেতভাবে কবিতাটি আবৃত্তি করবেন।
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে (নতুন যারা এখনও এককভাবে আবৃত্তি করেনি) কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা পুরো কবিতাটি আবার আবৃত্তি করেছি। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরগুলো আলোচনা করেছি এবং কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখেছি।

স্মরণীয় যাঁরা চিরদিন

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিন আমরা দেশকে পুরোপুরি শত্রুমুক্ত করে বিজয় অর্জন করি। এই বিজয়কে পাওয়ার আগে দেশবাসীকে করতে হয় এক মরণপণ মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন পাকিস্তানি শত্রুসেনাদের বিরুদ্ধে। দেশের অন্য সব সাধারণ মানুষ তাঁদের জুগিয়েছেন ভরসা ও সাহস। অপেক্ষা করেছেন শত্রুর হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার। সশস্ত্র যুদ্ধে আমাদের মুক্তিসেনারা প্রাণ দেন। আর দেশের ভিতরে অবরুদ্ধ জীবনযাপন করতে করতে প্রাণ দেন এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাঁরা ছিলেন নানা পেশার– কেউ ছাত্র, কেউ কৃষক, কেউ মজুর, কেউ পুলিশ, কেউ সৈনিক। আরও ছিলেন শিক্ষক, সাংবাদিক, সরকারি কর্মকর্তা ও নানা পেশার লোক। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশুর রক্তে ভেজা আমাদের স্বাধীনতা। তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা আজ মুক্ত স্বাধীন দেশে উন্নত শিরে জীবনযাপন করতে পারছি। আমরা কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে। সেই অসংখ্য মহান আত্মদানকারীদের কয়েকজনের কথা আমরা জেনে নিব।

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সেনারা গভীর রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকার নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের ওপর। আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, ব্যারাকে, আর নানা আবাসিক এলাকায়। নির্বিচারে হত্যা করে ঘুমন্ত মানুষকে। সেই হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে বিরামহীন। চালিয়ে যেতে থাকে পরবর্তী নয় মাস ধরে। পাশাপাশি তারা বিশেষ রকমের হত্যাকাণ্ড চালানোর পরিকল্পনাও করে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে একে একে হত্যা করে এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও বরেণ্য মানুষদের। পুরো দেশের নানা পেশার মেধাবী ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে তারা।

গোবিন্দচন্দ্র দেব

সেলিনা পারভীন

গিয়াসউদ্দিন আহমদ

হত্যা পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য পাকিস্তানিরা গড়ে তোলে রাজাকার, আলবদর ও আল শামস বাহিনী। পাষণ্ড কিছু লোকজন যোগ দেয় ওই সব বাহিনীতে। তারা পাকিস্তানি সেনাদের ওই হত্যা পরিকল্পনায় সহযোগিতা করে।

রণদাপ্রসাদ সাহা

মুনীর চৌধুরী

রাশীদুল হাসান

পঁচিশে মার্চের মধ্যরাতে শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্বী শিক্ষক এম. মুনিরুজ্জামান, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব। পাকিস্তানি সেনারা সেই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতেই শুধু আক্রমণ চালায় নি। হানা দেয় তারা শিক্ষকদের বাড়িতে বাড়িতেও। বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন এম. মুনিরুজ্জামান। প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে তিনি পবিত্র কোরান পড়া শুরু করেন। এই কোরান পাঠরত মানুষটিকেই টেনে হিঁচড়ে নিচে নামায় পাকিস্তানি সেনারা। একই বাড়ির নিচতলায় থাকতেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতিমান শিক্ষক। তাঁকেও শত্রুসেনারা টেনে হিঁচড়ে বের করে আনে। তারপর এই দুই শিক্ষককেই গুলি করে হত্যা করে। এ বাড়ির খুব কাছেই এক বাসায় থাকতেন অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব। দর্শনশাস্ত্রের যশস্বী শিক্ষক ছিলেন তিনি। মানুষ হিসেবে ছিলেন খুব সহজ সরল আর নিরহংকার। ওই একই রাতে তাঁকেও হত্যা করে তারা। হত্যা করে আরও কয়েকজন শিক্ষককে।

পঁচিশে মার্চ রাতে আক্রান্ত হয় সংবাদপত্র অফিসগুলোও। প্রধান সংবাদপত্রগুলোর অনেক অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয় তারা সেই রাতে। হত্যা করে বহু সাংবাদিককে। পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা দৈনিক 'সংবাদ' অফিসে আগুন দেয়। লেখক ও সাংবাদিক শহিদ সাবের সে রাতে ঐ অফিসেই ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় সংবাদ অফিসে পুড়ে মারা যান তিনি। শহিদ হন সেলিনা পারভীন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে প্রাণ দেন কবি-সাংবাদিক মেহেরুন্নেসা।

তারা হত্যা করে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেছিলেন। কুমিল্লার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে শত্রুসেনারা তাঁকে হত্যা করে। অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, দেশবাসীর স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আয়ুর্বেদীয় একটি প্রতিষ্ঠান সাধনা ঔষধালয়। ৮৪ বছর বয়স্ক এই মানুষটিও রেহাই পান নি পাকিস্তানি শত্রুদের হাত থেকে। তাঁকেও হত্যা করে পাকিস্তানি সেনারা।

এ দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন রণদাপ্রসাদ সাহা। দানশীলতার জন্য লোকে তাঁকে ডাকত 'দানবীর' বলে। হত্যা করা হয় তাঁকে। চট্টগ্রামের বিখ্যাত সমাজসেবক ছিলেন নতুনচন্দ্র সিংহ। শত্রুসেনারা তাঁকেও রেহাই দেয় নি।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা শহিদদের স্মরণ করে আমরা ফুল দিতে যাই শহিদ মিনারে। তখন আমাদের মনে আর মুখে বেজে ওঠে একটি গান- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'। এ গানে সুর দেন আলতাফ মাহমুদ। প্রতিভাবান এই সুরসাধকের প্রাণ কেড়ে নেয় পাকিস্তানি বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে তারা বুঝতে পারে যে, তাদের পরাজয় অবধারিত। তখন তারা এদেশকে আরও গভীরভাবে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়। তারা জানে এদেশের মনস্বী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সৃষ্টিশীল মানুষদের হত্যা করলে এদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। পাকিস্তানিরা আমাদের সেই অপূরণীয় ক্ষতি করার কাজ শুরু করে। রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সহায়তায় নতুন করে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর। বিভিন্ন আবাসস্থল থেকে তারা ধরে নিয়ে যায় দেশের শক্তিমান, যশস্বী ও প্রতিভাবানদের। তারা ধরে নিয়ে যায় অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও অধ্যাপক আনোয়ার পাশাকে। তাঁরা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তুলে নিয়ে যায় ইতিহাসের অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদকে। ইংরেজির অধ্যাপক রাশীদুল হাসানও বাদ পড়েন না।

শত্রুরা তুলে নিয়ে যায় প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সারকে। সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, নিজাম উদ্দীন আহমদ ও আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা, প্রখ্যাত চিকিৎসক ফজলে রাব্বী, আবদুল আলীম চৌধুরী, মোহাম্মদ মোর্তজাকেও একইভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ধরে নিয়ে যাওয়া হয় আরও বহু জনকে। এঁরা কেউই আর জীবিত ফিরে আসেন নি।

দেশ স্বাধীন হবার পরে এ সকল বুদ্ধিজীবীর অনেকের ক্ষত-বিক্ষত লাশ পাওয়া যায় মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে। আবার অনেকের কোনো সন্ধানও পাওয়া যায় নি।

শহীদুল্লা কায়সার

আনোয়ার পাশা

ফজলে রাব্বী

তাঁদের স্মরণে প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর আমরা পালন করি 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস'। এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন তাঁরা। তাঁদের প্রাণদান আমরা কখনো ব্যর্থ হতে দেব না। আমরা তাঁদের স্মরণ করব চিরদিন। দেশ ও মাতৃভাষার জন্য ত্যাগের মহান আদর্শ তাঁরা স্থাপন করে গেছেন। আমরা সেই আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের যোগ্য মানুষ রূপে গড়ে তুলব। তবেই তাঁদের ঋণ শোধ করা সম্ভব হবে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অবরুদ্ধ অবধারিত আত্মদানকারী নির্বিচারে বরেণ্য পাষণ্ড মনস্বী যশস্বী

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অবরুদ্ধ	অবধারিত	আত্মদানকারী	বরেণ্য	নির্বিচারে	যশস্বী	পাষণ্ড	মনস্বী

ক. তারা বুঝতে পারে যে, তাদের পরাজয় .... ।

খ. দেশের ভিতরে .... জীবনযাপন করতে করতে প্রাণ দেন এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ।

গ. পাকিস্তানিরা একে একে হত্যা করে এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও .... মানুষদের।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে শহিদরা মহান .... হিসাবে চিরস্মরণীয়।

ঙ. পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা .... হত্যা করে নিদ্রিত মানুষকে।

চ. অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের .... শিক্ষক।

ছ. .... কিছু লোকজন যোগ দেয় ওইসব বাহিনীতে।

জ. রাজাকার বাহিনী এদেশের অনেক .... চিন্তাবিদদের হত্যা করে।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশে কী করেছিল?
খ. রাজাকার আলবদর কারা? তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলি ও লিখি।
গ. কোন শহিদ বুদ্ধিজীবী প্রথম পাকিস্তানি গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান? তাঁর সম্পর্কে বলি ও লিখি।
ঘ. শহিদ সাবের কে ছিলেন? তিনি কীভাবে শহিদ হন?
ঙ. রণদাপ্রসাদ সাহাকে কেন দানবীর বলা হয়?
চ. দুজন শহিদ সাংবাদিকের নাম বলি ও তাঁরা কোথায় কীভাবে শহিদ হন সে সম্পর্কে লিখি।
ছ. আমরা কেন চিরদিন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করব?
জ. কোন দিনটিকে 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসাবে পালন করা হয়? কেন?
ঝ. আমরা কীভাবে শহিদদের ঋণ শোধ করতে পারি?

৪. বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

বরণ করার যোগ্য	মেধাবী
মেধা আছে এমন যে জন	নিরহংকার
অহংকার নেই যার	বরেণ্য
বিচার-বিবেচনা ছাড়া যা	অপূরণীয়
কোনোভাবেই পূরণ করা যায় না এমন	নির্বিচার

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. কোন তারিখে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?

১. ১৯৭১ সালের সাতাশে মার্চ
২. ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ
৩. ১৯৭১ সালের ঊনত্রিশে মার্চ
৪. ১৯৭১ সালের ছাব্বিশে মার্চ

খ. প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর পালন করা হয়–

১. 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে
২. 'মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে
৩. 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে
৪. 'বিজয় দিবস' হিসেবে

গ. দেশ স্বাধীন হবার পর বুদ্ধিজীবীদের ক্ষত–বিক্ষত লাশ পাওয়া যায় –

১. মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে
২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
৩. ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে
৪. সংবাদপত্র অফিসে

৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ঘুমন্ত	জাগ্রত	স্বাধীন	পরাধীন	সাধু	অসাধু	লোভী	নির্লোভ	সরল	গরল

ক. .... অবস্থায় সংবাদ অফিসে শহিদ হন সেলিনা পারভীন।

খ. দেশ .... হবার পরে অনেক বুদ্ধিজীবীর লাশ পাওয়া যায়।

গ. এদেশের কৃষক .... জীবনযাপন করে।

ঘ. বাংলাদেশে অনেক .... সন্ন্যাসী বাস করে।

ঙ. আলবদর বাহিনীর লোকেরা ছিল অসাধু ও ....।

৭. 'শহিদ বুদ্ধিজীবী' সম্পর্কে আমার অনুভূতি লিখি।

স্মরণীয় যাঁরা চিরদিন
(পৃষ্ঠা ৪৪–৪৯)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ,ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে পালন করবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে ঘটনা, মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে ও উপভোগ করতে পারবে।	২.২.১ গল্প শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.২.২ গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
৩.১ নাটকের সংলাপ ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.২ বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.৩ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথার মূল বিষয় ও ভাব বলতে পারবে।	২.৪.১ গল্পের মূল বিষয় বলতে পারবে। ২.৪.২ গল্পের মূলভাব বলতে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ বলতে পারবে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.৩ সহজ বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসহ মত ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.১ বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ করতে পারবে। ৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠপুস্তক ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.২ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৩.৩ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.৪ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠ্যপুস্তকের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৪.২ সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।

২.৪ গল্প ও রূপকথার পড়ে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.৪.১ গল্প পড়ে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.৪.২ গল্প পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে। ১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৮ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।	১.৮.১ পঠিত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।
২.৩ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপথন, বর্ণনা ইত্যাদির বিষয়ে পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে।	২.৩.৬ পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.১২ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।
৩.২ অভিমতসহ পরিচিত পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখতে পারবে।	৩.২.১ অভিমতসহ পরিচিত পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

স্বাধীনতার জন্য দেশের ভেতরে অবরুদ্ধ জীবনযাপন করতে প্রাণ দেন এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ। এই পাঠটিতে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাদের হাতে নির্মমভাবে নিহত শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করা হয়েছে। পাকিস্তানি শত্রুসেনারা এদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য গড়ে তোলে রাজাকার, আলবদর ও আল-শামস বাহিনী। অকাতরে যাঁরা স্বাধীনতার জন্য জীবন দান করেছেন, তাঁদের জন্যই আজ আমরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছি। তাঁদের জীবনের বিনিময়েই আমরা আজ মাথা উঁচু করে জীবনযাপন করতে পারছি। আমরা তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরদিন স্মরণ করব।

পাঠ বিভাজন : ৯

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা:** ৪৪ ১৯৭১ সালের... জেনে নেব	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি ও মুক্তিযুদ্ধের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন, যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখানো, কঠিন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য তৈরি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.৩.২, ৩.১.২ **বলা:** ১.১.১, ১.৩.৩, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- নির্ধারিত গদ্যপাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষক শুরুতেই শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের পাঠসংশ্লিষ্ট ও মুক্তিযুদ্ধের ছবি দেখিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার ও রাজাকার বাহিনী কর্তৃক হত্যা, লুণ্ঠন, নির্যাতন সম্পর্কে বলবেন। শিক্ষক প্রসঙ্গক্রমে মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যা প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন এবং আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন।
- তারপর শিক্ষক আজকের পাঠটি স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়বেন এবং শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শিক্ষকের পাঠ শুনবে ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করবে।
- এবার প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের এক একটি দল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা তার পড়া শুনবে এবং পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে ছোট দলে পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সুন্দর হয়, শিক্ষক সেই কাজে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণগুলো খুঁজে দেখতে বলবেন। তারপর বোর্ডে যুক্তবর্ণগুলো ভেঙ্গে দেখাবেন ও সেই শব্দগুলোর অর্থ বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অপরিচিত ও কঠিন শব্দগুলো খুঁজে দেখতে বলবেন। তারপর বোর্ডে শব্দগুলো লিখে সেই শব্দগুলোর অর্থ বলবেন।
- শিক্ষক পাঠটির বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠটির বর্ণনা বুঝতে পারছে কি না, জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন এবং বুঝতে না পারলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক শিখনফলের আলোকে ও আজকের আলোচিত বিষয়সমূহের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পড়া যাচাই করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকের পাঠের যুক্তবর্ণবিশিষ্ট শব্দসমূহ নির্বাচন করে যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখে আনতে বলবেন। যেমন: গুরুত্বপূর্ণ, শত্রুমুক্ত, মুক্তিযুদ্ধ, বিরুদ্ধে, অবরুদ্ধ।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা: ৪৪-৪৫** ১৯৭১ সালের... শিক্ষককে	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ্যাংশ থেকে সরব পঠন, যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখানো, কঠিন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য রচনা এবং পাঠ্যাংশ উপলব্ধি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৩, ২.৪.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং গত দিনের পাঠ থেকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষক আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন। এরপর শিক্ষক পরিকল্পিত কাজ দেখবেন।
- তারপর শিক্ষক আজকের পাঠটি স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়বেন এবং শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শিক্ষকের পাঠ শুনবে ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করবে। তারপর শিক্ষার্থীরা পাঠটি সরবে পড়বে।
- এবার প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের এক একটি দল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা তার পড়া শুনবে এবং পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ছোট দলের পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সঠিক হয়, শিক্ষক সেই কাজে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক পাঠটি বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠটি বর্ণনা বুঝতে পারছে কি না, জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন এবং বুঝতে না পারলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণগুলো খুঁজে দেখতে বলবেন এবং সেই শব্দগুলোর অর্থ বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক পাঠ থেকে যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দসমূহ চিহ্নিত করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।
- এবার শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণগুলোকে ভেঙে পড়তে বলবেন এবং খাতায় অথবা বোর্ডে লিখতে বলবেন।
- উল্লিখিত যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি বলতে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠ থেকে নতুন শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন।
- এবার শিক্ষক নিজে পোস্টার দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শব্দের অর্থ আলোচনা করবেন এবং শব্দসমূহ দিয়ে বাক্য তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- শিক্ষক ৩ নং অনুশীলনীর ক ও খ নং প্রশ্ন করাবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকে বিশেষভাবে শেখা কয়েকটি শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করে লিখে আনতে বলবেন। যেমন: আক্রমণ, ছাত্রাবাস, ঘুমন্ত, পরিকল্পনা।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা: ৪৪-৪৫** ১৯৭১ সালের... শিক্ষককে	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন এবং পাঠের বিষয়বস্তু উপলব্ধি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৩, ২.৪.১, ২.৪.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- তারপর শিক্ষক গত দিনের পাঠের বিষয়বস্তু জানতে চাইবেন এবং আজকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক

সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠের প্রতি কৌতূহলী করে তুলবেন। তারপর আজকের পাঠ ঘোষণ করবেন।

- এবার প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের এক একটি দল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা তার পড়া শুনবে এবং পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ছোট দলের পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সঠিক হয়, সে কাজে সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে সহায়তা করবেন। তারপর শিক্ষার্থীরা পাঠটি সরবে পড়বে।
- এবার কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে পড়তে বলবেন। অন্য শিক্ষার্থীদের তার পড়া অনুসরণ করতে বলবেন এবং যে শিক্ষার্থী পড়ছে তাকে গঠনমূলক ফলাবর্তন দিতে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠের বর্ণনা বুঝতে পারছে কি না, জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন এবং বুঝতে না পারলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন। এরপর পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৩ নং অনুশীলনীর ক ও খ নং প্রশ্ন দুটি বাড়ি থেকে আগামি ক্লাসে লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ **পৃষ্ঠা:** ৪৫-৪৬ পঁচিশে মার্চ রাতে... রেহাই দেয়নি	**উপকরণ:** পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন, পাঠের বিষয়বস্তু উপলব্ধি এবং অনুশীলনী।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৩, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.৩, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং শুরুতে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গত দিনের গদ্যাংশের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এরপর আজকের পাঠ-প্রাসঙ্গিক আলোচনা করবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠটি বিরামচিহ্ন দেখে, অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা শুনবে।
- তারপর শিক্ষার্থীদের এককভাবে নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন।
- এবার প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের এক একটি দল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা শুনবে এবং পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ছোট দলের পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সঠিক হয়, শিক্ষক সে কাজে সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে

শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। তারপর শিক্ষার্থীরা পাঠটি সরবে পড়বে।

- এবার শিক্ষক আজকের পাঠের নতুন ও জটিল শব্দগুলো বোর্ডে লিখবেন। শব্দগুলোর অর্থ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের ঐ শব্দগুলো দিয়ে মুখে মুখে বাক্য রচনা করে বলতে বলবেন। তারপর খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবে এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- সাধারণ ভুল করেছে এমন কতগুলো শব্দের বানান ও বাক্য গঠন নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষক ৩ নং অনুশীলনীর গ ও ঙ নং প্রশ্ন করাবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকে শেখা প্রতিটি নতুন শব্দ দিয়ে তিনটি করে নতুন বাক্য লিখে আনতে বলবেন। যেমন: আক্রান্ত, প্রতিষ্ঠা, দানশীলতা, সমাজসেবক।

পিরিয়ড : ৫ **পৃষ্ঠা: ৪৬** একুশে ফেব্রুয়ারিতে... বাদ পড়েন না	**উপকরণ:** পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি সংগ্রহ (সম্ভব হলে)। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** শব্দার্থ, বাক্য গঠন এবং পাঠের বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ **বলা:** ১.৩.৩, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা:** ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। তারপর শুরুতে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গত দিনের গল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক গত দিনের পরিকল্পিত কাজ দেখবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠটি একসঙ্গে বিরামচিহ্ন দেখে, অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়বেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের এককভাবে নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন।
- এবার প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের এক একটি দল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা তার পড়া শুনবে এবং পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ছোটদলের পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সঠিক হয়, শিক্ষক সেই কাজে সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। তারপর শিক্ষার্থীরা পাঠটি সরবে পড়বে।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠের নতুন ও জটিল শব্দগুলো বোর্ডে লিখবেন। শব্দগুলোর অর্থ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের ঐ শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে বলতে বলবেন। তারপর খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- সাধারণ ভুল করেছে এমন কতগুলো শব্দের বানান ও বাক্য গঠন নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর

নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকের পঠিত অংশটি পড়ে আসতে বলবেন। আগামীকাল যেন এ বিষয়ে যেকোনো প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারে।

পিরিয়ড : ৬ **পৃষ্ঠা:** ৪৬ একুশে ফেব্রুয়ারিতে... বাদ পড়েন না	**উপকরণ:** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠের বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা ও লিখন।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬ **বলা:** ১.৩.৩, ২.৪.১ **পড়া:** ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১ **লেখা:** ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। তারপর শিক্ষক আজ শিক্ষার্থীদের গত দিনের পাঠের ভাষাশিখন যেমন নতুন ও কঠিন শব্দ যা গত দিন শেখানো হয়েছে সেগুলো অনুশীলন করাবেন। যেমন, শিক্ষক আজকের পাঠের নতুন ও জটিল শব্দগুলো বোর্ডে লিখবেন। শব্দগুলোর অর্থ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের ঐ শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে বলতে বলবেন। তারপর খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবে এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- সাধারণ ভুল করেছে এমন কতগুলো শব্দের বানান ও বাক্য গঠন নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।
- তারপর পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী থেকে পাঠ-প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীদের বলতে ও লিখতে বলবেন।
- পাঠশিখি থেকে ৪ নং অনুশীলনীর চর্চা করাবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ৭ নম্বর অনুশীলনীর আলোকে 'শহিদ বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে আমার অনুভূতি' তথা শিক্ষার্থীদের অনুভূতি নিজের ভাষায় লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৭ **পৃষ্ঠা:** ৪৬-৪৯ শত্রুরা তুলে নিয়ে... করা সম্ভব হবে	**উপকরণ:** পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠের বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা, লিখন ও অনুশীলনী।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ **বলা:** ১.৩.৩, ২.৪.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা:** ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। তারপর আজকের পাঠের প্রাসঙ্গিক আলোচনা করবেন।
- এবার শিক্ষক পাঠটি বিরামচিহ্ন দেখে, অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা শুনবে।
- তারপর শিক্ষার্থীদের এককভাবে নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন।
- এবার প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের এক একটি দল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন

এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা তার পড়া শুনবে এবং পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।

- শিক্ষক ছোট দলে পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সঠিক হয়, শিক্ষক সে কাজে সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে সহায়তা করবেন। তারপর শিক্ষার্থীরা পাঠটি সরবে পড়বে।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠটি নতুন ও জটিল শব্দগুলো বোর্ডে লিখবেন। শব্দগুলোর অর্থ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের ঐ শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে বলতে বলবেন। তারপর খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবে এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- সাধারণ ভুল করেছে এমন কতগুলো শব্দের বানান ও বাক্য গঠন নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।
- এরপর ৩ নং অনুশীলনীর ঘ ও ছ নং প্রশ্ন করাবেন।
- তারপর গত দিনের ৭ নম্বর অনুশীলনীর আলোকে নিজের ভাষায় লিখে আনা 'শহিদ বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে আমার অনুভূতি' সম্পর্কিত লেখা কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শুনবেন ও ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- 'স্মরণীয় যাঁরা চিরদিন' পুরো পাঠটি বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৮ পৃষ্ঠা: ৪৬-৪৯ অনুশীলনী	**উপকরণ:** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনীর ভিত্তিতে পাঠের বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা, লিখন ও পদ বিষয়ে আলোচনা।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬ **বলা:** ১.৩.৩, ২.৪.১, ২.৪.২ **পড়া:** ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১ **লেখা:** ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক গত দিনে পঠিত পাঠ থেকে প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের উত্তর শুনবেন।
- তারপর তাদের শহিদ বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এবার ১ নং অনুশীলনীর শব্দগুলোর অর্থ বইয়ের শেষে দেওয়া 'শব্দের অর্থ জেনে নিই' থেকে শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো খুঁজে নিতে বলবেন। কয়েকজনকে বলতে বলবেন।
- এবার পাঠশিখির ২ নম্বর অনুশীলনীর কাজ করাবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়া দলে বসে পাঠশিখির ৩ নম্বর অনুশীলনীর প্রশ্নগুলোর উত্তর পাঠের ভিতর থেকে ও তাদের সঙ্গে গত কয় দিনের আলোচনা অনুসারে আলোচনা করতে বলবেন। কিছু সময় তারা আলোচনা চালিয়ে যাবে। শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন। তারপর একের পর এক করে ৩ নম্বর অনুশীলনীর প্রশ্নগুলো থেকে একটির উত্তর শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- এবার পাঠশিখির ৫ নম্বর অনুশীলনী থেকে বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উত্তরে টিক চিহ্ন দিতে বলবেন।
- পরে সবাইকে এক একটি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করবেন।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠশিখির ৬ নম্বর অনুশীলনীতে বিপরীত দেওয়া শব্দ চর্চা করাবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ গল্পটি অনুশীলনীসহ পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৯ **পৃষ্ঠা:** ৪৪-৪৯	**উপকরণ:** পাঠ্যবই। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.৬ **বলা:** ২.৫.৩, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৫.২,৩.৩.৩ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- শিক্ষক পূর্বদিনের পাঠের পুনরালোচনাস্বরূপ শিক্ষার্থীদের সমগ্র পাঠটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্য শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে শুনবে ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করবে। ধারাবাহিক পাঠে ধাপে ধাপে সব শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করাবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বে আলোচিত ৩ নং অনুশীলনীর প্রশ্নগুলোর উপর আলোচনা করবেন। প্রশ্নগুলো একের পর এক শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। তারপর পাঠশিখির ৩ নম্বর অনুশীলনীর আরেকটি প্রশ্নের একটি উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন। যাদের লেখা হয়ে গেছে তাদের খাতা দেখে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আজকের শেষ পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

স্বদেশ

আহসান হাবীব

এই যে নদী
নদীর জোয়ার
নৌকা সারে সারে,
একলা বসে আপন মনে
বসে নদীর ধারে–
এই ছবিটি চেনা।
মনের মধ্যে যখন খুশি
এই ছবিটি আঁকি,
এক পাশে তার জারুল গাছে
দুটি হলুদ পাখি–
এমনি পাওয়া এই ছবিটি
কড়িতে নয় কেনা।

মাঠের পরে মাঠ চলেছে
নেই যেন এর শেষ
নানা কাজের মানুষগুলো
আছে নানান বেশ।
মাঠের মানুষ যায় মাঠে আর
হাটের মানুষ হাটে।
দেখে দেখে একটি ছেলের
সারাটি দিন কাটে।

এই ছেলেটির মুখ
সারাদেশের সব ছেলেদের
মুখেতে টুকটুক।
কে তুমি ভাই,
প্রশ্ন করি যখন
'ভালোবাসার শিল্পী আমি'
বলবে হেসে তখন।

' এই যে ছবি এমন আঁকা
ছবির মতো দেশ,
দেশের মাটি দেশের মানুষ
নানা রকম বেশ,
বাড়ি বাগান পাখপাখালি
সব মিলে এক ছবি,
নেই তুলি নেই রঙ, তবুও
আঁকতে পারি সবই।'

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, অর্থাৎ এদেশে সবখানেই নদী দেখা যায়। 'স্বদেশ' কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। একটি ছেলে সেই ছবি দেখছে ও তার মনের ভিতরে ধরে রাখছে। নদীর জোয়ার, নদীর তীরে নৌকা বেঁধে রাখা, গাছে গাছে পাখির কলকাকলি – সবই ছেলেটির মনে নিজের দেশের জন্য মায়া-মমতা ও ভালোবাসার অনুভূতি জোগাচ্ছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কড়ি টুকটুক শিল্পী পাখপাখালি

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

টুকটুকে	শিল্পী	পাখপাখালির	কড়ি

ক. এদেশে আগে এখনকার মতো টাকাপয়সা ছিল না। লোকে কেনা-বেচা করত .... দিয়ে।

খ. মেলা থেকে বোনের জন্য .... একটা জামা কিনে আনব।

গ. জয়নুল আবেদিন ছিলেন একজন বড় মাপের চিত্র ....।

ঘ. বাংলাদেশের গাছে গাছে শোনা যায় .... কলকাকলি।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. গ্রাম বাংলার কোন ছবিটি আমাদের চেনা?

খ. কোন ছবিটি টাকা দিয়ে কেনা যায় না?

গ. স্বদেশ কবিতায় কী দেখে ছেলেটির দিন কেটে যায়?

ঘ. 'সব মিলে এক ছবি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

৫. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

ক. এমনি পাওয়া এই ছবিটি
কড়িতে নয় কেনা।

বাংলাদেশ চির সবুজের দেশ। সোনালি আঁশের দেশ। শস্য-শ্যামল বাংলাদেশের মাঠে মাঠে নানা ফসলের খেত। গাছে গাছে পাখি। এঁকেবেঁকে চলেছে অসংখ্য নদী। এর এক দিকে পাহাড় আর অন্য দিকে সাগর। সবকিছুতেই প্রকৃতির এক অপরূপ ছোঁয়া। শিল্পী রঙ-তুলি দিয়ে এ প্রকৃতিরই ছবি আঁকেন। কখনো কখনো তা বিক্রি হয়। অনেকে কিনে নেন। কিন্তু শান্ত-শ্যামল প্রকৃতির এই মন জুড়ানো ছবি টাকা-পয়সা দিয়ে কেনা যায় না।

খ. মাঠের পরে মাঠ চলেছে
নেই যেন এর শেষ।

সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। মাঠে মাঠে ফসলের খেত। বাতাস বয়ে যায় তার ওপর দিয়ে। মনে হয়, নদীর ঢেউ মাঠে ছড়িয়ে পড়েছে। অবারিত খোলা সবুজ মাঠ, মাঝে মাঝে গ্রাম, আবার মাঠ। গ্রাম মাঠের সাথে মিশে যায়। মনে হয় সবকিছু মাঠের উপাদান। মাঠের পর মাঠ চলে গেছে, কোথাও শেষ হচ্ছে না।

গ. এই যে ছবি এমন আঁকা
ছবির মতো দেশ,
দেশের মাটি দেশের মানুষ
নানা রকম বেশ,

নদী, নালা, পাহাড়, সমুদ্র সব মিলে এদেশ ছবির মতো। এদেশের প্রতিটি ঋতু বৈচিত্রময়। বিভিন্ন ধরনের মানুষের দেশ এটা। প্রকৃতি মাঝে মাঝে রঙ বদলায়। যেমন ছবিতে নানান রঙ ব্যবহার করা হয়। এদেশের মানুষজনও নানারকমের বেশভূষা পরেন। সব মিলেয়ে সুন্দর এদেশ।

৬. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. নদীর তীরে সারি সারি কী রাখা ছিল?

১. জেলেদের জাল   ২. গাছের গুঁড়ি

৩. খড়ের গাদা   ৪. নৌকা

খ. ছেলেটির সারাদিন কীভাবে কাটে ?

১. খেলাধুলা করে   ২. মাঠের মানুষ আর হাটের মানুষ দেখে

৩. পড়াশোনা করে   ৪. বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করে

গ. 'স্বদেশ' কবিতায় ছেলেটি কীভাবে তার ছবি আঁকে?

১. রঙ-তুলি দিয়ে   ২. পেনসিল দিয়ে

৩. নিজের মনের মধ্যে   ৪. মা বাবার সহযোগিতা নিয়ে

ঘ. 'স্বদেশ' কবিতায় কবি বাংলাদেশের কোন ছবিটি তুলে ধরেছেন?

১. বাংলাদেশের শহরের মানুষের ছবি

২. নদীর পাড়ের জেলেদের ছবি

৩. বাংলাদেশের পাহাড়ি মানুষের ছবি

৪. বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি

ঙ. 'এই ছেলেটির মুখ সারাদেশের সব ছেলেদের মুখেতে টুকটুক'– কথাটি কী অর্থে বোঝানো হয়েছে?

১. ছেলেটির মুখের রঙ

২. ছেলেটির মুখের গড়ন

৩. ছেলেটির মুখের প্রতিচ্ছবি

৪. ছেলেটির মুখের কথা

৭. শূন্যস্থান পূরণ করি।

‘ এই যে ছবি ....
................মতো দেশ,
.... দেশের মানুষ
নানা রকম বেশ,
বাড়ি বাগান ....
সব মিলে এক................
নেই .... নেই ....তবুও
আঁকতে পারি সবই।’

৮. ডান দিক থেকে কবিতায় ব্যবহৃত ঠিক কথাটি নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. একলা বসে আপন মনে বসে ....। পুকুর পাড়ে/গাছের তলে/ নদীর ধারে

খ. এমনি পাওয়া এই ছবিটি .... নয় কেনা। টাকায়/কড়িতে/ সোনায়

গ. এক পাশে তার জারুল গাছে দুটি ....। হলুদ পাখি/জারুল ফুল /শালিক পাখি

৯. কর্ম-অনুশীলন।

নিচের নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের দেশ সম্পর্কে একটি রচনা লিখি।

আমাদের দেশের নাম, দেশের সীমারেখা ও আয়তন, রাজধানী, বিভাগীয় শহর, প্রধান প্রধান নদনদী, জনসংখ্যা ও ভাষা, জাতীয় প্রতীকসমূহ (ফুল, ফল, মাছ, পশু, পাখি), প্রকৃতি ও পরিবেশ।

আহসান হাবীব

কবি-পরিচিতি

কবি আহসান হাবীব ২রা জানুয়ারি ১৯১৭ সালে পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু-কিশোরদের জন্য তিনি প্রচুর ছড়া ও কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতার ছন্দ ও শব্দ সহজেই মন কাড়ে। তিনি ছিলেন পেশায় সাংবাদিক। তিনি দীর্ঘদিন নানা পত্রিকার সাহিত্যের পাতার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ ও ‘ছুটির দিন দুপুরে’ তাঁর শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ। ১০ই জুলাই ১৯৮৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

স্বদেশ
(পৃষ্ঠা ৫০–৫৫)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে পালন করবে।
২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব অনুধাবন করতে পারবে।	২.১.২ কবিতা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশ দিতে পারবে। ১.৩.৩ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।	২.২.১ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। ২.২.২ কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ বলতে পারবে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.৩ সহজ বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
২.৭ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে পারবে।	২.৭.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবে। ২.৭.২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৩.২ আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে মৌখিক আদব-কায়দাসহ কথা বলতে পারবে।	৩.২.১ সম্মান ও সৌজন্য প্রকাশ করে কথা বলতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসহ মত ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.১ বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ করতে পারবে। ৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠ্যপুস্তকে ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.২ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠ্যপুস্তকের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.১ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।

২.২ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা দেখে দেখে সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.২.১ পাঠ্যবইয়ের ছড়া সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে। ২.২.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।
২.৭ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ের বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।	২.৭.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বর্ণনা পড়তে পারবে। ২.৭.২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে। ১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.১ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা লিখতে পারবে।
২.৩ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদির বিষয়ে পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে।	২.৩.১ পাঠ্যবইয়ের ছড়ার মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতার মূলভাব লিখতে পারবে।
২.৫ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ের বর্ণনা লিখতে ও প্রশ্নোত্তর লিখতে পারবে।	২.৫.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ের বর্ণনা লিখতে পারবে। ২.৫.২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর লিখতে পারবে।
৩.৩ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে।	৩.৩.১ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, অর্থাৎ এদেশে সবখানেই নদী দেখা যায়। 'স্বদেশ' কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। একটি ছেলে সেই ছবি দেখছে ও তার মনের ভিতরে ধরে রাখছে। নদীর জোয়ার, নদীর তীরে নৌকা বেঁধে রাখা, গাছে গাছে পাখির কলকাকলি - সবই ছেলেটির মনে নিজের দেশের জন্য মায়া-মমতা ও ভালোবাসার অনুভূতি জোগাচ্ছে।

পাঠ বিভাজন : ৬

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা:** ৫০ এই যে নদী... দিন কাটে	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ে দেওয়া ৫০ পৃষ্ঠার চিত্র। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা আবৃত্তি, শব্দের অর্থ ও কবি-পরিচিতি জানা।	**শিখনফল** পড়া: ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। পাঠদানের পরিবেশ ও পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মানসিক সংযোগ সৃষ্টি উদ্দেশ্যে পাঠ্যবইয়ে দেওয়া ৫০ পৃষ্ঠার চিত্রটি শিক্ষার্থীদের দেখতে বলবেন।
- চিত্রটি দেখে শিক্ষার্থীদের কী মনে হচ্ছে তা স্বাধীনভাবে বলার জন্য জানতে চাইবেন। চিত্রটিতে একেকটি ছবি ধরে ধরে প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনা করবেন। শিক্ষক প্রসঙ্গক্রমে দেশের চোখ জুড়ানো সৌন্দর্যের বিষয়টি উত্থাপন করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জীবন-অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন এলাকার সৌন্দর্যবিষয়ক তাদের বিভিন্ন স্মৃতি সম্পর্কে জানতে চাইবেন। এবারে শিক্ষক বলবেন- আজ আমরা যে পাঠটি পড়ব এখানে আমাদের নদীমাতৃক দেশের দৃশ্য কেমন তা লক্ষ করব।
- এ সময় শিক্ষক কবি পরিচিতি আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষক ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে শুনবে ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে শিক্ষকের পড়ার মধ্যে শব্দ প্রক্ষেপণ, ছন্দ, স্বরভঙ্গি, উচ্চারণ ও গতি অনুসরণ করবে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই দিকগুলো অনুসরণ করে, শিক্ষককে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
- এবারে শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা সরবে কবিতাটি আবৃত্তি করবে।
- শিক্ষক এরপর কয়েকটি দলে ভাগ করবেন (বেঞ্চ অনুযায়ী)। তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত অংশটি আবৃত্তি করতে বলবেন। দলের অন্যরা তার পড়া শুনবে। পড়ার সময় সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে তারা পড়া অনুসরণ করবে। এভাবে কয়েকজন শিক্ষার্থী পড়বে ও দলের অন্যের একইভাবে পড়া শুনবে এবং পাঠের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে তারা পড়া অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ছোট দলের কবিতা আবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে উচ্চারণে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত কবিতাংশ আবৃত্তি করতে বলবেন।
- কবিতার নির্ধারিত শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করবেন ও বলতে বলবেন।
- সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষার্থীদের কবিতাংশটি লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ২ পৃষ্ঠা: ৫০ এই যে নদী... দিন কাটে	**উপকরণ:** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য রচনা, যুক্তবর্ণশব্দ এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **বলা:** ২.২.১ **পড়া:** ১.৫.২ **লেখা:** ২.১.২, ২.২.১, ১.৪.৩, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং আজকের পাঠের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে গত দিনের পঠিত ও আলোচিত কবিতাংশ সম্পর্কে জানতে চাইবেন। এজন্য গত দিনের পাঠ থেকে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানতে চাইবেন:
  - গ্রামের মানুষ কোন পাখির ডাক শুনে ঘুম থেকে ওঠে?
  - কুকুরের ডাক আর পাখির ডাকের মধ্যে কোনটি তোমার ভালো লাগে এবং কেন?
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজটি দেখবেন।
- গাড়ির হর্ন বা মাইকে জোরে জোরে শব্দ করা এবং পাখির ডাকের মধ্যে কোনটি তোমার ভালো লাগে এবং কেন?
- এবার শিক্ষক বলবেন, গতকাল আমরা যে কবিতাটি পড়েছি তা আবারও আবৃত্তি করি এসো। এরপর শিক্ষক ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে

শুনবে ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙুল দিয়ে শিক্ষকের পড়ার মধ্যে শব্দ প্রক্ষেপণ, ছন্দ, স্বরভঙ্গি, উচ্চারণ ও গতি মনোযোগ সহকারে অনুসরণ করবে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই দিকগুলো অনুসরণ করে শিক্ষককে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

- এবারে শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা সরবে কবিতাটি আবৃত্তি করবে।
- তারপর তার সঙ্গে একজনকে ডেকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীটি কবিতা আবৃত্তি করবে সঙ্গে ক্লাসের সবাই আবৃত্তি করবে। কয়েকবার আবৃত্তি হওয়ার পর থামাবেন।
- এবার শিক্ষক কবিতার আজকের অংশ পড়ে ধাপে ধাপে মূলভাব আলোচনা করবেন। এ সময় বিশেষভাবে "এমনি পাওয়া এই ছবিটি কড়িতে নয় কেনা" এবং "মাঠের পরে মাঠ চলেছে নেই যেন এর শেষ" এই দুই লাইনে কবি আসলে গ্রামের কোন ছবি তুলে ধরতে চেয়েছেন তা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের সহায়তায় গত দিনের পাঠ থেকে নতুন শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। এতে ২ নম্বর অনুশীলনীর শব্দগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবেন। বাছাইকৃত নতুন শব্দসমূহ দিয়ে শিক্ষার্থী কী বুঝতে পারছে তা শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। একাধিক শিক্ষার্থীর মতামত শুনবেন। তারপর বইয়ের শেষে 'শব্দের অর্থ জেনে নিই' থেকে পড়ে মিলাতে বলবেন। শব্দগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের একটি করে বাক্য তৈরি করতে বলবেন। কিছুটা সময় দেবেন বাক্য তৈরি করে খাতায় লিখতে। তারপর কয়েকজনের কাছ থেকে বাক্য শুনবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে শব্দসমূহের বাক্যে প্রয়োগ শেখাবেন।
- এরপর ৪ নম্বর অনুশীলনীর ক, খ ও গ প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন। বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে মুক্তভাবে প্রশ্নের উত্তর বলার সুযোগ দেবেন। পঠিত কবিতাংশের সঙ্গে মিলিয়ে আলোচনার মাধ্যমে একেকটি প্রশ্নের উত্তর বুঝিয়ে দিয়ে শিক্ষক প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে সহায়তা করবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- বইয়ের শেষে 'শব্দের অর্থ জেনে নিই' থেকে নতুন শব্দ ও ২ নম্বর অনুশীলনীতে দেওয়া শব্দের অর্থ পড়ে আসতে বলবেন।
- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের ৪ নম্বর অনুশীলনীর গ প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষায় লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা: ৫০-৫৫** এই ছেলেটির... পারি সবই	**উপকরণ:** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, পঠিত অংশের মূলভাব এবং অনুশীলনী।	**শিখনফল** **বলা:** ২.২.১ **পড়া:** ১.৫.২ **লেখা:** ২.১.২, ২.২.১, ১.৪.৩, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং গতকালকে আলোচিত কবিতাংশের মূলভাব বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনতে চাইবেন। দু-তিনজনের কাছ থেকে শুনবেন। এরপর গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠের কবিতাংশের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তকের ৫১ নং পৃষ্ঠার ছবিটি দেখাবেন এবং জানতে চাইবেন ছবি আঁকতে কার কার ভালো লাগে এবং কে কে ছবি আঁকে?
- এবার বলবেন, আমরা আজ এই কবিতার যে অংশ পড়ব এখানেও কবি ছবি আঁকার কথা বলেছেন, কিন্তু সেই ছবি আঁকার জন্য আমাদের রঙ-তুলির দরকার নেই, মনে মনে আঁকতে পারি।
- উপরের প্রক্রিয়া ছাড়াও শিক্ষক পাঠের জন্য প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীর মানসিক সংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম উপস্থাপন করতে পারেন।

- এরপর শিক্ষক কবিতা থেকে আজকের পাঠের অংশটি যথাযথ শব্দ প্রক্ষেপণ, ছন্দ, স্বরভঙ্গি, উচ্চারণ ও গতিসহ আবৃত্তি করবেন এবং শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে তা অনুসরণ করবে।
- এবার কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে সামনে এনে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন। অন্যরা শুনবে এবং অনুসরণ করবে। এভাবে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন।
- এবার শিক্ষক কবিতার আজকের অংশ পড়ে ধাপে ধাপে মূলভাব আলোচনা করবেন। এসময় বিশেষভাবে "এই ছেলেটির মুখ সারাদেশের সব ছেলেদের মুখেতে টুকটুক।" কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "ছেলেটি" ও "ভালোবাসার শিল্পী আমি" কে তা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেবেন। তারপর পরবর্তী কবিতার পঙ্‌ক্তি "এই যে ছবি এমন আঁকা ছবির মতো দেশ, দেশের মাটি দেশের মানুষ নানা রকম বেশ," দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন। তারপর ৫ নম্বর অনুশীলনীর গ শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় পড়তে বলবেন। একজন একটি পঙ্‌ক্তি পড়বে অন্যজন শুনবে ও বুঝতে সহায়তা করবে। তারপর ধাপে ধাপে পরের চরণ/পঙ্‌ক্তিসমূহেরও ব্যাখ্যা করে বিশ্লেষণমূলক পাঠ শেষ করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক পঠিত অংশ থেকে নতুন শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। এতে ২ নম্বর অনুশীলনীর শব্দগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবেন। বাছাইকৃত নতুন শব্দসমূহ দিয়ে শিক্ষার্থী কী বুঝতে পারছে তা বলতে বলবেন। একাধিক শিক্ষার্থীর মতামত শুনবেন। তারপর বইয়ের শেষে 'শব্দের অর্থ জেনে নিই' থেকে পড়ে মিলাতে বলবেন। শব্দগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের একটি করে বাক্য তৈরি করতে বলবেন। কিছুটা সময় দেবেন বাক্য তৈরি করে খাতায় লিখতে। তারপর কয়েকজনের কাছ থেকে বাক্য শুনবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে শব্দসমূহের বাক্যে প্রয়োগ শেখাবেন।
- এবার শিক্ষক পুরো কবিতাটি দেখে পড়ে শিক্ষার্থীদের ৬ নং অনুশীলনীর 'ঠিক উত্তরটিকে টিক চিহ্ন' দিতে বলবেন। এজন্য কিছু সময় নির্ধারিত করে দেবেন। নির্ধারিত সময়ের পর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ঠিক উত্তরগুলো মিলিয়ে নেবেন। শুধু মিলানো নয় আলোচনাও করবেন যাতে কবিতার সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা তৈরি হয়।
- সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আগামী ক্লাসে বাড়ি থেকে পাঠের ৪ নং অনুশীলনীর ক নং প্রশ্ন লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ **পৃষ্ঠা:** ৫০-৫৫ এই ছেলেটির... পারি সবই	**উপকরণ:** পাঠ্যবই। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা আবৃত্তি, পঠিত অংশের মূলভাব এবং অনুশীলনী।	**শিখনফল** **শোনা:** ২.১.২ **বলা:** ২.২.১, ৪.১.২ **লেখা:** ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে গত দিনে পঠিত কবিতাংশ থেকে জানতে চাইবেন:

  "সব মিলে এক ছবি" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? কবিতা দেখে পড়ে বলো।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষর্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এবার শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর শব্দগুলো বোর্ডে লিখবেন। কবিতায় আর কোনো নতুন শব্দ থাকলে তা চিহ্নিত করে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। তাদের চিহ্নিত শব্দগুলোও বোর্ডে লিখবেন। শব্দসমূহ দিয়ে শিক্ষার্থী কী বুঝতে পারছে তা বলতে বলবেন। একাধিক শিক্ষার্থীর মতামত শুনবেন। তারপর বইয়ের শেষে 'শব্দের অর্থ জেনে নিই' থেকে পড়ে মিলাতে বলবেন। শব্দগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের একটি করে বাক্য তৈরি করতে বলবেন। কিছুটা সময় দেবেন বাক্য তৈরি করে খাতায় লিখতে। তারপর কয়েকজনের কাছ থেকে বাক্য শুনবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে শব্দসমূহের বাক্যে প্রয়োগ শেখাবেন।

- এরপর শিক্ষক ৩ ও ৭ নম্বর অনুশীলনী করাবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের ৪ ও ৫ নম্বর অনুশীলনী দেখে ও পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৫ **পৃষ্ঠা:** ৫২-৫৫ অনুশীলনী	**উপকরণ:** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া ও অনুশীলনী।	**শিখনফল** **শোনা:** ২.২.৪ **লেখা:** ২.১.২, ২.১.৫

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। শুরুতে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে পুরো কবিতাটি আবার আবৃত্তি করাবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থী সামনে এসে কবিতাটি পড়বে, তাদের সঙ্গে পুরো ক্লাসের শিক্ষার্থীরা সরবে পড়বে।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষর্থীদের দেওয়া গতদিনের পরিকল্পিত কাজগুলো জিজ্ঞেস করবেন।
- এবার পূর্ব দিনের পাঠের পর্যালোচনা হিসেবে শিক্ষক ৪ নম্বর অনুশীলনীর আলোকে প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় উত্তর দেবে।
- এরপর শিক্ষক ৫ নং অনুশীলনী অনুসারে পংক্তিগুলো ব্যাখ্যা করতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক ৮ নম্বর অনুশীলনীর কাজ করাবেন।
- এবার শিক্ষক ৯ নং অনুশীলনী অনুসারে রচনা লেখাবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আগামী ক্লাসে বাড়িতে পুরো কবিতা পড়ে ও অনুশীলনী দেখে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৬ **পৃষ্ঠা:** ৫০-৫৫	**উপকরণ:** পাঠ্যবই। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন।	**শিখনফল** **বলা:** ২.৫.৩, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৫.২ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১, ২.৩.১, ৩.১.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং শুরুতে আজকের পাঠের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে কবিতাটি আবার ১/২ বার আবৃত্তি করবেন।
- তারপর পূর্ব দিনের পাঠের পর্যালোচনা হিসেবে শিক্ষক ৪ নং অনুশীলনীর আলোকে একে একে সব প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করে এর উপর আলোচনা করবেন। এক একটি প্রশ্নের উত্তর একাধিক শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে উত্তর বলতে বলবেন। তারপর পরবর্তী প্রশ্নে যাবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজেও প্রশ্নের উপর আলোচনা করে উত্তরটা বুঝিয়ে দেবেন।
- এবার ৪ নং অনুশীলনীর প্রশ্নগুলো থেকে যেকোনো এক/দুটি প্রশ্নের উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে তাদের খাতা দেখে দেবেন। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক ৫ নম্বর অনুশীলনীর উপর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে বলতে দেবেন।

- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সমবেতভাবে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা তাকে অনুসরণ করে কবিতাটি আবৃত্তি করবে। এভাবে কয়েকবার সমবেতভাবে কবিতাটি আবৃত্তি করবেন।
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে (নতুন যারা এখনও এককভাবে আবৃত্তি করেনি) কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শেষ পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা পুরো কবিতাটি আবার আবৃত্তি করেছি। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো আলোচনা করেছি এবং কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখেছি।

কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা

অনেক দিন আগের কথা। এক দেশে ছিল এক রাজা। রাজার একটাই পুত্র। রাজপুত্রের সঙ্গে সেই রাজ্যের রাখাল ছেলের খুব ভাব। দুই বন্ধু পরস্পরকে খুব ভালোবাসে। রাখাল মাঠে গরু চরায়, রাজপুত্র গাছতলায় বসে তার জন্য অপেক্ষা করে। নিঝুম দুপুরে রাখাল বাঁশি বাজায়। রাজপুত্র তার বন্ধু রাখালের গলা জড়িয়ে বসে সেই সুর শোনে। বন্ধুর জন্য বাঁশি বাজিয়ে রাখাল বড় সুখ পায়। আর, তা শুনে রাজপুত্রের মন খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে। রাজপুত্র বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করে, বড় হয়ে রাজা হলে রাখালকে তার মন্ত্রী বানাবে।

তারপর একদিন রাজপুত্র রাজা হয়। লোকলস্কর, সৈন্যসামন্তে গমগম করে তার রাজপুরি। রাজপুরি আলো করে থাকে রানি কাঞ্চনমালা। চারদিকে সুখ। এত সুখের মধ্যে রাখালবন্ধুর কথা মনে পড়ে না। রাজপুত্র বন্ধুকে ভুলে যায়।

এদিকে, রাখালবন্ধুর কিন্তু খুব মনে পড়ে বন্ধু রাজপুত্রের কথা। শেষে সে একদিন চলেই আসে বন্ধুকে একটুখানি দেখার জন্য। কিন্তু রাজপ্রাসাদের রক্ষীরা অমন গরিব রাখালকে ভিতরে ঢুকতে দেয় না। মনভরা কষ্ট নিয়ে সারাদিন প্রাসাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সে। রাজার দেখা মেলে না। দিনশেষে মনের কষ্ট নিয়ে দুঃখী রাখাল চলে যায়, কেউ তা জানে না।

এক রাতে রাজা ঘুমাতে যান। কিন্তু ভোরবেলা যখন তার ঘুম ভাঙে, তখনই দেখা যায় কী সর্বনাশ ঘটেছে! রাজা দেখেন যে তার শরীরে গেঁথে আছে অগুনতি সুচ। রাজা কথা বলতে পারেন না, শুতে পারেন না, খেতেও পারেন না। রাজ্যজুড়ে কান্নাকাটির রোল পড়ে যায়। রাজা বোঝেন – প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের সেই অপরাধেই আজকে তার এই দশা। রানি কাঞ্চনমালা চোখের জল মুছতে মুছতে রাজ্য দেখাশোনা শুরু করেন।

কাঞ্চনমালা একদিন নদীর ঘাটে স্নান করতে যান। কোথা থেকে জানি একটা মেয়ে এলো। এসে তাকে বলে, রানির যদি দাসীর দরকার হয়, তো সে দাসী হবে। রাজার শরীর থেকে সুচ খোলার জন্য একজনের দরকার ছিল রানি কাঞ্চনমালার। মেয়েটাকে সেই কাজের জন্য নিয়ে নেন রানি। নদীর ঘাটে গেছেন রানি, সঙ্গে কী করে থাকে টাকাকড়ি! তখন হাতের সোনার কাঁকন দিয়েই রানিকে কিনতে হয় ওই দাসী। তাই তার নাম কাঁকনমালা।

গায়ের গয়নাগুলো কাঁকনমালার কাছে রেখে নদীতে ডুব দিতে যান রানি। চোখের পলকে কাঁকনমালা রানির সব গয়না আর শাড়ি পরে নেয়। রানি ডুব দিয়ে উঠে দেখেন দাসী হয়ে গেছে রানি, আর রানি কাঞ্চনমালা হয়ে গেছেন দাসী।

নকল রানি কাঁকনমালার ভয়ে কাঁপতে থাকে কাঞ্চনমালা। কাঁপতে থাকে রাজপুরীর সকলে। সকলে ভাবতে থাকে, তাদের রানি তো আগে এমন ছিল না।

সুচবিঁধা রাজা জানতেই পারেন না, তার রাজ্যে আরেক কী ঘোর ঝামেলা এসে গেছে। দুখিনী কাঞ্চনমালা রাজবাড়ির সকল কাজকর্ম করেন। চোখের জল ফেলেন।

হাতে কাঞ্চনমালার একটুও ফুরসত থাকে না। কীভাবে সুচরাজার যত্ন করবে! কীভাবে তার পাশে দু-দণ্ড বসবে! নকল রানি রাজার দিকে ফিরেও তাকায় না। রাজার কষ্টের সীমা থাকে না। সুচবিঁধা শরীর ব্যথায় টনটন করে, চিনচিন করে জ্বলতে থাকে। গায়ে মাছি এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে। কে তাকে বাতাস করে, কে তাকে দেখে!

একদিন নকল রানি কাঞ্চনমালাকে একগাদা কাপড় ধুতে পাঠায় নদীর ঘাটে। মাথায় কাপড়ের বোঝা নিয়ে কাঞ্চনমালা এক পা এগোন এক পা থামেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যেতে থাকে। এমন সময় কাঞ্চনমালা শোনেন, বনের পাশের গাছতলা থেকে কেমন এক অদ্ভুত মন্ত্র। কে জানি বলেই যাচ্ছে:

পাই এক হাজার সুচ
তবে খাই তরমুজ!
সুচ পেতাম পাঁচ হাজার
তবে যেতাম হাট বাজার!
যদি পাই লাখ
তবে দেই রাজ্যপাট!

মাথার বোঝা নামিয়ে কাঞ্চনমালা যান ছুটে তার কাছে। বলেন, লাখ লাখ সুচ চাও তো? আমি দিতে পারি। এ কথা শুনে সেই মানুষ ঝটপট তার সুতার পুঁটলি তুলে নিয়ে কাঞ্চনমালার সাথে হাঁটা ধরে। যেতে যেতে পথে কাঞ্চনমালা চোখের জল ফেলতে ফেলতে দুঃখের সব কথা বলে। অচেনা মানুষ শোনে, মুখ থমথমে হয়ে যেতে থাকে তার।

রাজপুরীতে গিয়ে ওই অচিন মানুষ সুচ নেবার কথাটাও বলে না। বলতে থাকে অন্য কথা। বলে, আজকের দিন বড় শুভ দিন। আজ হচ্ছে পিটকুড়ুলির ব্রত, আজকের দিনে রানিদের পিঠা বিলাতে হয়– এমনই নিয়ম। নকল রানি পিঠা বানাতে যায়। সে কাঞ্চনমালাকেও পিঠা বানাতে ফরমাস দেয়। নকল রানি বানায় পিঠা। সে পিঠা কেউ মুখেও তুলতে পারে না, এমনই বিস্বাদ! দুখিনী কাঞ্চনমালা বানান চন্দ্রপুলি, মোহনবাঁশী, ক্ষীর মুরলি পিঠা। মুখে দেওয়া মাত্র সকলের মন ভরে যায়। এমনই স্বাদ তার। নকল রানি উঠানে আল্পনা দিতে যায়। কোথায় নকশা কোথায় কী– এখানে এক খাবলা রং লেপে দেওয়া, ওখানে এক খাবলা লেপা। দেখতে যে কী অসুন্দর দেখায়! আর কাঞ্চনমালা আঁকেন পদ্মলতা। তার পাশে আঁকেন সোনার সাত কলস, ধানের ছড়া, ময়ূর-পুতুল। লোকে তখন বুঝতে পারে কে আসল রানি, আর কে দাসী।

তখন সেই অচেনা মানুষটা কাঁকনমালাকে ডাক দেয়, বলে–হাতের কাঁকনে কেনা দাসী, জলদি সত্যি কথা বল। কাঁকনমালার সেকি রাগ। সে গর্জে উঠে জল্লাদকে হুকুম দেয়, অচেনা মানুষ আর কাঞ্চনমালার গর্দান নিতে। জল্লাদ ওদের ধরতে আসার আগেই অচেনা মানুষ তার সুতার পুঁটলিকে হুকুম দেয়। এক গোছা সুতা গিয়ে জল্লাদকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। নকল রানি আবার গর্জে ওঠার আগেই অচিন মানুষ নতুন মন্ত্র পড়া ধরে:

সূতন সূতন সরুলি, কোন দেশে ঘর
সুচ রাজার সুচ গিয়ে আপনি পর।

সঙ্গে সঙ্গে লাখ লাখ সুতা রাজার গায়ের লাখ লাখ সুচে ঢুকে যায়। আবার মন্ত্র পড়ে অচিন মানুষ। সব সুচ রাজার শরীর থেকে বেরিয়ে এসে নকল রানির চোখেমুখে বিঁধে যায়। জ্বালা যন্ত্রণায় ছটফট করে। নকল রানি শেষে মারা যায়। কাঞ্চনমালার দুঃখের দিন শেষ হয়।

এদিকে, রাজা বহু বছর পরে চোখ মেলেন। সামনে কে যেন দাঁড়িয়ে! কে! সেই রাখালবন্ধু! রাজা দুহাতে জড়িয়ে ধরেন তাকে। রাজা ক্ষমা চান তাঁর বন্ধুর কাছে। কথা দিয়ে কথা রাখেন নি। রাজা বলেন, আজ থেকে তুমি আমার মন্ত্রী। এই রইল রাজ্য আমার, শুধু তুমি আমার পাশে থেক! সারা জীবনের জন্য থেক। রাখাল বন্ধু কি তখন না থেকে পারে!

রাজা তাঁর বন্ধুকে নতুন সোনার বাঁশি গড়িয়ে দেন। রাখাল সারাদিন মন্ত্রীর কাজ করে, প্রজাদের দুঃখ সরিয়ে তাদের মুখে হাসি আনে। সারাদিনের কাজ শেষে রাজা বন্ধুকে নিয়ে যান। পুরানো দিনের মতো রাখালবন্ধু তখন বাঁশি বাজায়, আর রাজা সেই সুর শোনেন। সুখে রাজার মন ভরে ওঠে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

আস্টেপৃষ্ঠে গর্দান গর্জে ওঠা স্বাদ বিস্বাদ পুঁটলি ফরমাস ঘোর আঁস্তাকুড়ে ফুরসত টনটন চিনচিন মায়াবতী কাঁকন রক্ষী রাজপ্রাসাদ পরস্পর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পরস্পরের	বিস্বাদ	আস্টেপৃষ্ঠে	পুঁটলিটি	ফুরসত	টনটন

ক. তার হাতের রান্না এমন .... যে মুখেই তোলা যায় না।

খ. বৃদ্ধ লোকটি তার .... সযত্নে একপাশে রেখে দিল।

গ. লোকটির কাজের চাপ এত বেশি যে দম ফেলার .... নেই।

ঘ. তার সমস্ত শরীর ব্যথায় .... করছে।

ঙ. তারা দুজন .... বন্ধু।

চ. গ্রামের মায়া ছেলেটিকে .... বেঁধে রেখেছে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. রাজপুত্র কোথায় বসে রাখাল বন্ধুর বাঁশি শুনত?
খ. রাজপুত্র রাখাল বন্ধুর কথা ভুলে যায় কেন?
গ. রাজা কেন মনে করলেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণেই তাঁর এই দশা?
ঘ. তোমার মা বাড়িতে কী ধরনের পিঠা বানায় লেখ।
ঙ. অচেনা লোকটি রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য এগিয়ে না এলে কী হতো?
চ. তুমি কী মনে কর অচেনা লোকটির কারণেই রাজার প্রাণ রক্ষা পেল?
ছ. কীভাবে লোকেরা নকল রানিকে বুঝে ফেলল?
জ. রাজা কীভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন?
ঝ. কাঞ্চনমালা এবং কাঁকনমালার চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা কর।
ঞ. গল্পটা তোমার কেমন লেগেছে? বর্ণনা দাও।

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কান্না	হাসি	চেনা	অচেনা	ভালো	মন্দ	বড়	ছোট	আলো	অন্ধকার

ক. সন্তানের মৃত্যুতে তিনি .... ধরে রাখতে পারলেন না।

খ. .... লোকটির ফাঁদে পা দিয়ে সে তার সবকিছু হারিয়েছে।

গ. রাসেল বয়সে .... হলেও সংসারের অনেক কাজে মাকে সাহায্য করে।

ঘ. লোকটিকে আমি কোথায় যেন দেখেছি, খুব .... মনে হচ্ছে।

ঙ. বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় চারদিকে .... নেমে এলো।

৫. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি।

নিঝুম সুখ রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা টনটন ময়ূর পদ্মলতা চিনচিন ঝলমল বাঁশি রাজ্য

৬. নিচের বাক্যাংশ ও বাক্যগুলো পড়ি।

ব্যথায় টনটন করা – খুব ব্যথা করা। সুচবিঁধা রাজার শরীর দিনরাত ব্যথায় টনটন করত।

খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠা – মন আনন্দে ভরে ওঠা। রাখাল বন্ধুর বাঁশির সুর শুনে রাজপুত্রের মন খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠত।

৭. গল্পে 'টনটন', 'থমথম' এ রকম শব্দ আছে। এই ধরনের আরও কয়েকটি শব্দের ব্যবহার শিখি (এখানে একটি দেখানো হলো)।

ভনভন – চারদিকে মাছি ভনভন করছে।

টনটন – ....

থৈথৈ – ....

রইরই – ....

কনকন – ....

ঝনঝন – ....

৮. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

সুখ	দুঃখ	মা–বাবার মনে কখনো দুঃখ দেয়া উচিত নয়।
মায়া	....	....
স্বাদ	....	....
কষ্ট	....	....
নকল	....	....
রানি	....	....
রাজপুত্র	....	....
অসুন্দর	....	....
খুশি	....	....

৯. যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করে পড়ি ও লিখি।

হ্ম – ব্রহ্মপুত্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ক্ব – পরিপক্ব, ক্বচিৎ

ণ্ড – গণ্ডার, পাষণ্ড

ণ্ট – ঘণ্টা, কণ্টক

ঞ্চ – পঞ্চম, সঞ্চয়

কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা
(পৃষ্ঠা ৫৬ – ৬৩)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে ঘটনা, মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে ও উপভোগ করতে পারবে।	২.২.৩ রূপকথা শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.২.৪ রূপকথা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
৩.১ নাটকের সংলাপ ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.২ বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.৩.৩ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	
২.৪ গল্প ও রূপকথার মূল বিষয় ও ভাব বলতে পারবে।	২.৪.৩ রূপকথার মূল বিষয় বলতে পারবে। ২.৪.৪ রূপকথার মূলভাব বলতে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ বলতে পারবে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.৩ সহজ বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত চলিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি ও মত প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.১ বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ করতে পারবে। ৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.২ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে ১.৩.৩ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.৪ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপস্তক ও সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠ্যপুস্তকের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৪.২ সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।

১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথার পড়ে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.৪.৩ রূপকথা পড়ে মূল বিষয় বুঝতে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ ও নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।	২.৫.১ নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।
৩.৩ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ বই ও পত্রপত্রিকার শিক্ষার্থীদের পাতা পড়ে বুঝতে পারবে।	৩.৩.১ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ বই পড়ে বুঝতে পারবে। ৩.৩.২ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ ম্যাগাজিন পড়তে পারবে। ৩.৩.৩ পত্রপত্রিকার শিক্ষার্থীদের পাতা পড়ে বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে। ১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠ বহির্ভূত শব্দ ব্যবহার করে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠ বহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে
১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য ও চরণ লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৮ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।	১.৮.১ পঠিত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে। ১.৮.২ পাঠবহির্ভূত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।
২.৩ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদির বিষয়ে পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে।	২.৩.৪ পাঠ্যবইয়ের রূপকথা পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.৬ পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.৯ সমমানের রূপকথা পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.১১ সমমানের নির্দিষ্ট বিষয়ে বর্ণনা পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.১২ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।
৩.১ ছবি দেখে দৃষ্ট বিষয়ে রচনা লিখতে পারবে।	৩.১.১ ছবি দেখে দৃষ্ট বিষয়ে রচনা লিখতে পারবে।
৩.৩ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে।	৩.৩.১ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে। ৩.৩.২ পাঠবহির্ভূত কোনো বিষয়ে নিজের মনোভাব লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই পাঠটি একটি রূপকথা। কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা, কাহিনীর দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, এর নামানুসারে কাহিনীর নামকরণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে রূপকথা পড়ে নিজেদের কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে এজন্য গল্পটি পাঠে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পাঠ বিভাজন : ১০

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা:** ৫৬ - ৫৭ অনেক দিন... শুরু করেন	**উপকরণ:** বইয়ে দেয়া ৫৬ পৃষ্ঠার ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, পাঠের বিষয়বস্তু এবং ছোট উত্তরের প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা** : ১.২.১, ২.৩.৩, ২.৩.৪ **বলা** : ১.১.১, ১.১.২ **পড়া** : ১.৪.২, ১.৫.২ **লেখা** : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গল্পটি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৫৬ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন।
- শুরুতে ৫৬ পৃষ্ঠার ছবিটি দেখতে বলবেন। ছবিটা দেখে তাদের কী মনে হচ্ছে তা জানতে চাইবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ ছবিতে যে রাজকুমার দেখা যাচ্ছে তার সম্পর্কে একটি গল্প পড়ব। এটি একটি রূপকথা।
- এছাড়া শিক্ষক তাঁর নিজের মতো করেও উপস্থাপন করতে পারেন।
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম 'কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা' বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা গল্পটির (অনেক দিন.......... শুরু করেন।) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙ্গুল রেখে মেলাতে বলবেন এবং বিরামচিহ্নগুলোতে শিক্ষক কতটুকু বিরতি কীভাবে দিচ্ছেন সেটি লক্ষ করতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- পড়াশেষে শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- গল্পটির কোথায় কোথায় ভালো লেগেছে কেন ভালো লেগেছে জানতে চাইবেন।
- এবার পাঠে কী কী যুক্তবর্ণ এবং অজানা/নতুন শব্দ আছে বের করতে বলবেন। জিজ্ঞেস করবেন এবং আপনি বোর্ডে লিখবেন। যেমন- রাখাল, পরস্পর, নিঝুম, প্রতিজ্ঞা - জ্ঞ = জ+ঞ, রাজপ্রাসাদ, রক্ষী ইত্যাদি। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ হলে ভেঙে দেখাবেন।
- শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন। যুক্তবর্ণ শব্দ হলে ভেঙে বলবে। এরপর শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য মৌখিকভাবে জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। প্রতিটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ বলে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন এবং বুঝতে পেরেছে কি না তা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর করে জেনে নেবেন।
  - রাজার কয় ছেলেমেয়ে ছিল?
  - রাজপুত্রের সঙ্গে কার অনেক ভাব ছিল?
  - রাজপুত্র বন্ধুর কাছে কী প্রতিজ্ঞা করেছিল?
  - রাজপুত্র বন্ধুকে কেন ভুলে গেল?
  - একদিন রাজা ঘুম ভেঙে কী দেখতে পেল?
  - তখন রাজা কী ভাবতে লাগল এবং কেন?

- এরপর পাঠের অংশটুকু কয়েকজনকে নিজের ভাষায় বলতে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের অংশটুকু ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ২ পৃষ্ঠা: ৫৭ -৫৮ কাঞ্চনমালা... কে তাকে দেখে	**উপকরণ:** ৫৮ পৃষ্ঠার ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং ছোট-উত্তরের প্রশ্ন।	**শিখনফল** শোনা : ১.২.১, ২.৩.৩ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ২.৪.৩ পড়া : ১.৪.২, ১.৫.২ লেখা : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - রাজা ভোরবেলায় উঠে কী সর্বনাশ দেখেন?
  - রাজা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কী শাস্তি পেলেন?
  - রানি তখন কী করেন?
- পরিকল্পিত কাজ হিসেবে কয়েকজনকে পড়তে দেবেন।
- এরপর আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৫৮ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন এবং আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- শিক্ষার্থীদের আজকে প্রথমে ৫৮নম্বর পৃষ্ঠার ছবিটি নিয়ে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিটি দেখতে বলবেন। ছবিতে কী দেখছে তা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জেনে নেবেন। যেমন:
  - ছবির দুজন কারা বলে তোমাদের মনে হচ্ছে?
  - তারা কে কী করছে?
  - ছবিতে রাখাল বন্ধু কী করছে?
  - রাখাল বন্ধু মাথায় কী বেঁধে আছে? ইত্যাদি।
- এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা' (কাঞ্চনমালা .... কে তাকে দেখে।) অংশ পড়ব।
- পড়া শেষে শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের জোড়ায় মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো জোড়ায় কাজগুলো করাবেন। যেমন- জোড়ায় পড়ার কাজ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ বের করে খাতায় লিখা এবং পাঠ থেকে প্রশ্ন তৈরি করে উত্তর বলা। জোড়ায় পড়ার সময় শিক্ষার্থীরা উচ্চারণ, যতিচিহ্নের ব্যবহার ঠিক রেখে পড়ছে কি না শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- জোড়ায় কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- জোড়ায় শিক্ষার্থীরা কী কী যুক্তবর্ণ এবং অজানা/নতুন শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- স্নান- স্ন = স+ন, কাঁকন, ঘোর, আঁস্তাকুড়ে, ফুরসত ইত্যাদি। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ হলে ভেঙে দেখাবেন।
- শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন। যুক্তবর্ণ শব্দ হলে ভেঙে বলবে। এরপর শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের শব্দগুলোর অর্থ বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন। উল্লিখিত যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করতে বলবেন। প্রতিটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ বলে দেবেন।
- পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের যুক্তবর্ণ সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহ নির্বাচন করে তালিকা তৈরি করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৩ পৃষ্ঠা: ৫৭ -৫৮ কাঞ্চনমালা... কে তাকে দেখে	**উপকরণ:** যুক্তবর্ণ সংবলিত শব্দের তালিকা লেখা পোস্টার। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য পড়া ও লেখা।	**শিখনফল** শোনা : ১.২.১, ২.৩.৩, ২.৩.৪ বলা : ১.১.১, ১.১.২ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ২.৪.৩ লেখা : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - নদীর ঘাটে গিয়ে রানির কার সঙ্গে দেখা হলো?
  - দাসীর নাম কাঁকনমালা কেন?
  - রানি ডুব দিতেই দাসী কাঁকনমালা কী করল?
  - রাজার কষ্টের সীমা ছিল না কেন? ইত্যাদি। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। উত্তর ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সাহায্য করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৫৭ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা' (কাঞ্চনমালা ...কে তাকে দেখে।) অংশ পড়ব।
- পড়া শেষে শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত কাজ হিসেবে আনা যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দগুলোর তালিকা শুনে বোর্ডে সেগুলো লিখবেন। যেমন: স্নান, আঁস্তাকুড়ে, যত্ন, দুদণ্ড, কষ্ট, জ্বলতে, সঙ্গে।
- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণগুলোকে ভেঙে পড়তে বলবেন ও তা খাতায় লিখতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে ডাকবেন এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ভেঙে লিখতে বলবেন। অন্য শিক্ষার্থীদের থেকে জানতে চাইবেন।
- খাতায় লেখা যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা সঠিক হয়েছে কি না তা প্রতি বেঞ্চে দলীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের লেখা দেখতে বলবেন ও বোর্ডের সঙ্গে মেলাতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।
- এবার শিক্ষক নিজে শব্দের অর্থ লেখা চার্ট দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শব্দের অর্থ আলোচনা করবেন।
- শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন ও প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন। শব্দার্থের তালিকা ও অর্থ:

  কাঁকন - হাতে পরার গয়না।
  আঁস্তাকুড় - ময়লা, আবর্জনা ফেলার জায়গা।
  টনটন - যন্ত্রণা বোঝায় এমন অনুভূতি।
  চিনচিন - অল্প অল্প ব্যথা বা জ্বালা বোঝায় এমন শব্দ।
  ফুরসত - অবসর, অবকাশ, ছুটি।
- পাঠটি পড়ে বুঝেছে কি না তা জানার জন্য প্রশ্ন করবেন। যেমন:
  - নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে রানির কী ঘটেছিল?
  - নকল রানি সবার প্রতি কেমন আচরণ শুরু করল?
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠে যেসব যুক্তবর্ণের উল্লেখ আছে সেগুলো বাদ দিয়ে নতুন ৪টি করে যুক্তবর্ণ খুঁজে বের করতে এবং তা দিয়ে শব্দ তৈরি করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ পৃষ্ঠা: ৫৮- ৫৯ একদিন নকল... কে দাসী	উপকরণ: পাঠের আলোচ্য বিষয়: গল্প পড়া, যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা এবং শব্দের অর্থ বাক্য।	শিখনফল শোনা : ১.২.১, ২.৩.৩, ২.৩.৪, বলা : ১.১.১, ১.১.২ পড়া : ১.৪.২, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্ন করে গত দিনের পাঠের বিষয়বস্তু জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষর্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৫৮ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের আজকে প্রথমে ৫৮ নম্বর পৃষ্ঠার ছবিটি নিয়ে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিটি দেখতে বলবেন। ছবিতে কী দেখছে তা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জেনে নেবেন। যেমন:
  - ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে ? তারা কী করছে?
  - নিচের ছবিটি দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে?
  - ছবিটি কার বলে তোমার মনে হয়?
  - আজকের গল্পের অংশটুকু কী নিয়ে হতে পারে? ইত্যাদি।
- অতপর শিক্ষক বলবেন- আজকে আমরা জানতে পারব রানি কি সারাজীবনই দাসী আর দাসী কি সারাজীবনই রানী রয়ে যায়? শিক্ষক প্রয়োজনে নিজের মতো করে করাতে পারেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা (একদিন নকল.........কে দাসী।) অংশ পড়ব। শিক্ষক পূর্বের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষে পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো কাজগুলো করাবেন।
- জোড়ায় পড়ার কাজ, যুক্তবর্ণ এবং নতুন/অজানা শব্দ খুঁজে বের করে লেখা। জোড়ায় পড়ার সময় শিক্ষার্থীরা যতিচিহ্নের ব্যবহার ঠিক রেখে পড়ছে কি না শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- জোড়ায় কাজ শেষ হলে শিক্ষাথীরা কী কী যুক্তবর্ণযুক্ত এবং অজানা/নতুন শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন: পুঁটলি, পিটকুড়ুলির ব্রত, ফরমাশ, বিস্বাদ - স্ব = স+ব ইত্যাদি। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ হলে ভেঙে দেখাবেন। শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে ও খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের শব্দগুলোর অর্থ বলে দেবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকের পাঠে যুক্তবর্ণ সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহ নির্বাচন করে তালিকা তৈরি করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৫ পৃষ্ঠা: ৫৮- ৫৯ একদিন নকল... কে দাসী	উপকরণ: যুক্তবর্ণ সংবলিত শব্দের তালিকা লেখা পোস্টার। পাঠের আলোচ্য বিষয়: গল্পপড়া, যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা এবং বাক্য লেখা।	শিখনফল শোনা : ১.২.১, ২.৩.৩, ২.৩.৪ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ৩.১.১ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ২.৪.৩ লেখা : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক কুশল বিনিময় করবেন এবং শিক্ষার্থীদের পাঠে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রথমে গত দিনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইবেন।
- এরপর পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - নকল রানি আসল রানিকে কোথায় পাঠায়?
  - কাঞ্চনমালা সেখানে কাকে দেখতে পায়?
  - মন্ত্রে কী বলা ছিল?
  - রাজপুরিতে গিয়ে অচিন মানুষ কী বলে?
  - নকল রানি কীভাবে ধরা পড়ে?
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সাহায্য করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৫৮ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা' (একদিন নকল ...কে দাসী।) অংশ পড়ব।
- পড়াশেষে শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত কাজ হিসেবে করে আনা যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলোর তালিকা শুনে বোর্ডে সেগুলো লিখবেন। যেমন: অদ্ভুত, মন্ত্র, চন্দ্রপুলি, আল্পনা, পদ্মলতা ইত্যাদি।
- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণগুলোকে ভেঙে পড়তে বলবেন ও তা খাতায় লিখতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে ডাকবেন এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ভেঙে লিখতে বলবেন। অন্য শিক্ষার্থীদের থেকে জানতে চাইবেন।
- খাতায় লেখা যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা সঠিক হয়েছে কি না তা প্রতি বেঞ্চে দলীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের লেখা দেখতে বলবেন ও বোর্ডের সঙ্গে মেলাতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।
- এবার শিক্ষক নিজে শব্দের অর্থ লেখা চার্ট দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শব্দের অর্থ আলোচনা করবেন।
- শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করে শিক্ষার্থীদের লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন ও প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন। শব্দার্থের তালিকা ও অর্থ:

  স্বাদ - খেতে ভালো লাগে এমন।
  বিস্বাদ - খেতে মজা নয় এমন
  পুঁটলি - ছোট বোঁচকা
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষার্থীরা বাড়ি থেকে গল্পটি পড়ে অসবে।

পিরিয়ড : ৬ **পৃষ্ঠা: ৬০ - ৬১** তখন সেই... মন ভরে উঠে	**উপকরণ:** ৬০ পৃষ্ঠার ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ ভেঙে বলা, অর্থ এবং বাক্য তৈরি।	**শিখনফল** শোনা : ১.২.১, ২.৩.৩, ২.৩.৪ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ৩.১.১ পড়া : ১.৪.২. ১.৫.২

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠের বিষয়বস্তু জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজ হিসেবে কয়েকজনকে পড়তে দেবেন।
- এরপর আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৬০ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের আজকে প্রথমে ৬০ নম্বর পৃষ্ঠার ছবিটি নিয়ে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিটি দেখতে বলবেন। ছবিতে কী দেখছে তা প্রশ্ন উত্তর জেনে নেবেন। যেমন:
  - ছবিটি দেখে তোমাদের কী মনে হচ্ছে?
  - তারা কোথায় বসে আছে?
  - ছবির মানুষগুলো কারা বলে মনে হচ্ছে? ইত্যাদি।
- অতপর শিক্ষক বলবেন- আজকে আমরা শেষ পর্যন্ত রাজা আর রাখাল বন্ধুর কী হলো জানতে পারব। শিক্ষক প্রয়োজনে নিজের মতো করে করাতে পারেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা (তখন সেই.........মন ভরে ওঠে।) অংশ পড়ব। শিক্ষক পূর্বের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষে পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের ৪-৫ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো দলের কাজগুলো করাবেন।
- দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে পড়ার কাজ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ বের করে খাতায় লিখা। দলের কাজের সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের যথানিয়মে পড়তে সহায়তা করবেন। দলে পড়ার সময় শিক্ষার্থীরা যতিচিহ্নের ব্যবহার ঠিক রেখে পড়ছে কি না শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- দলে শিক্ষার্থীরা কী কী যুক্তবর্ণযুক্ত এবং অজানা/নতুন শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন: আষ্টেপৃষ্ঠে - ষ্ট = ষ+ট, গর্দান, যন্ত্রণা, ক্ষমা, জ্বালা, গর্জে ওঠা, মন্ত্রী ইত্যাদি। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ হলে ভেঙে দেখাবেন। শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ হলে ভেঙে বলবে।
- শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের শব্দগুলোর অর্থ বলে দিবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকের পাঠে যুক্তবর্ণ সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহ নির্বাচন করে তালিকা তৈরি করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৭ **পৃষ্ঠা: ৬০-৬১** তখন সেই... মন ভরে উঠে	**উপকরণ:** যুক্তবর্ণ সংবলিত শব্দের তালিকা লেখা পোস্টার। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা, অর্থ এবং বাক্য লেখা।	**শিখনফল** শোনা : ১.২.১, ২.৩.৩, ২.৩.৪ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ৩.১.১ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ২.৪.৩ লেখা : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে গত দিনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইবেন।
- এরপর পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - কাঁকনমালার কী হলো?
  - রাজা চোখ খুলে রাখাল বন্ধুকে দেখে কী করলেন?

- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সাহায্য করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৬০ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা' (তখন সেই ....মন ভরে ওঠে) অংশ পড়ব।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত কাজ হিসেবে করে আনা যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলোর তালিকা শুনে বোর্ডে সেগুলো লিখবেন। যেমন: আষ্টেপৃষ্ঠে, যন্ত্রণা, ক্ষমা, জ্বালা, মন্ত্রী।
- শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে পড়তে বলবেন এবং খাতায় লিখতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে ডাকবেন এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ভেঙে লিখতে বলবেন। বাকি শিক্ষার্থীদের থেকে জানতে চাইবেন।
- খাতায় লেখা যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা সঠিক হয়েছে কি না তা প্রতি বেঞ্চে দলীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের লেখা দেখতে বলবেন ও বোর্ডের লেখার সঙ্গে মেলাতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।
- এবার শিক্ষক নিজে শব্দের অর্থ লেখা চার্ট দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শব্দের অর্থ আলোচনা করবেন।
- শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করে শিক্ষার্থীদের লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন ও প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন। শব্দার্থের তালিকা ও অর্থ:
  আষ্টেপৃষ্ঠে - সর্বাঙ্গে, সারা শরীরে।
  গর্জে ওঠা - হুংকার দিয়ে ওঠা।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে গল্পটি পড়ে আসতে বলবেন এবং নিজের ভাষায় বলতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৮ পৃষ্ঠা: ৬১-৬২ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** শব্দের অর্থ, বাক্য এবং প্রশ্ন-উত্তরের লেখা।	**শিখনফল** শোনা : ১.২.১, ২.৩.৩, ২.৩.৪ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ৩.১.১ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ২.৪.৩ লেখা : ১.৮.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নটি করবেন। যেমন:
  - গল্পটির বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় বলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৬১ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। পাঠের শিরোনাম অনুযায়ী অনুশীলনী ১ এর প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন। ১ নং অনুশীলনীর শব্দগুলো পাঠের মধ্যে কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করে নিচে দাগ দিতে বলবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক এরপর ১ নম্বর অনুশীলনীর প্রতিটি শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। শিক্ষক শব্দের অর্থ প্রয়োজন অনুযায়ী লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন- 'ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।' প্রথমে শিক্ষক একটি বাক্য বোর্ডে লিখবেন। খালি জায়গায় কোন সঠিক শব্দটি হবে তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং খালি জায়গায় শব্দটি লিখবেন। এরপর শিক্ষার্থীরা বাক্যের খালি জায়গায় সঠিক শব্দ ব্যবহার করে খাতায় লিখবে।
- এরপর শিক্ষক ৩ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন- 'প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি'।

- প্রথমে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলো দেখতে বলবেন। এরপর প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- শিক্ষক কিছু সময় শিক্ষার্থীদের দলে প্রশ্নগুলোর উত্তর কী হবে আলাপ করতে বলবেন। প্রয়োজনে বইয়ের সহায়তা নিতে বলবেন। এরপর দলভিত্তিক খাতায় লিখতে দেবেন।
- লেখা শেষে কয়েকটি খাতা পরীক্ষা/যাচাই করে সংশোধন করে দেবেন।
- এবার প্রতি দল থেকে একজনকে ২টি করে প্রশ্নের উত্তর দিতে বলবেন। শিক্ষক সংশোধন করে বোর্ডে লিখে দেবেন। শুদ্ধ উত্তরগুলো শিক্ষার্থীরা খাতায় তুলে নেবে।
- এরপর শিক্ষক ৪ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন। শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন 'বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি'। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের বিপরীত শব্দগুলো পড়তে দেবেন। এরপর শিক্ষক প্রথমে নিজে একটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করবেন। তাদের দেওয়া ঠিক উত্তরটি লিখবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ৪ নং অনুশীলনীর বিপরীত শব্দগুলো লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৯ পৃষ্ঠা: ৬২-৬৩ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** ঠিক উত্তরে টিকচিহ্ন দেওয়া এবং পদ।	**শিখনফল** শোনা : ১.২.১, ২.৩.৩, ২.৩.৪ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ৩.১.১ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ২.৪.৩ লেখা : ১.৮.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - গত দিনের পাঠ যাচাই করবেন এবং গত দিনের দেওয়া পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৬২ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের ৫ নম্বর অনুশীলনী করাবেন। শিক্ষার্থীদের বাক্যগুলো লিখতে দেবেন। লেখা শেষে জুটিতে দেখতে দেবেন। শিক্ষক অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীর খাতা সংশোধন করবেন।
- এরপর শিক্ষক ৬ নম্বর অনুশীলনীর কাজ করাবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীরা নিজে পড়বে। তারপর জিজ্ঞেস করবেন।
- এরপর শিক্ষক ৭, ৮, ৯ নং প্রশ্ন করাবেন। প্রতিটি প্রশ্ন জুটিতে করতে দেবেন। প্রথমে শিক্ষক একটি করে বোর্ডে দেখিয়ে দেবেন।
- সবার লেখা শেষে জুটির একজন করে বলবে। শিক্ষার্থীরা মিলিয়ে নেবে। পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীর খাতা শিক্ষক দেখবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক সম্পূর্ণ গল্পটি অনুশীলনীসহ ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড– ১০

পাঠ শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. 'কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা' গল্পে কাঁকনমালার চরিত্রের কোন দিকগুলো ফুটে উঠেছে বলে তুমি মনে কর?

২. ফাঁকা ঘরে বিপরীত শব্দ লিখি।

ক. চেনা: ....

খ. আলো: ....

গ. ভালো: ....

ঘ. বড়: ....

ঙ. কান্না: ....

৩. নিচের ঘর থেকে সঠিক অর্থটি নিয়ে শব্দের পাশে লিখি।

সর্বাঙ্গে, খেতে মজা নয় এমন, আবর্জনা ফেলার জায়গা, বোঁচকা, হাতের পরার গয়না

ক. বিস্বাদ:..

খ. কাঁকন: ....

গ. আঁস্তাকুড়:..

ঘ. পুঁটলি: ....

ঙ. আষ্টেপৃষ্ঠে: ....

৪. যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাই ও শব্দ লিখি।

ক. ঞ্চ... ....

খ. ন্ড... ....

গ. ক্ষ্ম... ....

ঘ. ক্ক... ....

৫. 'কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা' গল্পটি পড়ে কার চরিত্রটি তোমার কাছে ভালো লেগেছে এবং কেন? ৫টি বাক্যে লিখ।

অবাক জলপান

সুকুমার রায়

পাত্রগণ : পথিক। ঝুড়িওয়ালা। প্রথম বৃদ্ধ। দ্বিতীয় বৃদ্ধ। ছোকরা। খোকা। মামা।

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

(ছাতা মাথায় এক পথিকের প্রবেশ। পিঠে লাঠির আগায় লোটা–বাঁধা পুঁটলি। উষ্কখুষ্ক চুল। শ্রান্ত চেহারা)

পথিক : নাঃ একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনও প্রায় এক ঘণ্টার পথ বাকি। তেষ্টায় মগজের ঘিলু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে?

গেরস্তর বাড়ি, দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশি চ্যাঁচাতে গেলে হয়তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে। পথেও লোকজন দেখছি নে। – ওই একজন আসছে! ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক।

[ঝুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ]

পথিক : মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

ঝুড়িওয়ালা : জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ তো জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান তো দিতে পারি –

পথিক : না, না আমি তা বলি নি –

ঝুড়িওয়ালা : না, কাঁচা আম আপনি বলেন নি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কিনা, তা তো আর এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলুম –

পথিক : না হে, আমি জলপাই চাচ্ছিনে –

ঝুড়িওয়ালা : চাচ্ছেন না তো, 'কোথায় পাব' 'কোথায় পাব' কচ্ছেন কেন? খামাখা এরকম করবার মানে কী?

পথিক : আপনি ভুল বুঝছেন– আমি জল চাচ্ছিলাম–

ঝুড়িওয়ালা : জল চাচ্ছেন তো 'জল' বললেই হয়– 'জলপাই' বলবার দরকার কী? জল আর জলপাই কি এক হলো? আলু আর আলুবোখরা কি সমান? মাছও যা আর মাছরাঙাও তাই? বরকে কি আপনি বরকন্দাজ বলেন? চাল কিনতে গিয়ে কি চালতার খোঁজ করেন?

পথিক : ঘাট হয়েছে মশাই। আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে।

ঝুড়িওয়ালা : অন্যায় তো হয়েছেই। দেখছেন ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছি– তবে জল চাচ্ছেন কেন? ঝুড়িতে করে কি জল নেয়? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়।

[ঝুড়িওয়ালার প্রস্থান]

[পাশের বাড়ির জানালা খুলিয়া আর এক বৃদ্ধের হাসিমুখ বাহিরকরণ]

বৃদ্ধ : কী হে? এত তর্কাতর্কি কিসের?

পথিক : আজ্ঞে না, তর্ক নয়। আমি জল চাচ্ছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না– কেবলই সাত-পাঁচ গপ্‌পো করতে লেগেছেন। তাই বলতে গেলুম তো রেগেমেগে অস্থির।

বৃদ্ধ : আরে দূর দূর। তুমিও যেমন! জিজ্ঞেস করবার আর লোক পাও নি? ও হতভাগা জানেই বা কী আর বলবেই বা কী? ওর যে দাদা আছে, খালিসপুরে চাকরি করে।

সেটা তো একটা আস্ত গাধা। ও মুখ্যুটা কী বলবে তোমায়?

পথিক : কী জানি মশাই–জলের কথা বলতেই কুয়োর জল, নদীর জল, পুকুরের জল, কলের জল, মামাবাড়ির জল বলে পাঁচ রকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে–

বৃদ্ধ : হুঁঃ-ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি। তোমায় বোকামতো দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে। ভারি তো ফর্দ করেছেন, আমি লিখে দিতে পারি, ও যদি পাঁচটা জল বলে থাকে তো আমি এক্ষুণি পঁচিশটা বলে দেব –

পথিক : না মশাই, গুনিনি–আমার খেয়েদেয়ে কাজ নেই –

বৃদ্ধ : তোমার কাজ না থাকলেও আমার কাজ থাকতে পারে তো? যাও, যাও, মেলা বকিয়ো না-একেবারে অপদার্থের একশেষ।

[বৃদ্ধের সশব্দে জানালা বন্ধকরণ]

[নেপথ্যে বাড়ির ভিতরে বালকের পাঠ]

[পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল।
সমুদ্রের জল লবণাক্ত, অতি বিস্বাদ।]

পথিক : ওহে খোকা! এদিকে শুনে যাও তো?

[রুক্ষমূর্তি, মাথায় টাক, লম্বা দাড়ি খোকার মামা বাড়ি হইতে বাহির হইলেন]

মামা : কে হে? পড়ার সময় ডাকাডাকি করতে এয়েছ? – (পথিককে দেখিয়া) ও! আমি মনে করেছিলুম পাড়ার কোনও ছোকরা বুঝি! আপনার কী দরকার?

পথিক : আজ্ঞে, জলতেষ্টায় বড় কষ্ট পাচ্ছি-তা একটু জলের খবর কেউ বলতে পারলে না।

[মামার তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া দেওয়া]

মামা : কেউ বলতে পারলে না? আসুন, আসুন, কী খবর চান, কী জানতে চান, বলুন দেখি? সব আমায় জিজ্ঞেস করুন, আমি বলে দিচ্ছি।

[পথিককে মামার ঘরে টানিয়া নেওয়া]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঘরের ভিতর

[ঘর নানা রকম যন্ত্র, নকশা, রাশি-রাশি বই ইত্যাদিতে সজ্জিত]

মামা : কী বলছিলেন? জলের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না?

পথিক : আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি!

মামা : আ হা হা! কী উৎসাহ, কী আগ্রহ! শুনেও সুখ হয়। এরকম জানবার আকাঙ্ক্ষা ক-জনের আছে, বলুন তো? বসুন! বসুন! (কতকগুলি ছবি, বই আর এক টুকরো খড়ি বাহির করিয়া) জলের কথা জানতে গেলে প্রথমে জানা দরকার, জল কাকে বলে, জলের কী গুণ –

পথিক : আজ্ঞে, একটু খাবার জল যদি –

মামা : আসছে - ব্যস্ত হবেন না। একে একে সব কথা আসবে। জল হচ্ছে দুইভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন।

পথিক : এই মাটি করেছে!

মামা : বুঝলেন? রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষণ করলে হয়–হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। আর হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হলেই, হবে জল! শুনছেন তো?

পথিক : দেখুন মশাই! কী করে যে কথাটা আপনাদের মাথায় ঢোকাব তা ভেবে পাইনে। বলি, বারবার করে যে বলছি- তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, সেটা তো কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি। একটা লোক তেষ্টায় জল জল করছে, তবু জল খেতে পায় না, এরকম কোথাও শুনেছেন?

মামা : শুনেছি বইকি, চোখে দেখেছি। বদ্যিনাথকে কুকুড়ে কামড়াল, বদ্যিনাথের হলো হাইড্রোফোবিয়া- যাকে বলে জলাতঙ্ক। আর জল খেতে পারে না–যেই জল খেতে যায় অমনি গলায় খিচ ধরে। মহা মুশকিল।

পথিক : নাঃ এদের সঙ্গে পেরে ওঠা গেল না– কেনই মরতে এসেছিলাম এখানে? বলি মশাই, আপনার এখানে নোংরা জল আর দুর্গন্ধ জল ছাড়া ভালো জল খাঁটি জল কিছু নেই?

মামা : আছে বইকি! এই দেখুন না বোতল-ভরা টাটকা খাঁটি ডিস্টিল ওয়াটার–যাকে বলে পরিশ্রুত জল।

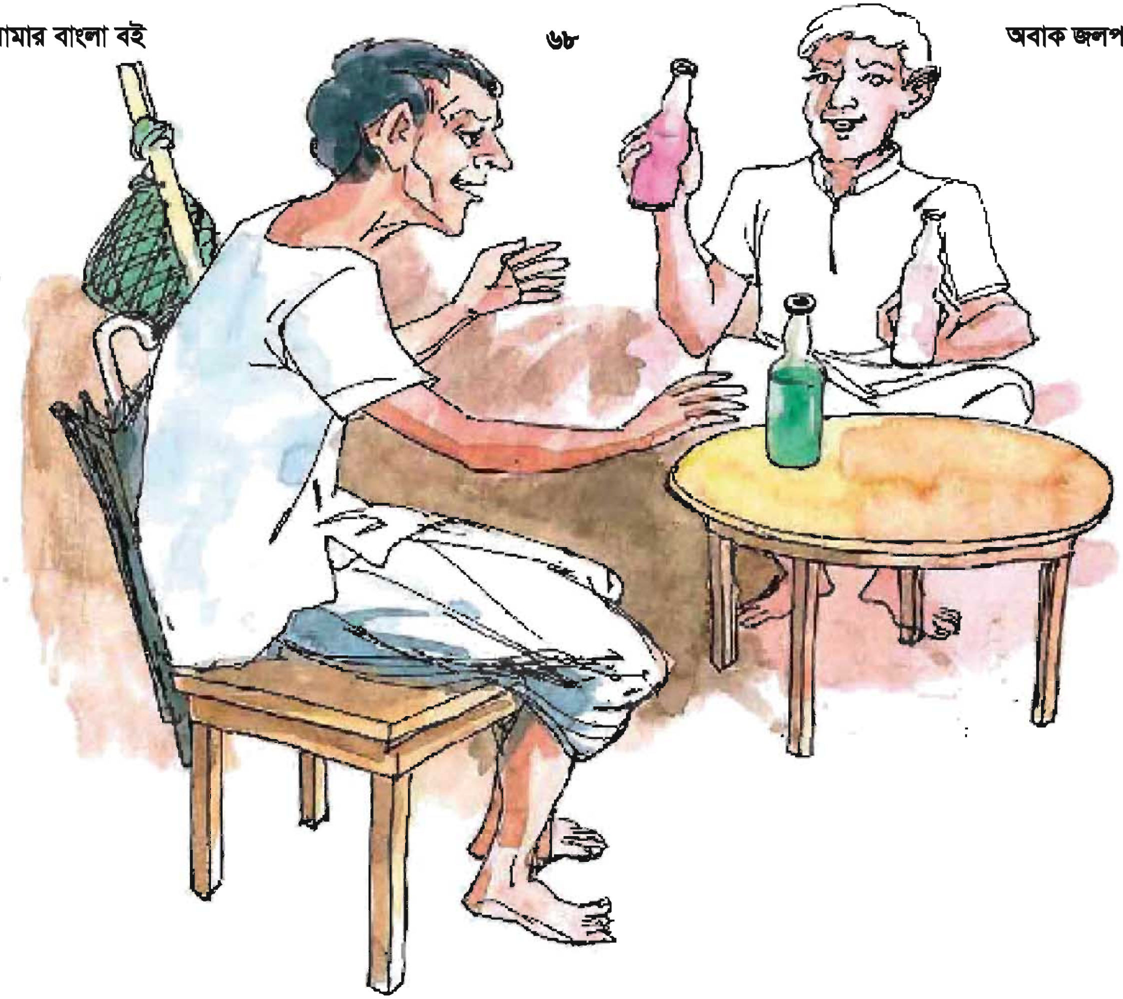

[বড় সবুজ একটি বোতল আনিয়া মামা পথিককে দেখাইলেন]

পথিক : (ব্যস্ত হইয়া) এ জল কি খায়?

মামা : না, ও জল খায় না, ওতে তো স্বাদ নেই– একেবারে বোবা জল কিনা, এইমাত্র তৈরি করে আনল– এখনও গরম রয়েছে।

[পথিকের হতাশ ভাব]

তারপর যা বলছিলুম শুনুন– এই যে দেখছেন গন্ধওয়ালা নোংরা জল– এর মধ্যে দেখুন এই গোলাপি জল ঢেলে দিলুম– ব্যস, গোলাপি রঙ উড়ে সাদা হয়ে গেল। দেখলেন তো?

পথিক : না মশাই, কিচ্ছু দেখি নি, কিচ্ছু বুঝতে পারি নি, কিচ্ছু মানি না ও কিচ্ছু বিশ্বাস করি না।

মামা : কী বললেন। আমার কথা বিশ্বাস করেন না?

পথিক : না, করি না। আমি যা চাই, তা যতক্ষণ দেখাতে না পারবেন, ততক্ষণ কিচ্ছু বিশ্বাস করব না।

মামা : বটে, কোনটা দেখতে চান একবার বলুন দেখি– আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।

পথিক : তা হলে দেখান দেখি। সাদা, খাঁটি চমৎকার এক গেলাস খাবার জল নিয়ে দেখান দেখি। যাতে গন্ধ নেই, পোকা নেই, কলেরার পোকা নেই, ময়লা-টয়লা কিচ্ছু নেই, তা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখান দেখি। খুব বড় এক গেলাস ভর্তি জল নিয়ে দেখান তো!

মামা : এক্ষুনি দেখিয়ে দিচ্ছি- ওরে ট্যাপা, দৌড়ে আমার কুঁজো থেকে এক গেলাস জল নিয়ে আয় তো।

[পাশের ঘরে দুপদাপ শব্দে খোকার দৌড়]

নিয়ে আসুক, তারপর দেখিয়ে দিচ্ছি। ওই জলে কী রকম হয়, আর নোংরা জলে কী রকম তফাত হয়, আমি সব দেখিয়ে দিচ্ছি।

[জল লইয়া ট্যাপার প্রবেশ]

এই খানে রাখ।

[জল রাখিবামাত্র পথিকের আক্রমণ–মামার হাত হইতে জল কাড়িয়া এক নিঃশ্বাসে চুমুক দিয়া শেষ করা]

পথিক : আঃ বাঁচা গেল!

মামা : (চটিয়া) এটা কী রকম হলো মশাই?

পথিক : পরীক্ষা হলো- এক্সপেরিমেন্ট। এবার আপনি নোংরা জলটা একবার খেয়ে দেখান তো? কীরকম হয়?

মামা : (ভীষণ রাগিয়া) কী বললেন?

পথিক : আচ্ছা থাক, এখন নাই বা খেলেন– পরে খাবেন। আর গাঁয়ের মধ্যে আপনার মতো আনকোরা পাগল আর যতগুলো আছে, সবকটাকে খানিকটা করে খাইয়ে দেবেন। তারপর খাটিয়া তুলবার দরকার হলে আমায় খবর দেবেন– আমি খুশি হয়ে ছুটে আসব, হতভাগা জোচ্চোর কোথাকার।

[পথিকের দ্রুত প্রস্থান]

[পাশের গলিতে সুর করিয়া সে হাঁকিতে লাগিল – 'অবাক জলপান']

অনুশীলনী

১. নাটিকাটির মূলভাব জেনে নিই।

সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' ছোট্ট একটি নাটিকা। এতে একটি গল্প বলা হয়েছে। তবে পথিক, ঝুড়িওয়ালা, বৃদ্ধ, খোকার মামা– এই চারজন লোকের কথোপকথন বা সংলাপের মধ্য দিয়ে গল্পটি বলা হয়েছে বলে এটি নাটিকা। ছোট্ট নাটককে নাটিকা বলে। 'অবাক জলপান' নাটিকার কাহিনি হচ্ছে- ভীষণ তৃষ্ণার্ত একটি লোক তেষ্টায় নানান জনের কাছে গিয়ে জল চাইছে, কিন্তু কেউ তাকে জল দিচ্ছে না। বরং তার কথা বলার মধ্যে নানারকম খুঁত ধরছে। শেষ পর্যন্ত বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে ফন্দি এঁটে এক বিজ্ঞানীর নিকট থেকে সে জল আদায় করল। এটি একটি হাসির গল্প।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গেরস্ত বরকন্দাজ তেষ্টা খাটিয়া এক্সপেরিমেন্ট রুক্ষমূর্তি

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

গেরস্ত	বরকন্দাজ	এক্সপেরিমেন্ট	তেষ্টায়	রুক্ষমূর্তি	খাটিয়ার

ক. .... বাড়ি, দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে।

খ. বরকে কি আপনি .... বলেন?

গ. একটা লোক .... জল জল করছে, তবু জল খেতে পায় না।

ঘ. পথিক ক্লান্ত হয়ে অবশেষে .... ওপর বসে পড়ল।

ঙ. নোংরা জলের ভিতর কী আছে তা .... করে বলা যাবে।

চ. .... লোকটিকে দেখলেই ভয় লাগে।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ‘বোবা জল’ বলতে কী বোঝায়?

খ. ‘জলাতঙ্ক’ কাকে বলে?

গ. জলের তেষ্টায় পথিকের মন ও শরীরের অবস্থা কী হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মনে কর এই পথিকের সঙ্গে তুমি কথা বলছ। তোমাদের দু জনের কথোপকথন কেমন হতে পারে তা নিজের ভাষায় লেখ।

ঙ. পথিককে ঝুড়িওয়ালা কত রকম জলের কথা শুনিয়েছিল? নামগুলো লেখ।

চ. তুমি তোমার সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে ইচ্ছেমতো একটি নাটিকা লেখ।

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. অবাক জলপান কোন ধরনের রচনা?

১. নাটিকা　　২. ছোটগল্প

৩. প্রবন্ধ　　৪. উপন্যাস

খ. পথিক ঝুড়িওয়ালার কাছে কী চেয়েছিল?

১. কাঁচা আম　　২. জল

৩. জলপাই　　৪. পাকা আম

গ. কুকুরে কামড়ালে মামা কোন রোগের কথা বলেছিল?

১. ডিপথেরিয়া　　২. আমাশয়

৩. জলাতঙ্ক　　৪. টাইফয়েড

ঘ. পথিক কয়জনের কাছে খাবার জল চেয়েছিল?

১. ৪ জন　　২. ৩ জন

৩. ২ জন　　৪. ৫ জন

ঙ. বৃদ্ধ পথিককে কয় ধরনের জলের কথা বলতে চেয়েছিল?

১. পঁচিশ　　২. ত্রিশ

৩. দশ　　৪. সাতাশ

চ. পথিক শেষ পর্যন্ত কার কাছ থেকে খাবার জল পেয়েছিল?

১. বালক　　২. মামা

৩. ঝুড়িওয়ালা　　৪. বৃদ্ধ

ছ. নাটিকাটিতে বিজ্ঞানীর চরিত্রে কাকে দেখানো হয়েছে?

১. ঝুড়িওয়ালা　　২. বৃদ্ধ

৩. বালক　　৪. মামা

৫. কর্ম-অনুশীলন

শিক্ষকের সহায়তায় নাটিকাটি শ্রেণিতে ধারাবাহিকভাবে অভিনয় করি।

সুকুমার রায়

কবি-পরিচিতি

শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় ৩০ এ অক্টোবর ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোটদের জন্য হাসির গল্প ও কবিতা লিখেছেন। 'আবল-তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলা দাশু', 'বহুরূপী', 'খাইখাই', 'অবাক জলপান' তাঁর অমর সৃষ্টি। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীও শিশুসাহিত্যিক ছিলেন, আর পুত্র সত্যজিৎ রায় বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক হয়েও শিশু-কিশোরদের জন্য প্রচুর লিখেছেন। ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালে সুকুমার রায় মৃত্যুবরণ করেন।

অবাক জলপান

(পৃষ্ঠা ৬৪–৭২)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ , ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে পালন করবে। ১.৩.২ আদেশ শুনে পালন করবে। ১.৩.৩ উপদেশ শুনে পালন করবে। ১.৩.৪ ঘোষণা শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৫ অনুরোধ শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
৩.১ নাটকের সংলাপ ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.১ নাটকের সংলাপ শুনে বুঝতে পারবে। ৩.১.২ বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ অনুরোধ করতে পারবে। ১.৩.৩ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে। ১.৩.৪ শুদ্ধ উচ্চারণে ঘোষণা করতে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ বলতে পারবে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.১ নাটকের সংলাপ বলতে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে। ২.৫.২ নাটকের অভিনয়ে অংশ নিতে পারবে। ২.৫.৩ সহজ বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৩.২ আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে মৌখিক আদব-কায়দাসহ কথা বলতে পারবে।	৩.২.১ সম্মান ও সৌজন্য প্রকাশ করে কথা বলতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসহ মত ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.২ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৩.৩ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.৪ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।

১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠ্যপুস্তকের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ ও নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।	২.৫.১ নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।
৩.৩ পাঠ্যপুস্তক সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ বই এবং শিক্ষার্থীদের পাতা পত্রিকা পড়ে বুঝতে পারবে।	৩.৩.১ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিশুতোষ বই পড়ে বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে। ১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ্যপুস্তক ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৮ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।	১.৮.১ পঠিত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে। ১.৮.২ পাঠবহির্ভূত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।
২.৩ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদির বিষয়ে পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে।	২.৩.৬ পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.১২ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

সুকুমার রায় রচিত 'অবাক জলপান' একটি ছোট্ট নাটিকা, এতে চারটি চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অবাকভাবে জলপান করার গল্প বলা হয়েছে। নাটকের সংলাপ ও খুব সংক্ষিপ্ত গল্প বলার কারণে এটি নাটক, আর ছোট্ট নাটককে নাটিকা বলে। ভীষণ তৃষ্ণার্ত এক পথিক অনেকের কাছে জল চাইছে, কিন্তু কেউ তাকে জল তো দিলই না বরং তার কথার মধ্যে নানারকম খুঁত ধরে হাসাহাসি করল। শেষ পর্যন্ত নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে ও ফন্দি এঁটে এক বিজ্ঞানীর কাছ থেকে জল আদায় করে তৃষ্ণা মেটাল সে। নাটিকাটিতে একটি শিক্ষার্থীতোষ হাসির গল্পরস রয়েছে।

পাঠ বিভাজন : ৯

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা: ৬৪-৬৫** পথিক: নাঃ... করে বলতে হয়	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের ৬৪ নং পৃষ্ঠার ছবি (পোস্টার সাইজ করা যেতে পারে) **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন, যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখানো, কঠিন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য রচনা।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৪, ১.৩.৬, ৩.১.১ **বলা:** ২.৫.১, ৩.১.১ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৩.৬, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষক শুরুতেই শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের ৬৪ নং পৃষ্ঠার ছবিটি দেখতে বলবেন। ছবিতে কজন লোক রয়েছে তা জানতে চাইবেন। তারা কী করছে, তাদের পোশাক কেমন? কার কাছে কী রয়েছে? এভাবে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা কখনো রাস্তায় কারো কাছে কিছু জানতে চেয়েছে কি না, তা প্রশ্ন করবেন। বলতে বলবেন।
- উত্তর পাওয়ার পর ছবির ব্যক্তিদের একে অপরের কাছে কিছু জানতে চাওয়ার বিষয়টির অবতারণা করে পাঠ শিরোনামের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে নাটিকার শিরোনাম ঘোষণা করবেন ও বোর্ডের যথাস্থানে লেখকের নামসহ লিখবেন।
- নাটিকাটির হাসির ব্যাপারটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে শিক্ষক পাঠের শেষে দেওয়া লেখক পরিচিতির সাহায্যে ও নিজের জানা সুকুমার রায়ের আরও কয়েকটি শিক্ষার্থীতোষ রচনার কথা বলবেন।
- শিক্ষক পাঠে কটি চরিত্র রয়েছে? তার এবং নাটিকাটির দৃশ্যপটসহ পাঠটি শুদ্ধ উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়বে। শিক্ষার্থীরা তাকে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক পুনরায় ধীর লয়ে চরিত্রগুলোর সংলাপ উচ্চারণের ভঙ্গিমাটি স্বকণ্ঠে আরোপ করে, চরিত্রানুগ ভঙ্গিমায় যথাযথ বিরামচিহ্ন সহযোগে স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে কয়েকবার পড়বেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শিক্ষকের পাঠ শুনবে ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করবে।
- এবার প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের এক একটি দল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা তার পড়া শুনবে এবং পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে। কারো উচ্চারণ/বিরামচিহ্নের জায়গায় পাঠের সময় বিরতিতে ভুল হলে অন্যরা শুধরে দেবে। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন প্রতিটি দলের প্রতি তাদের প্রয়োজনে তিনি সহায়তা দেবেন।
- শিক্ষক ছোট দলে পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সঠিক হয়, শিক্ষক সেই কাজে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠের বর্ণনা, শব্দ বা বাক্যাংশ বুঝতে অসুবিধা/ সমস্যা আছে কি না জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন এবং বুঝতে না পারলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনে গঠিত শব্দগুলো বোর্ডে লিখে বানান ও অর্থ লিখে দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলবেন।
- কারও কাছে কোনো কিছু চাইতে হলে কীভাবে অনুরোধ করে চাইতে হবে, তা বুঝিয়ে বলবেন।
- শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করে পাঠ্যাংশের ভাববস্তু আলোচনা করবেন।

  - অবাক জলপান কোন ধরনের গল্প?
  - কে জলপান করতে চেয়েছিলেন?
  - নাটকটিতে কটি চরিত্র?
  - কার মাথায় ঝুড়ি ছিল? ছাতা মাথায় কে প্রবেশ করলেন?
  - তারা চেহারা, পোশাক এবং সঙ্গে কী ছিল?
  - ঝুড়িওয়ালা জলপাই কথাটিকে কোন ফলের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছিলেন?
  - ঝুড়িওয়ালা কটি ফলের নাম বলেছিলেন?
  - ঝুড়িওয়ালা পথিককে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা ও ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনে গঠিত শব্দগুলো দিয়ে প্রতি বেঞ্চ থেকে ২/৩ জনকে বাক্য গঠন করতে বলে শুধরে দেবেন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- আজকের পাঠটির বিষয় গল্পের মতো করে সংক্ষেপে বলতে বলবেন। প্রতি বেঞ্চ থেকে একজনকে বলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা ও ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পঠিত অংশের যুক্তবর্ণবিশিষ্ট শব্দসমূহ নির্বাচন করে যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখে আনতে বলবেন এবং অপরিচিত শব্দের অর্থ তালিকা করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা:** ৬৪-৬৫ পথিক: নাঃ... করে বলতে হয়	**উপকরণ:** পাঠ-১ এর চিহ্নিত কঠিন ও যুক্তব্যঞ্জনে গঠিত শব্দগুলোর চার্ট। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন, যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখানো, কঠিন শব্দের অর্থ।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.১, ৩.১.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ২.৫.১, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৩.২.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ১.৮.১, ১.৮.২, ২.৩.৬, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- গতদিনের পাঠের সঙ্গে আজকের নির্ধারিত পাঠের সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষক শুরুতে শিক্ষার্থীদের গত দিনের পাঠ থেকে নিচের নমুনা প্রশ্নের মতো প্রশ্ন করতে পারেন:
  - পথিক কী পাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন?
  - দুপুর বেলা ডাকলে কারা সাড়া দেয় না? কেন দেয় না?
  - ঝুড়িওয়ালা পথিককের কথার কী উত্তর দিয়েছিলেন?
  - কারও কাছে কোনো কিছু চাইতে হলে কীভাবে অনুরোধ করে চাইতে হবে?
  - অন্যের কাছে কোনো কিছু চাইতে হলে তা বিনয়ের সঙ্গে না বললে কী হয়?
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত কাজ হিসেবে আনা যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দগুলোর তালিকা শুনে বোর্ডে সেগুলো লিখবেন। তারপর তিনি শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে পড়তে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে ডাকবেন এবং যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখতে বলবেন। যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা সঠিক হয়েছে কি না তা বাকি শিক্ষার্থীদের থেকে জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ হিসেবে আনা নতুন/কঠিন শব্দগুলোর তালিকা শুনে বোর্ডে সেগুলো লিখবেন। তারপর তিনি শিক্ষার্থীদের শব্দগুলোর অর্থ জিজ্ঞেস করবেন। শব্দের অর্থ জানা ও নিশ্চিত হওয়ার জন্য বইয়ের শেষে দেওয়া 'শব্দের অর্থ জেনে নিই' থেকে দেখে নিতে বলবেন। দেখে কেউ একজন শব্দটির অর্থ পড়ে শোনাবে। তারপর, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ঐ শব্দ দিয়ে শিক্ষার্থীদের বাক্য তৈরি করতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠের অংশ চরিত্রানুগ বা পাত্র-পাত্রীর সংলাপ অনুসারে ভাগ হয়ে শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। পড়া শেষে পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাববস্তুগত মূল বক্তব্য বুঝিয়ে বলবেন।
- আজকের পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাববস্তুগত মূল বক্তব্য বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য ৩/৪ জনকে তা বলতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীর এক অনুচ্ছেদে এই বিষয়ে লিখতে বলবেন: পথ চলতে পানির পিপাসা পেলে কী করবে? অন্যের কাছে তা চাইতে হলে কীভাবে অনুরোধ করবে? শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে এবং সে সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবে এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকে বিশেষভাবে শেখা কয়েকটি শব্দ দিয়ে দুটি করে বাক্য রচনা করে লিখে আনতে বলবেন। যেমন: বরকন্দাজ, ঝুড়িওয়ালা, জলপাই, খামাখা

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা: ৬৫-৬৬** বৃদ্ধ: কী... বলে দিচ্ছি	**উপকরণ:** পাঠ্য বই **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন এবং পাঠের বিষয়বস্তু উপলব্ধি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.১, ১.৩.৩ **বলা:** ২.৫.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১ **লেখা:** ১.৫.১, ১.৬.১, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং গত দিনের পাঠের বিষয়বস্তু জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- উপরের প্রক্রিয়া ছাড়াও শিক্ষক পাঠের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম উপস্থাপন করতে পারেন।
- শিক্ষক আজকের জন্য নির্ধারিত পাঠের অংশটুকু স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়বেন। প্রথমবার পড়ার সময় শিক্ষার্থীরা শুধু মন দিয়ে শুনবে এবং আঙুল দিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করবে। দ্বিতীয়বার পড়ার সময় শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশনা থাকবে বিরামচিহ্নগুলোতে শিক্ষক কতটুকু বিরতি কীভাবে দিচ্ছেন সেটি লক্ষ করতে।
- এবার শিক্ষক প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের এক একটি দল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা তার পড়া শুনবে এবং পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দসমূহের নিচে আঙুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে ছোট দলে পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সুন্দর হয়, শিক্ষক সেই কাজে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।
- তারপর পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ডেকে আজকের পাঠ থেকে পড়তে বলে তাদের পঠন দক্ষতা যাচাই করবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের যুক্তবর্ণ চিহ্নিত করে সেগুলো দিয়ে শব্দ তৈরি করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ **পৃষ্ঠা: ৬৫-৬৬** বৃদ্ধ: কী... বলে দিচ্ছি	**উপকরণ:** যুক্তবর্ণ সংবলিত শব্দের তালিকা লেখা পোস্টার। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন এবং পাঠের বিষয়বস্তু উপলব্ধি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.১, ১.৩.৩ **বলা:** ১.৩.৬, ২.৫.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১ **লেখা:** ১.৫.১, ১.৬.১, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং শুরুতে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গত দিনের গদ্যাংশের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইবেন।
- শিক্ষক বইয়ের পাঠ দেখে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর বের করে বলার জন্য শিক্ষার্থীদের বলবেন। অর্থাৎ মুখস্থ করে বলার প্রয়োজন নেই। পাঠ অনুধাবনই যেন মুখ্য হয়।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত কাজ হিসেবে করে আনা যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দগুলোর তালিকা শুনে বোর্ডে সেগুলো লিখবেন।
- শিক্ষক এবার যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে পড়তে বলবেন ও তা খাতায় লিখতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে ডাকবেন এবং যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখতে বলবেন। বাকি শিক্ষার্থীদের থেকে তা জানতে চাইবেন।
- খাতায় লেখা যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা সঠিক হয়েছে কি না তা প্রতি বেঞ্চে দলীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের লেখা দেখতে বলবেন ও বোর্ডের সঙ্গে মিলাতে বলবেন। শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবে এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক গত দিনের পাঠ থেকে নতুন/অপরিচিত শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। শব্দসমূহ দিয়ে শিক্ষার্থী কী বুঝতে পারছে তা শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। একাধিক শিক্ষার্থীর মতামত গ্রহণ করবেন। বইয়ের শেষে দেওয়া 'শব্দের অর্থ জেনে নিই' দেখে শব্দগুলোর অর্থ মিলাতে বলবেন। তারপর শব্দসমূহ দিয়ে বাক্য তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক পাঠ শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিকভাবে এক এক অংশ এক একজনকে পড়তে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের উপর ধারাবাহিকভাবে পড়া শেষে আজকের পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক (নিচের) ৪ নং অনুশীলনীর প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকে বিশেষভাবে শেখা কয়েকটি শব্দ দিয়ে দুটি করে বাক্য রচনা করে লিখে আনতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের যেসব যুক্তবর্ণ উল্লেখ হয়েছে সেগুলো বাদে নতুন ৪টি করে যুক্তবর্ণ মনে করতে ও তা দিয়ে শব্দ তৈরি করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৫ **পৃষ্ঠা: ৬৭** মামা: কী... পরিশ্রুত জল	**উপকরণ:** এক গ্লাস ঢাকনাবিহীন পানি ও ঢাকনাযুক্ত এক গ্লাস ফুটানো বিশুদ্ধ পানি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন এবং পাঠের বিষয়বস্তু উপলব্ধি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.১, ১.৩.৩ **বলা:** ২.৫.১, ৩.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৪.১, ২.৫.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৬.১, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং নির্ধারিত পাঠের আজকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এক গ্লাস ঢাকনাবিহীন পানি ও ঢাকনাযুক্ত এক গ্লাস ফুটানো বিশুদ্ধ পানি টেবিলে রেখে বিশুদ্ধ ও দূষিত পানির প্রসঙ্গ বলে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন তাঁর পড়া মন দিয়ে শোনার জন্য, বিশেষ করে বিরাচিহ্নসমূহে শিক্ষক কতটুকু বিরতি দিয়েছেন, কীভাবে দিয়েছেন তা লক্ষ করতে নির্দেশনা দেবেন। তারপর আজকের পাঠ্য অংশটি বিরামচিহ্ন বজায় রেখে, অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে ও শব্দসমূহের নিচে আঙুল দিয়ে অনুসরণ করবে।

- এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠ্য অংশটি ধারাবাহিকভাবে পড়ার জন্য সামনে নিয়ে আসবেন। শিক্ষার্থীদের বিরামচিহ্ন বজায় দেখে, অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা একেকজন একটি করে অংশ সরবে পাঠ করবে, অন্যরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে ও শব্দসমূহে আঙ্গুল দিয়ে মিলাবে।
- এরপর শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক নির্ধারিত পাঠ থেকে নতুন ও অপরিচিত/দুর্বোধ্য শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণে শব্দ ও বাক্যগুলো স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে পড়তে বলবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শব্দগুলোর অর্থ আলোচনা করবেন। ঐ শব্দগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের বাক্য রচনা করে বলতে বলবেন। তারপর খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবে এবং ফলাবর্তন দেবেন।
- তারপর শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু ও শিখনফলের ভিত্তিতে কয়েকজন শিক্ষার্থীর পঠন-দক্ষতা যাচাই করবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের যুক্তবর্ণ বিশিষ্ট শব্দসমূহ এবং নতুন শব্দ বা অর্থ জানা নেই এমন শব্দ চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৬ **পৃষ্ঠা:** ৬৮-৬৯ পথিক: (ব্যস্ত হইয়া)... দেখিয়ে দিচ্ছি	**উপকরণ:** পাঠ্যবই **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** শব্দার্থ, বাক্য গঠন এবং পাঠের বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.১, ১.৩.৩ **বলা:** ২.৫.১, ৩.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৪.১, ২.৫.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৬.১, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গত দিনের গল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে জানতে চাইবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত কাজ হিসেবে করে আনা যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দগুলোর তালিকা শুনে বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক এবার যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে পড়তে বলবেন ও খাতায় লিখতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে ডাকবেন এবং যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখতে বলবেন। বাকি শিক্ষার্থীদের থেকে তা জানতে চাইবেন।
- খাতায় লেখা যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা সঠিক হয়েছে কি না তা প্রতি বেঞ্চে দলীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের লেখা দেখতে বলবেন ও বোর্ডের সঙ্গে মিলাতে বলবেন। শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- এবার শিক্ষক পাঠের উপর আদর্শ পাঠ দেবেন। তারপর এর বিষয়বস্তু আলোচনা করবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিকভাবে এক একটি করে এক একজনকে পড়তে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক পাঠ থেকে নতুন/অপরিচিত শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। শব্দগুলো দিয়ে শিক্ষার্থী কী বুঝতে পারছে তা বলতে বলবেন। একাধিক শিক্ষার্থীর মতামত গ্রহণ করবেন। বইয়ের শেষে দেওয়া 'শব্দের অর্থ জেনে নিই' দেখে শব্দগুলোর অর্থ মিলাতে বলবেন। তারপর শব্দসমূহ দিয়ে বাক্য তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।

- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে গত কয়েক দিনে বিশেষভাবে শেখা কয়েকটি শব্দ দিয়ে দুটি করে বাক্য রচনা করে লিখে আনতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকের পাঠের যেসব যুক্তবর্ণ উল্লেখ হয়েছে সেগুলো বাদে নতুন ৪টি করে যুক্তবর্ণ মনে করতে ও তা দিয়ে শব্দ তৈরি করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৭ **পৃষ্ঠা:** ৬৯-৭০ এই খানে... কোথাকার	**উপকরণ:** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠের বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা ও লিখন।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.১, ১.৩.৩ **বলা:** ২.৫.১, ৩.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৪.১, ২.৫.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৬.১, ২.৩.৬, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং গত দিনের পাঠের বিষয়বস্তু জানতে চাইবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন তাঁর পাঠ মন দিয়ে শোনার জন্য, বিশেষ করে বিরামচিহ্নসমূহে শিক্ষক কতটুকু বিরতি দিয়েছেন, কীভাবে দিয়েছেন তা লক্ষ করতে নির্দেশ দেবেন। তারপর আজকের পাঠের অংশটি বিরামচিহ্ন বজায় রেখে, অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে ও শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠের অংশটি ধারাবাহিকভাবে পড়ার জন্য সামনে নিয়ে আসবেন। শিক্ষার্থীদের বিরামচিহ্ন বজায় দেখে, অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীল ভঙ্গিমাসহ পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা একেকজন একটি করে অনুচ্ছেদ সরবে পড়বে, অন্যরা মন দিয়ে শুনবে ও শব্দসমূহে আঙ্গুল দিয়ে মিলাবে।
- এরপর শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক আজকের নির্ধারিত পাঠ থেকে নতুন ও অপরিচিত/দুর্বোধ্য শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণে শব্দ ও বাক্যগুলো স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে পড়তে বলবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শব্দগুলোর অর্থ আলোচনা করবেন। ঐ শব্দগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে বাক্য রচনা করে বলতে বলবেন। তারপর খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবে এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- তারপর শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু ও শিখনফলের ভিত্তিতে কয়েকজন শিক্ষার্থীর পঠন-দক্ষতা যাচাই করবেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তার পর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পুরো পাঠ অভিনয় সহকারে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৮ **পৃষ্ঠা:** ৭০-৭২ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যবই **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠের বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা ও লিখন।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.১, ১.৩.৩ **বলা:** ২.৫.১, ৩.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৪.১, ২.৫.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৬.১, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। তারপর শিক্ষক শুরুতে শিক্ষার্থীদের দিয়ে ধারাবহিক ভাবে পুরো পাঠটি ভালো করে পাঠ করাবেন। একজন করে শিক্ষার্থী একটি করে সংলাপ পাঠ করবে, অন্যরা শুনে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ১ অনুশীলনী থেকে নাটিকাটির মূলভাব পড়তে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ২ ও ৩ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন।
- তারপর সবাইকে ৪ নং অনুশীলনীর প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন।
- ৪ নং অনুশীলনীর গ প্রশ্নটির উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- এরপর ৫ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে অনুশীলনীসহ সম্পূর্ণ পাঠটি পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৯ **পৃষ্ঠা:** ৬৪-৭২	**উপকরণ:** পাঠ্যবই **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.১, ১.৩.৩ **বলা:** ২.৫.১, ৩.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৪.১, ২.৫.১ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৬.১, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিক্ষক পূর্বদিনের পাঠের পুনরালোচনা স্বরূপ কয়েকজনকে দিয়ে পাঠটি ধারাবাহিকভাবে অভিনয়সহ পাঠ করাবেন।
- এবার পাঠশিখির ৪ নম্বর অনুশীলনী থেকে প্রশ্নগুলো একের পর এক করে শিক্ষার্থীদের উত্তর নিজের ভাষায় বলতে বলবেন। তারপর পাঠশিখির ৪ নম্বর অনুশীলনীর ঘ প্রশ্নের উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন। যাদের লেখা হয়ে গেছে তাদের খাতা দেখে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করে তাদের বই থেকে অন্য দলকে প্রশ্ন করা অন্য দলের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রশ্ন তৈরি ও উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় দেবেন।
- তারপর দুই দলকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশনা দেওয়া হবে- 'অবাক জলপান' পাঠটির উপর এক দল প্রশ্ন করবে, আরেক দলকে তার উত্তর দিতে হবে, উত্তর দিতে পারলে স্কোর ৫। না পারলে পয়েন্ট পাবে না। এভাবে সমান সংখ্যক প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হবে। যে দল বেশি পয়েন্ট স্কোর হবে তাকে জয়ী ঘোষণা করা হবে। এ রকম আনন্দদায়ক সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরমূলক কুইজের মাধ্যমে অধিবেশন শেষ হবে।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের শেষ পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

ঘাসফুল

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল
হাওয়াতে দোলাই মাথা,
তুলো না মোদের দলো না পায়ে
ছিঁড় না নরম পাতা।

শুধু দেখ আর খুশি হও মনে
সূর্যের সাথে হাসির কিরণে
কেমন আমরা হেসে উঠি আর
দুলে দুলে নাড়ি মাথা।

ধরার বুকে স্নেহ-কণাগুলি
ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।
মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি
রূপকথা নীল আকাশের বাঁশি–
শুনি আর দুলি বাতাসে
যখন তারারা ফোটে।

অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

ঘাসফুল যে কী আনন্দে বেঁচে আছে, জীবনকে উপভোগ করছে সে কথাই এখানে তারা নিজেরা বলছে। ফুল ছিঁড়ে, পায়ের নিচে পিষে ফেলে মানুষ যেন তাদের কষ্ট না দেয়- সেই মিনতি তারা করছে। গাছে ফুল ফুটলে তা দেখে আনন্দ পাওয়া চাই। ফুল ছেঁড়ার অর্থ ফুলকে মেরে ফেলা। গাছের যেমন প্রাণ আছে, ফুলেরও তেমনই প্রাণ আছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

দোলাই কিরণ ধরা তারারা ফোটে স্নেহ-কণা রূপকথা

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

দোলায়	কিরণ	ধরার	তারারা	স্নেহ-কণা	রূপকথার	ফোটে

ক. ছোট ছোট ফুল হাওয়াতে .... মাথা।

খ. সকালে সূর্যের .... ততটা তীব্র হয় না।

গ. .... বুকের স্নেহ-কণাগুলি ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।

ঘ. আঁধার আকাশে .... মিটিমিটি করে চায়।

ঙ. ফুল গাছে ফুল ....।

চ. .... বই পড়তে অনেক ভালো লাগে।

ছ. মা .... দিয়ে আমাদের ভরে রাখেন।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. হাওয়াতে কারা মাথা দোলাচ্ছে?
খ. ঘাসফুল আমাদের কাছে কী মিনতি করছে? কেন করছে?
গ. ঘাসফুল কার সাথে নিজেকে তুলনা করেছে? কীভাবে তুলনা করেছে?
ঘ. ফুল মানুষকে কীভাবে আনন্দ দেয়?

৫. কবিতার অংশটি ব্যাখ্যা করি।

মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি
রূপকথা নীল আকাশের বাঁশি–
শুনি আর দুলি শান্ত বাতাসে
যখন তারারা ফোটে।

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও না দেখে লিখি।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

ক. আমার প্রিয় ফুল সম্পর্কে একটি রচনা লিখি।
ফুলের নাম:
ফুলের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা:
কোথায় হয়:
ব্যবহার:
কেন প্রিয় ফুল:
....
....
....
....
....
....

খ. পাঠ্যবইয়ের বাইরের কোনো কবিতা বা ছড়া পড়ে তা শ্রেণিতে আবৃত্তি করি।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

কবি-পরিচিতি

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ১৯১১ সালে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত কবি ও গায়ক। তিনি অনেক উদ্দীপনামূলক দেশপ্রেমের গান লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। সংগীতের শিক্ষক হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান। তিনি ১৯৭৭ সালের ২৬-এ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

ঘাসফুল
(পৃষ্ঠা ৭৩– ৭৫)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে পালন করবে। ১.৩.৩ উপদেশ শুনে পালন করবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব অনুধাবন করতে পারবে।	২.১.২ কবিতা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.২ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.৩ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।	২.২.১ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। ২.২.২ কবিতার মূলভাব বলতে পারবে। ২.২.৩ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে সমমানের কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ বলতে পারবে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.৩ সহজ বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসহ মত ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.২ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দযোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
২.১ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
২.২ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা দেখে সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.২.১ পাঠ্যবইয়ের ছড়া সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য ও চরণ লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.১ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে।	২.১.৪ পাঠ্যবইয়ের কবিতা লিখতে পারবে।

২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ের মূলভাব লিখতে পারবে।	২.৩.১২ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এটি একটি প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা। ক্ষুদ্র ঘাস এবং ফুল প্রকৃতির সৌন্দর্যের একটি অংশ। ঘাসফুলের মুখ দিয়ে কবিতাটি বলানো হয়েছে। ছোট হলেও ঘাসফুল অনেক আনন্দ দিয়ে জীবনকে উপভোগ করে বেঁচে থাকে, নিজেরা নিজেদের মধ্যে সে আনন্দের কথা বলেছে। তারা মিনতি করছে, ফুল ছিঁড়ে, পায়ের নিচে পিষে ফেলে মানুষ তাদের যেন কষ্ট না দেয়। গাছে ফুল ফুটলে মানুষ তা দেখে আনন্দ পেতে পারে। ফুল না ছিঁড়ে তাকে না মেরে বাঁচিয়ে রাখলে মানুষেরই লাভ। মানুষের মতো, গাছেরও প্রাণ আছে, ফুলেরও প্রাণ আছে।

পাঠ বিভাজন : ৬

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা:** ৭৩ আমরা ঘাসের... নরম পাতা	**উপকরণ:** ফুটন্ত ফুলসহ টবে লাগানো ঘাস জাতীয় গাছ। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব এবং ছোট-উত্তরের প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.৩.১, ১.৩.৩, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা :** ১.১.২, ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.২, ১.৫.১, ২.১.২ **লেখা:** ১.৪.৩, ২.১.৪, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আলোচনার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর নিয়ে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক উপকরণটি দেখিয়ে ঘাসফুলের সৌন্দর্য সম্পর্কে বলবেন। আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, এমনি একটি কবিতা আজ আমরা পড়ব যেখানে ছোট ছোট ঘাস ফুলের কথা বলা হয়েছে।
- এরপর শিক্ষক কবিতার শিরোনাম 'ঘাসফুল' ও কবির নাম 'জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র' বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ৭৫ পৃষ্ঠায় কবি পরিচিতি-এর আলোকে কবি সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার কবিতা ও কবির নাম উচ্চারণ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সমস্বরে বলতে বলবেন।
- এরপর সবাইকে ৭৩ পৃষ্ঠার ছবিটি শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে দেখতে বলবেন এবং ছবি সম্পর্কে প্রশ্ন করে জানতে চাইবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা কবিতার (আমরা ঘাসের.........নরম পাতা।) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- শিক্ষক প্রথমে সম্পূর্ণ কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। এরপর কবিতাটির নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, বিরাম চিহ্ন অনুসরণ করে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙ্গুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙ্গুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন, শিক্ষার্থীরাও সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো জোড়ায় কাজগুলো করাবেন। শিক্ষার্থী কী কাজ করবে তা বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- পড়া, নতুন/অজানা শব্দ খুঁজে বের করে লেখা। পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।

- জোড়ায় কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাংশ আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দ শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- দোলাই মাথা, দলো। ইত্যাদি। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো পড়াবেন।
- আজকের শেখানো শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের বোর্ড দেখে খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- আজকের পাঠটি পড়ে বুঝেছে কি না তা জানার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর করবেন। যেমন:
  - কার মুখ দিয়ে কবিতাটি বলা হয়েছে?
  - ঘাসফুল কিসে মাথা দোলাই?
  - ঘাসফুল কোথায় মাথা দোলাই?
  - কেন ঘাসফুল মাথা দোলাই?
  - ঘাসফুল কী মিনতি করছে? কেন মিনতি করছে?
  - ঘাসফুলকে কারা কষ্ট দেয়? ইত্যাদি। উত্তর গঠনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- আরও ব্যাখ্যা করে তাদের উত্তরগুলো শুদ্ধ করে দেবেন এবং বোর্ডে লিখে দিয়ে তাদের খাতায় লিখে নিতে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব বলতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকের পাঠ লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা:** ৭৩ শুধু দেখ... নাড়ি মাথা	**উপকরণ:** ফুটন্ত ফুলসহ টবে লাগানো ঘাসজাতীয় গাছ। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব এবং ছোট-উত্তরের প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.৩.১, ১.৩.৩, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা :** ১.১.২, ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.২, ১.৫.১, ২.১.২ **লেখা:** ১.৪.৩, ২.১.৪,২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - গতদিনের পড়া কবিতাটির প্রথম ৪ লাইন কয়েকজনকে বলতে বলবেন।
  - দোলাই মাথা, দলো শব্দগুলোর অর্থ জিজ্ঞেস করবেন।
  - ঘাসফুল দেখতে কেমন?
  - হাওয়াতে তারা কী করে?
  - ঘাসফুলকে মানুষ কী করে।
  - কে ঘাসফুলের নরম পাতা ছিঁড়ে নেয়? ইত্যাদি। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্নের উত্তর ২/৩ জন থেকে জানবেন।
- এরপর গত দিনের পরিকল্পিত কাজটি দেখবেন।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের ৭৩ পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা 'ঘাসফুল' কবিতার (শুধু দেখ.........নাড়ি মাথা।) অংশ পড়ব এবং আবৃত্তি শিখব। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে কবিতাটি পড়াবেন।
- পড়া শেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাংশ আবৃত্তি করতে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো কাজগুলো করাবেন। যেমন পড়ার কাজ, কবিতার অংশ বিশেষ দেখে লেখা।
- জোড়ায় কাজ শেষে সবাইকে আগের মতো বসতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- কিরণ, নাড়ি। ইত্যাদি। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়াবেন।
- এরপর পঠিত শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য লিখতে দেবেন। একই শব্দের সমার্থক শব্দ বের করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন: খুশি = আনন্দ, সূর্য = অরুণ, কিরণ = আলো, দুলে দুলে = নাড়িয়ে নাড়িয়ে।
- আজকের পাঠটি পড়ে বুঝেছে কি না তা জানার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর করবেন। যেমন:
  - এখানে ঘাসফুল কী মিনতি করছে?
  - ঘাসফুল কীভাবে খুশি হতে বলছে?
  - ঘাসফুল কীভাবে হেসে উঠে?
  - ঘাসফুল কীভাবে মাথা নাড়ায়? ইত্যাদি।
- আজকের পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- পাঠের বিষয়বস্তু যথাযথ বিরামচিহ্ন প্রয়োগ করে লিখতে দেবেন। লেখা শেষে ৫/৬টি খাতা যাচাই করে প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন। প্রয়োজনে আপনি সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- আজকের পাঠের শব্দগুলোর অর্থ দিয়ে ২টি করে বাক্য গঠন করে যথাযথ বিরামচিহ্ন সহযোগে বাড়ির কাজের খাতায় লিখে আনবে। খুশি, মনে, কিরণে, হেসে উঠি, দুলে দুলে।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা:** ৭৩ ধরার বুকে... তারারা ফোটে	**উপকরণ:** বড় আর্ট পেপারে রঙিন কালিতে আঁকা কিছু ঘাসফুলের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া ও লেখা, শব্দের অর্থ, বাক্য, পঠিত অংশের মূলভাব এবং ছোট-উত্তরের প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.৩.১, ১.৩.৩, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা :** ১.১.২, ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.২, ১.৫.১, ২.১.২ **লেখা:** ১.৪.৩, ২.১.৪, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - গত দিনের পড়া কবিতাটির প্রথম ৪ লাইন কয়েকজনকে বলতে বলবেন।
  - কিরণ, নাড়ি শব্দগুলোর অর্থ জিজ্ঞেস করবেন এবং শব্দগুলো দিয়ে বাক্য বলতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- উপকরণটি ঝুলিয়ে ছবির ফুলগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। যেমন:
  - ছবির ফুলগুলো কি তোমরা চেন? চিনলে নাম বল।
  - আমাদের চলার পথে এ রকম ফুল লতাপাতাকে দেখে তোমরা কী কর?
  - ছোট ঘাসফুলেরা কখন হেসে ওঠে?
  - কার আলোতে ঘাসফুল, লতাপাতা এবং গাছপালারা হাসে এবং বেঁচে থাকে?
  - ক্ষুদ্র তৃণলতাকে বাঁচিয়ে রাখতে আমাদের কী করা উচিত?
  - তুমি কি চলার পথে ছোট ছোট ঘাস লতাপাতা পা দিয়ে মাড়িয়ে দাও?

- এগুলোর প্রতি মানুষের কী করা উচিত?
- আমাদের চারপাশে সবুজ ঘাস, বৃক্ষ, লতাপাতা না থাকলে তোমার কেমন লাগে? গুছিয়ে বল।

- প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। এরপর উপকরণটি নামিয়ে নেবেন।
- শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ও কবির নাম বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের ৭৩ পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে কবিতাটি পড়াবেন।
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা ঘাসফুল কবিতার (ধরার বুকে.........তারারা ফোটে।) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- এরপর শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- পড়াশেষে শিক্ষার্থীদের (৪- ৫) দলে মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো দলের কাজগুলো করাবেন। দলে পড়ার কাজ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করা এবং পাঠ্যাংশ থেকে প্রশ্ন তৈরি করে উত্তর বলা।
- দলে কাজ শেষে সবাইকে আগের মতো বসতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- ধরার, স্নেহ- স্ন = স +ন, ফোটে। ইত্যাদি। শিক্ষক শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়াবেন। যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত
- শব্দগুলো ভেঙে শেখাবেন। এবার গঠিত শব্দগুলো দিয়ে তৈরি আরও কয়েকটি শব্দ বলবেন। পাঠের ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ ও বাকগুলো ব্যাখ্যা করে আলোচনা করে দেবেন। যেমন: ধরার বুকে, স্নেহ-কণাগুলি, ঘাস হয়ে ফুটে ওঠা, লাল নীল সাদা হাসি, রূপকথা, নীল আকাশের বাঁশি, শুনি আর দুলি, শান্ত বাতাসে, যখন তারারা ফোটে।
- বাক্যগুলো বুঝেছে কি না পুনরায় জিজ্ঞেস করবেন এবং সহযোগিতা করবেন।
- এবার কয়েকজনকে কবিতার ভাববস্তু বলতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। নিচের প্রশ্নগুলো জানতে চাইবেন যেমন:
  - ঘাসফুলদের মিনতি কী? ‘ঘাসফুল, লতাপাতা, ও ক্ষুদ্র গাছপালাকে যেন শিক্ষার্থীরা পায়ের তলায় ফেলে পিষে না মারে, তাদের মমতার সঙ্গে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে’- এ উপদেশটি বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ঘাস, ফুল, লতাপাতার প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? তাদের আমরা কীভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করতে পারি? যথাযথ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে একটি অনুচ্ছেদ লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ **পৃষ্ঠা: ৭৩** অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতাটি মুখস্থ বলা, কবিতার মূলভাব, শব্দের অর্থ, বাক্য, প্রশ্ন এবং শূন্যস্থান পূরণ।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.৩.১, ১.৩.৩, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা :** ১.১.২, ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.২, ১.৫.১, ২.১.২ **লেখা:** ১.৪.৩, ২.১.৪, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ যাচাই করবেন। যেমন:
  - কবিতাটি শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বলতে বলবেন।
  - কবিতাটি কে লিখেছেন জিজ্ঞেস করবেন।

- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন। প্রথমে মুখে মুখে জিজ্ঞেস করবেন।
- এবার শিক্ষার্থীদের বইয়ের ৭৪ নম্বর পৃষ্ঠার অনুশীলনী অংশ খুলতে বলবেন। শিক্ষক ১ নম্বর অনুশীলনীর 'কবিতার মূলভাব জেনে নিই' অংশটি শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন। এরপর শিক্ষক নিজে বুঝিয়ে দেবেন। ৫/৬ জনকে বলতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক ২ নম্বর অনুশীলনীর কাজ করাবেন। প্রথমে শব্দগুলোর অর্থ সকলের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষাথীরা সমস্বরে বলবে। আবার কখনও কখনও উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। উত্তর ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- এরপর শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো দিয়ে অর্থ ও বাক্য লিখতে দেবেন।
- এরপর ৩ নম্বর অনুশীলনীর কাজ করাবেন। প্রথমে শিক্ষক একটি বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করবেন, উপরের শব্দগুলো থেকে খালি জায়গায় কোন শব্দটি বসবে। শিক্ষার্থীরা বলবে শিক্ষক খালি জায়গায় শব্দটি লিখবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের খাতায় কাজটি করতে দিবেন।
- অনুশীলনী ৪ নম্বর প্রশ্ন করাবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দিবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে লবেন। উত্তর ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- এরপর শিক্ষক প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে দেবেন। লেখা শেষে জুটিতে দেখতে দেবেন। শিক্ষক ৫/৬টি খাতা দেখে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা অনুশীলনী থেকে কবিতার মূলভাব, শব্দের অর্থ, বাক্য, প্রশ্ন এবং শূন্যস্থান পূরণ করেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- কবিতার মূলভাব লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৫ **পৃষ্ঠা: ৭৫** অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতার অংশ ব্যাখ্যা করা, কবিতাটি আবৃত্তি করা ও না দেখে লিখা এবং কর্ম-অনুশীলন।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.৩.১, ১.৩.৩, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা :** ১.১.২, ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.২, ১.৫.১, ২.১.২ **লেখা:** ১.৪.৩, ২.১.৪, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ থেকে যাচাই করবেন। যেমন:
  - কবিতাটি শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বলতে বলবেন।
- - কবিতাটির মূলভাব শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- এরপর গত দিনের পরিকল্পিত কাজটি দেখবেন।
- এবার শিক্ষার্থীদের বইয়ের ৭৫ নম্বর পৃষ্ঠার অনুশীলনী অংশ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক ৫ নম্বর অনুশীলনীর 'কবিতার অংশটি ব্যাখ্যা করি' অংশটি শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রতি বেঞ্চ থেকে একজনকে পড়তে বলবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন। ৬ নম্বর অনুশীলনীর ক্ষেত্রে শিক্ষক কবিতাটি শিক্ষার্থীদের সঠিক ছন্দে বই না দেখে মুখস্থ বলতে বলবেন এবং লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক ৭ নম্বর অনুশীলনীর 'কর্ম-অনুশীলন'-এর কাজ করাবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ কবিতাটি অনুশীলনীসহ ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড - ৬
পাঠ শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. 'ঘাস ফুল' কবিতায় কবি কী মিনতি করেছেন এ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখ।
২. পরের চরণটি মিলিয়ে লিখি।
শুধু দেখ আর খুশি হও মনে
....
কেমন আমরা হেসে উঠি আর
....
৩. নিচের শব্দগুলো দিয়ে একটি করে বাক্য লিখ।
ক. কিরণ :...
খ. স্নেহঃ ....
গ. রূপকথা : ....
ঘ. শান্তঃ..
ঙ. বাঁশিঃ...
৪. নিচের ঘর থেকে সঠিক অর্থ নিয়ে শব্দের পাশে লিখি ও বাক্য তৈরি করি।

প্রস্ফুটিত হয়,	পৃথিবী,	মাথা নাড়াই,	আলো

গ. দোলাই মাথাঃ ....
খ. কিরণঃ ....
ঘ. ধরাঃ ....
ক. ফোটেঃ ....

৫ . ঘাস, ফুল, লতাপাতা এদের আমরা কীভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করতে পারি? এ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখ।

মাটির নিচে যে শহর

বাংলাদেশের মধ্যে বেশ কয়েকটা প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে। সে সব স্থানের নাম তোমরা হয়তো জান, যেমন– ময়নামতি, মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুর। এগুলো কোনোটি হয়তো তোমরা দেখেও থাকবে। সেগুলো সবই মাটির ওপরে, ঢিবির আকারে, তাই সহজে দূর থেকেই দেখা যায়। কিন্তু এদেশে মাটির নিচে রয়েছে এক প্রাচীন নগর-সভ্যতা।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

কুমিল্লার লালমাই আর বরেন্দ্র অঞ্চলের পাহাড়পুর এবং মহাস্থানগড়ের মতো মধুপুর গড়ের অধিকাংশ ভূমির গঠন একই রকম। এ অঞ্চল মধুপুর গড় নামে পরিচিত। মৃত্তিকা-বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই অঞ্চলের মাটি হাজার হাজার বছরের পুরানো। আজ থেকে বহু বছর আগে আমাদের এই দেশের ভূপৃষ্ঠ ঠিক এই রকম ছিল না। খ্রিষ্টপূর্ব সাত থেকে ছয় শতকে বর্তমানের গঙ্গা নদীর তীরে সুসভ্য জনমানুষের বসতি ছিল। এখানে ছিল সুন্দর নগরী। এখনকার নরসিংদী দিয়ে বয়ে গেছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ। ১৭৭০ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহ পেরিয়ে নরসিংদী জেলার বেলাবো উপজেলার দক্ষিণ দিক থেকে প্রাচীন সোনারগাঁ নগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল।

এরপর সম্ভবত বড় ভূমিকম্প, বন্যা-প্লাবন বা নদীভাঙন হয়েছিল কোনো এক সময়ে। ফলে এসব অঞ্চলে ভূপ্রকৃতির বড় রকমের ওলটপালট হয়। ১৮৯৭ সালে প্রচণ্ড এক ভূমিকম্প হয় আমাদের দেশে। ফলে মাঠ-ঘাট, নদী-নালা আর জনবসতি সবই প্রাকৃতিক কারণে বদলে যায়। এখনো তোমরা দেখে থাকো নদীর পাড়ের জমি, ঘরবাড়ি, গ্রাম আর রাস্তা-ঘাট ভাঙছে। আবার বিশাল নদীর অন্য দিকে বিস্তীর্ণ চর পড়ছে। শত শত বছর আগে থেকেই এইভাবে চলে আসতে থাকে ভাঙা-গড়া। মাটিচাপা পড়ে যায় এক একটি নগর-জনপদ। মাটি খুঁড়ে এমনি এক সুপ্রাচীন নগর-জনপদের দেখা পাওয়া গেছে বাংলাদেশে। সেই স্থানের নাম নরসিংদী জেলার উয়ারী-বটেশ্বর। উয়ারী-বটেশ্বর ঢাকা থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে নরসিংদীর বেলাবো ও শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত। এটি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান।

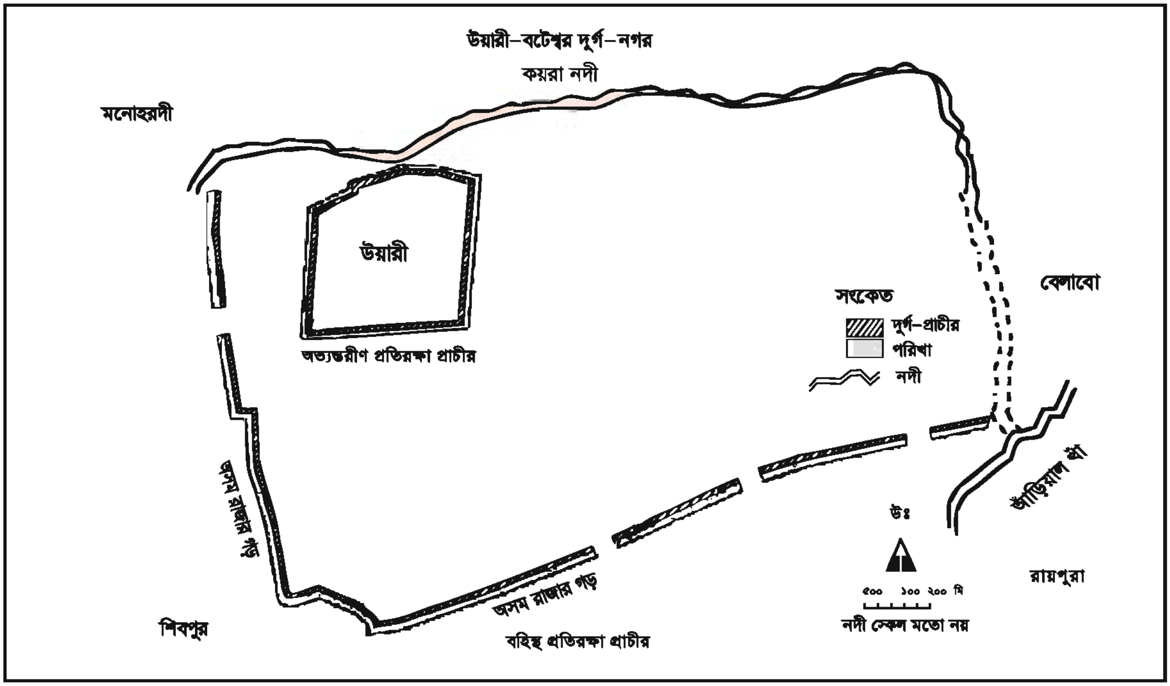

আসলে উয়ারী এবং বটেশ্বর পাশাপাশি দুটি গ্রাম। এই দুই গ্রামে প্রায়ই বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া যেত। ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খনন করার সময় একটা পাত্রে জমানো কিছু মুদ্রা পায়। স্থানীয় স্কুল শিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান সেখান থেকে ২০-৩০টি মুদ্রা সংগ্রহ করেন। এগুলো ছিল বঙ্গাদেশের এবং ভারতের প্রাচীনতম রৌপ্যমুদ্রা। সেটাই ছিল উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহের প্রথম চেষ্টা। তিনি তাঁর ছেলে হাবিবুল্লাহ পাঠানকে এ সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। ১৯৫৫ সালে বটেশ্বর গ্রামের শ্রমিকরা দুটি লৌহপিণ্ড ফেলে যান। ত্রিকোণাকার ও একমুখ চোখা ভারি লোহার পিণ্ডগুলো হাবিবুল্লাহ পাঠান বাবাকে নিয়ে

দেখান। তিনি অভিভূত হন। ১৯৫৬ সালে উয়ারী গ্রামে মাটি খননকালে ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রার একটি ভান্ডার পান তিনি। তাতে চার হাজারের মতো মুদ্রা ছিল। ১৯৭৪-৭৫ সালের পর থেকে হাবিবুল্লাহ উয়ারী-বটেশ্বরের প্রচুর প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করেন। পরে তিনি সেগুলো জাদুঘরে জমা দেন। অনেক পরে ২০০০ সালে এখানে শুরু হয় খনন কাজ। নেতৃত্ব দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান। খনন করে পাওয়া যায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গ-নগর। আরও পাওয়া যায় ইটের স্থাপত্য, বন্দর, রাস্তা, গলি, পোড়ামাটির ফলক, মূল্যবান পাথর, পাথরের বাটখারা, কাচের পুঁতি, মুদ্রাভাণ্ডার। মুদ্রাগুলো ভারত উপমহাদেশের মধ্যে প্রাচীনতম। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মাটির নিচে থাকা এই স্থানটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরানো।

সে সময় শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস। ছিল নগর সভ্যতা। পূর্ব-দক্ষিণ দিক দিয়ে ভৈরবের মেঘনা হয়ে এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য সুদূর জনপদ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ঐতিহাসিকদের ধারণা, ব্রহ্মপুত্র নদ হয়ে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সুদূর রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত 'উয়ারী-বটেশ্বর' রাজ্যের যোগাযোগ ছিল।

প্রাচীন মুদ্রা

উয়ারী-বটেশ্বরের আশেপাশে প্রায় পঞ্চাশটি পুরানো জায়গা পাওয়া গেছে। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম, যেমন-রাঙ্গার টেক, সোনারুতলা, কেন্দুয়া, মরজাল, টঙ্গীরাজার বাড়ি, মন্দিরভিটা, জানখাঁরটেক, টঙ্গীরটেকে প্রাচীন বসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। দুর্গ-প্রাচীর, ইটের স্থাপত্য, মুদ্রা, গয়না, ধাতব বস্তু, অস্ত্র থেকে শুরু করে জীবনধারণের যত প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে তা থেকে সহজেই বলা যায়, এখানকার মানুষ যথেষ্ট সভ্য ছিল। এই স্থানের বসতি এলাকাটি সম্ভবত রাজ্যের রাজধানী ছিল। অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের ধারণা, এই প্রত্নতত্ত্ব স্থাপত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধশীল আর যথাযথ পরিকল্পনায় গড়া। এই সভ্যতা প্রাচীনকালে 'সোনাগড়া' নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিল। উয়ারী-বটেশ্বর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শিবপুর উপজেলা। এখানকার মন্দিরভিটায় এক বৌদ্ধ পদ্মমন্দিরও আবিষ্কৃত হয়েছে। জানখাঁরটেকে একটি বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক আশ্চর্য সব নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে এই এলাকা থেকে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপত্যকা জনপদ প্রাচীনতম অভিভূত নিদর্শন খ্রিষ্টপূর্ব ঐতিহাসিক

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ঐতিহাসিক	উপত্যকা	অভিভূত	নিদর্শন	প্রাচীনতম

ক. পাহাড়পুর আমাদের দেশে অতি .... একটি বিহার।

খ. ক্রমে ক্রমে অনেক আশ্চর্য .... পাওয়া যাচ্ছে উয়ারী-বটেশ্বরে।

গ. উয়ারী-বটেশ্বর বাংলাদেশের .... নিদর্শন।

ঘ. পাহাড় ও পর্বতের মাঝে সমতল ভূমিকে বলে ....।

ঙ. আমি জাদুঘর দেখে .... হয়ে গেলাম।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে কী বোঝ? বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি সম্পর্কে যা জান লেখ।

খ. উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কীভাবে মানুষের নজরে এলো?

গ. উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অবস্থিত? এই এলাকাটির প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলে পরিণত হওয়ার পিছনে কী কারণ তা লেখ।

গ. ব্রহ্মপুত্র নদ আগে কোথা দিয়ে প্রবাহিত হতো আর এখন কোথায়?

ঘ. কোন কোন নিদর্শন থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের সময়কাল জানা যায়?

ঙ. উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ যা ধারণা করেছেন তা বর্ণনা কর।

৪. বিশেষভাবে লক্ষ্য করি।

ছাপাঙ্কিত–ছাপ হলো দাগ বা চিহ্ন দেওয়া। কোনো কিছুর ওপর ছাপ দিয়ে অঙ্কন করা। বাংলাদেশের মুদ্রার ওপর শাপলা ফুল ছাপাঙ্কিত আছে।

এখানে দুটি শব্দ, ছাপ + অঙ্কিত মিলে হয়েছে ছাপাঙ্কিত। এই রকম দুই শব্দের মিলন হলে তাকে বলে সন্ধি। যেমন, নীল + আকাশ= নীলাকাশ ।

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. উয়ারী–বটেশ্বরের প্রচুর প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করে জাদুঘরে কে জমা দেন?

১. হাসিবুল্লাহ পাঠান ২. হাফিজুল্লাহ পাঠান

৩. হাবিবুল্লাহ পাঠান ৪. শরিফুল্লাহ পাঠান

খ. একটি বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে–

১. ভাষানটেকে ২. জানখাঁরটেকে

৩. টেকেরহাটে ৪. টঙ্গীরটেকে

গ. কোন নদীপাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস?

১. বুড়িগঙ্গা ২. ব্রহ্মপুত্র

৩. শীতলক্ষ্যা ৪. মেঘনা

ঘ. ব্রহ্মপুত্র নদ বয়ে গেছে কোন অঞ্চলের পাশ দিয়ে?

১. মধুপুর ২. ময়নামতি

৩. পাহাড়পুর ৪. নরসিংদী

ঙ. এই সভ্যতা প্রাচীনকালে কী নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিল?

১. রূপাগড়া ২. মনগড়া

৩. সোনাগড়া ৪. সোনাঝুরি

৬. কর্ম-অনুশীলন।

বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে রচনা লিখি।

মাটির নিচে শহর
(পৃষ্ঠা ৭৬–৮০)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে পালন করবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে ঘটনা, মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে ও উপভোগ করতে পারবে।	২.২.১ গল্প শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.২.২ গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
৩.১ নাটকের সংলাপ ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.২ বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশ দিতে পারবে। ১.৩.৩ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথার মূল বিষয় ও ভাব বলতে পারবে।	২.৪.১ গল্পের মূল বিষয় বলতে পারবে। ২.৪.২ গল্পের মূলভাব বলতে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ বলতে পারবে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.৩ সহজ বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসহ মত ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.১ বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ করতে পারবে। ৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.২ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৩.৩ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.৪ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠ্যপুস্তকের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৪.২ সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।

	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথা পড়ে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.৪.১ গল্প পড়ে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.৪.২ গল্প পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে। ১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৮ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।	১.৮.১ পঠিত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।
২.৩ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদির বিষয়ে পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে।	২.৩.৬ পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা পড়ে মূলভাব লিখতে ২.৩.১২ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।
৩.৩ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে।	৩.৩.১ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে। ৩.৩.২ পাঠবহির্ভূত কোন বিষয়ে নিজের মনোভাব লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই পাঠটি প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনবিষয়ক একটি গদ্যধর্মী রচনা। মাটির নিচের এক প্রাচীন নগর-সভ্যতা উয়ারী-বটেশ্বর। এই অঞ্চলের মাটি হাজার হাজার বছরের পুরনো। উয়ারী-বটেশ্বর ঢাকা থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে নরসিংদীর বেলাব ও শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। এই স্থান খনন করে পাওয়া গেছে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গ-নগর, ইটের স্থাপত্য, বন্দর, রাস্তা, গলি, পোড়ামাটির ফলক, মূল্যবান পাথর, পাথরের বাটখারা, কাচের পুঁতি, মুদ্রাভাণ্ডার। ভবিষ্যতে ক্রমে ক্রমে অনেক আশ্চর্য সব নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে এই এলাকা থেকে।

পাঠ বিভাজন : ৯

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা:** ৭৬ বাংলাদেশের... প্রবাহিত ছিল	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন, যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখানো, কঠিন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য রচনা।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৩, ২.৪.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- নির্ধারিত পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষক শুরুতে পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি (ও মানচিত্র) দেখতে বলবেন। আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক মাটির নিচের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন।
- তারপর শিক্ষক আজকের পাঠটি স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে কয়েকবার পড়বেন এবং শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শিক্ষকের পাঠ শুনবে ও পাঠের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করবে।
- এবার প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের এক একটি দল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা তার পড়া শুনবে এবং সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ছোটদলে পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সঠিক হয়, শিক্ষক সেই কাজে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যুক্তশব্দ খুঁজে দেখতে বলবেন। তারপর বোর্ডে যুক্তশব্দগুলো থেকে যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাবেন ও সেই শব্দগুলোর অর্থ বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অপরিচিত ও কঠিন শব্দগুলো খুঁজে দেখতে বলবেন। তারপর বোর্ডে শব্দগুলো লিখে সেই শব্দগুলোর অর্থ বলবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠের বর্ণনা বুঝতে পারছে কি না, জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন এবং বুঝতে না পারলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক শিখনফলের আলোকে ও আজকের আলোচিত বিষয়সমূহের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পড়া যাচাই করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক পাঠটি বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা: ৭৭** এরপর সম্ভবত... করে তোলেন	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন, যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখানো, কঠিন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য রচনা এবং পাঠ উপলব্ধি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৩, ২.৪.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং গত দিনের পাঠ থেকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন।
- তারপর শিক্ষক আজকের পাঠটি স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে শুনবে

ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করবে। তারপর শিক্ষার্থীরা পাঠটি সরবে পড়বে।

- এবার প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের এক একটি দল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা তার পড়া শুনবে এবং পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ছোট দলে পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সঠিক হয়, শিক্ষক সেই কাজে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠের বর্ণনা বুঝতে পারছে কি না, জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন এবং বুঝতে না পারলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যুক্তশব্দ খুঁজে দেখতে বলবেন এবং সেই শব্দগুলোর অর্থ বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক পাঠ থেকে যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দসমূহ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন।
- এবার শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণগুলোকে ভেঙে পড়তে বলবেন এবং তা খাতায় অথবা বোর্ডে লিখতে বলবেন।
- উল্লিখিত যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করতে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠ থেকে নতুন শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন।
- এবার শিক্ষক নিজে পোস্টার দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শব্দের অর্থ আলোচনা করবেন এবং শব্দসমূহ দিয়ে বাক্য তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকের শেখা শব্দ দিয়ে দুটি করে বাক্য রচনা করে লিখে আনতে বলবেন। যেমন: জনবসতি, বিস্তীর্ণ, প্রত্নতাত্ত্বিক, মুদ্রা, সচেতন।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা: ৭৬-৭৭** এরপর সম্ভবত... করে তোলেন	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন এবং পাঠের বিষয়বস্তু উপলব্ধি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৩, ২.৪.১, ২.৪.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১ **লেখা:** ১.৪.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- তারপর গত দিনের পাঠের বিষয়বস্তু জানতে চাইবেন এবং আজকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাঠ ১ ও ২ এর গল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের প্রতি কৌতূহলী করে তুলবেন। তারপর পাঠ ঘোষণা করবেন।
- এবার প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের এক একটি দল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন

এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা তার পড়া শুনবে এবং পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।

- শিক্ষক ছোটদলের পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সঠিক হয়, শিক্ষক সেই কাজে সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। তারপর শিক্ষার্থীরা পাঠটি সরবে পড়বে।
- এবার কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে পড়তে বলবেন। অন্য শিক্ষার্থীদের তার পড়া অনুসরণ করতে বলবেন এবং যে শিক্ষার্থী পড়ছে তাকে গঠনমূলক ফলাবর্তন দিতে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় পাঠের বিষয়বস্তু আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠের বর্ণনা বুঝতে পারছে কি না, জিজ্ঞেস করবেন এবং বুঝতে না পারলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে ৩ নং অনুশীলনীর খ ও গ নং প্রশ্নটি আগামী ক্লাসে করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ **পৃষ্ঠা:** ৭৭ ১৯৫৫ সালে... যোগাযোগ ছিল	**উপকরণ:** পাঠ্যবই **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন এবং পাঠের বিষয়বস্তু উপলব্ধি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৩, ২.৪.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.৩, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং শুরুতে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গত দিনের গল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া পরিকল্পিত কাজটি দেখবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠটি বিরামচিহ্ন দেখে, অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়বেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের এককভাবে নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন।
- এবার প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের এক একটি দল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা তার পড়া শুনবে এবং পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ছোট দলের পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সঠিক হয়, শিক্ষক সে কাজে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। তারপর শিক্ষার্থীরা পাঠটি সরবে পড়বে।
- এবার শিক্ষক পাঠের নতুন ও জটিল শব্দগুলো বোর্ডে লিখবেন। শব্দগুলোর অর্থ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের ঐ শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে বলতে বলবেন। তারপর খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবে এবং ফলাবর্তন দেবেন।
- সাধারণ ভুল করেছে এমন কতগুলো শব্দের বানান ও বাক্য গঠন নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে ৩ নং অনুশীলনীর ঘ নং প্রশ্ন লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৫ **পৃষ্ঠা:** ৭৭ ১৯৫৫ সালে... যোগাযোগ ছিল	**উপকরণ:** পাঠ্যবই **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন এবং পাঠের বিষয়বস্তু উপলব্ধি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬ **বলা:** ১.৩.৩, ২.৪.১, ২.৪.২ **পড়া:** ১.৪.১ **লেখা:** ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- তারপর শিখনফলের আলোকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পূর্বে আলোচিত বিষয়ের উপর পর্যালোচনা করবেন।
- তারপর আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করার মাধ্যমে পাঠ ঘোষণা করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া পরিকল্পিত কাজটি দেখবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক আজকের নির্ধারিত পাঠ থেকে নতুন শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণে শব্দ ও বাক্যগুলো স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শব্দের অর্থ আলোচনা করবেন। ঐ শব্দগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের বাক্য রচনা করে বলতে বলবেন। তারপর খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবে এবং ফলাবর্তন দেবেন।
- এবার পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী থেকে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করার পর লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- এবার আজকের অনুচ্ছেদটি বিরামচিহ্ন দেখে, অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে বলবেন।
- সাধারণ ভুল করেছে এমন কতগুলো শব্দের বানান ও বাক্য গঠন নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকের পাঠটি ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৬ **পৃষ্ঠা:** ৭৮ উয়ারী-বটেশ্বরের... এলাকা থেকে	**উপকরণ:** পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠের বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা ও লিখন।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৩, ২.৪.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.৩, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। তারপর শিক্ষার্থীদের গত দিনের পাঠের ভাষাশিখন যেমন নতুন ও কঠিন শব্দ যা গত দিন শেখানো হয়েছে সেগুলো অনুশীলন করাবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত কাজ হিসেবে পড়তে দেবেন।
- শুরুতে আজকের পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুদ্রার ছবিটি দেখাবেন। প্রাচীন মুদ্রা সম্পর্কে ধারণা দেবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠটি একসঙ্গে বিরামচিহ্ন দেখে, অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়বেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের এককভাবে নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন।
- এবার প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের এক একটি দল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা তার পড়া শুনবে এবং পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ছোট দলের পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সঠিক হয়, শিক্ষক সে কাজে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে সহায়তা করবেন। তারপর শিক্ষার্থীরা পাঠটি সরবে পড়বে।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠের নতুন ও জটিল শব্দগুলো বোর্ডে লিখবেন। শব্দগুলোর অর্থ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের ঐ শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে বলতে বলবেন। তারপর খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ফলাবর্তন দেবেন।
- সাধারণ ভুল করেছে এমন কতগুলো শব্দের বানান ও বাক্য গঠন নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ৬ নম্বর অনুশীলনীর আলোকে বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পড়ে অথবা বড়দের কাছ থেকে শুনে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৭ **পৃষ্ঠা: ৭৮** উয়ারী-বটেশ্বরের... এলাকা থেকে	**উপকরণ:** পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠের বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা ও লিখন।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৩, ২.৪.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা:** ১.৫.১, ৩.৩.১, ৩.৩.২, ৪.১.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। তারপর শিক্ষক গত দিনের পাঠের ভাষাশিখন যেমন নতুন ও কঠিন শব্দ যা গত দিন শেখানো হয়েছে সেগুলো অনুশীলন করাবেন।
- পাঠের নতুন ও জটিল শব্দগুলো শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে বলবেন এবং শব্দগুলো বোর্ডে লিখবেন। শব্দগুলোর অর্থ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের ঐ শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে বলতে বলবেন। তারপর খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবে এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

- সাধারণ ভুল করেছে এমন কতগুলো শব্দের বানান ও বাক্য গঠন নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর বলতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৬ নম্বর অনুশীলনীর আলোকে পড়ে বা জেনে আসা বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে বলতে বলবেন। তারপর সবাইকে জেনে আসা বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- 'মাটির নিচে যে শহর' পুরো গল্পটি অনুশীলনীসহ পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৮ **পৃষ্ঠা:** ৭৬-৮০ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনীর ভিত্তিতে পাঠের বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনা, লিখন ও পদ বিষয়ে আলোচনা।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ **বলা:** ১.৩.৩, ২.৪.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৪.১, ১.৪.২ **লেখা:** ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ২.৩.৩, ২.৩.৬, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক গত দিনগুলোতে পঠিত পাঠগুলোর পুনরালোচনাস্বরূপ শিক্ষার্থীদের 'মাটির নিচে যে শহর' পাঠটি সম্পর্কে তাদের অনুভূতি বলতে বলবেন।
- তারপর গত দিনের বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে লেখা শিক্ষার্থীদের আলোচনা করবেন।
- 'মাটির নিচে যে শহর' পাঠটি থেকে শিক্ষার্থীরা কী জেনেছে তা বলতে বলবেন।
- ১ নং অনুশীলনীর শব্দগুলোর অর্থ বইয়ের শেষে দেওয়া 'শব্দের অর্থ জেনে নিই' থেকে জেনে নিতে শিক্ষার্থীদের বলবেন।
- এবার পাঠশিখির ২ নম্বর অনুশীলনীর কাজ করাবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়া দলে বসে পাঠশিখির ৩ নম্বর অনুশীলনীর থেকে ক, খ, গ, ঘ ও ঙ প্রশ্নগুলোর উত্তর পাঠের ভিতর থেকে ও তাদের সঙ্গে গত কয় দিনের আলোচনা অনুসারে আলোচনা করতে বলবেন। কিছু সময় তারা আলোচনা চালিয়ে যাবে। শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন। তারপর একের পর এক করে ৩ নম্বর অনুশীলনীর থেকে ক, খ, গ, ঘ ও ঙ প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়া দলে বসে পাঠশিখির ৪ নম্বর অনুশীলনী পড়তে বলবেন।
- এবার পাঠশিখির ৫ নম্বর অনুশীলনী থেকে বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উত্তরে টিক চিহ্ন দিতে বলবেন।
- পরে সবাইকে এক একটি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠশিখির অনুশীলনীগুলো দেখে ও পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৯ **পৃষ্ঠা:** ৭৬-৮০	**উপকরণ:** পাঠ্যবই। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.৬ **বলা:** ২.৫.৩, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১, ৩.৩.১, ৩.৩.২ ৪.১.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- শিক্ষক সমগ্র পাঠটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্য শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে সহপাঠীর পাঠ শুনবে ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে পড়া অনুসরণ করবে। ধারাবাহিক পাঠে ধাপে ধাপে সব শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করাবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বে আলোচিত ৩ নং অনুশীলনীর প্রশ্নগুলোর উপর আলোচনা করবেন। প্রশ্নগুলো একের পর এক করে বলতে বলবেন। তারপর পাঠশিখির ৩ নম্বর অনুশীলনীর ক, খ, গ প্রশ্নসমূহ থেকে যেকোনো একটির উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন। যাদের লেখা হয়ে গেছে তাদের খাতা দেখে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শেষ পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

প্রার্থনা

গোলাম মোস্তফা

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি
বিচার দিনের স্বামী
যত গুণগান হে চির মহান
তোমারি অন্তর্যামী।

দ্যুলোকে-ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া
তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া
তোমারি সকাশে যাচি হে শকতি
তোমারি করুণাকামী।

সরল সঠিক পুণ্য পন্থা
মোদের দাও গো বলি,

চালাও সে-পথে যে-পথে তোমার
প্রিয়জন গেছে চলি।

যে-পথে তোমার চির-অভিশাপ
যে-পথে ভ্রান্তি, চির-পরিতাপ
হে মহাচালক, মোদের কখনও
করো না সে পথগামী।

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রেমময় ও সর্বশক্তিমান। কবি তাঁর কাছেই প্রার্থনা করছেন শক্তি ও সাহস। প্রার্থনা করছেন সরল, সঠিক ও পুণ্য পথে চলবার দিশা।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অনন্ত অসীম মহান ভূলোক যাচি করুণাকামী পুণ্য পন্থা
অভিশাপ পরিতাপ

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অনন্ত	অসীম	মহান	পুণ্যের	পন্থায়	অভিশাপ	পরিতাপ

ক. ঠিক .... কাজটা করা উচিত।

খ. .... আকাশ এবং পৃথিবী সমস্তই সৃষ্টিকর্তার দান।

গ. আমরা সবাই .... সৃষ্টিকর্তার গুণগান করি।

ঘ. ভেবে কাজ করলে .... করতে হয় না।

ঙ. পাখিরা .... আকাশে উড়ে বেড়ায়।

চ. মানুষের উপকার করা ....কাজ।

ছ. মহৎ ব্যক্তিরা কাউকেও .... দেন না।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. আমরা কার গুণগান করি এবং কার কাছে প্রার্থনা জানাই?
খ. 'অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি'— এই চরণ পড়ে আমরা কী বুঝি?
গ. আমরা কেন সৃষ্টিকর্তার কাছে করুণা ও শক্তি প্রার্থনা করি?
ঘ. আমরা কোন পথে চলতে চাই না? কেন?
ঙ. আমাদের জীবনের চলার পথ কেমন হওয়া উচিত?

৫. কথাগুলো বুঝে নিই।

প্রার্থনা	– আবেদন, মোনাজাত।
প্রেমময়	– সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্ট জীবকে ভালোবাসেন। তাই তাঁকে প্রেমময় বলা হয়েছে।
অন্তর্যামী	– সৃষ্টিকর্তা আমাদের মনের বা অন্তরের সব কথা জানেন। এজন্য তাঁকে অন্তর্যামী বলা হয়েছে।
তোমারি সকাশে যাচি হে শকতি	– সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান। তাই তাঁর কাছে আমরা শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করি। (‘শকতি’ পড়তে হবে-শকোতি। শক্‌তি বা শোক্‌তি উচ্চারণ করলে ছন্দে ভুল হবে। সে জন্যই ‘শক্তি’ না লিখে ‘শকতি লেখা হয়েছে।)

৬. কবিতাটি মুখস্থ করি ও লিখি।

৭. অভিশপ্ত ভ্রান্ত পথে চললে আমাদের কী কী ক্ষতি হতে পারে– তা বলি ও লিখি।

৮. সৃষ্টিকর্তার নিকট আমার প্রার্থনা লিখে জানাই।

গোলাম মোস্তফা

কবি-পরিচিতি

কবি গোলাম মোস্তফা ঝিনাইদহের মনোহরপুর গ্রামে ১৮৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কবি, সাহিত্যিক ও গীতিকার। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘বিশ্ব-নবী’, ‘কাব্য কাহিনী’, ‘বুলবুলিস্তান’, ‘বনি আদম’, ‘গীতিসঞ্চয়ন’ ইত্যাদি। ১৯৬৪ সালের ১৩ই অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

প্রার্থনা
(পৃষ্ঠা ৮১– ৮৩)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে পালন করবে। ১.৩.৩ উপদেশ শুনে পালন করবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব অনুধাবন করতে পারবে।	২.১.২ কবিতা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.২ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.৩ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।	২.২.১ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। ২.২.২ কবিতার মূলভাব বলতে পারবে। ২.২.৩ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে সমমানের কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ বলতে পারবে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.৩ সহজ বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসহ মত ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.২ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
২.১ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
২.২ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা দেখে সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.২.১ পাঠ্যবইয়ের ছড়া সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে। ২.২.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।

১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য ও চরণ লিখতে পারবে। ২.১ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে। ২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ের মূলভাব লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে। ২.১.৪ পাঠ্যবইয়ের কবিতা লিখতে পারবে। ২.৩.১২ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রেমময় ও সর্বশক্তিমান। কবি প্রার্থনা করে তাঁর কাছে শক্তি সাহস, সরল সঠিক পথে চলার নির্দেশনা চাচ্ছেন।

পাঠ বিভাজন : ৬

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা:** ৮১ অনন্ত অসীম... করুণাকামী	**উপকরণ:** পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি (পৃষ্ঠা ৮১) **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব এবং ছোট-উত্তরের প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা:** ১.১.২, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া:** ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.২ **লেখা:** ১.৪.৩, ১.৬.১, ২.১.৪, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয় সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরের সাহায্যে তুলে ধরবেন। যেমন: প্রার্থনা বলতে তোমরা কী বোঝ? আমরা কার কাছে প্রার্থনা করব? কেন করব? ইত্যাদি।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, এমনি একটি কবিতা আমরা পড়ব যেখানে স্রষ্টার প্রতি প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে।
- এরপর শিক্ষক কবিতার শিরোনাম 'প্রার্থনা' ও কবির নাম 'গোলাম মোস্তফা' বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ৮৩ পৃষ্ঠায় কবি পরিচিতি-এর আলোকে কবি সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার কবিতা ও কবির নাম উচ্চারণ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সমস্বরে বলতে বলবেন।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের ৮১ পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। ছবিটি শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে দেখতে বলবেন। এরপর ছবি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জানতে চাইবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। যেমন:
  - শিক্ষার্থী দুটি দুই হাত তুলে কী করছে?
  - তোমরা কী কখনো এ রকম প্রার্থনা কর?
  - কে আমাদের প্রার্থনা শুনে মনজুর করেন?
  - শিক্ষার্থী দুটি কার কাছে প্রার্থনা করছে? ইত্যাদি
- এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা কবিতার (অনন্ত অসীম.........করুণাকামী।) অংশ পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক প্রথমে সম্পূর্ণ কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। এরপর কবিতাটির নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, বিরাম চিহ্ন অনুসরণ করে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙ্গুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সমস্বরে পড়বে।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো কাজগুলো করাবেন। শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- পড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত এবং নতুন/অজানা শব্দ খুঁজে বের করে লেখা। পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।
- জোড়ায় কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাংশ আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দ জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- অনন্ত, অসীম, মহান, ভূলোকে, যাচি, স্বামী, অন্তর্যামী, দ্যুলোক ইত্যাদি। শিক্ষক যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দগুলো বোর্ডে ভেঙে শেখাবেন। যেমন: অনন্ত- ন্ত=ন+ত ইত্যাদি। শিক্ষক যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দগুলো দিয়ে তৈরি আরও কয়েকটি শব্দ বলবেন। যেমন–চিরন্তন, দুরন্ত ইত্যাদি। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো পড়াবেন।
- এরপর আজকের শেখানো শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের বোর্ড দেখে খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- আজকের পাঠটি পড়ে বুঝেছে কি না তা জানার জন্য সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন করবেন। যেমন:
  - কে অনন্ত অসীম ও প্রেমময়?
  - বিচার দিনের স্বামী কাকে বলা হয়েছে?
  - এ বিশ্বের যত গুণ ও গান কার জন্য?
  - সবাইকে ছেড়ে কার চরণে আমাদের লুটিয়ে পড়া উচিত?
  - কেন তাঁর কাছে সবাই শক্তি ও করুণা চাই?
  - কোন পথে কবি তার মনোবাসনা পূরণের জন্য শক্তি ও করুণা ভিক্ষা করেছেন? কার কাছে করেছেন? ইত্যাদি।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব বলতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে কবিতাংশটুকু লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা: ৮১** সরল সঠিক... গেছে চলি	**উপকরণ :** পাঠ থেকে চিহ্নিত শব্দসমূহের শব্দ ও শব্দার্থের চার্ট। বড় রঙিন পোস্টার পেপারে বিপরীতধর্মী কালি দিয়ে বড় বড় হরফে শব্দ ও শব্দার্থ লিখে নেবেন। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ, মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৩, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা:** ১.১.২, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া:** ১.৫.২ **লেখা:** ১.৪.৩, ১.৬.১ ২.১.৪, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - গত দিনের পড়া কবিতাটির প্রথম ৮ লাইন কয়েকজনকে বলতে বলবেন।
  - আমাদের কিছু চাওয়ার থাকলে, তা পেতে কার চরণে আমরা লুটিয়ে পড়ি?
  - কে আমাদের শক্তিদাতা?
  - কার কাছে আমরা করুণা প্রার্থনা করি? ইত্যাদি। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন।
- প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজটি দেখবেন।

- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের ৮১ পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা 'প্রার্থনা' কবিতার (সরল সঠিক ......গেছে চলি।) অংশ পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে কবিতাটি পড়াবেন।
- পড়াশেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাংশ আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর পাঠ থেকে নেওয়া অজানা শব্দগুলো দিয়ে তৈরি করা শব্দ চার্টটি বোর্ডে ঝুলিয়ে দিয়ে শব্দগুলো শিক্ষক পড়বেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের উচ্চারণ অনুসরণ করবেন এবং অর্থগুলো লিখে দেবেন। যেমন: সরল, সঠিক, পুণ্য, পন্থা, চালাও সে পথে, প্রিয়জন, যে পথে তোমার। শিক্ষার্থীদের শব্দসহ অর্থ পড়াবেন।
- এরপর পাঠ থেকে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে পাঠ বিশ্লেষণ করে গল্পের আকারে বুঝিয়ে বলবেন। যেমন: কবি কার কাছে প্রার্থনা করছেন? কবি এখানে কী প্রার্থনা করছেন? কোন পথে যাবার জন্য তিনি প্রার্থনা করছেন? সেই পথে কারা গেছে? সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করে আমরা কী চাইব? ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের আলোচনায় সম্পৃক্ত করবেন।
- শিক্ষক গদ্যাকারে নিজে পাঠটি আলোচনা করবেন। পাঠের বিশেষ শব্দ ও কথাগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শব্দচার্ট থেকে শব্দগুলো দিয়ে বাক্য গঠন করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ও বাক্য লিখতে দেবেন। বইবহির্ভূত বাক্য গঠনে উৎসাহিত করবেন।
- আজকের অংশ মূলভাব শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে কবিতাটির ৩টি স্তবক মুখস্থসহ বই না দেখে বলা ও লেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা:** ৮১ যে-পথে... সে পথগামী	**উপকরণ:** পোস্টারে লেখা শব্দের চার্ট (অনুশীলনী থেকে সহায়তা নেবেন)। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া ও লেখা, শব্দের অর্থ, বাক্য, পঠিত অংশের মূলভাব এবং ছোট উত্তরের প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৩, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা:** ১.১.২, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া:** ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.২ **লেখা:** ১.৪.৩, ১.৬.১, ২.১.৪, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - কোন পথকে সরল সঠিক পথ বলেছেন কবি?
  - কে আমাদের সে পথ দেখাবেন?
  - আল্লাহতালার প্রিয়জন কে?
  - তোমরা কি তাঁর প্রিয়জন হতে চাও?
  - সৃষ্টিকর্তার প্রিয়জন হতে হলে আমাদের কী করা উচিত? ইত্যাদি। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন উত্তর ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজটি দেখবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ও কবির নাম বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের ৮১ পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা 'প্রার্থনা' কবিতার (যে-পথে ....সে পথগামী।) অংশ পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।

- শিক্ষক শ্বাসযতি এবং অর্থযতি যথাযথ ছন্দ ও প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙ্গুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- পড়াশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো কাজগুলো করাবেন। জোড়ায় পড়ার কাজ, কবিতার অংশবিশেষ দেখে লেখা।
- জোড়ায় কাজ শেষে সবাইকে আগের মতো বসতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজটি করতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- চির, অভিশাপ, ভ্রান্তি- ন্ত= ন+ত, পরিতাপ, মহাচালক ইত্যাদি। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়াবেন। যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দগুলো বোর্ডে ভেঙে শেখাবেন। শিক্ষক যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দগুলো দিয়ে তৈরি আরও কয়েকটি শব্দ বলবেন।
- পাঠে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যাংশ ব্যাখ্যা করে বলবেন। যেমন:
  - যে পথে তোমার চির অভিশাপ
  - যে পথে ভ্রান্তি
  - হে মহাচালক
  - মোদের কখনও করো না সে পথগামী
- এরপর আজকের পঠিত শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য লিখতে দেবেন।
- এরপর কয়েকজনকে মূলভাব বলতে বলবেন। প্রয়োজনে আপনি সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ কবিতাটি মুখস্থ করে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ **পৃষ্ঠা: ৮২** অনুশীলনী	**উপকরণ:** অনুশীলনীর ১ নম্বর শিখনের অংশটি একটি রঙিন পোস্টারে বড় হরফে লিখে নেবেন। যাতে পেছনের বেঞ্চ থেকেও শিক্ষার্থীরা দেখতে পায় এবং পড়তে ও অনুসরণ করতে পারে। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতাটি মুখস্থ বলা, কবিতার মূলভাব, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং শূন্যস্থান পূরণ।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৩, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা:** ১.১.২, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া:** ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.২ **লেখা:** ১.৪.৩, ১.৬.১, ২.১.৪, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন। যেমন:
  - কবিতাটি শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বলতে বলবেন।
  - কবিতাটি কে লিখেছেন জিজ্ঞেস করবেন।
- এবার শিক্ষার্থীদের বইয়ের ৮২ নম্বর পৃষ্ঠার অনুশীলনী অংশ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক ১ নম্বর অনুশীলনীর 'জেনে নিই' অংশটি শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন। ভাবটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন। ৫/৬ জনকে বলতে বলবেন।
- বিষয়টি শিক্ষার্থীরা কতটুকু জানল তা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর করবেন। যেমন:
  - এ জগৎ কে সৃষ্টি করেছেন?
  - কার করুণা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না?

- তার কয়েকটি গুণবাচক নাম বল?
- কার কাছে আমরা শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করি?
- তাঁর কাছে আমরা যে পথে চলার প্রার্থনা করি সে পথের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। শিক্ষক প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

- এরপর শিক্ষক ২ নম্বর অনুশীলনীর কাজ করাবেন। প্রথমে শব্দগুলোর অর্থ সকলের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষার্থীরা সমস্বরে বলবে। আবার কখনও কখনও উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- এরপর শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো দিয়ে অর্থ ও বাক্য লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক ৩ নম্বর অনুশীলনীর কাজ করাবেন। প্রথমে শিক্ষক একটি বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করবেন, উপরের শব্দগুলো থেকে খালি জায়গায় কোন শব্দটি বসবে। শিক্ষার্থীরা বলবে শিক্ষক খালি জায়গায় শব্দটি লিখবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের খাতায় কাজটি করতে দিবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ কবিতাটি মুখস্থ করে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৫ **পৃষ্ঠা:** ৮১-৮৩ অনুশীলনী	**উপকরণ:** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** ঠিক উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা, ছোট উত্তরে বলা।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৩, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা:** ১.১.২, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া:** ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.২ **লেখা:** ১.৪.৩, ১.৬.১, ২.১.৪, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ যাচাই করবেন। যেমন:
- পরিকল্পিত কাজ হিসেবে কবিতাটি শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বলতে বলবেন।
- কবিতাটির মূলভাব শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- এবার শিক্ষার্থীদের বইয়ের ৮২ নম্বর পৃষ্ঠার অনুশীলনী অংশ খুলতে বলবেন।
- এরপর অনুশীলনী ৪ নম্বর প্রশ্ন করাবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দিবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন। এরপর শিক্ষক প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে দেবেন। লেখা শেষে জুটিতে দেখতে দেবেন। শিক্ষত ৫/৬টি খাতা দেখে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক ৫ নম্বর অনুশীলনীর 'নিচের কথাগুলো বুঝে নিই' অংশটি শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রতি বেঞ্চ থেকে একজনকে পড়তে বলবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক ৭ নম্বর অনুশীলনীর কাজ করাবেন। অভিশপ্ত ভ্রান্ত পথে চললে আমাদের কী কী ক্ষতি হতে পারে?- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝিয়ে দেবেন। শেষে পঙ্‌ক্তিটির ব্যাখ্যাটি শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক কয়েকজনের লেখা যাচাই করে ফলাবর্তন দেবেন।
- ৮ নম্বর প্রশ্ন করাবেন।
- 'কবি পরিচিতি' অংশ থেকে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর করে কবি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন। শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ কবিতাটি অনুশীলনীসহ পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড - ৬

পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি কী কী প্রার্থনা করেছেন এ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখ।

৩. নিচের শব্দগুলো দিয়ে একটি করে বাক্য লিখ।

ক. অসীমঃ..

খ. প্রিয়জনঃ ....

গ. পুণ্যঃ ....

থ. পরিতাপঃ..

৪. যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাই ও শব্দ লিখি।

ক. স্ব........................... ....

খ. ন্থ ....

গ. ন্ত ....

৫. নিচের ঘর থেকে সঠিক অর্থটি নিয়ে শব্দের পাশে লিখি।

পথ, দুঃখ, যার শেষ নেই, পৃথিবী

ক. ভূলোকঃ ....

খ. পরিতাপঃ ....

গ. অনন্তঃ ....

ঘ পন্থাঃ ....

ভাবুক ছেলেটি

দশ-এগারো বছরের ছেলেটি তেমন দুরন্ত নয়। পড়াশোনায় সে ভালো, খেলাধুলাও করে। তবে সময় পেলেই গাছ-গাছালি পর্যবেক্ষণ করে। রোদ-বৃষ্টির ব্যাপারটাও দেখে সে। আকাশে মেঘ ডাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। বাজ পড়ে। কেন এমন হয়? অবাক বিস্ময়ে ভাবে সে। ঝড়ে গাছপালা ভেঙে গেলে বাবাকে প্রশ্ন করে।

– আচ্ছা বাবা, গাছ ভেঙে গেলে, ওদেরকে কাটলে ব্যথা পায় না?

ছেলের কথা শুনে মা হাসেন। বাবা কিন্তু হাসলেও ছেলের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন। ওর বাবা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আগে স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন।

ছেলেটির বাবার বাড়ি বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে। তবে তার জন্ম ময়মনসিংহে। ১৮৫৮ সালের ত্রিশে নভেম্বর। ওর পড়াশোনায় হাতেখড়ি হয়েছিল বাড়িতেই। তারপর ময়মনসিংহে স্কুল শিক্ষার ধাপ শেষ করে সে ভর্তি হয় কলকাতায়। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে ১৮৭৪ সালে সে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে। কৃতিত্বের ধারায় সে ১৮৭৮ সালে এফএ পাস করে। তারপর ১৮৮০ সালে বিজ্ঞান শাখায় বিএস পাস করে বিলেতে যায় ডাক্তারি পড়তে।

সেই ছেলেটিই বড় হয়ে প্রথম বাঙালি বৈজ্ঞানিক হিসেবে জগৎ জোড়া খ্যাতি অর্জন করে। তোমরা অনেকেই হয়তো বুঝতে পেরেছ কে তিনি? হ্যাঁ, সেদিনকার সেই ভাবুক ছেলেটিই পরবর্তীকালের বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু।

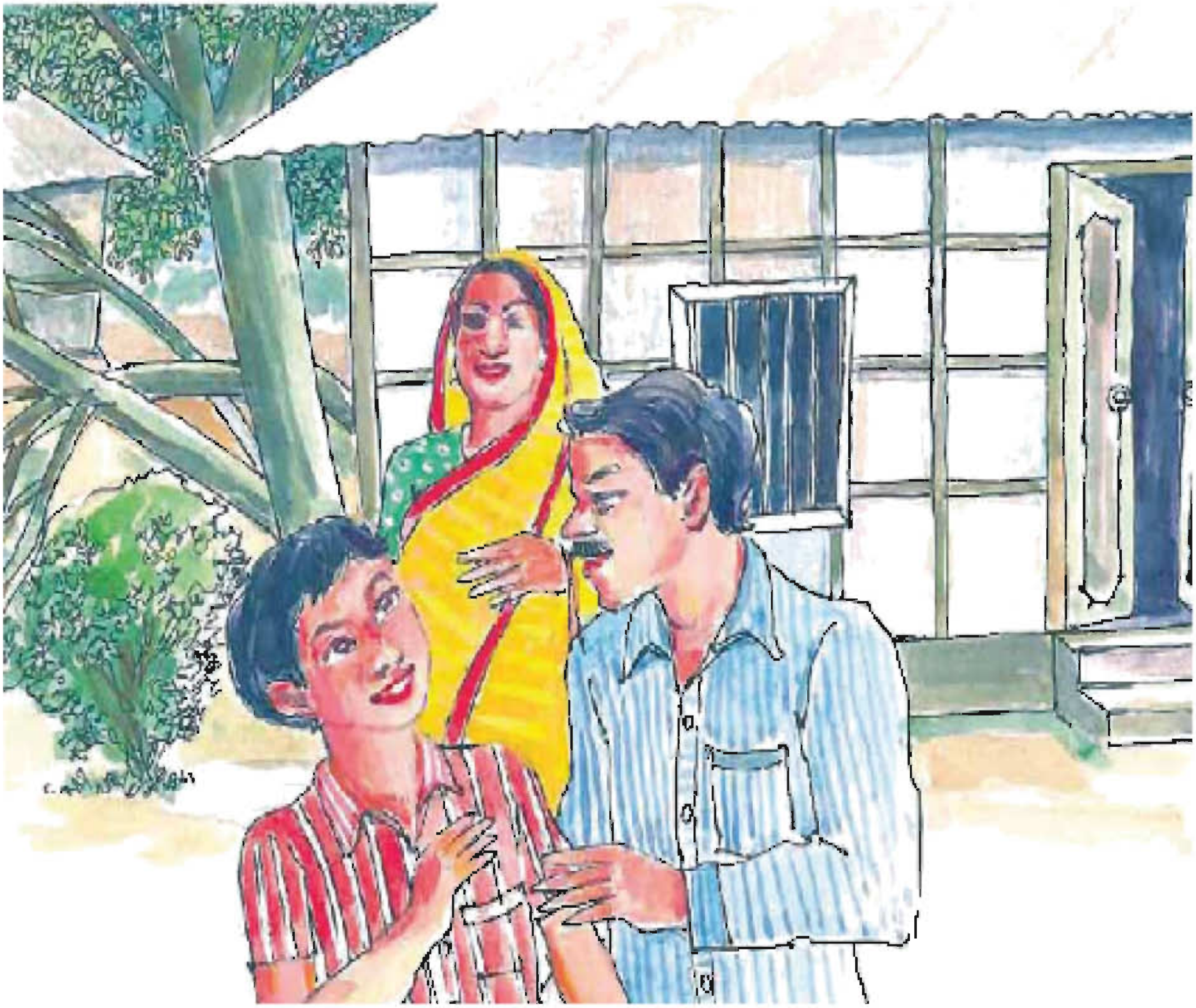

জগদীশচন্দ্র এক বছর ডাক্তারি পড়ার পর ১৮৮১ সালে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। এখান থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন তিনি। ১৮৮৫ সালে দেশে ফিরে এসে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। তখন দেশ ছিল পরাধীন। এ সময় একই পদে একজন ইংরেজ অধ্যাপক যে বেতন পেতেন ভারতীয়রা পেতেন তার তিন ভাগের দুই ভাগ। জগদীশচন্দ্র অস্থায়ীভাবে চাকরি করছিলেন বলে তাঁর বেতন আরও এক ভাগ কেটে নেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে তিনি দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে কর্তব্য পালন করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। সকল বকেয়া পরিশোধ করে চাকরিতে স্থায়ী করে তাঁকে। তখন থেকেই তিনি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু হয়ে ওঠেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করেন।

জগদীশচন্দ্র বসু নানা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তবে তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন গাছেরও প্রাণ আছে–এই সত্য প্রমাণ করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের মধ্যে অনেক মিল আছে। ১৮৯৫ সালে তিনি অতিক্ষুদ্র তরঙ্গসৃষ্টি আবিষ্কার করেন। কোনো তার ছাড়া তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণে সফলতা অর্জন করেন। তারই প্রয়োগ ঘটেছে আজকের বেতার, টেলিভিশন, রাডারসহ বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যের আদান-প্রদান এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে।

জগদীশচন্দ্র বসু

মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে করা পরীক্ষণগুলো ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের চমকে দেয়। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন বিলেতেই অধ্যাপনা করার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্যই তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন।

তাঁর আশ্চর্য সব আবিষ্কার দেখে সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন: জগদীশ্চন্দ্র বসুর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ।

জগদীশচন্দ্র বাংলাতেও বেশ লিখেছেন, বিশেষ করে তোমাদের মতো শিশুদের জন্য। তাঁর লেখা 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি। এটি পরে 'পলাতক তুফান' নামে জগদীশচন্দ্রের 'অব্যক্ত' নামক বইয়ে ছাপা হয়। তাঁর লেখা 'অদৃশ্য আলোক তোমাদের আনন্দ দেবে।

১৯১৫ সালে ব্রিটিশ-ভারত সরকার তাঁকে 'নাইট উপাধি' দেন। তাই তাঁর উপাধিসহ নাম হয় স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। ১৯১৬ সালে তিনি অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এর দুই বছর পর প্রতিষ্ঠা করেন জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দির। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেই বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা পরিচালনা করেন। বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সফলতা বিজ্ঞানী গ্যালিলিও-নিউটনের সমকক্ষ ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে ১৯৩৫ সালে। জগদীশচন্দ্র বসু ভারতের গিরিডিতে মারা যান ১৯৩৭ সালের তেইশে নভেম্বর।

ওই সময়ের সেই ভাবুক ছেলেটিই স্যার জগদীশচন্দ্র বসু একজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী। তিনি বাঙালির গৌরব। সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব। পৃথিবীকে দেখিয়েছেন বিজ্ঞানের নতুন পথ।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

পর্যবেক্ষণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিজয়স্তম্ভ গিরিডি কল্পকাহিনি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি প্রবেশিকা এফএ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বিজয়স্তম্ভ	কল্পকাহিনি	আবিষ্কার	কল্যাণ	পাণ্ডিত্যপূর্ণ	দুরন্ত	পদার্থে
পদার্থবিজ্ঞানের	বিস্ময়ে	বাড়িতে	অতিক্ষুদ্র	কর্তব্য	প্রাণী জীবনের	

ক. তাঁর .... বক্তৃতা শুনে তাঁকে অধ্যাপনা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়।

খ. দেশের .... করার জন্যই তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন।

গ. জগদীশচন্দ্র বসুর আশ্চর্য সব .... দেখে আইনস্টাইন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

ঘ. জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি ....।

ঙ. জগদীশচন্দ্র বসুর 'নিরুদ্দেশের কাহিনি' বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বৈজ্ঞানিক ....।

চ. ছেলেটি তেমন .... নয়।

ছ. মেঘ ডেকে আকাশে বিদ্যুৎ চমকে বাজ পড়লে অবাক .... ভাবে।

জ. ওর পড়াশোনার শুরু ....।

ঝ. প্রেসিডেন্সি কলেজে .... অধ্যাপক পদে যোগ দেন।

ঞ. প্রতিবাদে তিনি দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে .... পালন করেন।

ট. তিনি দেখিয়েছিলেন যে, উদ্ভিদ ও .... মধ্যে অনেক মিল আছে।

ঠ. তিনি .... তরঙ্গসৃষ্টি আবিষ্কার করেন।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি ও বলি।

ক. ভাবুক ছেলেটি আসলে কে ছিলেন?

খ. তিনি ছোটবেলায় কী কী নিয়ে ভাবতেন?

গ. তিনি কবে, কোথা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন?

ঘ. কখন থেকে তিনি 'বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু' হয়ে ওঠেন?

ঙ. কোন সত্য প্রমাণ করে তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন?

চ. তাঁর বক্তৃতার সফলতা সবচেয়ে বেশি ছিল কোন বিষয়ে?

ছ. বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সফলতাকে কোন নামকরা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

জ. 'পলাতক তুফান' নামে লেখাটির আগে কী নাম ছিল? তাঁর কোন বইয়ে এটি ছাপা হয়?

ঝ. অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কী প্রতিষ্ঠা করেন?

ঞ. 'তাঁর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ।' এমন কথা কোন বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিলেন? কেন বলেছিলেন।

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. কোন সত্যটি প্রমাণ করে জগদীশচন্দ্র বসু বেশি পরিচিতি লাভ করেন?

১. গাছের প্রাণ আছে
২. অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি করে
৩. মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে
৪. বেতার এবং টেলিভিশন আবিষ্কারের মাধ্যমে

খ. জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে কোন বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন?

১. বাংলা
২. পদার্থবিজ্ঞান
৩. ইংরেজি
৪. গণিত

গ. জগদীশচন্দ্র বসু কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

১. ময়মনসিংহ
২. ঢাকা
৩. কুমিল্লা
৪. ফরিদপুর

ঘ. 'জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ' কথাটি কে বলেছিলেন?

১. বিজ্ঞানী অলিভার লজ
২. বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন
৩. বিজ্ঞানী আইনস্টাইন
৪. বিজ্ঞানী গ্যালিলিও

৫. কথাগুলো বুঝে নিই।

শিক্ষার ধাপ পার – প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়–এর শিক্ষা হলো একটার পর একটা শিক্ষার ধাপ।

বকেয়া পরিশোধ – কারো নিকট কোনো টাকা-পয়সা পাওনা থাকলে যদি সময়মতো দেওয়া না হয় তখন তা বকেয়া হয়ে যায়। পরে যদি আগের পাওনা দিয়ে দেওয়া হয় তবে তাকে বলে বকেয়া পরিশোধ।

অন্যতম – বহুর মধ্যে এক হলে তাকে বলা হয় অন্যতম। কোনো কিছুকে বিশেষভাবে বোঝানোর জন্য 'অন্যতম' শব্দটি ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের আদান–প্রদান – তথ্য বলতে ঠিক সংবাদ, প্রকৃত অবস্থা বা সত্যকে বোঝাতো। কিন্তু আজকের দিনে লিখে, ছাপিয়ে অথবা বেতার, টেলিভিশন, ফোন, ইন্টারনেটের সাহায্যে যত রকম কিছু পাওয়া যায়, পাঠানো যায় তার সবই তথ্যের আদান-প্রদান।

নাইট উপাধি – নাইট উপাধি ব্রিটিশরাজের অত্যন্ত সম্মানজনক উপাধি। এঁদেরকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করা হয়।

৬. কর্ম-অনুশীলন।

'বিজ্ঞান শিক্ষাই সভ্যতা বিনির্মাণের একমাত্র হাতিয়ার' – বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি।

৭. আমার জানা যেকোনো একজন বিখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কে ২০টি বাক্য লিখি।

ভাবুক ছেলেটি
(পৃষ্ঠা ৮৪– ৮৯)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে পালন করবে। ১.৩.২ আদেশ শুনে পালন করবে। ১.৩.৩ উপদেশ শুনে পালন করবে। ১.৩.৪ ঘোষণা শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৫ অনুরোধ শুনে বঝতে পারবে ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
৩.১ নাটকের সংলাপ ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.২ বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ অনুরোধ করতে পারবে। ১.৩.৪ শুদ্ধ উচ্চারণে ঘোষণা করতে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ বলতে পারবে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.৩ সহজ বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত চলিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৩.২ আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে মৌখিক আদব-কায়দাসহ কথা বলতে পারবে।	৩.২.১ সম্মান ও সৌজন্য প্রকাশ করে কথা বলতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি ও মত প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠে ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.২ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৩.৩ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.৪ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠ্যপুস্তকের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।

৩.৩ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ বই ও পত্রপত্রিকার শিক্ষার্থীদের পাতা পড়ে বুঝতে পারবে।	৩.৩.১ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ বই পড়ে বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ ব্যবহার করে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য ও চরণ লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৮ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।	১.৮.১ পঠিত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে। ১.৮.২ পাঠবহির্ভূত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।
২.৩ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদির বিষয়ে পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে।	২.৩.৫ কথোপকথনের বিষয় পড়ে লিখতে পারবে। ২.৩.১২ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

ভাবুক ছেলেটি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনকাহিনি সম্পর্কিত একটি রচনা। এই লেখায় তাঁর সমগ্রজীবনের জ্ঞান সাধনা, বিজ্ঞান চর্চা, দেশ-বিদেশে প্রাপ্ত ডিগ্রি, স্বীকৃতি ও বিজ্ঞানচর্চার নানা কৃতিত্বের বর্ণনা রয়েছে। বিজ্ঞানের এই মহান সাধক বাঙালির গৌরব। তাঁর এই জীবনীকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে এই রচনাটি।

পাঠ বিভাজন : ১১

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা:** ৮৪ দশ-এগারো... করেছেন	**উপকরণ:** বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর ছবি **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ এবং প্রশ্ন-উত্তর চর্চা।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, **বলা:** ১.১.১, ১.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৫.১, **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৬.১, ১.৮.১, ২.৩.১২,

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর ছবিটি কর্কশিট/বোর্ডে ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ছবিটি দেখতে বলবেন। তাঁর সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানে কি না জিজ্ঞেস করবেন। জানা থাকলে বলতে বলবেন। যেমন: তার জন্ম কোথায়, কত সালে। ইত্যাদি। এরপর শিক্ষক নিজে তার সম্পর্কে বলবেন।
- শিক্ষক নিজে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে আজকের পাঠের বিষয় থেকে আমরা এই মহান বিজ্ঞানী সম্পর্কে জানতে পারব।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৮৪ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক পাঠসংশ্লিষ্ট ছবিগুলো দেখাবেন। ছবিতে কী কী দেখছে তা সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন করে জেনে নেবেন।

যেমন: কীভাবে ছেলেটি তার পরিবেশ ও গাছপালা নিয়ে প্রশ্ন করতেন, জানতে চাইতেন, গাছপালা সম্পর্কে জানতে চাইতেন। ইত্যাদি। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, ছবিতে আমরা যাদের দেখতে পাচ্ছি তাদের সম্পর্কে জানব।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'ভাবুক ছেলেটি' গল্পটির (দশ-এগারো......... করেছেন।) অংশ পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙ্গুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙ্গুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের ৪-৫ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো দলের কাজগুলো করাবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- দলে শিক্ষার্থীরা কী কী যুক্তবর্ণ এবং অজানা/নতুন শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- দুরন্ত, পর্যবেক্ষণ, বিস্ময়ে, ম্যাজিস্ট্রেট, প্রবেশিকা ইত্যাদি। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ হলে ভেঙে দেখাবেন।
- শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন। যুক্তবর্ণ শব্দ হলে ভেঙে বলবে। এরপর শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য মৌখিকভাবে জিজ্ঞেস করবেন এবং লিখতে দেবেন।
- পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন। পাঠটি পড়ে বুঝেছে কি না তা জানার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর করবেন। যেমন-
  - ভাবুক ছেলেটি কে?
  - ছোটবেলায় তাঁর স্বভাব কেমন ছিল?
  - সময় পেলেই ছোটবেলা থেকে তিনি কী করতেন?
  - ঝড়ে গাছপালা ভেঙে গেলে ছেলেটি কাকে প্রশ্ন করতেন? কী প্রশ্ন করতেন?
  - ছেলের প্রশ্ন শুনে বাবা-মা কী করতেন?
  - ছেলেটির বাবা কী করতেন? তাঁর পেশা কী ছিল?
  - তাঁর বাবা কি ছেলের কৌতুহলী প্রশ্নের উত্তর দিতেন?
  - ছেলেবেলা থেকে এই বিজ্ঞানীর কোন বিষয় নিয়ে জানার আগ্রহ বাড়তে থাকে?
- শিক্ষক উত্তরগুলো শুদ্ধভাবে গুছিয়ে বলাতে সহযোগিতা করবেন।
- বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রথম অনুচ্ছেদটি পড়ে দেবেন ও বিরামচিহ্ন অনুসরণ করে তাদের শ্রুতলিপি লিখতে দেবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকে শেখা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখে আনতে বলবেন। যেমন: দুরন্ত, বিদ্যুৎ, শিক্ষকতা, ম্যাজিস্ট্রেট।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা:** ৮৪ ছেলেটির বাবার... জগদীশচন্দ্র বসু	**উপকরণ:** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, অর্থ, বাক্য যুক্তবর্ণ এবং প্রশ্ন-উত্তর তৈরি ও লেখা।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ১.৩.৪, ৩.১.১, ৩.২.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৫.১ **লেখা:** ১.৫.২, ১.৬.১, ১.৮.১, ১.৮.২, ২.৩.৫, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - গত দিনের বিষয়বস্তু কয়েকজনকে বলতে বলবেন এবং এরপর পরিকল্পিত কাজ দেখবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'ভাবুক ছেলেটি' গল্পটির (ছেলেটির বাবার......... জগদীশচন্দ্র বসু।) অংশ পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৮৪ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা কী কী শব্দ খুঁজে বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- প্রবেশিকা পরীক্ষা, কৃতিত্ব ইত্যাদি। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ভেঙে দেখাবেন। শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন ও লেখাবেন। শিক্ষক শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লেখবেন। শিক্ষার্থীদের শব্দগুলোর অর্থ বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন ও লেখাবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের লেখা প্রশ্নসহ উত্তর শুনবেন।
- পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন। পাঠটি পড়ে বুঝেছে কি না তা জানার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর করবেন। যেমন-
  - স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর বাবার বাড়ি কোথায় ছিল?
  - তাঁর জন্ম কোথায়? কত সালে?
  - ছেলেটির হাতেখড়ি কোথায় হয়েছিল?
  - পরে তিনি কোথায় ভর্তি হন? জেলা স্কুলের ধাপ পেরিয়ে তিনি কোথায় পড়তে যান?
  - তিনি কত সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন?
  - তাঁর পরীক্ষার ফলাফল কেমন ছিল?
  - কত সালে তিনি এফএ এবং বিএ পাস করেন?
  - তিনি ডাক্তারি পড়তে কোথায় যান? কে জগৎ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হন?
  - ভাবুক ছেলেটি পরবর্তীকালে কী নামে খ্যাত হন?
- ২/৩ জন শিক্ষার্থীকে এই বিজ্ঞানীর নাম বলতে বলে, পালাক্রমে বোর্ডে এসে শুদ্ধ করে লিখতে বলবেন।
- আলোচনা শেষে পাঠের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলবেন।
- কয়েকজনকে সংক্ষেপে বিষয়বস্তু বলতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন। শ্বাসযতি ও অর্থযতি অনুযায়ী লেখায় বিরামচিহ্ন প্রয়োগ করার নির্দেশনা দিবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠটি বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা:** ৮৪ ছেলেটির বাবার... জগদীশ চন্দ্র বসু	**উপকরণ:** পাঠ - ২ এর শব্দ চার্ট **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং ছোট প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ১.৩.৪, ৩.১.১, ৩.২.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৫.১ **লেখা:** ১.৫.২, ১.৬.১, ১.৮.১, ১.৮.২, ২.৩.৫, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর বাবার বাড়ি কোথায় ছিল?
  - তাঁর জন্ম কোথায়? কত সালে?
  - ছেলেটির হাতেখড়ি কোথায় হয়েছিল?
  - পরে তিনি কোথায় ভর্তি হন? জেলা স্কুলের ধাপ পেরিয়ে তিনি কোথায় পড়তে যান?
  - তিনি কত সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন?
  - তাঁর পরীক্ষার ফলাফল কেমন ছিল?
  - কত সালে তিনি এফএ এবং বিএ পাস করেন?
  - তিনি ডাক্তারি পড়তে কোথায় যান? কে জগৎ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হন?
  - ভাবুক ছেলেটি পরবর্তীকালে কী নামে খ্যাত হন? ইত্যাদি। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা 'ভাবুক ছেলেটি' গল্পটির (ছেলেটির বাবার..........জগদীশচন্দ্র বসু।) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৮৪ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- শ্বাসযতি ও অর্থযতির বিষয়টি সচেতনভাবে অনুসরণ করতে বলবেন। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলবেন।
- এবার শব্দ চার্টটি ঝুলিয়ে দিয়ে তা থেকে শব্দগুলো শিক্ষক পড়ে শোনাবেন। শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো নিজ খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে শব্দগুলো ভেঙে বোর্ডে লিখে পাশে অর্থ লিখে দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের ২/৩টি শব্দ এভাবে ভেঙে বলতে বলবেন। শিক্ষক সহায়তা দেবেন। বোর্ডে লিখবেন।
- শব্দগুলোর অর্থ বোর্ডে লিখে দিয়ে বাক্য গঠন করার নিয়ম বলবেন। শিক্ষক নিজে ২টি শব্দের অর্থ বলে, বাক্যে তা প্রয়োগ করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করবেন।

  কঠিন শব্দ ও যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ, অর্থ ও বাক্য গঠনের নমুনা।

  শব্দ ও শব্দার্থ: দুরন্ত, পর্যবেক্ষণ, বিদ্যুৎ, বিস্ময়, বিক্রমপুর, হাতেখড়ি, সেন্ট জেভিয়ার্স, কৃতিত্ব, প্রবেশিকা পরীক্ষা, ডাক্তারি, বৈজ্ঞানিক, ভাবুক।

  কৃতিত্ব = সাফল্য মেয়েটি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে।

  ভাবুক = স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ছেলেবেলায় খুব ভাবুক ছিলেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিশুদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিশুদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি এবং গল্পটি থেকে শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ভেঙে লেখাসহ প্রশ্নের উত্তর শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠটি বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ পৃষ্ঠা: ৮৫ জগদীশচন্দ্র... প্রদান করেন	**উপকরণ:** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং ছোট প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ১.৩.৪, ৩.১.১, ৩.২.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৫.১ **লেখা:** ১.৫.২, ১.৬.১, ১.৮.১, ১.৮.২, ২.৩.৫, ২.৩.১২

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- কুশল বিনিময় করবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর বাবার বাড়ির গ্রামের নাম কী?
- কোথায় তার পড়াশোনার হাতেখড়ি হয়েছিল?
- প্রথম বাঙালি বৈজ্ঞানিক কে?
- আলোচনার প্রাসঙ্গিতায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৮৫ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের আজকে প্রথমে ৮৫ নম্বর পৃষ্ঠার ছবিটি নিয়ে আলোচনা করবেন। শিশুদের ছবিটি দেখতে বলবেন। ছবিতে কী দেখছে তা ছোট ছোট প্রশ্ন করে জেনে নেবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'ভাবুক ছেলেটি' (জগদীশচন্দ্র বসু.........প্রদান করেন।) অংশটুকু পড়ব। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন। শিক্ষক আজকের পাঠের অংশটুকু শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিশুদের জোড়ায় জোড়ায় মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো জোড়ায় কাজগুলো করাবেন। জোড়ায় পড়ার সময় শিক্ষার্থীরা উচ্চারণ, যতিচিহ্নের ব্যবহার ঠিক রেখে পড়ছে কিনা শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- জোড়ায় কাজ শেষ হলে শিশুদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- কয়েকজনকে সামনে এনে পড়তে দেবেন।
- জোড়ায় শিশুরা কী কী যুক্তবর্ণ এবং অজানা/নতুন শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি, পরাধীন, অস্থায়ীভাবে, দীর্ঘ, কর্তব্য, স্বীকৃতি, স্থায়ী ইত্যাদি। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ হলে ভেঙ্গে দেখাবেন।
- শিশুদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন। যুক্তবর্ণ শব্দ হলে ভেঙ্গে বলবে।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠটি বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৫ **পৃষ্ঠা: ৮৫** জগদীশচন্দ্র... প্রদান করেন	**উপকরণ:** পাঠ্যাংশ থেকে চিহ্নিত যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন/অজানা শব্দসমূহ ও অন্যান্য নতুন শব্দ দিয়ে তৈরি করা শব্দ চার্ট (অর্থ ও অর্থ প্রয়োগে গঠিত বাক্যসমূহ) **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ এবং শ্রুতলিপি লেখা।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ১.৩.৪, ৩.১.১, ৩.২.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৫.১ **লেখা:** ১.৫.২, ১.৬.১, ১.৮.১, ১.৮.২, ২.৩.৫, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- কুশল বিনিময় করবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- গত দিনের পড়ানোর বিষয়বস্তু কী ছিল কয়েকজনের কাছে জানতে চাইবেন।
- কেন জগদীশচন্দ্র বসু তিন বছর বেতন না নিয়ে কাজ করেন?
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৮৫ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলবেন, আজ আমরা 'ভাবুক ছেলেটি' গল্পটির (জগদীশচন্দ্র বসু......... প্রদান করেন।) অংশটুকু পড়ব। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষে পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।

শব্দ চার্ট

বিশ্ববিদ্যালয় =	উচ্চতর শিক্ষালয় বা প্রতিষ্ঠান। আমি বড় হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বো।
অধ্যাপক =	যিনি অধ্যাপনা করেন। তিনি একজন অধ্যাপক।
অস্থায়ী =	যা স্থায়ী নয়। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু প্রথমে অস্থায়ী চাকরিতে যোগ দেন।
স্বীকৃতি =	অনুমোদন। সৎ কাজকে সবাই স্বীকৃতি দেয়।

- এবার উপকরণটি বোর্ডে/কর্কশিটে ঝুলিয়ে তা থেকে শব্দ ও শব্দার্থগুলো পড়ে অর্থ বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের তা খাতায় তুলে নতে বলবেন।
- একটি শব্দ দিয়ে গঠিত একটি বাক্য পড়ে তা দিয়ে ২/৩ জনকে বাক্য গঠন করতে বলবেন। শুদ্ধ বাক্য গঠনে সহায়তা করবেন।
- বইবহির্ভূত বাক্য গঠনে উৎসাহিত করবেন ও শুদ্ধ করে তা বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের তা খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- পাঠ্যাংশের বিশেষ শব্দ, কথা ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করবেন। বোর্ডে লিখে দেবেন এবং শিক্ষার্থীদের তা নিজ খাতায় তুলে নিতে বলবেন। যেমন: কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, অস্থায়ীভাবে চাকরি ইত্যাদি।
- প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও তথ্যগুলো ধীরলয়ে তাদের বলে শুদ্ধভাবে শ্রুতলিপির মতো করে লিখতে সহায়তা দেবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিশুদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিশুদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি, গল্পটি থেকে শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ভেঙে লেখাসহ শ্রুতলিপি লিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠটি বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৬ পৃষ্ঠা: ৮৬ জগদীশচন্দ্র বসু... ফিরে আসেন	**উপকরণ:** যেকোনো একটি চারা গাছ (ফুল, লতা, বা টবে রাখা গাছ)। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ভেঙে লেখাসহ প্রশ্নের উত্তর।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৫.১, ২.৩.৯, ২.৩.১২, ৩.৩.৩ **লেখা:** ১.৫.২, ১.৬.১, ১.৮.১, ১.৮.২, ২.৩.৫, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- কুশল বিনিময় করবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- গত দিনের পাঠের বিষয়বস্তু জানতে চাইবেন।
- এরপর প্রাসঙ্গিক কথা বলে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর জীবন কাহিনীভিত্তিক কিছু প্রশ্ন করে আজকের পাঠে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সংযোগধর্মী বাক্য বলে পাঠ ঘোষণা করবেন।
- এবার উপকরণটি টেবিলের উপর রেখে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।
- এটি কী? এর জীবন আছে? নাকি মৃত?
- গাছের চারাটির পাতাগুলো ঝুলে/নুয়ে পড়েছে কেন?
- জীবন্ত প্রাণীরা বেঁচে থাকার জন্য খী খায়?
- গাছও খায়? আমরা কীভাবে গাছকে খাবার দেই?
- গাছ ভেঙ্গে গেলে/কাটলে/খাবার না দিলে সে কি কষ্ট পায়?
- তাহলে গাছেরও জীবন আছে বলা যায় কি?
- 'গাছেরও প্রাণ আছে' এ সত্যটি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু যেভাবে আবিষ্কার ও উপলব্ধি করেছেন তা সম্পর্কে আমরা জানব।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিতায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৮৬ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা দেবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের ছবিটি দেখতে বলবেন। ছবিতে কী দেখছে তা ছোট ছোট প্রশ্ন করে জেনে নেবেন।
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন আজও আমরা 'ভাবুক ছেলেটি' গল্পটির (জগদীশচন্দ্র বসু......... ফিরে আসেন।) অংশটুকু পড়ব। শিক্ষক পূর্বের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষে পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিশুদের ৪-৫ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো দলের কাজগুলো করাবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিশুদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- দলে শিশুরা কী কী যুক্তবর্ণ এবং অজানা/নতুন শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন: গবেষণা, উদ্ভিদ, অতিক্ষুদ্র, ক্ষেত্র, পরীক্ষণ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বক্তৃতা, বৈজ্ঞানিক, আমন্ত্রণ ইত্যাদি। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ হলে ভেঙ্গে দেখাবেন।
- শিশুদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন। যুক্তবর্ণ শব্দ হলে ভেঙ্গে বলবে। এরপর শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য মৌখিকভাবে জিজ্ঞাসা করবেন এবং লিখতে দেবেন। শিক্ষক কয়েকটি করে দেখাবেন।
- পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন। আলোচনা করে বিশেষ শব্দ, কথা বা বাক্যাংশ বুঝিয়ে বলবেন। যেমন- গাছেরও প্রাণ আছে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের মধ্যে অনেক মিল আছে, তরঙ্গ সৃষ্টি, বেতার ইত্যাদি।
- শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনে লিখে নিতে পারেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিশুদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিশুদের কাছে শুনবেন, তারপর

নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি এবং গল্পটি থেকে শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ভেঙে লেখাসহ প্রশ্নের উত্তর জেনেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠটি বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৭ **পৃষ্ঠা:** ৮৬ তাঁর আশ্চর্য... আনন্দ দেবে	**উপকরণ:** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ভেঙে লেখাসহ প্রশ্নের উত্তর।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৪, ৩.১.১, ৩.২.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৫.১ **লেখা:** ১.১.২, ১.৪.১, ১.৬.১, ১.৮.১, ২.৩.৯, ২.৩.১২, ৩.৩.৩

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- উদ্ভিদ ও জীবনের মধ্যে অনেক মিল আছে কীভাবে?
- অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ কী?
- কীসের প্রয়োগ ঘটিয়ে আজকাল তথ্যের আদান-প্রদান করা হচ্ছে? ইত্যাদি।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর পাঠ্যপুস্তকের ৮৬ পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'ভাবুক ছেলেটি' গল্পটির (তাঁর আশ্চর্য.......... আনন্দ দেবে।) অংশটুকু পড়ব। শিক্ষক পূর্বের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিশুদের জোড়ায় জোড়ায় মুখোমুখি বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো জোড়ায় কাজগুলো করাবেন।
- জোড়ায় কাজ শেষ হলে শিশুদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- জোড়ায় শিশুরা কী কী যুক্তবর্ণ এবং অজানা/নতুন শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- আশ্চর্য, আবিষ্কার, সুবিখ্যাত, আইনস্টাইন, বিজয়স্তম্ভ, নিরুদ্দেশের কল্পকাহিনি, অব্যক্ত, অদৃশ্য আলোক, আনন্দ ইত্যাদি। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ হলে ভেঙ্গে দেখাবেন।
- শিশুদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন। যুক্তবর্ণ শব্দ হলে ভেঙ্গে বলবে। এরপর শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য মৌখিকভাবে জিজ্ঞাসা করবেন এবং লিখতে দেবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- পাঠ্যাংশের ভাববস্তু বুঝিয়ে বলবেন। কয়েকজনকে বলতে বলবেন। না পারলে সহযোগিতা করবেন।
- এরপর বিষয়বস্তু বুঝতে পেরেছে কি না জানার জন্য ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন। যেমন-
- জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার দেখে আইনস্টাইন কী বলেছিলেন?
- জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা বাংলা বইগুলোর নাম কী?
- শিশুদের জন্য লেখা তার বইটির নাম কী?
- ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা কেন চমকে গিয়েছিলে?
- জগদীশচন্দ্র বসু কীভাবে খ্যাতি অর্জন করেন? ইত্যাদি।
- শিক্ষক সবশেষে শিশুদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিশুদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি এবং গল্পটি থেকে শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ভেঙে লেখাসহ প্রশ্নের উত্তর জেনেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠটি বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৮ পৃষ্ঠা: ৮৬ ১৯১৫ সালে... নতুন পথ	উপকরণ: পাঠের আলোচ্য বিষয়: গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ভেঙে লেখাসহ রচনা লেখা।	শিখনফল শোনা: ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.২ বলা: ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৪, ৩.১.১, ৩.২.১, ৪.১.২ পড়া: ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৫.১ লেখা: ১.১.২, ১.৪.১, ১.৬.১, ১.৮.১, ২.৩.৯, ২.৩.১২, ৩.৩.৩

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- কোথায় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু অধ্যাপনার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন?
- জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার দেখে আইনস্টাইন কী বলেছিলেন? ইত্যাদি।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর পাঠ্যপুস্তকের ৮৬ পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের ‘ভাবুক ছেলেটি’ গল্পটির (১৯১৫ সালে..........নতুন পথ।) অংশটুকু পড়ব। শিক্ষক পূর্বের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিশুদের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো দলের কাজগুলো করাবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিশুদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- দলে শিশুরা কী কী যুক্তবর্ণ এবং অজানা/নতুন শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- ব্রিটিশ-ভারত, নাইট উপাধি, প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞান মন্দির, গবেষণা, সমকক্ষ, ডিএসসি ডিগ্রি ইত্যাদি। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ হলে ভেঙে দেখাবেন।
- শিশুদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন। যুক্তবর্ণ শব্দ হলে †f‡½বলবে। এরপর শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য মৌখিকভাবে জিজ্ঞাসা করবেন এবং লিখতে দেবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। প্রতিটি শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করে দেবেন।
- পাঠ্যাংশের ভাব বস্তু বুঝিয়ে বলবেন। কয়েকজনকে বলতে বলবেন। না পারলে সহযোগিতা করবেন।
- এরপর বিষয়বস্তু বুঝতে পেরেছে কিনা জানার জন্য ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন। যেমন-
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে কোন ডিগ্রি দেয়?
- কত সালে এবং কোথায় তিনি মারা যান?
- বাঙালির গৌরব কে?
- কেন তাকে ‘বাঙালির গৌরব’ বলা হয় বুঝিয়ে বল?
- ‘বাঙালির গৌরব’ কথা দিয়ে রচনা লেখার নিয়মনীতি আলোচনা করবেন। শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- রচনা লেখার জন্য সংক্ষেপে ২টি অনুচ্ছেদ লিখার প্রস্তুতিমূলক অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিশুদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিশুদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি এবং গল্পটি থেকে শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ভেঙে লেখা, প্রশ্নের উত্তর এবং রচনা লেখার কৌশল জেনেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠটি বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৯ **পৃষ্ঠা:** ৮৭-৮৯ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** শব্দের অর্থ, বাক্য এবং প্রশ্নের উত্তর লেখা।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৪, ৩.১.১, ৩.২.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৫.১ **লেখা:** ১.১.২, ১.৪.১, ১.৬.১, ১.৮.১, ২.৩.৯, ২.৩.১২, ৩.৩.৩

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- কুশল বিনিময় করবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শুরুতেই গত দিনের পাঠ থেকে যাচাই করবেন।
- এবার শিশুদের বইয়ের ৮৭ নম্বর পৃষ্ঠার অনুশীলনী অংশ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক ১ নম্বর অনুশীলনীর শব্দগুলোর অর্থ সকলের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করবেন। শিশুরা সমস্বরে বলবে। এরপর শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী শিশুদের শব্দগুলি দিয়ে অর্থ লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন।
- প্রথমে শিক্ষক একটি বোর্ডে দেখিয়ে দেবেন। শিশুদের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করবেন, উপরের শব্দগুলো থেকে খালি জায়গায় কোন শব্দটি বসবে। শিশুরা বলবে, শিক্ষক খালি জায়গায় শব্দটি লিখবেন। এরপর শিশুদের খাতায় কাজটি করতে দেবেন।
- লেখা শেষে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক বলবেন শিক্ষার্থীরা মিলিয়ে নেবে।
- এরপর ৩ নম্বর অনুশীলনীর কাজ করাবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন- 'প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি ও বলি'।
- প্রথমে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলো দেখতে বলবেন। এরপর মুখে মুখে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- শিক্ষক কিছু সময় শিশুদের জুটিতে প্রশ্নগুলোর উত্তর কী হবে আলাপ করতে বলবেন। প্রয়োজনে বইয়ের সহায়তা নিতে বলবেন। এরপর খাতায় লিখতে দেবেন।
- লেখা শেষে কয়েকটি খাতা পরীক্ষা/যাচাই করে সংশোধন করে দেবেন।
- এবার প্রতি জোড়া থেকে একজনকে একটি করে প্রশ্নের উত্তর দিতে বলবেন। শিক্ষক সংশোধন করে বোর্ডে লিখে দেবেন। শুদ্ধ উত্তরগুলো শিক্ষার্থীরা খাতায় তুলে নেবে।
- শিক্ষক সবশেষে শিশুদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিশুদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা অনুশীলনী থেকে শব্দের অর্থ, বাক্য, শূন্যস্থান পূরণ এবং অনুচ্ছেদ থেকে প্রশ্ন তৈরি করেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠটি বাড়ি থেকে পড়ে আসতে এবং ৭ নং অনুশীলনীর প্রশ্নটি লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ১০ পৃষ্ঠা: ৮৭-৮৯ অনুশীলনী	উপকরণ: পাঠের আলোচ্য বিষয়: ঠিক উত্তর বাছাই করে বলা, কথাগুলো বুঝে নিই এবং কর্ম অনুশীলনের কাজ করেছি।	শিখনফল শোনা: ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.২ বলা: ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৪, ৩.১.১, ৩.২.১, ৪.১.২ পড়া: ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৫.১ লেখা: ১.১.২, ১.৪.১, ১.৬.১, ১.৮.১, ২.৩.৯, ২.৩.১২, ৩.৩.৩

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- কুশল বিনিময় করবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শুরুতেই গত দিনের পাঠ থেকে যাচাই করবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত কাজ দেখবেন। প্রথমে কয়েকজনকে মুখে মুখে জিজ্ঞেস করবেন।
- শিশুদের পাঠ্যপুস্তকের ৮৮ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। প্রথমে অনুশীলনী ৪ নং প্রশ্ন করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক প্রথমে একটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন এবং শিশুদের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করবেন। তাদের দেয়া ঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন দেবেন। এরপর শিশুদের কাজটি করতে দেবেন। প্রয়োজনে আগে মৌখিকভাবে জিজ্ঞাসা করে নেবেন।
- এরপর শিক্ষক ৫ নং অনুশীলনীর কথাগুলো বুঝে নিই অংশ করাবেন। শিক্ষক প্রথমে কথাগুলো পড়তে দেবেন এবং বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেবেন। এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী লিখতে দেবেন।
- শিক্ষক অনুশীলনী ৬ নম্বর প্রশ্ন করাবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিশুদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিশুদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা অনুশীলনী থেকে ঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন দিই, কথাগুলো বুঝে নিই এবং কর্ম অনুশীলনের কাজ করেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠটি বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড- ১১
পাঠ শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. 'গাছেরও প্রাণ আছে' তুমি তোমার আশে পাশের ঘটনা বিশ্লেষণ করে একটি অনুচ্ছেদ লিখ।
২. যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে দেখাই ও ২টি করে শব্দ লিখি।

ক. ঙ্গ ....
খ. স্ত ....
গ. স্থ..................................... ....
ঘ. স্ব ....

৩. নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখি।
ক. পর্যবেক্ষণ ....
খ. বিজয়স্তম্ভ ....
গ. কল্পকাহিনী ....
ঘ. প্রবেশিকা ....
ঙ. এফএ ....

৪. জগদীশচন্দ্র বসুর ছেলেবেলা সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখ।

দুই তীরে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জনে
চকাচকির ঘর।

যেথায় ফুটে কাশ
তটের চারি পাশ,
শীতের দিনে বিদেশি সব
হাঁসের বসবাস।

কচ্ছপেরা ধীরে
রৌদ্র পোহায় তীরে,
দু-একখানি জেলের ডিঙি
সন্ধেবেলায় ভিড়ে।

তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

যেথায় বাঁকা গলি
নদীতে যায় চলি,
দুই ধারে তার বেণুবনের
শাখায় গলাগলি।

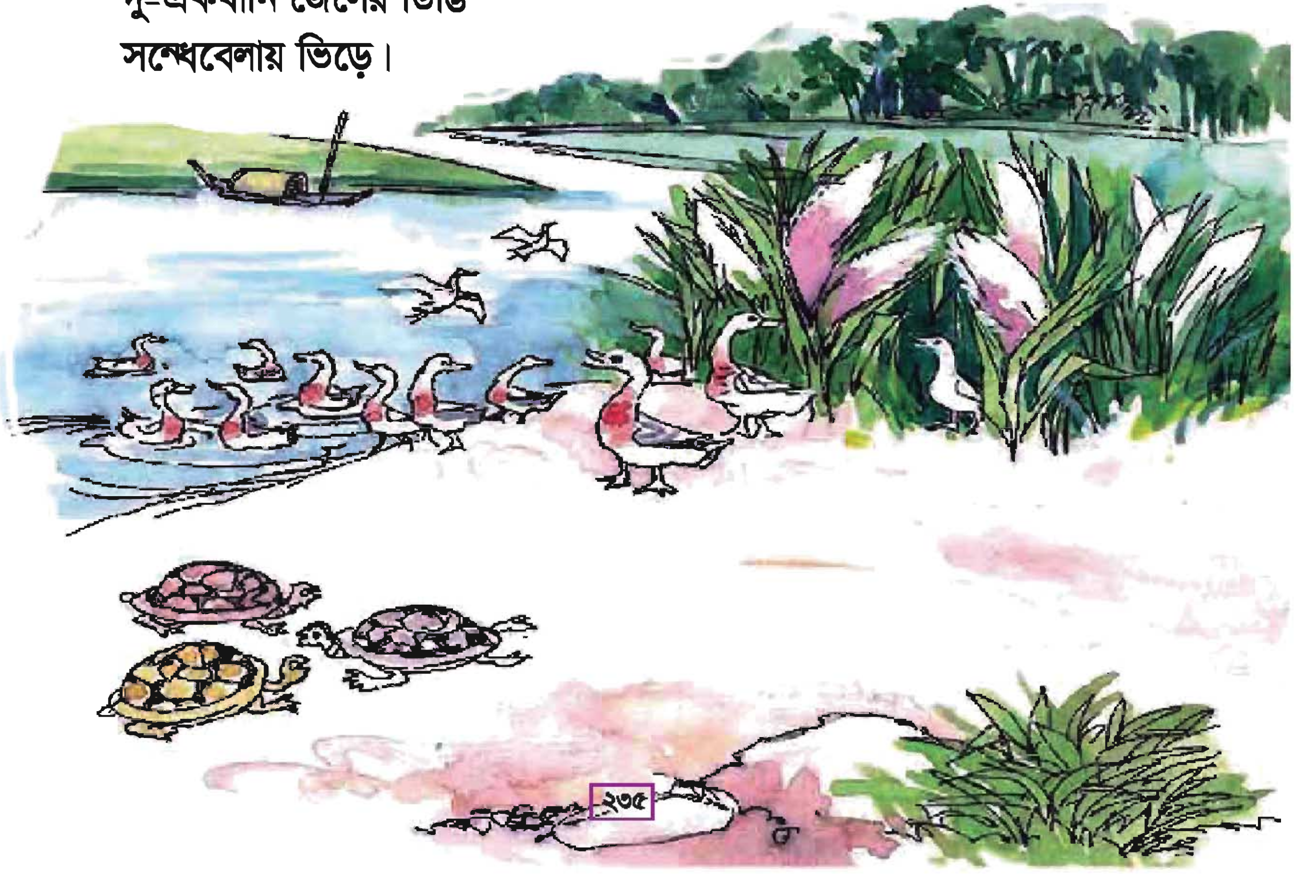

সকাল-সন্ধেবেলা
ঘাটে বধূর মেলা
ছেলের দলে ঘাটের জলে
ভাসে ভাসায় ভেলা।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

একটি নদী, তার দুই তীরে দু-জন মানুষ বাস করে। একজন ভালোবাসে তার নদীর বালুচর, শরৎকালে চকাচকিরা যেখানে ঘর বাঁধে। এর তীরে তীরে ফুটে থাকে কাশফুল। শীতের সময় হাঁসেরা এসে ভিড় করে, কচ্ছপ রোদ পোহায়। সন্ধ্যায় জেলের ডিঙি এসে ভেড়ে। অন্যজন ভালোবাসে বন, যার আছে ঘন ছায়া। সেখান থেকে একটা রাস্তা এসে মিশেছে নদীতে। নদীর ঘাটে বধূরা আসে, ছেলেরা জলে ভেলা ভাসায়। একটি নদী দুই তীরের মানুষকে কী সুন্দর মিলিয়ে দিয়েছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নির্জন চকাচকি তট ডিঙি আচ্ছাদন বেণুবন

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

চকাচকিরা	আচ্ছাদন	তটে	বেণুবন	নির্জন	ডিঙি

ক. এলাকাটি এত .... যে গা ছমছম করে।

খ. নদীর ধারে .... দল বেঁধে উড়ে বেড়ায়।

গ. গ্রামের ছোট ছোট নদীগুলো দিয়ে মানুষ .... করে নদী পারাপার হয়।

ঘ. নদীর দু .... প্রতিবছর মেলা বসে।

ঙ. নদীর তীরে বটগাছটি বর্ষাকালে মানুষ .... হিসাবে ব্যবহার করে।

চ. নদীর ধারে গজিয়ে ওঠা .... বাতাসে দুলতে থাকে।

৪. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. নদীর বালুচরে কী ঘটে?

খ. দুই তীরে দু-জন মানুষের ভালো লাগার জিনিসগুলো কী?

গ. ঘাটে বধূর মেলা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ঘ. দুই তীরে কবিতায় ওই পারের বনটি কেমন?

ঙ. সকল-সন্ধেবেলা ছেলের দল কী করে?

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

শূন্যস্থানে কথা বসিয়ে একটি কবিতা বা ছড়া লেখার চেষ্টা করি।

.... মাস,

.... বাঁশ।

.... চর,

.... ঘর।

.... মন,

.... বন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-পরিচিতি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে, ১২৬৮ বাংলা সনের ২৫এ বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শুধু কবি নন, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, দার্শনিক, গীতিকার, সুরস্রষ্টা, চিত্রশিল্পী, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ। তাঁর রচনাভান্ডার বিশাল। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট, ১৩৪৮ বাংলা সনের ২২এ শ্রাবণ, তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দুই তীরে

(পৃষ্ঠা ৯০– ৯৩)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ বাংলা যুক্তবর্ণ সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে পালন করবে। ১.৩.৩ উপদেশ শুনে পালন করবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব অনুধাবন করতে পারবে।	২.১.২ কবিতা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.২ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.৩ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।	২.২.১ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। ২.২.২ কবিতার মূলভাব বলতে পারবে। ২.২.৩ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে সমমানের কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ বলতে পারবে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.৩ সহজ বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসহ মত ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠে ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.২ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
২.১ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
২.২ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা দেখে সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.২.১ পাঠ্যবইয়ের ছড়া সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে। ২.২.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।

১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য ও চরণ লিখতে পারবে। ১.৮ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শ্রুতলিপি লিখতে পারবে। ২.১ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে। ২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ের মূলভাব লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে। ১.৮.১ পঠিত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে। ২.১.৪ পাঠ্যবইয়ের কবিতা লিখতে পারবে। ২.৩.১২ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

একটি নদীর দুই তীর কীভাবে দুই তীরের মানুষকে মিলিয়ে দিয়েছে, কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ সে কথাই তুলে ধরেছেন। দুই তীরের মানুষের পছন্দনীয় বিষয়গুলোর মধ্যে ভিন্নতা আছে, কিন্তু উভয়েরই বসবাস প্রাকৃতিক পরিবেশে। কবিতাটিতে বর্ণিত প্রকৃতি আমাদের বাংলাদেশের চিরচেনা প্রকৃতি। এই আমাদের বাংলাদেশ ও এর মানুষ-যারা নিজেদের মধ্যে ভিন্নতা সত্ত্বেও মিলেমিশে বাস করে।

পাঠ বিভাজন : ৬

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা: ৯০** আমি ভালোবাসি... বসবাস	**উপকরণ:** পৃষ্ঠা ৯০-এর কবিতাসংশ্লিষ্ট ছবিটি বড় পোস্টার পেপারে এঁকে ব্যবহার করবেন। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.১, ১.৩.৩, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা:** ১.১.২, ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.২, ১.৫.১, ২.১.২ **লেখা:** ১.৪.৩, ২.১.৪, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং বোর্ডে/কর্কশিটে পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণটি ঝুলিয়ে শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - এটি কিসের ছবি? ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?
  - নদীতীরে কী দেখা যাচ্ছে?
  - নদীতীরে কোন পাখি দেখা যাচ্ছে?
  - পাখিগুলোকে আমাদের পরিচিত কোন পাখির মতো মনে হচ্ছে?
  - নদীতীরে কী ফুল ফুটে আছে?
  - আকাশে কী উড়ছে?
  - নদীতীরে কারা গলা বাড়িয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে?
  - তারা নদীতীরে কী করছে?
  - নদীতীরে কী বাঁধা আছে?
  - নৌকা দিয়ে কী কী কাজ হয়? ইত্যাদি। শিক্ষার্থীরা বলবে। শিক্ষক সাহায্য করবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিতায় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, এমনি একটি নদীর দুই তীরের কবিতা আজ আমরা পড়ব। যা ছবির মতোই তার দুই তীরের মানুষ, অন্যান্য প্রাণী, পাখপাখালি ও প্রাকৃতিক দৃশ্য।
- এরপর শিক্ষক কবিতার শিরোনাম ও কবির নাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ৯৩ পৃষ্ঠায় কবি পরিচিতি-এর আলোকে কবি সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
- প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার কবিতা ও কবির নাম উচ্চারণ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সমস্বরে বলতে বলবেন।

- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের ৯০ পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা কবিতার (আমি ভালোবাসি.........বসবাস।) অংশ পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- শিক্ষক প্রথমে সম্পূর্ণ কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। এরপর কবিতাটির নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, বিরাম চিহ্ন অনুসরণ করে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। এসময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- বালুচর, শরৎকাল, নির্জন, চকাচকির ঘর, কাশ, তট, বিদেশি হাঁস ইত্যাদি। বোর্ড দেখে শব্দগুলো পড়তে বলবেন।
- এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী পঠিত শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য লিখতে দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠের বিষয়বস্তু বলতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
  শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকে শেখা শব্দগুলো দিয়ে দুইটি করে বাক্য লিখে আনতে বলবেন। যেমন: বালুচর, শরৎকাল, বিদেশি।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা:** ৯০ কচ্ছপেরা... আচ্ছাদন	**উপকরণ:** আজকের পাঠ থেকে চিহ্নিত যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ ও অর্থের চার্ট। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া ও লেখা, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.১, ১.৩.৩, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা:** ১.১.২, ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.২, ১.৫.১, ২.১.২ **লেখা:** ১.৪.৩, ২.১.৪, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - গত দিনের পড়া কবিতাটির প্রথম ৮ লাইন কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করবেন।
  - কবিতার নাম ও কবির নাম কয়েকজনকে বলতে বলবেন।
  - কবি নদীতীরের মানুষের মুখ দিয়ে কী ভালোবাসার কথা বলেছেন?
  - কোনকালে চকাচকিরা নদীপাড়ে ঘর বাঁধে?
  - নদীতটের কোথায় কাশফুল ফোটে?
  - বিদেশি সব হাঁসেরা কখন নদীতীরে বসবাস করে?
  - চকাচকিরা কেমন পরিবেশে ঘর বাঁধে? ইত্যাদি। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ও কবির নাম বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের ৯০ পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে কবিতাটি পড়াবেন।
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা কবিতার (কচ্ছপেরা.........আচ্ছাদন।) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।

- পড়া শেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৫ জনের দলে মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন।
- দলে পড়ার কাজ, কবিতার অংশ দেখে দেখে লেখা। পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষক পড়াবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- উপকরণটি বোর্ড/কর্কশিটে ঝুলিয়ে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।
- শিক্ষক যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ এবং নতুন/আজানা শব্দের অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- ডিঙি, আচ্ছাদন- চ্ছ = চ+ছ, সন্ধেবেলায়, ঘনচ্ছায়া ইত্যাদি। যুক্তব্যঞ্জন শব্দগুলো ভেঙে দেখাবেন।
- শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন। যুক্তব্যঞ্জন শব্দগুলো ভেঙে বলবে।
- শিক্ষক যুক্তব্যঞ্জন শব্দগুলো দিয়ে তৈরি আরও কয়েকটি শব্দ শিক্ষার্থীদের সহায়তা নিয়ে বোর্ডে লিখবেন। যেমন- আচ্ছা, ইচ্ছা ইত্যাদি।
- শিক্ষক গদ্যাকারে নিজে পাঠটি আলোচনা করবেন। পাঠের বিশেষ শব্দ ও কথাগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন যেমন– ধীরে রোদ্র পোহায়, জেলের ডিঙি সন্ধেবেলায় ভিড়ে, তুমি ভালোবাস তোমার ওই পারের বন। যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া, পাতার আচ্ছাদন ইত্যাদি।
- এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শব্দ চার্ট থেকে শব্দগুলো দিয়ে বাক্য গঠন করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ও বাক্য লিখতে দেবেন। বইবহির্ভূত বাক্য গঠনে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষার্থীরা কবিতার প্রথম ১২ লাইন লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা: ৯০-৯১** যেথায় ... ভাসায় ভেলা	**উপকরণ:** পৃষ্ঠা ৯১-এর পাঠসংশ্লিষ্ট ছবিটি আর্টপেপারে রঙিন কালিতে বড় করে এঁকে নিয়ে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া ও লেখা, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.১, ১.৩.৩, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা:** ১.১.২, ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.২, ১.৫.১, ২.১.২ **লেখা:** ১.৪.৩, ২.১.৪, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - কচ্ছপেরা কীভাবে এবং কোথায় রোদ পোহায়?
  - জেলের ডিঙি কখন নদীতীরে ভিড়ে?
  - ওই পারের বনকে কে ভালোবাসে?
  - বনে কিসের ছায়া? কী দিয়ে এ ছায়া তৈরি হয়েছে? ইত্যাদি। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন এবং পরিকল্পিত কাজটি দেখবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক উপকরণটি বোর্ড/কর্কশিটে ঝুলিয়ে দিয়ে ছবিটি তাদের দেখতে বলবেন। ছবিতে তারা কী দেখছে তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। ৫/৬ জনকে ছবির বিষয়বস্তু গল্পাকারে বলতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ও কবির নাম বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা 'দুই তীরে' কবিতার (যেথায়.........ভাসায় ভেলা।) অংশ পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের ৯০ পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শ্বাসযতি এবং অর্থযতি যথাযথ ছন্দ ও প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙ্গুল রেখে মেলাতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সমস্বরে পড়বে।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো কাজগুলো করাবেন। জোড়ায় পড়ার কাজ, কবিতার অংশবিশেষ দেখে লেখা।
- জোড়ায় কাজ শেষে সবাইকে আগের মতো বসতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- বেণুবন, সন্ধেবেলা, ভেলা, গলাগলি, ঘাটের জলে ইত্যাদি। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়াবেন।
- এরপর আজকের পঠিত শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য লিখতে দেবেন।
- পাঠটি পড়ে বুঝেছে কি না তা জানার জন্য প্রশ্ন করবেন। যেমন-
  - দুই ধারে থেকেও বেণুবনের শাখায় গলাগলি হয় কীভাবে?
  - সকাল-সন্ধ্যায় কোথায় বন্ধুদের মেলা বসে?
  - এই মেলায় তাদের মিলন ঘটে কীভাবে?
  - দুই পারে ছেলের দল ঘাটে কী ভাসায়?
  - দুই তীরের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভালোবাসলেও একে অপরের সঙ্গে মিল কোথায়?
- উত্তর পাওয়ার পর উত্তরগুলো গুছিয়ে ভাববস্তুটি গঠন করে দেবেন। প্রয়োজনে ধীরে ধীরে নদীর দুই তীরের মানুষের মিলনের বিষয়টি পুনরায় ব্যাখ্যা করে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে কবিতাটি মুখস্থ করে আসতে বলবেন। বই না দেখে পরবর্তী দিন লিখতে হবে বলে বানান শুদ্ধ করে ও বিরামচিহ্ন অনুসরণ করে মুখস্থ করতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ **পৃষ্ঠা: ৯২** অনুশীলনী	**উপকরণ:** পৃষ্ঠা ৯১ এর পাঠসংশ্লিষ্ট ছবিটি আর্ট পেপারে রঙিন কালিতে বড় করে এঁকে নিয়ে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া ও লেখা, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.১, ১.৩.৩, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা:** ১.১.২, ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.২, ১.৫.১, ২.১.২ **লেখা:** ১.৪.৩, ২.১.৪, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রথমে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ থেকে যাচাই করবেন। যেমন:
  - কবিতাটি শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বলতে বলবেন।
  - কবিতাটি কে লিখেছেন জিজ্ঞেস করবেন।
- এবার শিক্ষার্থীদের বইয়ের ৯২ নম্বর পৃষ্ঠার অনুশীলনী অংশ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক ১ নম্বর অনুশীলনীর 'কবিতার মূলভাব জেনে নিই' অংশটি শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন। মূলভাবটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন। ৫/৬ জনকে বলতে বলবেন।
- উপকরণটি বোর্ড/কর্কশিটে ঝুলিয়ে দেবেন। মূলভাব সম্পর্কিত বক্তব্যগুলো ধারাবাহিকভাবে খাতায় তুলে নিতে বলবেন। তথ্যগুলো ব্যবহার করে কীভাবে মূলভাব সাজিয়ে বলবে, তাও আলোচনা করে বুঝিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থীরা মূল বক্তব্য গুছিয়ে বলতে চেষ্টা করবে। শিক্ষক সহায়তা দেবেন।

- এরপর শিক্ষক ২ নম্বর অনুশীলনীর শব্দগুলোর অর্থ সকলের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষার্থীরা সমস্বরে বলবে। এরপর শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো দিয়ে অর্থ ও বাক্য লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক ৩ নম্বর অনুশীলনীর কাজ করাবেন। প্রথমে শিক্ষক একটি বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করবেন, উপরের শব্দগুলো থেকে খালি জায়গায় কোন শব্দটি বসবে। শিক্ষার্থীরা বলবে শিক্ষক খালি জায়গায় শব্দটি লিখবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের খাতায় কাজটি করতে দেবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পিরিয়ড : ৫ **পৃষ্ঠা: ৯০-৯৩** অনুশীলনী	**উপকরণ:** অনুশীলনীর "কর্ম অনুশীলন" অংশটি পোস্টার পেপারে বড় হরফে লিখে ব্যবহার করবেন। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** ঠিক উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা, ছোট উত্তরের প্রশ্ন বলা।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.১, ১.৩.৩, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা:** ১.১.২, ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.২, ১.৫.১, ২.১.২ **লেখা:** ১.৪.৩, ২.১.৪, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রথমে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ থেকে যাচাই করবেন। যেমন:
  - কবিতাটি শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বলতে বলবেন।
  - কবিতাটির মূলভাব শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- এবার শিক্ষার্থীদের বইয়ের ৯২ নম্বর পৃষ্ঠার অনুশীলনী অংশ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক ৪ নম্বর অনুশীলনীর 'নিচের কথাগুলো বুঝে নিই' অংশটি শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- এরপর অনুশীলনী ৫ নং প্রশ্ন করাবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন। এরপর শিক্ষক প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে দেবেন।
- ৬ নম্বর অনুশীলনীর ক্ষেত্রে শিক্ষক কবিতাটি শিক্ষার্থীদের সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক ৭ নম্বর অনুশীলনীর কাজ করাবেন। উপকরণটি বোর্ডে/কর্কশিটে ঝুলিয়ে শিক্ষক নিজে নির্দেশনা দিয়ে শূন্যস্থানে কথা বসাবার নিয়ম বলে দেবেন।
- বিভিন্ন বেঞ্চ থেকে ৭/৮ জনকে পালাক্রমে শূন্যস্থান পূরণ করতে বলবেন। শূন্যস্থানগুলোতে শব্দ বসিয়ে অন্তঃমিলটি রক্ষা করে কবিতা বা ছড়া বানাতে বলবেন। শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- 'কবি পরিচিতি' অংশ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করে কবি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন। শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- কবিতাটি অনুশীলনীর প্রশ্নসহ ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড– ৬
পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. তোমার দেখা একটি নদীর দুই তীরের বর্ণনা দাও।

২. কবিতাটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে, ১২৬৮ বাংলা সনের ২৫এ বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শুধু কবি নন, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, দার্শনিক, গীতিকার, সুরস্রষ্টা, চিত্রশিল্পী, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ। তাঁর রচনাভান্ডার বিশাল। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট, ১৩৪৮ বাংলা সনের ২২এ শ্রাবণ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ক. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

খ. বাংলা কত সনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন?

গ. বাংলা কত তারিখে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন করা হয়?

ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?

ঙ. বাংলা কত সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন?

৩. দাগ টেনে অর্থ মিলাই।

নির্জন	নদীর তীর
তট	জনশূন্য স্থান
বেণুবন	এক ধরনের নৌকা
ডিঙি	বাঁশবাগান

৪. ৯০-৯১ পৃষ্ঠার ছবি দেখে একটি অনুচ্ছেদ লিখ।

দেখে এলাম নায়াগ্রা

তোমরা নিশ্চয়ই জলপ্রপাতের কথা শুনেছ? জলপ্রপাত দেখার সৌভাগ্য একবার আমার হয়েছিল। নিজের দেশে নয়, বিদেশের মাটিতে। কানাডায় গিয়েছি। সেখানকার খুব বড় শহর টরন্টোতে। একদিন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পের মজলিসে কথা উঠল—সবাই মিলে নায়াগ্রা দেখতে গেলে কেমন হয়। তখনি সকলে রাজি। কোনদিন যাওয়া হবে তাও ঠিক হলো।

কোথাও যাব বললেই তো হয় না, কীভাবে যাব তা ভাবতে হয়। বাসে করে যাওয়া যায়। কিন্তু বাসে চেপে গেলে নিজের ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে থামা যায় না। অতএব ঠিক হলো যে, কোনো বন্ধুর একটা গাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে।

তাই যাওয়া গেল একদিন। আমেরিকায় কিংবা কানাডায় প্রায় সকলেরই নিজের গাড়ি থাকে। আমার বন্ধুরও ছিল। বন্ধুরই এক বিশাল গাড়িতে একদিন চড়ে বসলাম। চলো নায়াগ্রা, চলো নায়াগ্রা। আহ্, দেশে ফিরে গিয়ে কী গল্পটাই না করা যাবে!

শাঁ শাঁ করে গাড়ি ছুটতে লাগল। এখানে রাস্তা মোটেই আঁকাবাঁকা থাকে না, রেললাইনের মতো সোজা। ফলে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো সম্ভব হয়।

কিন্তু এত জায়গা থাকতে নায়াগ্রা দেখতেই যেতে হবে কেন? নায়াগ্রা হলো জলপ্রপাত। জলপ্রপাত তো কখনো দেখি নি। শুধু জেনে এসেছি, ঝর্ণার মতো পাহাড়ের ওপর থেকে পানি নিচে সমতল ভূমিতে গড়িয়ে পড়ে। তবে আকারে অনেক বিশাল। ঝর্ণা ছোট, আর জলপ্রপাত বড়– এটুকু যা তফাত। উপর থেকে নিচে জল পতনের ব্যাপার দুই জায়গাতেই ঘটছে। জল যদি না-ই পড়ে, তা হলে ঝর্ণাও হবে না, জলপ্রপাতও হবে না। কিন্তু জল যে নিচে পড়ছে, পড়ে যাচ্ছেটা কোথায়? জলের ধর্ম তো গড়িয়ে যাওয়া। ঝর্ণার জলও গড়াতে গড়াতে ক্রমশ নদী হয়ে যায়।

এখন অন্য কথায় আসি। জলপ্রপাত দেখতে যাব, কিন্তু পাহাড় দেখব না– একি কখনো সম্ভব? সম্ভব নয়। কারণ পাহাড় বেয়ে জলের নিচে নামাটা না দেখে উপায় তো নেই।

কিন্তু বিশ্ব-ভূমণ্ডল বড়ই বিচিত্র! কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে! পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রাকে। এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামে নি।

সমতলের ওপর দিয়ে একটি খরস্রোতা নদী বইছে। সামনের সবকিছু তো ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কই? কিছুই তো ভাসছে না! তার কারণ, যে মাটির ওপর দিয়ে এই খরস্রোতা নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে হঠাৎ করেই এক বিশাল ফাটল। দুই দিকের মাটির মধ্যে এক বিরাট ফাঁক। একটা নদী যতখানি চওড়া হতে পারে ততখানি ফাঁক। নায়াগ্রার জল ঐ ফাঁকের ভিতরে চলে যাচ্ছে। এটাও তো প্রপাত, কারণ পানি পড়ছে। তবে, সাধারণ জলপ্রপাতের মতো পাহাড় থেকে নিচে পড়ছে না। পড়ছে, সমতল থেকে বিশাল ফাটলের গহ্বরে। কিন্তু পানিটা ফাটলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে কোথায়?

নায়াগ্রা তাই একেবারে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কানাডা দ্রুতগতিতে পতন সমতল ভূমি প্রবাহিত হওয়া গহ্বর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কানাডা	দ্রুতগতিতে	পতন	সমতল ভূমিতে	প্রবাহিত	গহ্বর

ক. হোঁচট খেলে .... ঠেকানো দায়।

খ. নদীর জল .... হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়।

গ. পাহাড়ের গায়ে গর্ত থাকলে তাকে আমরা .... বলি।

ঘ. আমরা .... হাঁটতে পারি।

ঙ. .... একটি বড় দেশ।

চ. ঢাকা শহর গড়ে উঠেছে ...., কিন্তু চট্টগ্রাম শহর সে রকম নয়।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি ও বলি।

ক. নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত?

খ. নায়াগ্রা জলপ্রপাত এবং ঝর্ণার মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে লেখ?

গ. নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বিশেষত্ব কী?

ঘ. নায়াগ্রার জল কোথায় যায়?

ঙ. 'বিশ্ব–ভূমন্ডল বড়ই বিচিত্র'– ব্যাখ্যা কর।

চ. সাধারণ জলপ্রপাতের সঙ্গে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের তুলনামূলক আলোচনা কর।

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত?

১. জাপান　　২. ভারত

৩. কানাডা　　৪. রাশিয়া

খ. নায়াগ্রা জলপ্রপাত পড়ছে–

১. পাহাড় থেকে　　২. সমতল ভূমি থেকে

৩. কোন উঁচু স্থান থেকে　　৪. পাহাড়ি ঢল থেকে

গ. জলপ্রপাত দেখতে বাসে না যাবার কারণ কী?

১. বাসের ভাড়া বেশি　　২. সেখানে বাস যায় না

৩. বাসে ইচ্ছেমতো থামা যায় না　　৪. বাসে সময় বেশি লাগে

৫. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে খালি জায়গায় লিখি।

ক. তখন আমিও পড়েছি .... জলপ্রপাতের কথা।

খ. জলপ্রপাত দেখার .... একবার হয়েছিল।

গ. একদিন .... সঙ্গে গল্পের মজলিসে কথা উঠলো।

ঘ. যে মাটির ওপর দিয়ে এই .... নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে হঠাৎ করেই এক বিশাল.......................... ।

সৌভাগ্য
ফাটল
খরস্রোতা
নায়াগ্রা
বন্ধুবান্ধবদের

৬. কথাগুলো বুঝে নিই।

জলপ্রপাত – পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে সমতল ভূমিতে বিশাল পরিধি নিয়ে জল পড়া।

মজলিস – গল্পগুজব করার আসর।

জলের ধর্ম – জলের স্বভাব, জলের চরিত্র।

বিশ্ব-ভূমণ্ডল – জগৎ, দুনিয়া।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

আমি কোথায় কোথায় বেড়াতে বা ঘুরতে গিয়েছি- তা মনে করার চেষ্টা করি। এর মধ্য থেকে যেকোনো একটি জায়গার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর কাছে চিঠি লিখি (কোথায় গিয়েছিলাম, কবে গিয়েছিলাম, কীভাবে গিয়েছিলাম, কী কী দেখেছিলাম, কী করেছিলাম, কী খেয়েছিলাম, কেমন করে ফিরে এসেছিলাম)।

৮. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ি এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

বিশ্ব-ভূমণ্ডল বড়ই বিচিত্র। কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে! পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রাকে। এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামে নি। সমতলের ওপর দিয়ে একটি খরস্রোতা নদী বইছে। যে মাটির ওপর দিয়ে এই খরস্রোতা নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে হঠাৎ করেই এক বিশাল ফাটল। একটা নদী যতখানি চওড়া হতে পারে ততখানি ফাঁক। নায়াগ্রার জল ঐ ফাঁকের ভিতরে চলে যাচ্ছে। এটাও তো প্রপাত, কারণ পানি পড়ছে। তবে, সাধারণ জলপ্রপাতের মতো পাহাড় থেকে নিচে পড়ছে না। পড়ছে, সমতল থেকে বিশাল ফাটলের গহ্বরে। নায়াগ্রা তাই একেবারে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত।

ক. পৃথিবীর বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় কোনটিকে?
খ. নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বৈশিষ্ট্য কী?
গ. নায়াগ্রা জলপ্রপাত কোথা থেকে প্রবাহিত হয়?
ঘ. নায়াগ্রাকে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত বলা হয়েছে কেন?

দেখে এলাম নায়াগ্রা

(পৃষ্ঠা ৯৪– ৯৮)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ,ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে পালন করবে। ১.৩.২ আদেশ শুনে পালন করবে। ১.৩.৩ উপদেশ শুনে পালন করবে। ১.৩.৪ ঘোষণা শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৫ অনুরোধ শুনে বুঝতে পারবে ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
৩.১ নাটকের সংলাপ ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.১ নাটকের সংলাপ শুনে বঝতে পারবে। ৩.১.২ বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তবণ সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ অনুরোধ করতে পারবে। ১.৩.৪ শুদ্ধ উচ্চারণে ঘোষণা করতে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ বলতে পারবে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.২ নাটকের অভিনয়ে অংশ নিতে পারবে।
৩.১ প্রমিত চলিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৩.২ আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে মৌখিক আদব-কায়দাসহ কথা বলতে পারবে।	৩.২.১ সম্মান ও সৌজন্য প্রকাশ করে কথা বলতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি ও মত প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.২ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলিলভাবে পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠ্যপুস্তকের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।

২.৫ নাটকের সংলাপ ও নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।	২.৫.১ নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।
৩.৩ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ বই ও পত্রপত্রিকার শিক্ষার্থীদের পাতা পড়ে বুঝতে পারবে।	৩.৩.১ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ বই পড়ে বুঝতে পারবে। ৩.৩.২ বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৩.৩ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.৪ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ্যপুস্তক ও পাঠবহির্ভূত শব্দ ব্যবহার করে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য ও চরণ লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৮ পাঠ্যপুস্তকের ও পাঠবহির্ভূত শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।	১.৮.১ পঠিত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে। ১.৮.২ পাঠবহির্ভূত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।
২.৩ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপথন, বর্ণনা ইত্যাদির বিষয়ে পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে।	২.৩.৫ কথোপকথনের বিষয় পড়ে লিখতে পারবে।
৩.১ ছবি দেখে সে বিষয় সর্ম্পকে রচনা লিখতে পারবে।	৩.১.১ ছবি দেখে দৃষ্ট বিষয়ে রচনা লিখতে পারবে। ৩.১.২ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।
৩.৩ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে।	৩.৩.১ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

'দেখে এলাম নায়াগ্রা' একটি ভ্রমণকাহিনী, এতে খুব চমৎকারভাবে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করা হয়েছে। ভ্রমণকাহিনীটি পড়ে শিক্ষার্থীরা বিশ্বের একটি বৃহৎ জলপ্রপাতের সঙ্গে যেমন পরিচিত হবে, তেমনি তাদের ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখা ও ভ্রমণ করার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

পাঠ বিভাজন : ৮

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা:** ৯৪ তোমরা নিশ্চয়ই... যাওয়া হবে	**উপকরণ:** পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, পাঠের বিষয়বস্তু এবং ছোট-উত্তরের প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৪, ১.৩.৬, ৩.১.১ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ১.৩.৪, ২.৫.২, ৩.১.১, ৩.২.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৩.২ **লেখা:** ২.৩.৬, ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ১.৮.১, ১.৮.২, ২.৩.৫, ২.৩.৬, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- শিক্ষক গল্পটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আমরা আজ যে গল্পটি পড়ব সেটা হলো একটি ভ্রমণকাহিনী নিয়ে।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম 'দেখে এলাম নায়াগ্রা' বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৯৪ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন। প্রথমে পাঠসংশ্লিষ্ট ছবিগুলো শিক্ষার্থীদের দেখতে বলবেন। ছবিতে কী কী দেখছে তা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর করে জেনে নেবেন। যেমন-
  - ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?
  - কোথা থেকে পানি পড়ছে?
  - পাশে লোকগুলো দাঁড়িয়ে কী দেখছে?
  - ছবিটি কীসের হতে পারে বলে তোমরা মনে কর?
  - এ সম্পর্কে তোমাদের কোনো ধারণা আছে কি না? ইত্যাদি। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা গল্পটির (তোমরা নিশ্চয়ই.......... যাওয়া হবে।) অংশ পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙ্গুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙ্গুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থী সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- দলে শিক্ষার্থীরা কী কী যুক্তবর্ণ এবং অজানা/ নতুন শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- কানাডা, জলপ্রপাত, মজলিস, তক্ষুনি- ক্ষ=ক+ষ ইত্যাদি। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ হলে ভেঙ্গে দেখাবেন।
  শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন। যুক্তবর্ণ যুক্তশব্দ ভেঙে বলবে। এরপর শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য মৌখিকভাবে জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।
  শব্দগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ও বাক্য লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠের বিষয়বস্তু বুঝেছে কি না তা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করবেন। যেমন:
  - জলপ্রপাত কী?

- টরন্টো কোথায় অবস্থিত?
- কেন নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়?
- বাসে করে জলপ্রপাত দেখতে না যাওয়ার কারণ কী? ইত্যাদি।

- প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন-উত্তর লিখতে দেবেন।
- এরপর পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বর্ণনা দিতে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি এবং গল্পটি থেকে শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য, গল্প থেকে প্রশ্ন এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দসহ পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জেনেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- লেখক কীভাবে নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে গেলেন? কাহিনীটি বর্ণনা করে সংক্ষেপে লিখে আনবে।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা: ৯৫** তাই যাওয়া... নদী হয়ে যায়	**উপকরণ:** পাঠসংশ্লিষ্ট ৯৪ ও ৯৫ পৃষ্ঠার ছবিগুলো বড় ও আকর্ষণীয় করে বড় আর্ট পেপারে এঁকে নেবেন। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং ছোট-উত্তরের প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, **বলা:** ১.১.২, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৫.১ **লেখা:** ১.৪.৩, ১.৬.১, ১.৮.১, ৩.১.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - জলপ্রপাত দেখার সৌভাগ্য কার হয়েছিল?
  - গল্পের মজলিসে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছিল?
  - নায়াগ্রা কী? ইত্যাদি।
- জলপ্রপাত সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে ছবি টাঙিয়ে সে সম্পর্কে বর্ণনা দেবেন। আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- ছবি দেখে প্রশ্ন করবেন। যেমন:
  - জলপ্রপাত দেখতে কেমন?
  - জলপ্রপাতে জলের রঙ কেমন দেখাচ্ছে?
  - জলপ্রপাত এলাকার পরিবেশটা কেমন দেখাচ্ছে?
  - জলপ্রপাত এলাকার কাছে বেষ্টনী কেন? কারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হয়?
  - তোমরা কি কোনো ঝর্ণার বা জলপ্রপাত দেখেছ? দেখলে সে সম্পর্কে বল?
- এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৯৫ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের ‘দেখে এলাম নায়াগ্রা’ গল্পটির (তাই যাওয়া............ নদী হয়ে যায়।) অংশ পড়ব।
- পড়া শেষে শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ৪-৫ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো দলের কাজগুলো করাবেন। যেমন- দলে প্রথমে পড়ার কাজ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ এবং অজানা/নতুন শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লেখা এবং প্রশ্ন তৈরি করে উত্তর বলা।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কী কী শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- দ্রুতগতিতে, সমতল ভূমি ইত্যাদি। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ভেঙে দেখাবেন।
- শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন ও লিখাবেন।

- এরপর শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের শব্দগুলোর অর্থ বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন ও লিখাবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের লেখা প্রশ্নসহ উত্তর শুনবেন।
- পাঠটি পড়ে বুঝেছে কি না তা জানার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর করবেন। যেমন-
    - জলের নিচে নামার দৃশ্য দেখতে হলে কী দেখতে হয়?
    - জলের প্রপাত বা পতন কোথা থেকে এবং কীভাবে হয়?
    - পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাতের নাম কী? এটি কোথায় অবস্থিত?
    - প্রপাত শব্দের অর্থ বল? এটি কী পাহাড় থেকে নেমেছে?
    - নদী কীভাবে হয়? জলের ধর্ম কী? বল। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষার্থীদের গল্পটি পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা: ৯৫-৯৬** এখন অন্য... থেকে নামেনি	**উপকরণ:** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, প্রশ্ন তৈরি এবং নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করা।	**শিখনফল** **শোনা** : ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, **বলা** : ১.১.২, ৪.১.২ **পড়া** : ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৫.১ **লেখা** : ১.৪.৩, ১.৬.১, ১.৮.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
- নায়াগ্রা কী?
- সকলে নায়াগ্রা দেখতে যেতে চাইল কেন?
- জলপ্রপাত কাকে বলে? প্রপাত অর্থ কী?
- লেখকের দেখা জলপ্রপাতটির নাম কী? এটি সম্পর্কে ৫টি বাক্য বল। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সাহায্য করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৯৫ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'দেখে এলাম নায়াগ্রা' (এখন অন্য .... থেকে নামেনি।) অংশ পড়ব।
- পড়া শেষে শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো কাজগুলো করাবেন। জোড়ায় পড়ার কাজ, যুক্তবর্ণ এবং নতুন/অজানা শব্দ খুঁজে বের করে লেখা এবং পাঠ থেকে ৩টি প্রশ্ন তৈরি ও উত্তর লেখা।
- জোড়ায় কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন। জোড়ায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীরা কী কী যুক্তবর্ণযুক্ত এবং অজানা/নতুন শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন: বিশ্ব-ভূমণ্ডল- শ্ব= শ+ব, ণ্ড=ন+ড, সম্ভব- ম্ভ=ম+ভ। শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন ও খাতায় লিখতে বলবেন। যুক্তবর্ণ শব্দ হলে ভেঙে বলবে ও লিখবে।

- শিক্ষক শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের শব্দগুলোর অর্থ বলে দেবেন ও লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের নায়াগ্রা জলপ্রপাত সম্পর্কে জেনে কার কী অনুভূতি হয়েছে তা স্বল্প কথায় বলতে বলবেন। প্রথমে নিজের অনুভূতি কীভাবে ব্যক্ত করতে হয় তা প্রথমে করে বুঝিয়ে দেখাবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- এরপর পাঠের ভাববস্তু বিশ্লেষণ করে সহজ করে বলবেন।
- পাঠের আলোকে কীভাবে এর বর্ণনা করবে তাও বুঝিয়ে দেবেন।
- ভাববস্তু অনুচ্ছেদ আকারে বলবেন। প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো বোর্ডে লিখে দিয়ে তাদের লিখে নিতে বলবেন।
- পাঠের পাঠ্যাংশের আলোকে নায়াগ্রা জলপ্রপাত সম্পর্কে বন্ধুকে একটি চিঠি লিখে জানাতে হলে তা কীভাবে লিখতে হবে তা বোর্ডে ছক এঁকে ব্যাখ্যা করে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ছকটি খাতায় তুলে নেবে।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকে শেখা শব্দ দিয়ে তিনটি করে নতুন বাক্য লিখে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪
পৃষ্ঠা: ৯৬

সমতলের ওপর... জলপ্রপাত

উপকরণ: বাংলাদেশের মাধবকুন্ড জলপ্রপাত বা খাগড়াছড়ির জলপ্রপাত ও এর চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বড় একটি ছবি।
পাঠের আলোচ্য বিষয়: গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং ছোট-উত্তরের প্রশ্ন।

শিখনফল

শোনা	:	১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬,
বলা	:	১.১.২, ৪.১.২
পড়া	:	১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৫.১
লেখা	:	১.৪.৩, ১.৬.১, ১.৮.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - জলপ্রপাতের সঙ্গে পাহাড়ের সম্পর্ক কী?
  - বিশ্ব-ভূমন্ডল অর্থ কী?
  - কোথায় অসম্ভব ব্যাপার ঘটে?
  - ঝর্নার জল কীভাবে গড়িয়ে পড়ে? কোথা থেকে গড়িয়ে পড়ে?
  - পৃথিবীর মধ্যে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় কোনটিকে? ইত্যাদি।
  - বিশ্ব-ভূমন্ডল, সম্ভব, বিচিত্র শব্দগুলোর বানান, অর্থ, বাক্য জিজ্ঞেস করবেন। যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে বলতে বলবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় পাঠ-সম্পৃক্ত উপকরণটি বোর্ডে/কর্কশিটে ঝুলিয়ে এটির পরিচিতি প্রদান করবেন। এর সৌন্দর্য, অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরবেন। প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় নায়াগ্রা জলপ্রপাত সম্পর্কে বর্ণনা দেবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা 'এই দেশ এই মানুষ' গল্পটির (সমতলের ওপর .... জলপ্রপাত।) অংশ পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৯৬ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক পূর্বের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষে পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের শব্দগুলোর অর্থ বলে দেবেন ও লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করে আলোচনা করবেন।

- শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বিষয়বস্তু আলোচনা করতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবেন।
- নায়াগ্রা কেন ভিন্ন ধরনের জলপ্রপাত তা ব্যাখ্যা করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক পরিকল্পিত কাজ দেখবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে গল্পটি পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৫ পৃষ্ঠা: ৯৬-৯৭ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** শব্দের অর্থ, বাক্য এবং প্রশ্ন -উত্তরের লেখা।	**শিখনফল** **শোনা** : ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.৩.১ **বলা** : ১.১.২, ২.৪.২, ৪.১.২ **পড়া** : ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৫.১ **লেখা** : ১.৪.৩, ১.৬.১, ১.৮.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নটি করবেন। যেমন:
  - গল্পটির কোন কোন বিষয় তোমাদের ভালো লেগেছে এবং কেন?
- এরপর শিক্ষক শিক্ষর্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৯৬ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। পাঠের শিরোনাম অনুযায়ী অনুশীলনী ১ নম্বর প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন। ১ নং অনুশীলনীর শব্দগুলো পাঠের মধ্যে কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করে নিচে দাগ দিতে বলবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক এরপর ১ নম্বর অনুশীলনীর প্রতিটি শব্দের অর্থ, বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। এরপর শিক্ষক শব্দের অর্থ ও বাক্য প্রয়োজন অনুযায়ী লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন- 'ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।' প্রথমে শিক্ষক একটি বাক্য বোর্ডে লিখবেন। খালি জায়গায় কোন সঠিক শব্দটি হবে তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং খালি জায়গায় শব্দটি লিখবেন। এরপর শিক্ষার্থীরা বাক্যের খালি জায়গায় সঠিক শব্দ ব্যবহার করে খাতায় লিখবে।
- এরপর শিক্ষক ৩ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন- 'প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি ও বলি'।
- প্রথমে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলো দেখতে বলবেন। এরপর প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- শিক্ষক কিছু সময় শিক্ষার্থীদের জুটিতে প্রশ্নগুলোর উত্তর কী হবে আলাপ করতে বলবেন। প্রয়োজনে বইয়ের সহায়তা নিতে বলবেন। এরপর খাতায় লিখতে দেবেন।
- লেখা শেষে কয়েকটি খাতা পরীক্ষা/যাচাই করে সংশোধন করে দেবেন।
- এবার প্রতি জোড়া থেকে একজনকে একটি করে প্রশ্নের উত্তর দিতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সংশোধন করে বোর্ডে লিখে দেবেন।
- শিক্ষার্থীরা শুদ্ধ উত্তরগুলো খাতায় তুলে নেবে।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- নায়াগ্রা জলপ্রপাত সম্পর্কে দুটি অনুচ্ছেদের একটি রচনা লিখে আনবে। প্রয়োজনে পাঠ্যবই এবং শিক্ষকের দেয়া পূর্বপাঠসমূহের তথ্য সংকেতগুলো ব্যবহারের পরামর্শ দেবেন।

পিরিয়ড : ৬ **পৃষ্ঠা: ৯৬-৯৭** অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** শব্দের অর্থ, বাক্য এবং প্রশ্ন-উত্তরের লেখা।	**শিখনফল** **শোনা** : ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬ **বলা** : ১.১.২, ৪.১.২ **পড়া** : ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৫.১ **লেখা** : ১.৪.৩, ১.৬.১, ১.৮.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন: -গল্পটির কোন কোন বিষয় তোমাদের ভালো লেগেছে এবং কেন?
- এরপর শিক্ষক শিক্ষর্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৯৭ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন- 'ঠিক উত্তরটিতে টিকচিহ্ন দিই' শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন এবং ৪ নং প্রশ্ন করাবেন।
- শিক্ষক প্রথমে নিজে একটি প্রশ্ন তৈরি করে বোর্ডে লিখবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করবেন। তাদের দেওয়া ঠিক উত্তরটি লিখবেন।
- শিক্ষাথীরা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর বাছাই করে প্রথমে বলবে। তারপর খাতায় লিখবে।
- এরপর শিক্ষক ৫ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন। প্রথমে সবার উদ্দেশে জিজ্ঞেস করবেন। এরপর একজনকে বলতে বলবেন। এভাবে সব প্রশ্ন প্রথমে বলতে উদ্বুদ্ধ করবেন। পরে খাতায় লিখতে দেবেন। এরপর জুটিতে দেখতে দেবেন।
- পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীর খাতা শিক্ষক দেখবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- নায়াগ্রা জলপ্রপাত সম্পর্কে দুটি অনুচ্ছেদের একটি রচনা লিখে আনবে।

পিরিয়ড : ৭ **পৃষ্ঠা: ৯৮** অনুশীলনী	**উপকরণ:** ৬ ও ৭ নং অনুশীলনী দুটি পোস্টার পেপারে বিপরীতধর্মী কালিতে তুলে নেবেন। বড় হরফে বড় করে লিখবেন। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** শব্দের অর্থ, বাক্য এবং প্রশ্ন-উত্তরের লেখা।	**শিখনফল** **শোনা** : ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, **বলা** : ১.১.২, ৪.১.২ **পড়া** : ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৫.১ **লেখা** : ১.৪.৩, ১.৬.১, ১.৮.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ যাচাই করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৯৮ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে প্রথমে অনুশীলনী ৬ নম্বর প্রশ্ন করাবেন।
- এবার শিক্ষক যে কাজটি করতে বলবেন, তার জন্য ২ জন শিক্ষার্থীকে বোর্ডের সামনে এনে উপকরণটি বোর্ডে ঝুলাতে সাহায্য করবেন। এরপর একজন শিক্ষার্থীকে শব্দগুলো পড়তে বলবেন। অর্থ তালিকার অংশ ভাঁজ করে ঢেকে দেবেন।
- প্রথমে একটি শব্দের ব্যাখ্যা কী হবে তা সকলের উদ্দেশ্যে বলবেন এবং সবাইকে চিন্তা করতে বলবেন।

- এরপর প্রতি বেঞ্চ থেকে একজনকে একটি কথার অর্থ ও ব্যাখ্যা বলতে বলবেন। শিক্ষক ভুল হলে সংশোধন করে দেবেন। অন্যদের তা খাতায় লিখে নিতে বলবেন।
- এবার ভাঁজ করা অংশটি উন্মুক্ত করে খাতায় তোলা বুঝে নেওয়া অংশটির সঙ্গে মেলাতে বলে শিক্ষক পড়ে দেবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক আবারও ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজনকে খাতা দেখে পড়তে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক ৭ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন। কর্ম-অনুশীলন অংশটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।
- নিজের দেখা কোনো স্থান সম্পর্কে ২/৩ জনকে বলতে বলবেন।
- নিজের দেখা কোনো জায়গার বর্ণনা দিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লিখ। প্রশ্নটির উত্তরে যে বিষয়গুলো থাকবে তা উল্লেখ করে দেবেন। (কোথায়, কবে, কখন, কীভাবে সে স্থানে গিয়েছে? সেখানে গিয়ে কী খেয়েছে এবং কীভাবে ফিরে এসেছে তাও উল্লেখ করবে।) লেখা শেষে ৩/৪ খাতা যাচাই করে ফলাবর্তন দেবেন।
- এরপর শিক্ষক ৮ নম্বর অনুশীলনীর কাজ করতে দেবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- অনুশীলনীসহ সম্পূর্ণ গল্পটি ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ পিরিয়ড – ৮
পাঠ শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. তোমার দেখা যেকোনো একটি স্থানের বর্ণনা তোমার নিজের মতো করে লিখ।
২. নিচের ঘর থেকে সঠিক অর্থটি নিয়ে শব্দের পাশে লিখি।

জগৎ,	গল্পগুজব করার আসর,	গর্ত,	নিচে পড়া,	যে জমি উঁচু নিচু নয়

ক. মজলিস: ....
খ. পতন: ....
গ. বিশ্ব-ভূমণ্ডল: ....
ঘ. সমতল ভূমি: ....
ঙ. গহ্বর: ....
৩. নিচের অনুচ্ছেদটির সঠিক স্থানে দাঁড়ি, কমা, প্রশ্নচিহ্ন বসাই।
নদীমাতৃক আমাদের এই বাংলাদেশে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য নদী। এদেশের বড় নদীগুলোর মধ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা উল্লেখযোগ্য। তুমি কি কখনও নৌকায় উঠেছ? বর্ষাকালে অনেক মানুষ নৌকায় চলাচল করে।

রৌদ্র লেখে জয়

শামসুর রাহমান

বর্গি এলো খাজনা নিতে,
মারল মানুষ কত।
পুড়ল শহর, পুড়ল শ্যামল
গ্রাম যে শত শত।

হানাদারের সঙ্গে জোরে
লড়ে মুক্তিসেনা,
তাদের কথা দেশের মানুষ
কখনো ভুলবে না।

আবার দেখি নীল আকাশে
পায়রা মেলে পাখা;
মা হয়ে যায় দেশের মাটি,
তার বুকেতেই থাকা।

কাল যেখানে আঁধার ছিল
আজ সেখানে আলো।
কাল যেখানে মন্দ ছিল,
আজ সেখানে ভালো।

কাল যেখানে পরাজয়ের
কালো সন্ধ্যা হয়,
আজ সেখানে নতুন করে
রৌদ্র লেখে জয়।

অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতি জয়লাভ করে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। আগে এ দেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা জয়ী হয়েছিলেন। এই কবিতায় পাকিস্তানিদের অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কেন এদেশের সন্তানেরা সংগ্রাম করেছিল সে কথাও বলা হয়েছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

বর্গি হানাদার খাজনা

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

হানাদারদের	বর্গি	খাজনা

ক. সরকারকে .... দেওয়া সকল নাগরিকের কর্তব্য।

খ. বহু পূর্বে বাংলায় .... এসে হানা দিত, মানুষ মারত, ধনসম্পদ লুট করত।

গ. .... পরাজিত করেই মুক্তিযোদ্ধারা এ দেশকে স্বাধীন করেছিলেন।

৪. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

ক. বর্গি এলো খাজনা নিতে, মারল মানুষ কত।	'খাজনা নিতে' অর্থ লুটতরাজ করত। বর্গিরা বাংলাদেশে এসে মানুষ মেরে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে–পুড়িয়ে বাঙালির ধনসম্পদ নিয়ে পালিয়ে যেত।
খ. তাদের কথা দেশের মানুষ কখনো ভুলবে না।	মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মানুষ কখনো ভুলবে না, কারণ তারাই হানাদার পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের এদেশ থেকে তাড়িয়েছিলেন।
গ. মা হয়ে যায় দেশের মাটি, তার বুকেতেই থাকা।	মা ও মাতৃভূমি সমান গর্বের, সমান আনন্দের। জননীহীন সন্তান যেমন দুর্ভাগা, যার মাতৃভূমি নেই সেও তেমনি ভাগ্যহীন।

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

ক. বর্গি কারা? তারা কী করেছিল?
খ. হানাদারদের কথা মানুষ কেন ভুলবে না?
গ. মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মানুষ কখনো ভুলবে না কেন?
ঘ. মুক্তিসেনারা কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এবং কেন?
ঙ. 'কাল যেখানে আঁধার ছিল আজ সেখানে আলো।'– কথাটি ব্যাখ্যা করি।

৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

আঁধার	আলো
কালো	সাদা
ভালো	মন্দ
জয়	পরাজয়
সকাল	সন্ধ্যা

ক. বিশ্বকাপ ফুটবলে নিজ দলের .... দেখে ছেলেটি আনন্দে নেচে উঠলো।

খ. একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা .... ব্যাচ পরে শহিদ মিনারে যাই।

গ. .... হওয়ার আগেই আমরা বাড়ি পৌঁছে যাব।

ঘ. .... নামলে ঘন জঙ্গলের মধ্যে কিছুই দেখা যায় না।

ঙ. .... ছেলের সঙ্গ ত্যাগ করাই উত্তম।

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও না দেখে লিখি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

পাঠ্যবইয়ের বাইরের কোনো কবিতা বা ছড়া পড়ে তা শ্রেণিতে আবৃত্তি করি।

শামসুর রাহমান

কবি-পরিচিতি

কবি শামসুর রাহমান ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩এ অক্টোবরে পুরানো ঢাকার মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস নরসিংদী জেলার পাড়াতলী গ্রামে। তিনি দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের একজন প্রধান কবি। ছোটদের জন্য তিনি অনেক ছড়া, কবিতা ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। 'এলাটিং বেলাটিং', 'ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো', 'স্মৃতির শহর ঢাকা' ইত্যাদি ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বিখ্যাত বই। তিনি ২০০৬ সালের ১৭ই আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

রৌদ্র লেখে জয়
(পৃষ্ঠা ৯৯- ১০১)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ বাংলা যুক্তবর্ণ সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে পালন করবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব অনুধাবন করতে পারবে।	২.১.২ কবিতা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
৩.১ নাটকের সংলাপ ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.২ বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.৩ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।	২.২.১ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। ২.২.২ কবিতার মূলভাব বলতে পারবে। ২.২.৩ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে সমমানের কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ বলতে পারবে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.৩ সহজ বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসহ মত ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.১ বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ করতে পারবে। ৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
২.১ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে। ২.১.৪ সমমানের বইয়ের কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
২.২ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা দেখে সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.২.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে। ২.২.৪ সমমানের বইয়ের কবিতা সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।
৩.৩ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ বই এবং শিক্ষার্থীদের পাতা পত্রিকা পড়ে বুঝতে পারবে।	৩.৩.১ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ বই পড়ে বুঝতে পারবে।

লেখা	লেখা
১.৫ পাঠ্যপুস্তক ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য ও চরণ লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.১ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ের মূলভাব লিখতে পারবে।	২.৩.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতার মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.১২ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।
৩.৩ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে।	৩.৩.১ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে। ৩.৩.২ পাঠবহির্ভূত কোনো বিষয়ে নিজের মনোভাব লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতি জয়লাভ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। আগে এদেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা জয়ী হয়েছিলেন। একই কবিতায় পাকিস্তানিদের অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কেন এদেশের সন্তানেরা সংগ্রাম করেছিল সে কথাও বলা হয়েছে।

পাঠ বিভাজন: ৬

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা: ৯৯** বর্গি এল... বুকেতেই থাকা	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা** : ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা** : ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া** : ১.৫.১, ২.১.২, ২.১.৪, ২.২.২ **লেখা** : ১.৫.১, ১.৫.

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয় সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রথমে আমাদের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। যেমন:
- কত সালে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছিল এবং কীভাবে স্বাধীন হয়েছিল? কাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছিলাম? কেন আমরা যুদ্ধ করেছিলাম? তারা কীভাবে এদেশের মানুষের উপর অত্যাচার করেছিল? ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং সহায়তা করবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, এমনি একটি কবিতা আজ আমরা পড়ব যেখানে আমাদের স্বাধীনতার কথা, মুক্তিযোদ্ধাদের কথা, তাদের সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে।

- এরপর শিক্ষক কবিতার শিরোনাম 'রৌদ্র লেখে জয়' ও কবির নাম 'শামসুর রাহমান' বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ১০১ পৃষ্ঠায় কবি পরিচিতির আলোকে কবি সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার কবিতা ও কবির নাম উচ্চারণ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সমস্বরে বলতে বলবেন।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৯৯ খুলতে বলবেন। শুরুতে কী কী ছবি আছে তা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা কবিতার (বর্গি এল.........বুকেতেই থাকা।) অংশ পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক প্রথমে সম্পূর্ণ কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। এরপর কবিতাটির নির্ধারিত অংশটুকু প্রমিত উচ্চারণে, বিরাম চিহ্ন অনুসরণ করে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙ্গুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙ্গুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- বর্গি, মুক্তিসেনা, হানাদার, খাজনা ইত্যাদি। শিক্ষক যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দগুলো বোর্ডে ভেঙে শেখাবেন। যেমন: মুক্তিসেনা- মুক্তি ক্ত=ক+ত। শিক্ষক যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দগুলো দিয়ে তৈরি আরও কয়েকটি শব্দ বলবেন। যেমন–চুক্তি, যুক্তি ইত্যাদি। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো পড়াবেন।
- এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী আজকের পঠিত শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য লিখতে দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের বিষয়বস্তু বলতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

  পাঠটি পড়ে বুঝেছে কি না তা জানার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর করবেন। যেমন:
  - বর্গি করা? তারা এদেশের মানুষের উপর কী করেছিল?
  - খাজনা নিতে এসে তারা কী করল?
  - মুক্তিসেনারা কাদের সঙ্গে লড়েছিল এবং কেন?
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ বাড়ি থেকে আবৃত্তির জন্য চর্চা করে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা: ৯৯** কাল যেখানে... লেখে জয়	**উপকরণ:** .... **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, পঠিত অংশের মূলভাব এবং প্রশ্ন তৈরিসহ উত্তর বলা।	**শিখনফল** **শোনা** : ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা** : ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া** : ১.৫.১, ২.১.২, ২.২.২ **লেখা** : ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- কবি শামসুর রাহমান কত সালে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
- ছোটদের জন্য লেখা তার একটি বইয়ের নাম বল।
- কবিতাটি কয়েকজনকে আবৃত্তি করতে বলবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ও কবির নাম বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৯৯ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা কবিতাটির (কাল যেখানে .... লেখে জয়।) অংশ পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে কবিতাটি পড়াবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক পঠিত অংশটুকুর বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ৪-৫ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো দলের কাজগুলো করাবেন। যেমন- দলে প্রথমে পড়ার কাজ, যুক্তব্যঞ্জন শব্দ এবং অজানা/নতুন শব্দ বের করে খাতায় লেখা এবং প্রশ্ন তৈরিসহ উত্তর লেখা। দলের মধ্যে পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীদের পুনরায় পড়তে বলবেন। দলের পারগ শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনে সংশোধন করতে বলবেন।
- দলের কাজ শেষে সবাইকে আগের মতো বসতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক যুক্তব্যঞ্জন এবং অজানা/নতুন শব্দ শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- আঁধার, মন্দ, সন্ধ্যা, রৌদ্র ইত্যাদি। শিক্ষক যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দগুলো বোর্ডে ভেঙে শেখাবেন। যেমন: মন্দ– ন্দ=ন+দ। শিক্ষার্থীদের বোর্ড দেখে শব্দগুলো পড়াবেন।
- শিক্ষক যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দগুলো দিয়ে তৈরি আরও কয়েকটি শব্দ শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বোর্ডে লিখবেন। যেমন– ফন্দি, মন্দা ইত্যাদি। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো পড়াবেন।
- এরপর শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী শব্দগুলো দিয়ে অর্থ ও বাক্য লিখতে দেবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে লেখা প্রশ্ন ও উত্তরগুলো শুনবেন। ভুল হলে সংশোধন করে দেবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে কবিতাটি মুখস্থ করে আসতে বলবেন। বই না দেখে পরবর্তী দিন লিখতে হবে বলে বানান শুদ্ধ করে ও বিরামচিহ্ন অনুসরণ করে মুখস্থ করতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা: ৯৯** কাল যেখানে... লেখে জয়	**উপকরণ:** পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, প্রশ্ন-উত্তর তৈরি ও লেখা।	**শিখনফল** **শোনা** : ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা** : ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া** : ১.৫.১, ২.১.২, ২.১.৪, ২.২.২ **লেখা** : ১.৫.১, ১.৫.২, ২.১.২, ২.৩.২, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসাবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- গত দিনের পাঠ থেকে কিছু অংশ কয়েকজনকে আবৃত্তি করতে বলবেন।
- আঁধার, মন্দ, সন্ধ্যা, রৌদ্র শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য প্রয়োজন অনুযায়ী জিজ্ঞেস করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষর্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো করাবেন।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৯৯ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা 'রোদ্র লেখে জয়' কবিতার (কাল যেখানে .... লেখে জয়।) অংশ পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে কবিতাটি পড়াবেন।
- পড়া শেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- নির্ধারিত কবিতাংশের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক ১০১ পৃষ্ঠার ৭ নম্বর অনুশীলনীর বিপরীত শব্দ চর্চা করাবেন। শিক্ষক প্রথমে একটি করে শব্দ বলবেন, শিক্ষার্থীরা এর বিপরীত শব্দটি বলবে। শিক্ষক মাঝে মাঝে সবার উদ্দেশে আবার এককভাবে জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের খাতায় কাজটি করতে বলবেন। একটি বোর্ডে দেখিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের 'রৌদ্র লেখে জয়' কবিতার প্রথম আট লাইন না দেখে লিখতে বলবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- বর্গি, মুক্তিসেনা, হানাদার, খাজনা শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ১০১ পৃষ্ঠার ৫ নং অনুশীলনীর প্রশ্ন করাবেন। শিক্ষার্থীদের প্রথমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- এরপর শিক্ষক লিখতে দেবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। যেমন- আজ আমরা কবিতাটির নির্ধারিত অংশ পড়েছি, কবিতাটির এবং প্রশ্নের উত্তর লিখেছি এবং বিপরীত শব্দ শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- ১০১ পৃষ্ঠার ৮ নম্বর কর্ম-অনুশীলনের আলোকে শিক্ষক আগামী ক্লাসের জন্য পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য কোনো কবিতা বা ছড়া/কবিতা পড়ে আসতে বলবেন।

শিক্ষকের জন্য কাজ

- ১০১ পৃষ্ঠার ৮ নম্বর কর্ম-অনুশীলনের আলোকে শিক্ষক আগামী ক্লাসের জন্য পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য কোনো কবিতা বা ছড়া পোস্টারে লিখে নিয়ে আসবেন।

পিরিয়ড : ৪ পৃষ্ঠা: ১০০ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পোস্টার পেপারে কবিতার বিষয়বস্তুর মূলভাব সম্পর্কিত বক্তব্যগুলো বড় হরফে রঙিন কালিতে লিখে দিন। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতাটি মুখস্থ বলা, কবিতার মূলভাব, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং শূন্যস্থান পূরণ।	**শিখনফল** শোনা : ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.১.২ বলা : ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ পড়া : ১.৫.১, ২.১.২, ২.১.৪, ২.২.২ লেখা : ১.৫.১, ১.৫.২, ২.১.২, ২.৩.২, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসাবে গত দিনের পাঠ থেকে যাচাই করবেন। যেমন:
- কবিতাটি শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বলতে বলবেন।
- কবিতাটি কে লিখেছেন জিজ্ঞেস করবেন।
- এবার শিক্ষার্থীদের বইয়ের ১০০ নম্বর পৃষ্ঠার অনুশীলনী অংশ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক ১ নম্বর অনুশীলনীর 'কবিতার মূলভাব জেনে নিই' অংশটি শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন। মূলভাবটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন। ৫/৬ জনকে বলতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক ২ নম্বর অনুশীলনীর শব্দগুলোর অর্থ সকলের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষার্থীরা সমস্বরে বলবে। এরপর শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো দিয়ে অর্থ ও বাক্য লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক ৩ নম্বর অনুশীলনীর কাজ করাবেন। প্রথমে শিক্ষক একটি বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করবেন, উপরের শব্দগুলো থেকে খালি জায়গায় কোন শব্দটি বসবে। শিক্ষার্থীরা বলবে শিক্ষক খালি জায়গায় শব্দটি লিখবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের খাতায় কাজটি করতে দেবেন।
- শিক্ষক ৪ নম্বর অনুশীলনীর 'নিচের কথাগুলো বুঝে নিই' অংশটি শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক পরিকল্পিত কাজগুলো করাবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা অনুশীলনী থেকে কবিতার মূলভাব, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং শূন্যস্থান পূরণ করেছি।

পিরিয়ড : ৫ **পৃষ্ঠা: ১০১** অনুশীলনী	**উপকরণ:** **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** ঠিক উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা, সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন বলা।	**শিখনফল** **শোনা** : ১.৩.১, ১.৩.৩, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা** : ১.১.২, ১.৩.৩, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৫.৩, ৪.১.২ **পড়া** : ১.৩.২, ১.৫.১, ২.১.২ **লেখা** : ১.৪.৩, ২.১.৪, ২.১.৩, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ থেকে যাচাই করবেন। যেমন:
- কবিতাটি শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বলতে বলবেন।
- কবিতাটির মূলভাব শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- এবার শিক্ষার্থীদের বইয়ের ১০১ নম্বর পৃষ্ঠার অনুশীলনী অংশ খুলতে বলবেন।
- প্রথমে অনুশীলনী ৭ নম্বর প্রশ্ন করাবেন। কবিতাটি শিক্ষার্থীদের দিয়ে আবৃত্তি করাবেন। এরপর লিখতে দেবেন। লেখা শেষে শিক্ষার্থীরা জুটিতে দেখবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং সহায়তা করবেন।
- 'কবি পরিচিতি' অংশ থেকে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর করে কবি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন। শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা অনুশীলনী থেকে কবিতার মূলভাব, প্রশ্ন বলা ও লেখা এবং শূন্যস্থান পূরণসহ শামসুর রাহমান সম্পর্কে জেনেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক সম্পূর্ণ কবিতাটি পড়ে এবং অনুশীলনীর প্রশ্নগুলো দেখে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড - ৬
পাঠ শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. পরের চরণটি মিলিয়ে লিখি।

হানাদারের সঙ্গে জোরে

.... ,

তাদের কথা দেশের মানুষ

.... ।

২. বিপরীত শব্দ দাগ টেনে মিলাই।

আঁধার	সাদা
কালো	পরাজয়
ভালো	সন্ধ্যা
জয়	আলো
সকাল	মন্দ

৩. বাক্য রচনা কর।

ক. বর্গী: ....

খ. হানাদার: ....

গ. মুক্তিসেনা...

ঘ. খাজনা:...

ঙ. আঁধার:...

৪. 'মুক্তিযোদ্ধাদের কথা কেন মানুষ কখনো ভুলবে না' ৫টি বাক্যে লিখি।

১. যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাই ও শব্দ লিখি।

ক. ক্ত: ....

খ. ন্দ: ....

গ. ন্ধ: ....

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

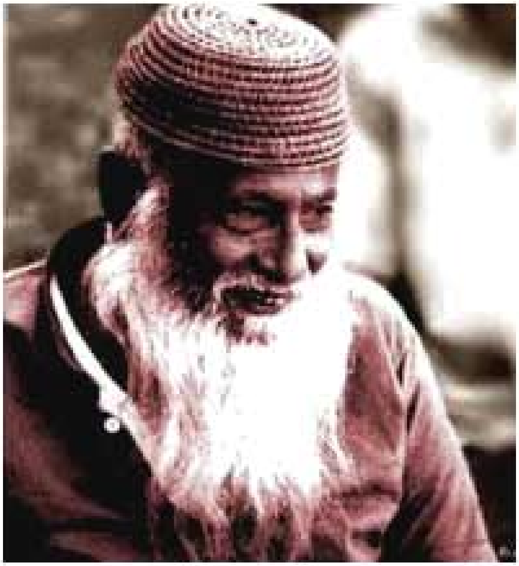
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

বাংলার কৃষক-মজুর-শ্রমিকের অতি আপনজন, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। চিরকাল নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। মজলুম মানুষের সুখে-দুঃখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা বলেছেন। সংগ্রাম করেছেন। এজন্য তিনি মজলুম জননেতা।

সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবার। এ পরিবারে আবদুল হামিদ খানের জন্ম হয় ১৮৮০ সালে। তাঁর বাবার নাম হাজী শরাফত আলী খান। মায়ের নাম মোসাম্মৎ মজিরন বিবি। অল্প বয়সেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। তাঁর এক চাচা ইব্রাহীম খান তাঁকে শৈশবে আশ্রয় দেন। এই চাচার কাছ থেকেই তিনি মাদরাসার পড়াশোনা করেন। এ সময় তিনি ইরাক থেকে আগত এক পীর সাহেবের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন। তিনি তাঁকে ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় পাঠিয়ে দেন। এ সময় তিনি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হন।

মাদরাসার পড়া শেষ করে তিনি টাঙ্গাইলের কাগমারির এক প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। এখানে শিক্ষকতার সময় তিনি জমিদারের অত্যাচার, নির্যাতন দেখতে পান। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম শুরু করেন। ফলে জমিদারের বিষ-নজরে পড়ে তাঁকে কাগমারি ছাড়তে হয়।

বাইশ বছর বয়সে কংগ্রেস নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হন। পরে তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হন। এরপর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। সতেরো মাস পর তিনি মুক্তি পান। এরপর ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে তিনি এক সভায় ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি কৃষক সাধারণের ওপর জমিদারদের শোষণ, নিপীড়ন ও অত্যাচারের কাহিনি তুলে ধরেন। এই সভায় ভাষণের জন্য তাঁকে নিজের জন্মভূমি ছাড়তে হয়। তিনি এবার চলে যান আসামের জলেশ্বরে। এ বছরই আসামের ধুবড়ি জেলার ভাসানচরে তিনি এক বিশাল প্রতিবাদী সমাবেশের আয়োজন করেন। এ সভায় তিনি বাঙালি কৃষকদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এই সমাবেশেই সাধারণ কৃষকরা তাঁকে ভাসানচরের মওলানা নাম

দেয়। পরে তাঁকে ভাসানী নাম দেয়। তখন থেকেই তাঁর পরিচয় হয় মওলানা ভাসানী। মওলানা ভাসানী এদেশে একটি প্রিয় নাম।

মওলানা ভাসানী তাঁর এক ভাষণে বলেছেন, 'আমি খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলি। এই মানুষেরা কাজ করে খেতে-খামারে, কাজ করে কলে-কারখানায়। এরা কৃষক, এরা শ্রমিক। আর এরাই জমিদার, মহাজন, মালিকের জুলুমের শিকার হয়।'

মূলত সারা জীবন তিনি এই নিপীড়িত মানুষের জন্যই সংগ্রাম করেছেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তিনি আসাম থেকে পূর্ববাংলায় চলে আসেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে সংগঠনের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। তিনি টাঙ্গাইলের কাগমারিতে বাস করতে শুরু করেন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে তিনি আবার গ্রেফতার হন।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। যুক্তফ্রন্ট এ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়।

১৯৫৭ সালে ভাসানী টাঙ্গাইলের কাগমারিতে এক বিশাল আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলন 'কাগমারি সম্মেলন' নামে খ্যাত। সম্মেলনে যোগ দেন দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতিমান মানুষ। এ সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেন।

মওলানা ভাসানী বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের শাসকরা ধর্ম ও জাতীয় সংহতির নামে পূর্ববাংলার মানুষকে শোষণ করছে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে তিনি পল্টন ময়দানে ভাষণ দেন। এই ভাষণে শোষণের এই কথাটিই বারবার উচ্চারণ করে জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন— পাকিস্তানি সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাচ্ছে, এরূপ চলতে থাকলে পূর্ব পাকিস্তান একদিন স্বাধীন দেশ হয়ে যাবে।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পল্টন ময়দানে ভাষণ দেন

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ মধ্যরাত থেকে দেশব্যাপী পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। মওলানা ভাসানীর টাঙ্গাইলের ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা পুড়িয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি ভারতে চলে যান। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টাপরিষদের সদস্য ছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। স্বাধীনতার পরও কোনো পদমর্যাদা ও মোহ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। তিনি সবসময় জনগণের পাশে থেকে বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচি পালন করেন।

মওলানা ভাসানী নিজে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া করতে পারেন নি। কিন্তু এ দেশের মানুষের শিক্ষা প্রসারে তাঁর অনেক অবদান ছিল । তিনি সন্তোষে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মহীপুরে হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ, ঢাকায় আবুজর গিফারি কলেজ এবং টাঙ্গাইলে মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

মওলানা ভাসানী ছিলেন একজন নিরহংকার আদর্শবান মানুষ। তাঁর জীবনাচরণ ছিল অত্যন্ত সাদামাটা ও সহজ-সরল। তিনি টাঙ্গাইলের সন্তোষে একটা সাধারণ বাড়িতে বাস করতেন। খেতেন সাধারণ মানুষের খাবার। এরকম অনাড়ম্বর জীবনযাপন খুব কম দেখা যায়।

১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ৯৬ বছর বয়সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের দেশের রাজনীতিতে একটি যুগের অবসান ঘটে। তাঁকে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়।

মওলানা ভাসানীর জীবন থেকে আমরা প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম, প্রগতিশীল আদর্শ ও প্রতিবাদী চেতনার শিক্ষা পাই। তিনি চিরকাল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বেঁচে থাকবেন এ দেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নির্যাতিত নিপীড়িত মজলুম বিষ-নজর কারারুদ্ধ প্রতিবাদী সমাবেশ কাগমারি সম্মেলন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পদমর্যাদা আত্মসমর্পণ মোহ অনাড়ম্বর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রবাসী	আত্মসমর্পণ	মোহ	সরকার	প্রতিবাদী

ক. যুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ .... হয়ে উঠেছিল।

খ. আজ প্রায় বিশ বছর ধরে আনিস সাহেব .... ।

গ. .... ছাড়া দেশ চালানো মুশকিল।

ঘ. সৎলোকের ধনসম্পত্তির উপরে .... থাকে না।

ঙ. পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর .... করে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

ক. মজলুম জননেতা কে ছিলেন? কেন তাকে মজলুম জননেতা বলা হয়?
খ. মওলানা ভাসানী কোথায় পড়াশোনা করেন?
গ. কেন তাকে কাগমারি ছাড়তে হয়েছিল?
ঘ. কীভাবে তাঁর নাম মওলানা ভাসানী হলো?
ঙ. পল্টন ময়দানের ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তার বিষয়বস্তু কী?
চ. শিক্ষার ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানী কী অবদান রেখেছেন?
ছ. মওলানা ভাসানীর জীবন থেকে তুমি কী শিখতে পেরেছ?

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি।

মজলুম কারারুদ্ধ প্রতিবাদ অনাড়ম্বর মোহ আত্মসমর্পণ নিপীড়িত

৫. জেনে নেই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ– ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের একজন মহান নেতা। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ১৮৭০ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জ জেলার তেলিরবাগ গ্রামে। তিনি যেমন ছিলেন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, তেমনি ছিলেন একজন কবি ও সম্পাদক। এ দেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সারাজীবন কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন বাংলার সাধারণ মানুষের অতি প্রিয় নেতা। ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা লিখে শ্রদ্ধা জানান।

৬. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. মওলানা ভাসানী চিরকাল কেমন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন?

১. নির্যাতিত ২. অবহেলিত

৩. সুখী ৪. বড়লোক

খ. মওলানা ভাসানী কোন পীর সাহেবের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন?

১. ইরাকের ২. বাংলাদেশের

৩. ভারতের ৪. পাকিস্তানের

গ. তাঁকে কাগমারি কেন ছাড়তে হয়?

১. গ্রামের মানুষের কারণে ২. জমিদারদের কারণে

৩. ব্যবসায়ীদের কারণে ৪. রাজনৈতিক কারণে

ঘ. মওলানা ভাসানী তাঁর এক ভাষণে কী বলেছেন –

১. আমি খেটে-খাওয়া মানুষের কথা বলি

২. আমি আরামপ্রিয় মানুষের কথা বলি

৩. আমি সুখী মানুষের কথা বলি

৪. আমি ভালো মানুষের কথা বলি

ঙ. মওলানা ভাসানী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে গঠন করেন–

১. যুক্তফ্রন্ট ২. যুক্তদল

৩. যুবদল ৪. যুবফ্রন্ট

চ. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টাপরিষদের কী ছিলেন?

১. সদস্য ২. প্রেসিডেন্ট

৩. সহকারী ৪. কেউ নন

ছ. তিনি কোন নেতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতিতে যুক্ত হন?

১. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ২. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

৩. শেরে বাংলা ফজলুল হক ৪. শেখ মুজিবুর রহমান

৭. বাক্যের সাথে মিল করে ঠিক শব্দের উপর টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. মজলুম মানুষের সুখে দুঃখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা বলেছেন–মওলানা ভাসানী/শেরে বাংলা/ শহীদ সোহরাওয়ার্দী

খ. মওলানা ভাসানী কারারুদ্ধ হওয়ার পর মুক্তি পান–তেরো/ পনেরো/ সতেরো মাস পরে

গ. তাঁকে ভাসানী নাম দেয়–ভাসানচরের/ কাগমারীর/ ঢাকার সমাবেশের পর

ঘ. মওলানা ভাসানীর টাঙ্গাইলের ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা–পুড়িয়ে দেয়/ পাহারা দেয়/ তাদের দখলে নিয়ে নেয়

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

(পৃষ্ঠা ১০২-১০৭)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে ঘটনা, মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে ও উপভোগ করতে পারবে।	২.৩.২ গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তবর্ণ সহযেগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.৩ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথার মূল বিষয় ও ভাব বলতে পারবে।	২.৪.১ গল্পের মূলভাব বলতে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ বলতে পারবে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.৩ সহজ বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসহ মত ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.১ বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ করতে পারবে। ৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠে ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.২ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে ১.৩.৩ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.৪ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠ্যপুস্তকের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৪.২ সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে

	সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথা পড়ে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.৪.১ গল্প পড়ে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.৪.২ গল্প পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
৩.৩ পাঠ্যপুস্তকের ও সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ বই এবং শিক্ষার্থীদের পাতা পত্রিকা পড়ে বুঝতে পারবে।	৩.৩.১ পাঠ্যপুস্তকের ও সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ বই পড়ে বুঝতে পারবে। ৩.৩.২ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ ম্যাগাজিন পড়তে পারবে। ৩.৩.৩ পত্রপত্রিকার শিক্ষার্থীদের পাতা পড়ে বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে। ১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ্যপুস্তক ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৮ পাঠের ও পাঠবহির্ভূত শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।	১.৮.১ পঠিত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে। ১.৮.২ পাঠবহির্ভূত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।
২.৩ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে।	২.৩.৬ পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা পড়ে মূলভাব লিখতে ২.৩.১১ সমমানের নির্দিষ্ট বিষয়ে বর্ণনা পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.১২ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।
৩.৩ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে।	৩.৩.১ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে। ৩.৩.২ পাঠবহির্ভূত কোনো বিষয়ে নিজের মনোভাব লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই পাঠটি জীবনীবিষয়ক। পূর্বের প্রতিটি শ্রেণিতে আমরা আমাদের দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জীবন সম্পর্কে জেনেছি। তাঁদের জীবন আমাদের পাথেয় স্বরূপ। এই পাঠে আমরা জনাব মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সম্পর্কে জেনেছি। মওলানা ভাসানী বাইশ বছর বয়সে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। মূলত সারাজীবন তিনি এই নিপীড়িত মানুষের জন্যই সংগ্রাম করেছেন। তিনিই বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানের শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানকে শোষিত ও বঞ্চিত করছে। এভাবে চলতে থাকলে পূর্ব পাকিস্তান একদিন স্বাধীন হয়ে যাবে। তিনি খুবই সাদামাটা ও সহজ-সরল জীবন-যাপন করতেন। তার জীবন থেকে আমরা সততা, দৃঢ়তা, স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি শিক্ষা পাই।

পাঠ বিভাজন: ৮

পিরিয়ড : ১ পৃষ্ঠা: ১০২ বাংলার কৃষক... তুলে ধরেন	**উপকরণ:** পাঠ্য বই **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন, যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখানো, কঠিন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য রচনা।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.৬, ২.৩.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৩, ২.৪.১,২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.৩.১, ৩.৩.২, ৩.৩.৩

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- নির্ধারিত গদ্যপাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশে শিক্ষক শুরুতে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলবেন। পাঠ্যবই এ মওলানা ভাসানীর ছবি দেখাবেন।
- শিক্ষক পাঠটি স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে কয়েকবার পড়বেন এবং শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে শিক্ষকের পাঠ শুনবে ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করবে।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণগুলো খুঁজে দেখতে বলবেন। তারপর বোর্ডে যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে দেখাবেন ও সেই শব্দগুলোর অর্থ বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অপরিচিত ও কঠিন শব্দগুলো খুঁজে দেখতে বলবেন। তারপর বোর্ডে শব্দগুলো লিখে সেই শব্দগুলোর অর্থ বলবেন।
- এবার প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের এক একটি দল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা তার পড়া শুনবে এবং পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ছোটদলে পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সঠিক হয়, শিক্ষক সে কাজে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠের বর্ণনা বুঝতে পারছে কি না, জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন এবং বুঝতে না পারলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক শিখনফলের আলোকে ও আজকের আলোচিত বিষয়সমূহের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পড়া যাচাই করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা 'মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী' পাঠের নির্ধারিত অংশ পড়েছি এবং সেখান থেকে অপরিচিত ও কঠিন শব্দগুলোর অর্থ জেনেছি এবং যুক্তবর্ণগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি এবং ব্যবহার শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশটুকু পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা:** ১০২-১০৩ এই সভায়... গ্রেফতার হন	**উপকরণ:** পাঠ্যবই **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন, যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখানো, কঠিন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য রচনা এবং পাঠ বুঝতে পারা।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.৬, ২.৩.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৩, ২.৪.১,২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.৩.১, ৩.৩.২, ৩.৩.৩ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ১.৮.১, ১.৮.২, ২.৩.৬, ২.৩.১১, ২.৩.১২, ৩.৩.১, ৩.৩.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- নির্ধারিত গদ্যপাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশে শিক্ষক শুরুতে গত দিনের পাঠ্য বিষয় আলোচনা করবেন। (এই প্রক্রিয়া ছাড়াও শিক্ষক আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশে পাঠসংশ্লিষ্ট যেকোনো কার্যক্রম উপস্থাপন করতে পারবেন।)
- শিক্ষক আজকের পাঠটি স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে কয়েকবার পড়বেন এবং শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে পাঠ শুনবে ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করবে। তারপর শিক্ষার্থীরা পাঠটি সরবে পড়বে।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণগুলো খুঁজে দেখতে বলবেন এবং সেই শব্দগুলোর অর্থ বলবেন।
- এবার প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের এক একটি দল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা তার পড়া শুনবে এবং পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দসমূহের নিচে আঙ্গুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ছোটদলে পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সঠিক হয়, শিক্ষক সে কাজে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠের বর্ণনা বুঝতে পারছে কি না, জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন এবং বুঝতে না পারলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক গত দিনের পাঠ থেকে যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দসমূহ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। সংশ্লিষ্ট যুক্তবর্ণবিশিষ্ট শব্দ দেশাত্মবোধ, সিরাজগঞ্জ, মোসাম্মৎ, স্নেহদৃষ্টি, দেওবন্দ, কারারুদ্ধ, চিত্তরঞ্জন ইত্যাদি।
- এবার যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে পড়তে বলবেন এবং পরে খাতায় অথবা বোর্ডে লিখতে বলবেন।
- উল্লিখিত যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করতে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠ থেকে নতুন শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন।
- এবার শিক্ষক নিজে পোস্টার দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শব্দের অর্থ আলোচনা করবেন এবং শব্দসমূহ দিয়ে বাক্য তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- আজকের পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (নিচের) প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন:
  - কীভাবে আবদুল হামিদ খানের নাম মওলানা ভাসানী হয়েছিল?

- তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটির নাম কী ছিল?
- তিনি কোথায় এবং কেন প্রতিবাদী সমাবেশের আয়োজন করেন?
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন আজকেও আমরা মওলানা ভাসানীর জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জেনেছি। আমরা আজও কিছু অপরিচিত ও কঠিন শব্দের অর্থ জেনেছি এবং যুক্তবর্ণগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি এবং ব্যবহার শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে শেখা কয়েকটি শব্দ দিয়ে দুটি করে বাক্য রচনা করে লিখে আনতে বলবেন। যেমন: সংগ্রাম, ভাষণ, গ্রেফতার, মহাজন, শ্রমিক ইত্যাদি।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা:** ১০৩-১০৪ ১৯৫৪ সালের... পালন করেন	**উপকরণ:** পাঠ্যবই **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন এবং পাঠের বিষয়বস্তু বুঝতে পারা।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.৬, ২.৩.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৩, ২.৪.১,২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.৩.১, ৩.৩.২, ৩.৩.৩ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ১.৮.১, ১.৮.২, ২.৩.৬, ২.৩.১১, ২.৩.১২, ৩.৩.১, ৩.৩.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- তারপর শিক্ষক গত দিনের পাঠ সম্বন্ধে জানতে চাইবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠ স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে কয়েকবার পড়বেন এবং শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে শুনবে ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙুল দিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করবে।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গতদিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এবার প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের এক একটি দল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন এবং দলের অন্য শিক্ষার্থীরা তার পড়া শুনবে এবং সংশ্লিষ্ট পাঠের শব্দসমূহের নিচে আঙুল দিয়ে অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ছোট দলের পড়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পড়ার কাজটি যাতে সঠিক হয়, শিক্ষক সেই কাজে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন শব্দ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীরা পাঠটি সরবে পড়বে।
- এবার কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে পড়তে বলবেন। অন্যদের তার পড়া অনুসরণ করতে বলবেন এবং যে শিক্ষার্থী পড়ছে তাকে গঠনমূলক ফলাবর্তন দিতে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠের বর্ণনা বুঝতে পারছে কি না, জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন এবং বুঝতে না পারলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গত পাঠে শেখা যুক্তাক্ষর দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করতে বলবেন। শিক্ষক উদাহরণস্বরূপ দেখিয়ে দিতে পারেন স্ন – স্নেহ, স্নান, স্নাতক ইত্যাদি। শিক্ষক বোর্ডে যুক্তাক্ষরগুলি লিখে দেবেন, শিক্ষার্থীরা যেকোনো চারটি যুক্তাক্ষর দিয়ে চারটি করে শব্দ লিখবে তাদের খাতায়।
- শিক্ষক নতুন শব্দগুলো দেখে দেবেন। ভুল হলে শুদ্ধ করে দেবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে শেখা ৫টি নতুন শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করে বাড়ি থেকে আগামী ক্লাসে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ **পৃষ্ঠা: ১০৪** মওলানা ভাসানী... মানুষের হৃদয়ে	**উপকরণ:** পাঠ্যবই **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ থেকে সরব পঠন এবং পাঠের বিষয়বস্তু বুঝতে পারা।	**শিখনফল** **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৩, ২.৪.১,২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.৩.১, ৩.৩.২, ৩.৩.৩ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ১.৮.১, ১.৮.২, ২.৩.৬, ২.৩.১১, ২.৩.১২, ৩.৩.১, ৩.৩.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং শুরুতে আজকের পাঠের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশে শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গত দিনের গদ্যাংশের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইবেন। শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:
  - মওলানা ভাসানী কবে বাংলাদেশে ফিরে আসেন?
  - তিনি কীভাবে জাতিকে সতর্ক করেছিলেন?
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক আজকের পাঠ থেকে নতুন শব্দ এবং যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণে শব্দ ও ঐ শব্দ দিয়ে গঠিত বাক্যগুলো স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে পড়তে বলবেন।
- এবার আজকের পাঠ্য অনুচ্ছেদটি বিরামচিহ্ন দেখে, অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে বলবেন।
- এবার শিক্ষক অনুশীলনীর ১ নং প্রশ্নটি শিক্ষার্থীদের করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।
- সাধারণ ভুল করেছে এমন কতগুলো শব্দের বানান নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এই পাঠের প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ শ্রুতলিপি লিখতে দেবেন।
- শ্রুতলিপি লেখা শেষ হলে শিক্ষার্থীরা জুটিতে একজন অপর জনেরটি দেখবে।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আমরা আজ কিছু অপরিচিত ও কঠিন শব্দ শিখেছি, শ্রুতলিপি করেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে শেখা শব্দ থেকে যেকোনো ৬টি শব্দ দিয়ে নতুন বাক্য লিখে আনতে বলবেন ।

পিরিয়ড : ৫ **পৃষ্ঠা:** ১০৪-১০৫ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যবই **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনীর কার্যাবলি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.৬, ২.৩.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৩, ২.৪.১,২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.৩.১, ৩.৩.২, ৩.৩.৩ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ১.৮.১, ১.৮.২, ২.৩.৬, ২.৩.১১, ২.৩.১২, ৩.৩.১, ৩.৩.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- তারপর শিখনফলের আলোকে শিক্ষার্থীদের শিক্ষক পূর্বে আলোচিত বিষয়ের উপর পর্যালোচনা করবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অনুশীলনীর ২ এবং ৩ নং প্রশ্ন করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা শব্দগুলো দিয়ে খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করে খাতায় লিখবে। সে সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন উত্তরগুলো জিজ্ঞেস করবেন। ভুল হলে শুদ্ধ করে দেবেন। তারপর খাতায় লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের যুক্তবর্ণবিশিষ্ট শব্দ এবং নতুন শব্দ বা অর্থ জানা নেই এমন শব্দের তালিকা তৈরি করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৬ **পৃষ্ঠা:** ১০৫-১০৬ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যবই **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী এবং শিখনফল অনুযায়ী শ্রুতলিপি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.৬, ২.৩.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৩, ২.৪.১,২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.৩.১, ৩.৩.২, ৩.৩.৩ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ১.৮.১, ১.৮.২, ২.৩.৬, ২.৩.১১, ২.৩.১২, ৩.৩.১, ৩.৩.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষর্থীদের দেওয়া গত দিনের পরিকল্পিত কাজগুলো দেখবেন।
- শিক্ষক আজ শিক্ষার্থীদের পূর্বদিনের পাঠের ভাষাশিখন যেমন নতুন ও কঠিন শব্দ অনুশীলন করাবেন।
- আজকে আবার পাঠের 'মূলত সারা জীবন............চিত্র তুলে ধরেন' অনুচ্ছেদ দুটি শ্রুতলিপি করাবেন।
- এবার শিক্ষক পাঠশিখির ৪ নম্বর অনুশীলনী (নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি।) করতে বলবেন। তারপর শিক্ষার্থীদের অনুশীলনীর ৫ নম্বর প্রশ্ন করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ওপর লেখা অনুচ্ছেদটি পড়বে। শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে কি না শিক্ষক তা বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে নিচের প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষায় লিখে আনতে বলবেন।
  - মওলানা ভাসানী সম্বন্ধে ৪০ শব্দের একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর।

পিরিয়ড : ৭ **পৃষ্ঠা: ১০৬-১০৭** অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যবই **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনীর কার্যাবলি।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ১.৩.৬, ২.৩.২ **বলা:** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৩, ২.৪.১,২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.৩.১, ৩.৩.২, ৩.৩.৩ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ১.৮.১, ১.৮.২, ২.৩.৬, ২.৩.১১, ২.৩.১২, ৩.৩.১, ৩.৩.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- শিক্ষক আজ শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে লিখে আনা রচনা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পড়ে শুনাতে বলবেন।
- তারপর শিক্ষার্থীদের অনুশীলনীর ৬ নং এবং ৭ নং প্রশ্ন করতে বলবেন।
  প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত কাজটি দেখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের বাইরের যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দ বোর্ডে লিখে দেবেন, শিক্ষার্থীরা বোর্ডে এসে বাক্য রচনা করবে।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে অনুশীলনীসহ সম্পূর্ণ পাঠটি পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৮ **পৃষ্ঠা:** ১০২-১০৭	**উপকরণ:** পাঠ্যবই **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন	**শিখনফল** **শোনা:** ১.৩.৬ **বলা:** ২.৫.৩, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২,২.৫.১, ৩.৩.৩ **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১, ১৮.২, ২.৩.১, ৩.১.১, ৩.৩.১, ৩.৩.২ ৪.১.১ ২.১.৫

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সমগ্র পাঠটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। অন্য শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে শুনবে ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙুল দিয়ে শিক্ষকের পড়া অনুসরণ করবে।
- ধারাবাহিক পাঠে ধাপে ধাপে সব শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করাবেন।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বে আলোচিত নিচের প্রশ্নগুলোর উপর আলোচনা করবেন:
    - মজলুম জননেতা কে ছিলেন?
    - কেন তাকে কাগমারি ছাড়তে হয়েছিল?
    - পল্টন ময়দানের ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তার বিষয়বস্তু কী ?
    - মওলানা ভাসানীর জীবন থেকে তুমি কী শিখতে পেরেছ?
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের কঠিন এবং যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট শব্দগুলো বলবেন, শিক্ষার্থীরা একজন একজন করে বোর্ডে এসে লিখবে।
- এরপর শিক্ষার্থীরা একজন একজন করে শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করবে।
- শিক্ষার্থীরা এরপর যুক্তাক্ষর দিয়ে নতুন শব্দ বোর্ডে এসে লিখবে।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শেষ পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা পুরো পাঠের উপর বাছাইকৃত বিষয়গুলো আলোচনা করেছি এবং কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখেছি। যুক্তাক্ষর শিখেছি।

বই

হুমায়ুন আজাদ

বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে
বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে।

যে-বই জুড়ে সূর্য ওঠে
পাতায় পাতায় গোলাপ ফোটে
সে-বই তুমি পড়বে।

যে-বই জ্বালে ভিন্ন আলো
তোমাকে শেখায় বাসতে ভালো
সে-বই তুমি পড়বে।

যে-বই তোমায় দেখায় ভয়
সেগুলো কোনো বই-ই নয়
সে-বই তুমি পড়বে না।

যে-বই তোমায় অন্ধ করে
যে-বই তোমায় বন্ধ করে
সে-বই তুমি ধরবে না।

বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে
বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে।

অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

কোনো কোনো বই আছে, যেগুলো সুন্দর ও শুভ চিন্তা-ভাবনার কথা বলে। আমাদের মনকে সুন্দর স্বপ্নে ভরিয়ে তোলে। আমাদের মনে জ্বালিয়ে দেয় শুভ ভাবনার প্রদীপ। আমাদের মনের ভিতরের স্বার্থপরতা ও মন্দ চিন্তাকে দূর করতে সাহায্য করে। আমাদের ভালো মানুষ হয়ে ওঠার পথ দেখায়।

আবার, এমন কিছু বইও আছে পৃথিবীতে, যেগুলো মনের ক্ষুদ্রতা দূর তো করেই না, বরং মনকে আরো স্বার্থপর করে তোলে। মনকে করে তোলে ঈর্ষা ও হিংসায় জর্জর । সেসব বই পড়লে মন আলোকিত হয় না, সুন্দর মানুষ হয়ে উঠবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠবার জন্য আমরা তাই সুন্দর ভাবনা-চিন্তায় ভরা বইগুলো পড়ব।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

প্রদীপ স্বপ্ন ভিন্ন অন্ধ বন্ধ

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রদীপের	স্বপ্ন	ভিন্ন	অন্ধ	বন্ধ

ক. .... জানালার বাইরেই আছে নীল আকাশ।

খ. ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষ ভিন্ন ....ভাষায় কথা বলে।

গ. ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রোজ আমি অনেক .... দেখি।

ঘ. .... লোককে রাস্তা পার হতে সাহায্য করব।

ঙ. ....আলো চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না, চোখ জুড়িয়ে দেয়।

৪. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

ক. বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে – বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে।	বইয়ের পাতা অনেক নতুন চিন্তা, নতুন কথা আমাদের সামনে তুলে ধরে। বইয়ের সে সব কথা পড়ে আমরা নতুন করে ভাবতে শিখি, স্বপ্ন দেখতে শিখি। আমরা হয়ে উঠতে পারি নতুন মানুষ।
খ. যে-বই তোমায় অন্ধ করে – যে-বই তোমায় বন্ধ করে সে-বই তুমি ধরবে না।	কিছু কিছু বই আছে, যেগুলো সুন্দর ও ভালো কথা বলে না, বরং বলতে থাকে এমন সব মন্দ চিন্তা–ভাবনার কথা, যা পড়লে আমাদের মন সংকীর্ণ ও স্বার্থপর হয়ে যায়। সে সব বই পড়ে আমরা আমাদের মনকে কখনো অন্ধকারে ভরিয়ে তুলব না।

৫. সমার্থক শব্দ জেনে নিই।

প্রদীপ – বাতি, দীপ, পিদিম, দীপবর্তিকা, আলোকাধার।

আলো – আলোক, প্রভা, আভা, দীপ্তি, জ্যোতি।

সূর্য – রবি, তপন, দিবাকর, ভানু, প্রভাকর।

৬. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. কোন ধরনের বই পড়া উচিত? কেন?
খ. কোন ধরনের বই পড়া উচিত নয়? কেন?
গ. 'বই আমাদের জ্ঞানকে প্রসারিত করে'– বুঝিয়ে বলি।

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও না দেখে লিখি।

৮. আমার পড়া প্রিয় বই সম্পর্কে দশটি বাক্য লিখি।

৯. 'বই' কবিতাটির কবি কে? কবি সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি।

৯. কবিতার চরণগুলো সাজিয়ে লিখি।

যে-বই তোমায় দেখায় ভয়
সে-বই তুমি পড়বে না।

যে-বই জ্বালে ভিন্ন আলো
সে-বই তুমি পড়বে।

যে-বই তোমায় অন্ধ করে,
যে-বই তোমায় বন্ধ করে,
সেগুলো কোনো বই-ই নয়।

বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে
তোমাকে শেখায় বাসতে ভালো
বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে।

১০. কর্ম-অনুশীলন।

পাঠ্যবইয়ের বাইরে আমি যেসব ছড়া ও কবিতা পড়েছি তার একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষকের নিকট জমা দিই। পরে, তার মধ্যে থেকে একটি/দুটি ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করি।

হুমায়ুন আজাদ

কবি-পরিচিতি

হুমায়ুন আজাদ একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক ও ভাষাবিজ্ঞানী। ১৯৪৭ সালের ২৮এ এপ্রিল বিক্রমপুরের রাড়িখালে তাঁর জন্ম। তিনি চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ: অলৌকিক ইস্টিমার, জ্বলো চিতাবাঘ, ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, কত নদী সরোবর বা বাংলা ভাষার জীবনী, লাল নীল দীপাবলি বা বাংলা সাহিত্যের জীবনী। ২০০৪ সালের ১১ই আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বই

(পৃষ্ঠা ১০৮–১১১)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে পালন করবে।
২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব অনুধাবন করতে পারবে।	২.১.২ কবিতা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশ দিতে পারবে। ১.৩.২ অনুরোধ করতে পারবে। ১.৩.৩ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১.১ প্রমিত উচ্চারণে ও ছন্দ বজায় রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।	২.২.১ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। ২.২.২ কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।
২.৭ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে পারবে।	২.৭.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৩.২ আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে মৌখিক আদব-কায়দাসহ কথা বলতে পারবে।	৩.২.১ সম্মান ও সৌজন্য প্রকাশ করে কথা বলতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসহ মত ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.১ বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠ্যপুস্তকে ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠ্যপুস্তকের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরাম চিহ্ন দেখে অর্ধযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে অর্ধযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.১ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
২.২ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা দেখে দেখে সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.২.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।
২.৭ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ের বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।	২.৭.২ বাংলাদেশের প্রাকতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।

লেখা	লেখা
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে। ১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠের ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.১ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যবইয়ের কবিতা লিখতে পারবে।
২.৩ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদির বিষয়ে পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে।	২.৩.১২ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

কোনো কোনো বই আছে, যেগুলো সুন্দর ও শুভ চিন্তা-ভাবনার কথা বলে। আমাদের মনকে সুন্দর স্বপ্নে ভরিয়ে তোলে। মনে জ্বালিয়ে দেয় শুভ ভাবনার প্রদীপ এবং আমাদের মনের ভিতরের স্বার্থপরতা ও মন্দ চিন্তাকে দূর করতে সাহায্য করে। এভাবে এ ধরনের বই আমাদের ভালো মানুষ হয়ে ওঠার পথ দেখায়। আবার এমন কিছু বই আছে পৃথিবীতে যেগুলো মনের ক্ষুদ্রতা দূর তো করেই না, বরং মনকে আরো স্বার্থপর করে তোলে। মনকে করে তোলে ঈর্ষা ও হিংসায় জরজর। সেসব বই মন আলোকিত হয় না, সুন্দর মানুষ হয়ে ওঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠবার জন্য আমরা তাই সুন্দর ভাবনা-চিন্তায় ভরা বইগুলো পড়ব।

পাঠ বিভাজন: ৬

পিরিয়ড : ১ **পৃষ্ঠা: ১০৮-১০৯** বইয়ের পাতায়... তুমি পড়বে	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ে দেওয়া ১০৮ পৃষ্ঠার চিত্র। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা আবৃত্তি, শব্দের অর্থ ও বাক্য রচনা ও কবি-পরিচিতি জানা।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.২.১, ২.১.১ **বলা:** ২.১.১ **পড়া:** ২.১.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। পাঠদানের পরিবেশ ও পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাঠ্যবইয়ে দেওয়া ১০৮ পৃষ্ঠার চিত্রটি দেখতে বলবেন।
- চিত্রটি দেখে শিক্ষার্থীদের কী মনে হচ্ছে তা জানতে চাইবেন। শিক্ষক প্রসঙ্গক্রমে বই পড়ার গুরুত্ব ও ভালো বই পড়ার প্রসঙ্গটি তুলে আনবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জীবন অভিজ্ঞতায় বই পড়া বিষয়ক তাদের বিভিন্ন স্মৃতি সম্পর্কে জানতে চাইবেন। তারপর তিনি বলবেন, আজ আমরা যে পাঠটি পড়ব এখানে ভালো বই পড়ার উপকারিতা কেমন তা জানব।

- উপরের প্রক্রিয়া ছাড়াও শিক্ষক পাঠ প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম উপস্থাপন করতে পারেন।
- এরপর শিক্ষক ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে শুনবে ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙুল দিয়ে শিক্ষকের পড়ার মধ্যে শব্দ প্রক্ষেপণ, ছন্দ, স্বরভঙ্গি, উচ্চারণ ও গতি মনোযোগ সহকারে অনুসরণ করবে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই দিকগুলো অনুসরণ করে, শিক্ষককে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা এর উপরে কবিতা পাঠের শিখনফল অনেকটাই নির্ভরশীল।
- এবারে শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা সরবে কবিতাটি আবৃত্তি করবে।
- শিক্ষক এরপর কয়েকটি দলে ভাগ করবেন (বেঞ্চ অনুযায়ী)। তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত অংশটি আবৃত্তি করতে বলবেন। দলের অন্যরা তার পড়া শুনবে। পাঠ্যবইয়ের পাঠের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙুল দিয়ে তারা পড়া অনুসরণ করবে। এভাবে কয়েকজন শিক্ষার্থী পড়বে ও দলের অন্যরা একইভাবে পড়া শুনবে। পাঠ্যবইয়ের পাঠের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙুল দিয়ে তারা পড়া অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক ছোট দলের কবিতা আবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে উচ্চারণগত সহায়তা ও ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত কবিতাংশ আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দাঁড়িয়ে বই হাতে নিয়ে ১ অনুশীলনীতে দেওয়া কবিতার মূলভাব পড়তে বলবেন। অন্যদের নীরবে শুনতে ও আঙুল দিয়ে ধরে ধরে মিলাতে ও উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে বলবেন।
- তারপর কয়েকজনের কাছে কবিতার মূলভাব নিজের ভাষায় বলতে বলবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটি বাড়ি থেকে পড়ে আসতে ও আজকের পাঠে যুক্তবর্ণ সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহ নির্বাচন করে আনতে বলবেন এবং নতুন শব্দ বা অর্থ না জানা এমন শব্দের তালিকা তৈরি করে আনতে বলবেন। বইয়ের শেষে 'শব্দের অর্থ জেনে নিই' থেকে নতুন শব্দের অর্থ পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ২ **পৃষ্ঠা: ১০৮-১১০** বইয়ের পাতায়... তুমি পড়বে	**উপকরণ:** পাঠ্যবই **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য রচনা, যুক্তবর্ণশব্দ এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **বলা:** ২.২.১ **পড়া:** ১.৫.২ **লেখা:** ২.১.২, ২.৩.১২, ১.৪.৩, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি গত দিনের পঠিত ও আলোচিত কবিতাংশ আবার আবৃত্তি করবেন। শিক্ষক ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের নিচে আঙুল দিয়ে শিক্ষকের পড়ার মধ্যে শব্দ প্রক্ষেপণ, ছন্দ, স্বরভঙ্গি, উচ্চারণ ও গতি মনোযোগ সহকারে অনুসরণ করবে। এরপর শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সঙ্গে সরবে কবিতাটি আবৃত্তি করবে।
- 'বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে/বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে' -- এই দুই লাইনে কবি কী বলতে চেয়েছেন তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করবেন। সেই সঙ্গে ৪ নম্বর অনুশীলনীর ক অংশ সবাইকে পড়তে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দাঁড়িয়ে বই হাতে নিয়ে ১ অনুশীলনীতে দেওয়া কবিতার মূলভাব পড়তে বলবেন। অন্যদের নীরবে শুনতে ও আঙুল মিলাতে ও বোঝার করার চেষ্টা করতে বলবেন। তারপর কয়েকজনের কাছে কবিতার মূলভাব নিজের ভাষায় বলতে বলবেন।

- এরপর শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক কবিতাটি থেকে নতুন শব্দ চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। এতে ২ নম্বর অনুশীলনীর শব্দগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবেন। বাছাইকৃত নতুন শব্দসমূহ দিয়ে শিক্ষার্থী কী বুঝতে পারছে তা বলতে বলবেন। একাধিক শিক্ষার্থীর মতামত শুনবেন। তারপর বইয়ের শেষে 'শব্দের অর্থ জেনে নিই' থেকে পড়ে মিলাতে বলবেন। শব্দগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের একটি করে বাক্য তৈরি করতে বলবেন। বাক্য তৈরি করে খাতায় লিখতে কিছুটা সময় দেবেন। তারপর কয়েকজনের কাছ থেকে বাক্য শুনবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে শব্দসমূহের বাক্যে প্রয়োগ শেখাবেন।
- 'যে বই জুড়ে সূর্য ওঠে/পাতায় পাতায় গোলাপ ফোটে' -- এই দুই লাইনে কবি কী বলতে চেয়েছেন তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করবেন।
- তারপর "যে বই জ্বালে ভিন্ন আলো/তোমাকে শেখায় বাসতে ভালো" -- এই দুই লাইনে কবি কী বলতে চেয়েছেন তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করবেন।
- তারপর শিক্ষক আজকের পাঠের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক (৬ নম্বর অনুশীলনীর ক) প্রশ্নটি করবেন: কোন ধরনের বই পড়া উচিত? কেন?
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে কবিতার বাকি অংশটুকু পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা: ১০৮-১১০** যে-বই... স্বপ্ন বলে	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ১০৮ **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, পঠিত অংশের মূলভাব	**শিখনফল** **পড়া:** ২.১.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। তারপর শিক্ষক গতকালকে আলোচিত কবিতাংশের মূলভাব বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনতে চাইবেন। দু-তিনজনের কাছ থেকে শুনবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠের কবিতাংশটি যথাযথ শব্দ প্রক্ষেপণ, ছন্দ, স্বরভঙ্গি, উচ্চারণ ও গতিসহ আবৃত্তি করবেন এবং শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে তা অনুসরণ করবে।
- শিক্ষক এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে সামনে এনে তাদের দিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন। অন্য শিক্ষার্থীরা তা শুনবে এবং অনুসরণ করবে। এভাবে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন।
- এবার শিক্ষক কবিতার আজকের অংশ পড়ে ধাপে ধাপে মূলভাব আলোচনা করবেন।
- 'যে বই তোমায় দেখায় ভয়/সেগুলো কোনো বই-ই নয়' -- এই দুই লাইনে কবি কী বলতে চেয়েছেন তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করবেন।
- তারপর 'যে বই তোমায় অন্ধ করে/যে বই তোমায় বন্ধ করে/সে বই তুমি ধরবে না।' -- এই লাইনগুলোতে কবি কী বলতে চেয়েছেন তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করবেন। সে সঙ্গে ৪ নম্বর অনুশীলনীর খ অংশ সবাইকে পড়তে বলবেন।
- তারপর শিক্ষক আজকের পাঠের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক (৬ নম্বর অনুশীলনীর খ) প্রশ্নটি শিক্ষার্থীদের করবেন: কোন ধরনের বই পড়া উচিত নয়? কেন পড়া উচিত নয়?
- এবার শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দাঁড়িয়ে বই হাতে নিয়ে ১ অনুশীলনীতে দেওয়া কবিতার মূলভাব দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ পড়তে বলবেন।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন- কোন ধরনের বই পড়া উচিত নয়? কেন পড়া উচিত নয়?
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে কবিতাটি ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ পৃষ্ঠা: ১০৮-১১১ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যবই **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা আবৃত্তি, পঠিত অংশের মূলভাব	**শিখনফল** **শোনা:** ২.১.২ **বলা:** ২.২.১, **পড়া:** ২.১.২ **লেখা:** ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক গত দিনে পঠিত কবিতাংশ থেকে জানতে চাইবেন:
  - কোন ধরনের বই পড়া উচিত নয়? কেন পড়া উচিত নয়?
  - বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে/বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে - কথাটি ব্যাখ্যা করো।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪ নম্বর অনুশীলনীর ক অংশ সবাইকে পড়তে বলবেন।
- এবার ৩ নং অনুশীলনীর ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরির কাজটি করাবেন।
- তারপর ৫ নং অনুশীলনীর সমার্থক শব্দ জেনে নিই শিক্ষার্থীদের নিয়ে পড়বেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৮ নং অনুশীলনী অনুসারে আমার পড়া প্রিয় বই সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা ও পরে দশটি বাক্য লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন ও যার লেখা হয়ে গেছে তা দেখে ফলাবর্তন করবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে কবিতাটি পাঠ ও পাঠের ১ ও ৪ নম্বর অনুশীলনী পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৫ পৃষ্ঠা: ১০৮-১১১ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যবই **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, পঠিত অংশের মূলভাব	**শিখনফল** **লেখা:** ২.১.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। শুরুতে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে পুরো কবিতাটি আবার আবৃত্তি করাবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থী সামনে এসে কবিতাটি পড়বে, তাদের সঙ্গে পুরো ক্লাসের শিক্ষার্থীরা সরবে পড়বে।
- তারপর পূর্বদিনের পাঠের পর্যালোচনা হিসেবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৮ নং অনুশীলনী অনুসারে আমার পড়া প্রিয় বই সম্পর্কে লেখাটি কয়েকজনকে পড়ে শোনাতে বলবেন।
- তারপর শিক্ষক ৬ নম্বর অনুশীলনীর গ প্রশ্নটি ('বই আমাদের জ্ঞানকে প্রসারিত করে'- বুঝিয়ে বলি।) শিক্ষার্থীদের করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় উত্তর দেবে। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজেও আলোচনা করবেন।
- এবার কবি পরিচিতি সবাইকে পড়তে বলবেন। তারপর ৮ নং অনুশীলনী অনুসারে কবি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের খাতায় পাঁচটি বাক্য লিখতে বলবেন।
- তারপর ৯ নং অনুশীলনীতে দেওয়া কাজটি করাবেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ কবিতা অনুশীলনীসহ পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৬ **পৃষ্ঠা:** ১০৮-১১১	**উপকরণ:** পাঠ্যবই **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পাঠ শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন	**শিখনফল** **পড়া :** ১.৪.১, ১.৫.১, **লেখা:** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১,

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং শুরুতে আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে কবিতাটি আবার ১/২ বার আবৃত্তি করবেন।
- তারপর পূর্বদিনের পাঠের পর্যালোচনা হিসেবে শিক্ষক ৬ নং অনুশীলনীর আলোকে একে একে সব প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করে এর উপর আলোচনা করবেন। এক একটি প্রশ্নের উত্তর একাধিক শিক্ষার্থীকে বলতে বলবেন। তারপর পরবর্তী প্রশ্নে যাবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজেও প্রশ্নের উপর আলোচনা করে উত্তরটা বুঝিয়ে দেবেন।
- তারপর ৬ নং অনুশীলনীর প্রশ্নগুলো থেকে যেকোনো এক/দুটি প্রশ্নের উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে তাদের খাতা দেখে দেবেন। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক ৪ নম্বর অনুশীলনীর উপর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে বলতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সমবেতভাবে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা তাকে অনুসরণ করে কবিতাটি আবৃত্তি করবে। এভাবে কয়েকবার সমবেতভাবে কবিতাটি আবৃত্তি করবেন।
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে (নতুন যারা এখনও এককভাবে আবৃত্তি করেনি) কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শেষ পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

অপেক্ষা

সেলিনা হোসেন

রুমা আর রুবা দুই বোন। ওদের খুব ভাব। একসঙ্গে স্কুলে যায়। একসঙ্গে খেলে। খুব কমই ঝগড়া হয় ওদের।

রুমার বয়স বারো আর রুবার দশ।

দুই জনের জন্মদিন নিয়ে ওদের মা-বাবার এক একটি গল্প আছে। ওদের মা রাহেলা বলে, যেদিন রুমার জন্ম হয় সেদিন বাড়ির উঠোনের শিউলি গাছটা ফুলে ফুলে ভরে ছিল। এত ফুল নাকি আর কখনো দেখে নি রাহেলা বানু। খুশবু ছড়িয়ে গিয়েছিল চারদিকে।

রুবা উদগ্রীব হয়ে বলে, মা আমার গল্পটা বল।

তোর গল্পটা আমি বলব, মা। এ কথা বলে জসীম মিয়া মেয়েকে জড়িয়ে ধরে। বলে, যেদিন তুই হলি সেদিন বাড়ির বাইরের আমগাছটার নিচে বসে আছি। হঠাৎ মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখি আমের বোলে ভরে আছে গাছটা। এত বোল আসতে দেখি নি আগে। বোলের গন্ধে চারদিক ভরে গেছে।

দুই বোন মা-বাবার আদরের ছায়ায় বড় হয়। স্কুলে যাওয়ার পথে বুনোফুল ছিঁড়ে বেণীর সঙ্গে গেঁথে রাখে। ফড়িং ধরে। আবার আকাশে উড়িয়ে দেয়। ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে খাতার ভিতর চাপা দিয়ে রাখে। শুকিয়ে গেলে বাবার কপালে লাগিয়ে দিয়ে বলে, বাবা তোমার হাজার বছর আয়ু হোক। মায়ের কপালে লাগিয়ে দিয়ে বলে, মা তোমার ভাতের হাঁড়ি ভরা থাকুক।

জসীম মিয়া ওদের কপালে চুমু দিয়ে বলে, আমার মেয়েগুলোর অনেক বুদ্ধি। অনেক বড় হ, মা। চাইলে লেখাপড়ার জন্য তোদের আমি ঢাকা পাঠাব।

দুই বোন খুশিতে হাততালি দেয়। মা-বাবা ওদের উৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একদিন জসীম মিয়া বাজারে যায়। সেখান থেকে দুই সের চাল-ডাল কিনে বাড়ি ফিরে বারান্দায় ধপাস করে বসে পড়ে। ছুটে আসে রাহেলা বানু।

– কী হয়েছে?

– যুদ্ধ।

– যুদ্ধ? রাহেলা বানু অবাক হয়ে বলে।

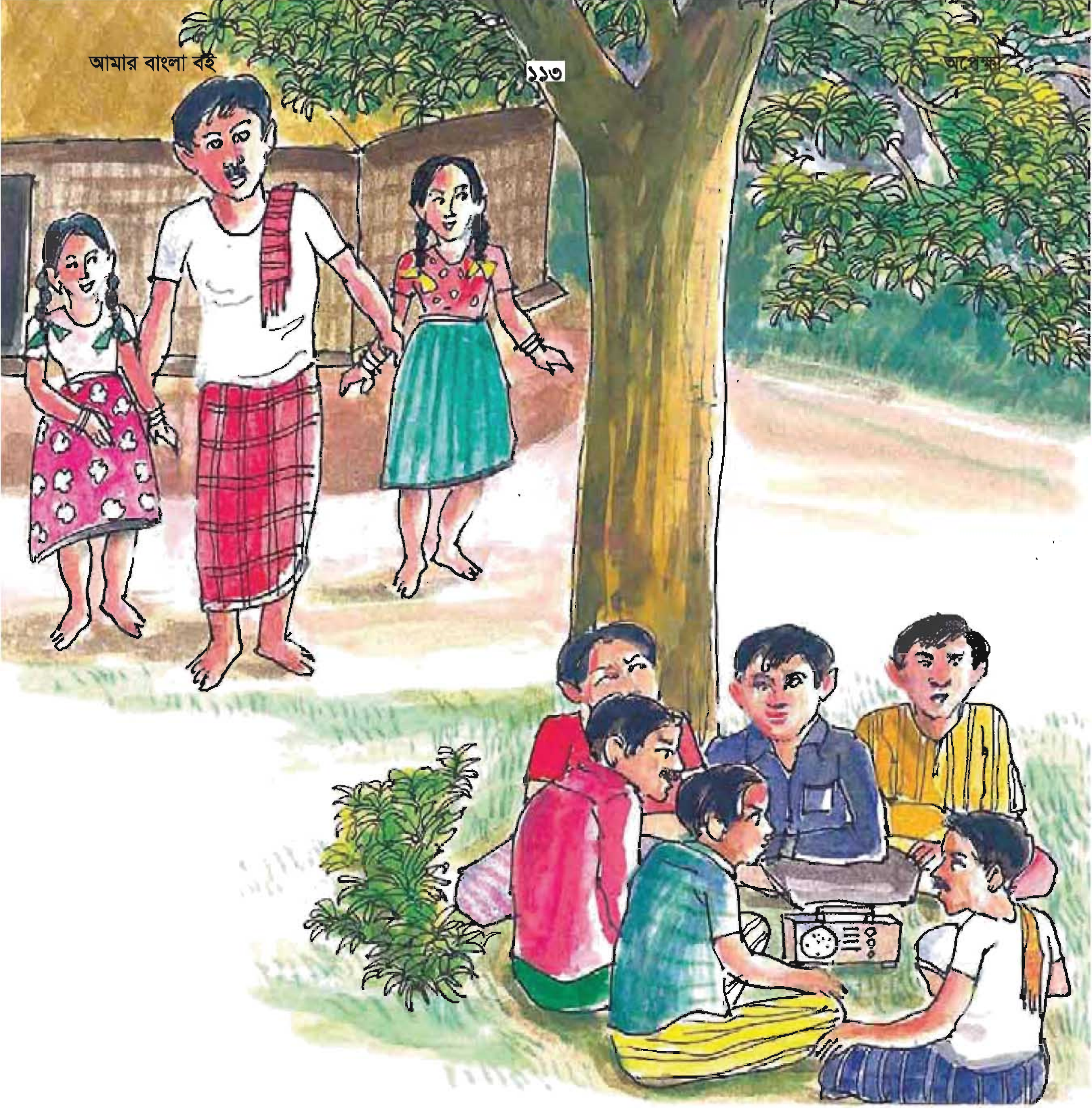

কিছু বলার আগেই জসীম শুনতে পায় বাইরে হইচই। ও দুই মেয়ের হাত ধরে বাইরে আসে। দেখে লোকজন আমগাছের নিচে গোল হয়ে বসে রেডিওতে খবর শুনছে। বিবিসির খবরে বলছে, ঢাকা শহরে গত মধ্যরাতে গণহত্যা শুরু করেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।

জসীমের মনে পড়ে কিছুদিন আগে ওরা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুনছিল–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

লোকজন খবর শুনে উত্তেজিত হয়ে বলে, আমাদের সবাইকে যুদ্ধ করতে হবে।

রুমা-রুবা বাবার হাত ছাড়িয়ে অন্য ছেলেমেয়েদের কাছে যুদ্ধের কথা বলার জন্য ছুট দেয়। চিৎকার করে বলে, যুদ্ধ করতে হবে রে। যুদ্ধ যুদ্ধ।

কয়েকমাস পরে গাঁয়ে মিলিটারি আসে। জসীম শহর থেকে আসা ছেলেদের কাছ থেকে রাইফেল চালানো শিখে নেয়। তারপর গড়ে তোলে মুক্তিবাহিনী। রাহেলা মেয়েদের নিয়ে বাড়িতে থাকবে। জসীম চেয়েছিল রাহেলা ওর বাবার বাড়ি চলে যাক, কিন্তু রাহেলা যেতে রাজি হয় নি।

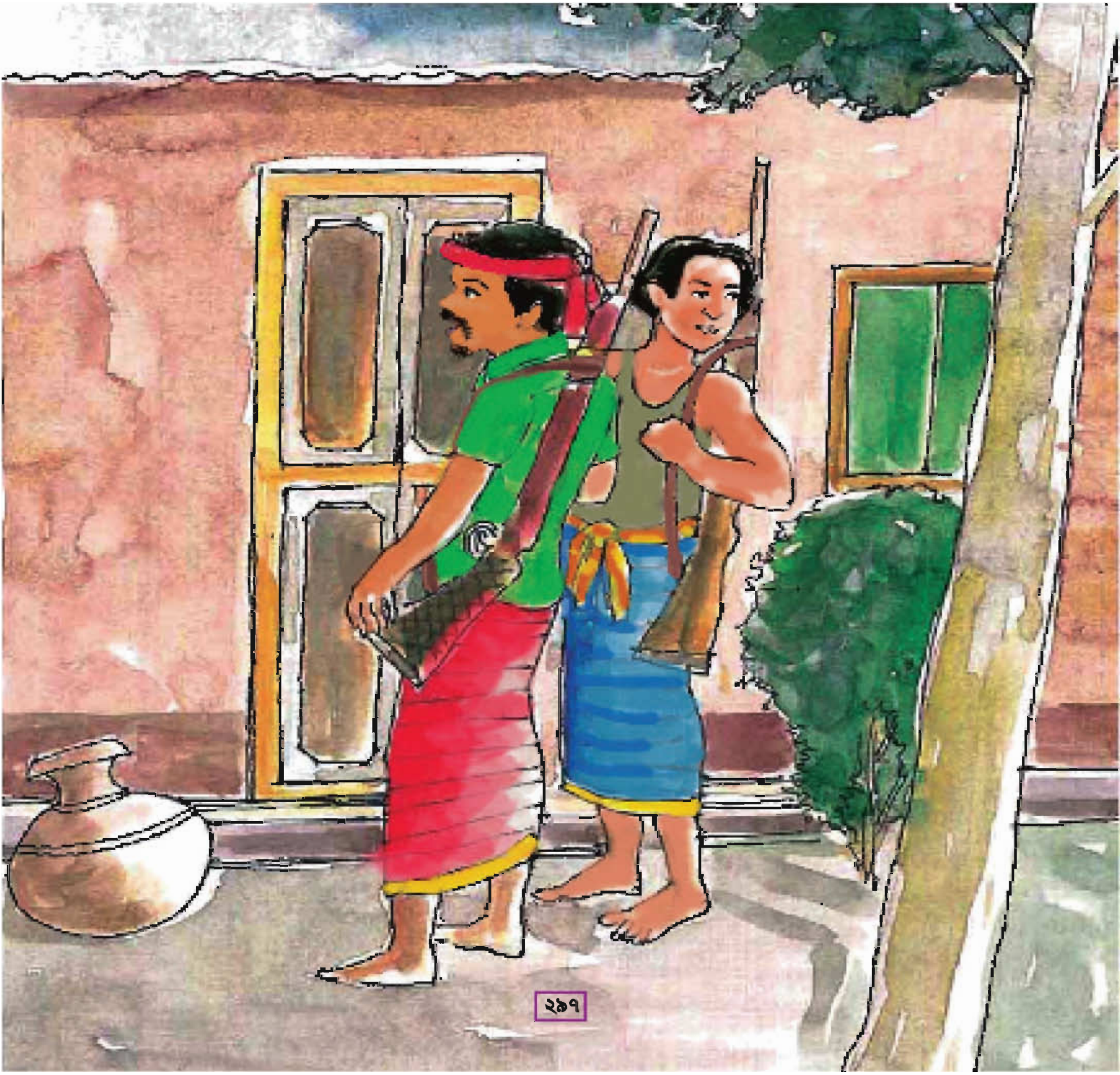

নদীর ধারেই বাজার। সেদিন বিকেলে বাজারে গেলে পাকিস্তানি মিলিটারির সামনে পড়ে যায় জসীম। ওরা বাজারের দোকান ও ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। গুলি ছুড়তে ছুড়তে আসে। একটি বুলেট এসে লাগে জসীমের বুকে। নদীর ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় ও। রক্তে ভেসে যায় মাটি। নিজেরই রক্তে মাখামাখি হয়ে যায় ওর শরীর।

মিলিটারিরা চলে গেলে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা ঘরে ফিরে আসে। রাহেলাও মেয়েদের নিয়ে আসে বাড়িতে। অনেক বাড়ি পুড়ে গেলেও ওদের বাড়িতে আগুন লাগে নি। বড় আমগাছটা ঘরের চাল আড়াল করে রেখেছে বলে আগুন এখানে আসতে পারে নি।

রাহেলা সারা রাত জসীমের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু জসীম বাড়ি ফেরে না। রুমা-রুবা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে যায়।

পরদিন গাঁয়ের লোকেরা জসীমের লাশ নিয়ে আসে বাড়িতে। রুমা-রুবা কিছুক্ষণ বাবাকে দেখে নিশ্চুপ হয়ে যায়। যেন ওরা কথা বলা ভুলে গেছে। রাহেলা তো বারবার জ্ঞান হারাচ্ছে। গাঁয়ের মেয়েরা ওদের মাকে দেখাশোনা করছে। দুই বোন রান্নাঘরের দরজায় চুপ করে বসে থাকে।

রুবা রুমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলে, যুদ্ধ মানে কী বুবু?

রুমা দুই হাতে চোখ মুছে বলে, বাবার মরে যাওয়া।

দুইজন আকাশের দিকে তাকায়। অনেক দূরে কালো ধোঁয়ার মতো কিছু একটা আকাশের দিকে উঠছে। উঠছে তো উঠছেই।

ওরা বুঝতে পারে পাশের গ্রামে আগুন দিয়েছে পাকিস্তানি মিলিটারি।

দুই বোন আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। দুই জনেই বুঝতে পারে যুদ্ধ মানে কী!

ঘোর বর্ষা। বৃষ্টির তোড়ে ডুবে যায় মাঠঘাট। রাহেলা বানু শুকনো মুখে বারান্দায় বসে থাকে। দুই বোন ধানখেতের আলের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া পানি থেকে কুঁচো চিংড়ি ধরে আনে। ওদের মা অন্যের বাড়ি থেকে আনা চালে ভাত রান্না করে।

দু-মুঠো চাল মাটির কলসিতে জমিয়ে রাখে রাহেলা বানু। রাতে কোনো মুক্তিযোদ্ধা এলে তার জন্য ভাত রান্না করবে। দুই বোন শুকনো লাকড়ি কুড়িয়ে এনে রান্নাঘরে জমিয়ে রাখে। যদি লাকড়ির দরকার হয় তখন কী দিয়ে ভাত রান্না করবে মা? দুই বোন অধীর অপেক্ষায় থাকে।

সে রাতে বৃষ্টি ছিল না। জ্যোৎস্নায় ভরা ছিল উঠোন।

গভীর রাতে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা আসে ওদের বাড়িতে।

চুপিচুপি ডাকে, মা দরজা খোল মাগো–

ধড়মড়িয়ে ওঠে রুমাকে ডাকে? ও ঠেলে মাকে জাগায়।

– মা ওঠো। শোন, কেউ এসেছে। রাহেলা বানু দরজায় টুকটুক শব্দ শোনে। দরজার কাছে গেলে আবার শুনতে পায় সে ডাক, মা দরজা খোল।

রাহেলা কাঁপা হাতে দরজা খুললে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

ওদের একজন বলে, ট্রেনিংয়ের সময় জসীম কাকু আমাদের বলেছিলেন দরকার হলে যেন আপনার কাছে আসি।

– মা, আপনি আমাদের চিনবেন না। আমাদের খিদে পেয়েছে। ভাত খেয়েই চলে যাব।

– কোথায় যাবে? রুমা জিজ্ঞেস করে।

– নদীর ওপারে। ওখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প আছে।

– তোমরা যুদ্ধ করবে? রুবা জানতে চায়।

– হ্যাঁ, আমরা পাকিস্তানি মিলিটারির ক্যাম্প আক্রমণ করব।

– তোমাদের রাইফেলগুলো ছুঁয়ে দেখি? রুমা গভীর আবেগে বলে।

– হ্যাঁ, দেখ।

দুজনে দুবোনের কোলে রাইফেল দুটো দিয়ে দেয়। রাইফেল দুটো ওরা কোলে নিয়ে বসে থাকে। মা রান্না চড়ায়। কিছুক্ষণ পর রাহেলা গরম ভাত নিয়ে আসে গামলা ভরে। সঙ্গে ডিম-আলুর তরকারি। যোদ্ধা দুইজন গপগপিয়ে খায়। দেরি করার সময় নেই। নদীর ঘাটে ওদের জন্য নৌকা নিয়ে বসে আছে অন্যরা। দেরি করা চলবে না। খাওয়া শেষ হলে রাহেলা বলে, তোমরা আবার আসবে তো?

দরকার হলে আসতে পারি। নইলে অন্যেরা আসবে। কেউ না কেউ আসবে।
রাহেলা বানুকে সালাম করে দুই বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে চলে যায় মুক্তিযোদ্ধারা।

বর্ষা শেষ।

আশ্বিনের শিউলি ফোটার দিন শুরু হয়েছে। একদিন দরজায় টুকটুক শব্দ হয়।

– খুকুমণিরা দরজা খোল।

দুই বোন লাফ দিয়ে উঠে দরজা খোলে। মুক্তিযোদ্ধারা আসে। ভাত খায়। নয়তো একটু ঘুমিয়ে নেয়। রাতের অন্ধকারে আবার চলে যায়।

ঘোরতর যুদ্ধ চলছে চারদিকে।

রুমা আর রুবা রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না।

ওরা আবার অপেক্ষা করে একটি ডাক শোনার জন্য,

– খুকুমণিরা দরজা খোল, আমরা মুক্তিযোদ্ধা।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

খুশবু উদগ্রীব বিবিসি গণহত্যা বঙ্গবন্ধু ট্রেনিং গপগপিয়ে মুক্তিবাহিনী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প মিলিটারি

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বঙ্গবন্ধুর	মিলিটারির	গণহত্যা	উদগ্রীব	বিবিসির	মুক্তিযোদ্ধারা

ক. রুবা .... হয়ে বলে, মা আমার গল্পটা বল।

খ. সবাই আমগাছের নিচে বসে রেডিওতে .... খবর শুনছে।

গ. ঢাকা শহরে গত মধ্যরাতে .... শুরু করেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।

ঘ. জসীমের মনে পড়ে কিছুদিন আগে ওরা .... ৭ই মার্চের ভাষণ শুনছিল।

ঙ. বিকেলে বাজারে গেলে পাকিস্তানি .... সামনে পড়ে যায় জসীম।

চ. রাতে .... এলে তার জন্য ভাত রান্না করবে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. রুমার জন্মদিনের গল্পটি কী?

খ. রুবার জন্মদিনের গল্পটি কী?

গ. রাহেলাবানু প্রতিদিন দুই মুঠো চাল উঠিয়ে রেখে দিত কেন?

ঘ. গভীর রাত পর্যন্ত দুই বোন কেন জেগে থাকত?

ঙ. মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জসীম মিয়ার পরিবারের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা কর।

চ. "আমার মেয়েগুলোর অনেক বুদ্ধি। অনেক বড় হ মা।"– "অনেক বুদ্ধি" এবং "বড় হ" বলতে তুমি কী বোঝ?

ছ. একজন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ করার জন্য কী কী যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা দরকার?

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে দুই বোন কোথায় রাখতো?

১. বইয়ের ভিতর ২. বালিশের নিচে

৩. কৌটার ভিতর ৪. খাতার ভিতর

খ. আমগাছের নিচে বসে জসীম কিসের খবর শুনছিল?

১. বাজারের খবর ২. যুদ্ধের খবর

৩. গণহত্যার খবর ৪. বাড়ির খবর

গ. রুবা রুমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলে, যুদ্ধ মানে কী বুবু? রুমা দুই হাতে চোখ মুছে বলে–

১. বাবার মরে যাওয়া ২. মায়ের মরে যাওয়া

৩. ভাই বোনের মরে যাওয়া ৪. স্বামী মরে যাওয়া

ঘ. কখন শিউলি ফুল ফোটে?

১. আশ্বিন মাসে ২. কার্তিক মাসে

৩. দিনের বেলা ৪. মাঘ মাসে

৫. শব্দগুলোকে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ অনুযায়ী সাজাই

এমন কিছু শব্দ আছে যা দিয়ে কারোর নাম, জায়গার নাম বোঝায় সেগুলো বিশেষ্য। যেমন– নদী শুকিয়ে গেছে। এখানে 'নদী' বিশেষ্য পদ। আবার এমন শব্দ আছে যা দিয়ে বিশেষ্য শব্দের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ, সংখ্যা বোঝায় সেগুলো বিশেষণ পদ। যেমন– মুনা দৌড়ে দ্রুত পালিয়ে গেল। এখানে 'দ্রুত' বিশেষণ পদ। এবার নিচের শব্দগুলো থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ আলাদা করি।

গাছ, ভাত, শুকনো, ভীষণ, নদী, কাঁপা, দরজা, রাইফেল, গরম, গভীর, হাঁড়ি, দ্রুত।

বিশেষ্য	বিশেষণ
নদী	গরম
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

জন্ম	মৃত্যু	যুদ্ধের সময় দেশের অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছিল।
কান্না	....	....
ভরা	....	....
যুদ্ধ	....	....
দূর	....	....
শুকনো	....	....

৭. বাক্য রচনা করি।

জন্মদিন আয়ু অপেক্ষা মুক্তিযোদ্ধা রেডিও

৮. কথাগুলো বুঝে নিই।

ধপাস করে পড়া – হঠাৎ ধপ করে পড়া। ট্রাক থেকে চালের বস্তাটি ধপাস করে ফেলল।

মুখ থুবড়ে পড়া – উপুড় হয়ে বা হুমড়ি খেয়ে পড়া। ছেলেটা হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

গপগপিয়ে খাওয়া – একসঙ্গে বেশি খাবার মুখে পুরে দ্রুত খাওয়া। সে গপগপিয়ে সব ভাত খেয়ে ফেলল।

দুই সের – আমাদের দেশে আগে ওজন মাপের জন্য 'সের' ব্যবহার করা হতো। ১ সের পরিমাণ বর্তমান মাপে ১ কেজির কিছু কম (প্রায় ০.৯৩৫ কেজি)। ১ কেজি = ১.০৭ সের (প্রায়)

৯. কর্ম-অনুশীলন।

আমার শ্রেণিশিক্ষক, মা-বাবা, দাদা-দাদি, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিকট থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গল্প শুনে তা লিখি ও শ্রেণির সহপাঠীদের পড়ে শোনাই।

সেলিনা হোসেন

লেখক-পরিচিতি

সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। তিনি ১৪ই জুন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা একাডেমিতে পরিচালক পদে থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। 'সাগর', 'গল্পে বর্ণমালা', 'কাকতাড়ুয়া', 'চাঁদের বুড়ির পান্তা ইলিশ' ইত্যাদি তাঁর লেখা শিশু-কিশোর উপযোগী বই। তিনি সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। ২০০৯ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। ২০১০ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা থেকে তিনি ডিলিট উপাধি পান। ২০১১ সালে দিল্লির সাহিত্য একাডেমি থেকে প্রেমচাঁদ ফেলোশিপ পান।

অপেক্ষা
(পৃষ্ঠা ১১২-১২১)

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য, কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ, উপদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে পালন করবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে ঘটনা, মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে ও উপভোগ করতে পারবে।	২.২.১ গল্প শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.২.২ গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
৩.১ নাটকের সংলাপ ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.২ বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ ও অনুরূপ শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তবর্ণ সহযোগে তৈরি শব্দযক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশ দিতে এবং অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশ দিতে পারবে। ১.৩.৩ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথার মূল বিষয় ও ভাব বলতে পারবে।	২.৪.১ গল্পের মূল বিষয় বলতে পারবে। ২.৪.২ গল্পের মূলভাব বলতে পারবে।
২.৫ নাটকের সংলাপ বলতে পারবে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.৩ সহজ বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত চলিত উচ্চারণে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৪.১ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি ও মত প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.১ বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ করতে পারবে। ৪.১.২ বিভিন্ন বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ পাঠ্যপুস্তকে ও সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	১.৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.২ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে ১.৩.৩ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৩.৪ সমমানের বইয়ে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সংবলিত শব্দ যোগে গঠিত বাক্য সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠ্যপস্তকের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্টস্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।

	১.৪.২ সমমানের বইয়ের পাঠ শ্রবণযোগ্য স্পষ্টস্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে অর্থযতি ও শ্বাসযতি বজায় রেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথার পড়ে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.৪.১ গল্প পড়ে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.৪.২ গল্প পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে। ১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ ব্যবহার করে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য ও চরণ লিখতে পারবে।	১.৬.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৮ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।	১.৮.১ পঠিত বিষয়ে শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।
২.৩ পাঠ্যবই ও সমমানের বইয়ের ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, কথোপকথন, বর্ণনা পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে।	২.৩.৩ পাঠ্যবইয়ের গল্প পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.৬ পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা পড়ে মূলভাব লিখতে পারবে। ২.৩.১২ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।
৩.২ অভিমতসহ পরিচিত পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখতে পারবে।	৩.২.১ অভিমতসহ পরিচিত পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখতে পারবে।
৩.৩ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে।	৩.৩.১ সহজ ভাষায় রচনা লিখতে পারবে। ৩.৩.২ পাঠবহির্ভূত কোনো বিষয়ে নিজের মনোভাব লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এটি সেলিনা হোসেন রচিত মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক একটি পাঠ। এই পাঠে একটি গল্পের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে একটি সাধারণ পরিবারের যুদ্ধে অংশগ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। দুই মেয়ে রুনা ও রুবা এবং স্ত্রী রাহেলা বানুকে নিয়ে সুখের সংসার জসীমের। একসময় জসিম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং পাকিস্তানি মিলিটারির গুলিতে শহিদ হন। তারপর থেকে ঐ পরিবারে নিয়মিত যাতায়াত করে মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করে অত্যন্ত সুখ বোধ করে তারা। এরপর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করার জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকে দুই বোন রুমা ও রুবা এবং তাদের মা রাহেলা বানু। কান পেতে রাখে ঘরের দরজায়, অপেক্ষায় থাকে। কখন মুক্তিযোদ্ধারা আসবে এবং তাদের দরজা খুলতে হবে, কখন তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করার সুযোগটুকু পাবে।

পাঠ বিভাজন: ৯

পিরিয়ড : ১ পৃষ্ঠা: ১১২ রুমা আর রুবা... ভরা থাকুক	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ এবং পাঠের বিষয়বস্তু।	**শিখনফল** **শোনা** : ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ **বলা** : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৩, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া** : ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা** : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- আজকের পাঠের প্রতি মানসিক সংযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গল্পটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা দেবেন। এরপর পাঠ্যপুস্তকের ১১২ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন।
- শুরুতে শিক্ষার্থীদের ছবিগুলো দেখতে বলবেন, ছবিগুলো দেখে তাদের কী মনে হচ্ছে তা জানতে চাইবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ ছবিতে যাদের দেখতে পাচ্ছি তাদের সম্পর্কে জানব।
- এছাড়া শিক্ষক তাঁর নিজের মতো করে উপস্থাপন করতে পারেন।
- এরপর শিক্ষক গল্পের শিরোনাম ও লেখকের নাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ১২১ পৃষ্ঠায় কবি পরিচিতি-এর আলোকে কবি সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
- প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার গল্পটি ও লেখকের নাম উচ্চারণ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সমস্বরে বলতে বলবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম 'অপেক্ষা' বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা গল্পটির (রুমা আর রুবা .... ভরা থাকুক।) অংশ পড়ব। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এবার দলে শিক্ষাথীরা কী কী যুক্তবর্ণ এবং অজানা/নতুন শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- জন্মভূমি - জন্ম = ন+ম, খুশবু, উদগ্রীব, বোল, গন্ধে ইত্যাদি। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ হলে ভেঙে দেখাবেন।
- শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন। যুক্তবর্ণ যুক্তশব্দ হলে ভেঙে বলবে। এরপর শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য মৌখিকভাবে জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। প্রতিটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ বলে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন এবং বুঝতে পেরেছে কি না তা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর করে জেনে নেবেন।
- আজকের অংশ কয়েকজনকে নিজের ভাষায় বলতে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকের পাঠটি পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ২ পৃষ্ঠা: ১১২-১১৫ জসীম মিয়া... আসতে পারেনি	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, বাক্য, শব্দার্থ এবং যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখাসহ পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা** : ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ **বলা** : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৩, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া** : ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা** : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - রুমার জন্মদিনে কী ঘটেছিল?
  - রুবার জন্মদিনের গল্পটি কী?
  - স্কুলে যাওয়ার সময় রুমা এবং রুবা কী করত?
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১১২ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের আজকে ১১৩ এবং ১১৪ নম্বর পৃষ্ঠার ছবি নিয়ে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিটি দেখতে বলবেন। ছবিতে কী দেখছে তা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরে জেনে নেবেন। যেমন:
  - উপরের ছবির মানুষগুলো কারা?
  - তাদের দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে?
  - তারা কোথায় যাচ্ছে এবং কেন যাচ্ছে বলে তোমার মনে হচ্ছে?
  - নিচের ছবিতে গোল হয়ে বসে তারা কী করছে?
  - ছবির মানুষগুলো সম্পর্কে তোমরা কি কিছু জানো বা শুনেছ?
  - তাদের মাঝখানে কী দেখা যাচ্ছে?
  - রেডিওতে তারা কী শুনছে এবং কেন শুনছে?
  - আজকের গল্পের অংশ কী নিয়ে হতে পারে বলে তোমরা মনে কর? ইত্যাদি। শিক্ষক প্রয়োজনে আরও বেশি প্রশ্ন করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা (জসীম মিয়া.......... আসতে পারেনি।) অংশটুকু পড়ব। শিক্ষক পূর্বের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষে পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের জোড়ায় মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন। জোড়ায় পড়ার সময় শিক্ষার্থীরা উচ্চারণ, যতিচিহ্নের ব্যবহার ঠিক রেখে পড়ছে কি না শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- জোড়ায় কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- কয়েকজনকে সামনে এনে পড়তে দেবেন।
- জোড়ায় শিক্ষার্থীরা কী কী যুক্তবর্ণ এবং অজানা/নতুন শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- উৎফুল্ল, গণহত্যা, বিবিসি, যুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিবাহিনী, মুক্তিযোদ্ধা, মিলিটারি ইত্যাদি। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ হলে ভেঙে দেখাবেন।
- শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন। যুক্তবর্ণ শব্দ হলে ভেঙে বলবে।

- এরপর শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের শব্দগুলোর অর্থ বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন এবং লিখে নিতে বলবেন।
- প্রয়োজনে প্রতিটি শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করে দেবেন। উল্লিখিত যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করতে বলবেন। প্রতিটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ বলে দেবেন।
- পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠের ১ ও ২ অংশ থেকে যুক্তবর্ণসংশ্লিষ্ট শব্দসমূহ এবং নতুন শব্দ বা অর্থ জানা নেই এমন শব্দ নির্বাচন করে আনতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৩ **পৃষ্ঠা: ১১৫** রাহেলা সারা... ছিল উঠোন	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা** : ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ **বলা** : ১.৩.৩, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া** : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা** : ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - কারা ঢাকা শহরে গণহত্যা চালিয়েছিল?
  - ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু কী বলেছিলেন?
  - জসিম কীভাবে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলে?
  - পাকিস্তানি মিলিটারি বাজারে ঢুকে কী করেছিল?
  - জসিম কীভাবে মারা যায়? উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্নের উত্তর ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সাহায্য করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১১৫ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'অপেক্ষা' গল্পটির (রাহেলা সারা........ ছিল উঠোন।) অংশ পড়ব। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের ৪-৫ জনের দলে মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো দলের কাজগুলো করাবেন।
- দলে পড়ার কাজ, যুক্তবর্ণ এবং নতুন/অজানা শব্দ খুঁজে বের করে লেখা এবং পাঠ থেকে ৩টি প্রশ্ন তৈরি করবেন।
- দলে কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কী যুক্তবর্ণযুক্ত এবং অজানা/নতুন শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন: জ্ঞান, নিশ্চুপ, আলোর, মিলিটারি, মুক্তিযোদ্ধা, লাকড়ি ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন ও খাতায় লিখতে বলবেন। যুক্তবর্ণ শব্দ হলে ভেঙ্গে বলবে ও লিখবে।
- শিক্ষক শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের শব্দগুলোর অর্থ বলে দেবেন ও লিখতে বলবেন।

- এরপর শিক্ষার্থীদের লেখা দলভিত্তিক প্রশ্ন শুনবেন। একদল প্রশ্ন করবে অন্যদল উত্তর দেবে। শিক্ষক প্রশ্ন তৈরি এবং উত্তর প্রদানে সহায়তা করবেন এবং ভুল হলে সংশোধন করে দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন। পাঠটি পড়ে বুঝেছে কি না তা জানার জন্য প্রশ্ন করবেন। যেমন-
  - জসিম কেন বাড়ি ফিরে আসেনি?
  - রুবা-রুমার হাত ধরে কী জানতে চেয়েছিল?
  - উত্তরে সে কী বলেছিল এবং কেন?
  - রুবা আর রুমা কীভাবে পরে যুদ্ধের মানে বুঝতে পেরেছিল?
  - রাহেলা বানু কেন মাটির কলসিতে দুমুঠো চাল জমিয়ে রাখেন? ইত্যাদি।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকের পাঠটি পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৪ **পৃষ্ঠা: ১১৮-১২০** অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ বাক্য এবং অনুশীলনীর প্রশ্ন-উত্তর।	**শিখনফল** **শোনা** : ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬ **বলা** : ১.৩.৩, ২.৪.১, ২.৪.২ **পড়া** : ১.৪.১ **লেখা** : ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসাবে গত দিনের পাঠের বিষয়বস্তু জানতে চাইবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১১৫ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন।
- কয়েকজনকে পাঠটি পড়তে দেবেন। পড়ার সময় শিক্ষার্থীরা উচ্চারণ, যতিচিহ্নের ব্যবহার ঠিক রেখে পড়ছে কি না শিক্ষক লক্ষ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন
- এরপর গত দিনের শেখা শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য প্রথমে জিজ্ঞেস করবেন। এরপর শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখতে দেবেন। যেমন: জ্ঞান, নিশ্চুপ, মিলিটারি, মুক্তিযোদ্ধা, লাকড়ি ইত্যাদি।
- শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ১২০ পৃষ্ঠার ৫ নং অনুশীলনীর 'শব্দগুলোকে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ অনুযায়ী সাজাই' অংশটি শিক্ষার্থীদের চর্চা করাবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক বিশেষ্য এবং বিশেষণ পদ ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর ৩ নম্বর অনুশীলনীর গ এবং ঘ নং প্রশ্ন করাবেন। প্রথমে জিজ্ঞেস করবেন। এরপর জুটিতে লিখতে দেবেন। লেখা শেষে জুটির কাছ থেকে শুনবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষার্থীদের বাড়িতে সংশ্লিষ্ট অনুশীলনীর কাজ চর্চা করতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৫ পৃষ্ঠা: ১১৬ গভীর রাতে... হ্যাঁ দেখ	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা, অর্থ, বাক্য এবং প্রশ্নের উত্তর বলা ও লেখা।	**শিখনফল** শোনা : ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ বলা : ১.৩.৩, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ পড়া : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ লেখা : ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - গত দিনের পাঠের বিষয়বস্তু জানতে চাইবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১১৬ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা (গভীর রাতে......... হ্যাঁ দেখ।) অংশ পড়ব। শিক্ষক পূর্বের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষে পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের ৪-৫ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো দলের কাজগুলো করাবেন।
- দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে পড়ার কাজ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ বের করে খাতায় লিখা। দলে কাজের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যথানিয়মে পড়তে সহায়তা করবেন। দলে পড়ার সময় শিক্ষার্থীরা যতিচিহ্নের ব্যবহার ঠিক রেখে পড়ছে কি না শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- দলে শিক্ষার্থীরা কী কী যুক্তবর্ণযুক্ত এবং অজানা/নতুন শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন: দ্রুত, ট্রেনিং, জিজ্ঞেস, ক্যাম্প, আক্রমণ ইত্যাদি। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ হলে ভেঙে দেখাবেন। শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ হলে ভেঙে বলবে।
- শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের শব্দগুলোর অর্থ বলে দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা পাঠের বিষয়বস্তু এবং পাঠটি পড়ে বুঝেছে কি না তা জানার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর করবেন। যেমন:
  - গভীর রাতে কারা এসে দরজায় ডাকে?
  - তারা কেন গভীর রাতে আসে এবং কী জন্য আসে?
  - মুক্তিযোদ্ধারা কী আক্রমণ করবে বলে জানায়?
  - রুমা কেন রাইফেলগুলো ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিল?
  - ইত্যাদি। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠটি পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৬ পৃষ্ঠা: ১১৮-১২০ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, প্রশ্ন-উত্তর লেখা এবং বিপরীত শব্দ।	**শিখনফল** শোনা : ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬ বলা : ১.৩.৩, ২.৪.১, ২.৪.২ পড়া : ১.৪.১ লেখা : ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠের বিষয়বস্তু জানতে চাইবেন।
- আজকের পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশে গত দিনের পাঠ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠের প্রতি কৌতূহলী করে তুলবেন। প্রাসঙ্গিকভাবে শিক্ষক আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১১৬ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক প্রথমে কয়েকজনকে পড়তে দেবেন।
- এরপর বিগত পাঠসমূহ থেকে নতুন শব্দ বা অর্থ জানা নেই এমন শব্দসমূহ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় চিহ্নিত করবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শব্দের অর্থ আলোচনা করবেন। প্রতিটি শব্দের অর্থ ভালোভাবে বিশ্লেষণ করবেন। শিক্ষার্থীরা বুঝেছে কি না তা জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীদের শব্দসমূহ দিয়ে বাক্য তৈরি করতে দেবেন এবং লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের ১২০ পৃষ্ঠার ৬ নং অনুশীলনীর ‘বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি’ অংশটি শিক্ষার্থীদের দিয়ে করাবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রথমে একটি বুঝিয়ে দেবেন। তারপর শিক্ষার্থীদের খাতায় করতে দেবেন।
- এরপর ৩ নম্বর অনুশীলনীর ঙ নং প্রশ্ন করাবেন। প্রথমে জিজ্ঞেস করবেন। এরপর জুটিতে লিখতে দেবেন। লেখা শেষে জুটির কাছ থেকে শুনবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ১২১ পৃষ্ঠার ৯ নং কর্ম-অনুশীলনের আলোকে শিক্ষার্থী বাবা-মা. দাদা-দাদি, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিকট থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গল্প শুনে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৭ পৃষ্ঠা: ১১৬-১২০ দুজনে দুবোনের... আমরা মুক্তিযোদ্ধা	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ এবং পাঠের বিষয়বস্তু।	**শিখনফল** শোনা : ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ বলা : ১.৩.৩, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ পড়া : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ লেখা : ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠের বিষয়বস্তু জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত কাজটি দেখবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১১৬ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন।

- শিক্ষার্থীদের আজকে ১১৭ নম্বর পৃষ্ঠার ছবি নিয়ে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিটি দেখতে বলবেন। ছবিতে কী দেখছে তা প্রশ্ন-উত্তরে জেনে নেবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, ছবিতে যাদের দেখতে পাচ্ছি তাদের সম্পর্কে জানব। এছাড়া শিক্ষক তাঁর নিজের মতো করেও উপস্থাপন করতে পারেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা গল্পটির (দুজনে দুবোনের.........আমরা মুক্তিযোদ্ধা।) অংশ পড়ব। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের ৪-৫ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো দলে কাজগুলো করাবেন।
- দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে প্রথমে পড়ার কাজ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ বের করে খাতায় লেখা এবং প্রশ্ন তৈরি করে উত্তর লেখা।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- এবার দলে শিক্ষার্থীরা কী কী যুক্তবর্ণ এবং অজানা/নতুন শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- গপগপিয়ে, কিছুক্ষণ, যোদ্ধা ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন। যুক্তবর্ণ শব্দ হলে ভেঙে বলবে। এরপর শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। প্রতিটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ বলে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন এবং বুঝতে পেরেছে কি না তা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর করে জেনে নেবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ থেকে দুই লাইন শিক্ষার্থীদের পড়াবেন ও লিখাবেন। লাইন দুটির আলোচনা করবেন।
- এরপর ১১৯ নম্বর পৃষ্ঠার ৩ নম্বর অনুশীলনীর চ এবং নং প্রশ্ন করাবেন। প্রথমে জিজ্ঞেস করবেন। এরপর জুটিতে লিখতে দেবেন। লেখা শেষে জুটির কাছ থেকে শুনবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পাঠটি পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড : ৮ **পৃষ্ঠা: ১১৮-১২১** অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যবইয়ের পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** শব্দের অর্থ, বাক্য এবং ঠিক উত্তরটিতে টিকচিহ্ন দেওয়া।	**শিখনফল** **শোনা** : ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ২.৩.১, ২.৩.২, ৩.১.২ **বলা** : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.৩, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.৩, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া** : ১.৪.১, ১.৪.২ **লেখা** : ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ২.৩.৩, ২.৩.৬, ২.৩.১২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নটি করবেন। যেমন:
  - গল্পটির বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় বলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১১৮ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। পাঠের শিরোনাম অনুযায়ী অনুশীলনী ১ নম্বর প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন। ১ নং অনুশীলনীর শব্দগুলো পাঠের মধ্যে কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করে নিচে দাগ দিতে বলবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং সহায়তা করবেন।

- শিক্ষক এরপর ১ নম্বর অনুশীলনীর প্রতিটি শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। শিক্ষক শব্দের অর্থ প্রয়োজন অনুযায়ী লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন- 'ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।' প্রথমে শিক্ষক একটি বাক্য বোর্ডে লিখবেন। খালি জায়গায় কোন সঠিক শব্দটি হবে তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং খালি জায়গায় শব্দটি লিখবেন। এরপর শিক্ষার্থীরা বাক্যের খালি জায়গায় সঠিক শব্দ ব্যবহার করে খাতায় লিখবে।
- এরপর শিক্ষক ৪ নম্বর অনুশীলনীর 'ঠিক উত্তরটিতে টিকচিহ্ন দিই' অংশ করাবেন। প্রথমে সবার উদ্দেশে জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষার্থীরা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর বাছাই করে প্রথমে বলবে। তারপর খাতায় লিখতে দেবেন। লেখা শেষে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আপনি বলবেন, শিক্ষার্থীরা মিলিয়ে নেবে।
- এরপর শিক্ষক ৭ এবং ৮ নং প্রশ্ন করাবেন। প্রথমে একটি বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অনুশীলনীসহ সম্পূর্ণ গল্পটি ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন।

পিরিয়ড– ৯
পাঠ শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা ৫টি বাক্যে লেখ?
২. ফাঁকা ঘরে বিপরীত শব্দ লিখি।
ক. জন্ম: ....
খ. দূর: ....
গ. যুদ্ধ: ....
ঘ. শুকনো: ....
ঙ. কান্না: ....
৩. নিচের ঘর থেকে সঠিক অর্থটি নিয়ে শব্দের পাশে লিখি।

সামরিক বাহিনী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপাধি, অনেক লোককে বিনা অপরাধে মেরে ফেলা, যিনি স্বাধীনতা বা মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেন, যুক্তরাজ্যের বেতার কেন্দ্রের নাম

ক. গণহত্যা: ....
খ. মুক্তিযোদ্ধা: ....
গ. বঙ্গবন্ধু: ....
ঘ. বিবিসি: ....
ঙ. মিলিটারি: ....
৪. যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে দেখাই ও দুটি করে শব্দ লিখি।
ক. শ্চ ....
খ. জ্ঞ ....
গ. ন্ধ ....
ঘ. ন্দ ....
৫. 'যুদ্ধ মানে বাবার মরে যাওয়া' রুমার এ কথার মধ্য দিয়ে কী প্রকাশ পায়? ৫টি বাক্যে লিখ।

সমাপ্ত